বুস্তানুল
মুহাদ্দিসীন
শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী

বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন

(মুহাদ্দিসদের বাগান)

মূল

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র)

অনুবাদ

ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওঃ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন
মূল : শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র)
অনুবাদ : ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওঃ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮৮
ইফা প্রকাশনা : ২২৪৮/১
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪০৯
ISBN : 984-06-0903-3
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪

দ্বিতীয় প্রকাশ (রাজস্ব)
জুন ২০১৪
জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
শাবান ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
মুহাম্মদ তাহের হোসেন
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ : গিয়াসউদ্দিন খসরু

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ১৫৭.০০ টাকা

BUSTANUL MUHADDISIN : Written by Shah Abdul Aziz Muhaddis Deihlovi in Pharchi and translated by Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique and Moulana Abdullah bin Sayed Jalalabadi into Bangla and published by Mohammad Taher Hossain, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

Website : www.islamicfoundation.org.bd
E-mail : directorpubif@yahoo.com

Price : Tk 157.00 ; US Dollar : 8.00

Content

সূচিপত্র

Content

(চার)

Content

Content

প্রকাশকের কথা

'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন' ফার্সী ভাষায় রচিত হাদীস চর্চা বিষয়ক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। লেখক ভারতীয় উপমাহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র) (জন্ম : ১৭৪৬ ইং, মৃত্যু : ১৮২৩ ইং)। তাঁর পিতা ছিলেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ। মুহাদ্দিস দেগলভী (র) ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও মুজতাহিদ। বিশেষ করে হাদীস চর্চায় শাহ পরিবারের অবদান ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বমহলে স্বীকৃত।

গ্রন্থটিতে হাদীস, মুহাদ্দিস ও হাদীসের ৯৫টি গ্রন্থের পর্যালোচনাসহ্ এসবের চর্চার বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

মূল ফার্সী বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদকদ্বয় উর্দু অনুবাদের সহায়তা নিয়েছেন। উর্দু অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুস সামী।

এই মূল্যবান বইটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক ডঃ আ. ফ. ম. আবু সিদ্দীক এবং মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী। সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী। আমরা অনুবাদকদ্বয় ও সম্পাদককে তাঁদের অসামান্য শ্রমের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। নির্ভুল মুদ্রণের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি, আর এই বইটি মুদ্রণেরবিষয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন !

মুহাম্মদ তাহের হোসেন
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত ও সালামের পর আরম্ভ ঃ

এই পুস্তিকার নাম বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন। যেহেতু অধিকাংশ পুস্তক পুস্তিকা ও রচনায় এমন অনেক কিতাব হতে হাদীসসমূহ উধৃত করা হয়, যে গুলো সর্ম্পকে অবগতির অভাবে শ্রুতিমণ্ডলী উধৃত হাদীসসমূহ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন না, তাই ঐ কিতাবসমূহের আলোচনাই আসল প্রতিপাদ্য, কিন্তু সাথে সাথে ঐ সমস্ত কিতাবের রচয়িতা তথা সংকলকগণের প্রস্তাব ও আলোচিত হবে। কেননা, রচয়িতাও সংকলকের দ্বারাই তাঁর রচনা ও সংকলনের মান নির্ধারিত হয়ে থাকে। এর সাথে সাথে আর একটি কথা। এই কিতাবের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে হাদীসের পাঠসমূহ। অর্থাৎ হাদীসের পাঠ সম্বলিত কিতাবসমূহের আলোচনাই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য, কিন্তু কোন কোন শারহ্ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থর আলোচনাও এতে স্থান পাবে। কেননা ঐ সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ এতই বিখ্যাত, বহুল উধৃতও নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত যে, সেগুলোকেও যদি পাঠ গ্রন্থের সম মর্যাদাসম্পন্ন বলা হয়, তবে তাতে অত্যুক্তি হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ভুলত্রুটি হতে হিফাজতে রেখে পদস্খলনের স্থানসমূহে আমাদেরকে স্থির ও নিরাপদ দূরত্বে রাখুন। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি ব্যাপারে তিনিই তো আমাদের আশা ও ভরসাস্থল।

মুওয়াত্তা ইমাম মালিক

এই কিতাবখানি হযরত ইমাম মালিক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক সংকলিত- যিনি একটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইমামও বটে। তার এল্ম ও আমল তথা জ্ঞান ও গরিমার কথা এতই সুবিদিত যে, তার বর্ণনা বাহুল্য বলেই মনে হয়। তবুও বরকত হাসিল ও এই কিতাবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর কারামতপূর্ণ জীবন যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করছি। অনুরূপভাবে ঐ একই উদ্দেশ্যে অন্যান্য কিতাবের রচয়িতাদের সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে।

ইমাম মালিকের নসব নামা ঃ মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবু আমের ইবনে আমর ইবনুল হারিস ইবনে গায়মান ইবনে খুসায়ল। ক্রম অনুসারে সাজালে এরূপ দাঁড়ায় ঃ
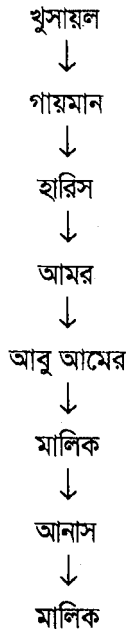
হাফিয ইবনে হজর তদীয় 'এসাবা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আবু আমের এর বর্ণনায় এরূপই দিয়েছেন। সাহাবী তার 'তাজরীদুস্ সাহাবা' গ্রন্থে আবু আমেরের

কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, আমি সাহাবীদের মধ্যে তার উল্লেখ পাই। তিনি নবী করীম (স)-এর যুগে অবশ্যই বর্তমান ছিলেন। তার পুত্র মালিক হযরত উসমান (রা) ও অপর কয়েকজন সাহাবীর হাদীস বর্ণনা (রেওয়ায়েত) করেছেন। শায়খ মুহম্মদ বিন ইবরাহীম বিন খলীল তার 'শার্‌হে মুখতসার খলীল' গ্রন্থে মালিকী মাযহাবের একখানি বিখ্যাত ফিকাহের কিতাব বলে স্বীকৃত এবং মাগরেবের দেশসমূহে বহুল পঠিত ও কার্যকরী গ্রন্থ হিসাবে সুবিদিত। এরূপই বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ইমাম মালিকের পিতামহ আবু আমির সাহাবী ছিলেন। একমাত্র বদরযুদ্ধ ছাড়া তিনি প্রত্যেকটি যুদ্ধেই নবী করীম (স) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

এই কথাগুলো ইবনে করহুনের বিখ্যাত কিতাব 'আদ্‌দীবাজুন মাওয়াহিজ ফী উলামায়ে মাজাহিব 'হতে সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করা হল। (আল্লাহ্‌ই সমধিক জ্ঞাত।)

দারকুতনী ইমাম মালিকের উর্ধ্বতন পূরুষ খুসায়লের নাম 'জুসায়ন' বলে উল্লেখ করেছেন। আর খুসায়ল হচ্ছেন আমর ইবনুল হারিসের পুত্র। এই হারিস 'যী আসবাহ'নামে প্রসিদ্ধ। এ কারণেই ইমাম মালিক (রা)-কে 'আসবাহী বলা হয়ে থাকে।

ইমাম মালিক ৯৩ হিজরীতে (মতান্তরে ৯৫ হিজরীতে) জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম মালিকের অন্যতম শিষ্য ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে বুকায়র এইরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি তার মাতৃগর্ভে অপেক্ষাকৃত বেশী কাল অবস্থান করেন। কেউ কেউ এই অবস্থানকাল দু বছর, আবার কেউ কেউ তিন বছর বলে বর্ণনা করেছেন। ১৭৯ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়। তার জন্ম ও মৃত্যু তারিখের বর্ণনায় কোন এক মনীষী নিম্নলিখিত পংক্তিটি রচনা করেন। এই পংক্তি দ্বারা তাঁহার আয়ূষ্কাল নির্ণীত হয়।

فَخْرُ الاَئِمَّةِ مَالِكُ * نِعْمَ الاِمَامُ السَّالِكُ

مَوْلَدُهُ نَجْمُ هُدًى * وَفَاتُهُ فَازَ مَالِكُ

"কতই উত্তম মালিক মালিক ইমামকুল মণি নজমু হুদার জন্ম তাঁর ফাযা মালিক' মৃত্যু জানি।"

এই নজমু হুদা শব্দের অর্থ হচ্ছে হেদায়েতের নক্ষত্রমণি এবং ফাযা মালিক অর্থ মালিক সফলকাম হয়েছেন। সালিক অর্থ ঃ আল্লাহর পথের পথিক দরবেশ। নজমু হুদা ও ফাযা মালিক তার জন্ম মৃত্যুর সাল নির্দেশক।

ইমাম মালিকের হুলইয়া (আকৃতি প্রকৃতি)

দীর্ঘাকৃতি, হৃষ্টপষ্ঠ, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, আয়তলোচন এবং সুন্দর সুতীক্ষ্ণ নাক বিশিষ্ট। ললাটে স্বল্পকেশ। এরূপ ললাটে স্বল্পকেশ বিশিষ্ট লোককে আরবীতে আসলা (اصلع) বলা হয়ে থাকে। হযরত উমর এবং হযরত আলী (রা) ও এরূপ আস্‌লা বা ললাটে স্বল্পকেশী ছিলেন। তাঁর দাড়ি ছিল অত্যন্ত ঘন এবং আবক্ষ বিস্তৃত। গোঁফের যে অংশ ঠোঁটের উপরে আসত তিনি ছেঁটে নিতেন, এবং গোঁফ ও ছিল প্রচুর এবং এ ব্যাপারেও তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) এর অনুকরণ করতেন। হযরত উমরের (রা) এর ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ কথা হলো ঃ

اَنَّهٗ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُفْتِلُ سَبْلَتَهٗ اِذَا اَهَمَّهٗ اَمْرَ

"তিনি যখন কোন বিরাট বিষয়ের সম্মুখীন হতেন তখন গোঁফে প্যাঁচ দিতে থাকতেন।

ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, ইমাম মালিক দীর্ঘ নব্বই বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ জীবনে না কখনো তিনি দাড়িতে খিযাব ব্যবহার করেছেন, আর না কোনদিন হাম্মামে প্রবেশ করেছেন। তিনি অত্যন্ত সুবেশধারী ছিলেন। এডেনের নির্মিত কাপড় সর্বদা পরিধান করতেন। এডেন ইয়েমেনের একটি শহর এবং সেখানকার কাপড় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং উচ্চমূল্যের হত।

তাছাড়া খোরাসান এবং মিসরের উঁচু দরের কাপড়ও তিনি পরিধান করতেন। তার লেবাস প্রায়ই শুভ্রবর্ণ হত এবং প্রায়ই তিনি আতর ব্যবহার করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেনঃ যাকে আল্লাহ্ তাআ'লা প্রাচুর্য দান করেছেন অথচ তার পোষাক পরিচ্ছদে এর পরিচয় না মিলে তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে আমি ভালবাসি না। কেননা, সে খোদা প্রদত্ত নিয়ামতকে গোপন করে কৃতঘ্নতারই পরিচয় দিচ্ছে।

এই দীন লেখক বলছেন, পূর্ববর্তী যুগের বুযুর্গানে দ্বীন উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট উভয় ধরণের কাপড়ই পরিতেন খাঁটি নিয়্যতে। যারা উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করতেন, তাদের নিয়ত হত উত্তম। লেবাসের মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতের কথা প্রকাশ করা তথা তার নিয়ামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। আর যারা অনাড়ম্বর মোটা কাপড় পরিধান করতেন, তাদের নিয়্যত হত বিনয় প্রকাশ ও খ্যাতি-বিমুখতা। তাই উভয় খেয়ালের পক্ষপাতী বুযুর্গগনের আচরণই প্রশংসনীয় এবং তাদের প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর নিয়্যত অনুসারে পুণ্যের ভাগী হবেন। আরবীতে প্রবাদ আছে ঃ

وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُوْنَ مَذَاهِبَ

"প্রেমের আছে নানা্ন ধারা–
যে ধারায় যে চল্তে পারে–
প্রেমিক জনায় দোষ দিওনা প্রেমই তারে ঘুরিয়ে মারে।"

ইমাম মালিকের অন্যতম প্রিয় শিষ্য আশহুর বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম মালিক (রহঃ) যখন মাথায় পাগড়ী পরিধান করতেন, তখন তার এক পাল্লা থুতনীর নীচে রেখে অপর প্রান্ত বা শামলা দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে দিতেন। ওযর বা অসুস্থতা ছাড়া সাধারণ ভাবে সূর্মা মাখা তিনি পছন্দ করতেন না, বরং মাকরূহ বিবেচনা করতেন। নেহাৎ প্রয়োজনে কখনো সুরমা ব্যবহার করলেও এ অবস্থায় তিনি বাইরে যেতেন না, বরং ঘরেই অবস্থান করতেন। তার আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং তাতে নগীনা ছিল কাল রঙের। তাতে

حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম ব্যবস্থাপক।

এ আয়াতটি অংকিত ছিল। ইমাম সাহেবের জনৈক শিষ্য মাতরফ আংটির পাথরে এই আয়াত অংকিত করার কারণ জিজ্ঞাসা কারলে উত্তরে তিনি বলেন, আমি শুনেছি। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ব্যাপারে কুরআন শরীফে বলেছেন,

قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

(তারা বলে হাস্‌বুনাল্লাহ ও নি'মাল ওকীল) তাই আমার আন্তরিক কামনা হলো, এই আয়াতের মর্মের প্রতি যেন সর্বদা আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং এভাবে যেন তা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে যায়। ইমাম সাহেবের দরজায় লিখিত ছিল ماشاءالله (মা শা-আল্লাহ্)। জনৈক প্রশ্নকারী এর তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَاشَاءَ اَللّٰهُ

"তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, আল্লাহ্ যা চান তাই হয়।" (১৮ঃ ৩৯)

আর আমার বাগান হচ্ছে, আমার ঘরটাই। তাই আমি চাই যে, যখন আমি ঘরে প্রবেশ করি তখন এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই যেন আমার মুখ দিয়ে এই পবিত্র বাণীটি বের হয়। মদীনা শরীফের যে গৃহে তিনি অবস্থান করতেন তা ছিল বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদের। মসজিদে নববীর ঠিক সেই জায়গাটিতেই তিনি আসন গ্রহণ করতেন, যেখানে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) সাধারণতঃ

আসন গ্রহণ করতেন। ইমাম সাহেব বলতেন ঃ জীবনে আমি কোনদিন কোন নির্বোধ গন্ডমূর্খের সাহচর্যে অবস্থান করিনি। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলতেন, এটি এমন একটি বিরাট ব্যাপার, যা ইমাম মালিক (রহঃ)ব্যতীত অপর কারো ভাগ্যে জুটে নি। বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে এর চাইতে মর্যাদার ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। কেননা, গন্ডমূর্খদের সাহচর্যে জ্ঞানের প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে এবং এটা মানুষকে তাহ্‌কীক বা গবেষণার সুউচ্চ মার্গ হতে তক্‌লীদ বা অন্ধ অনুকরণের নিম্নমার্গে নিক্ষিপ্ত করে। জ্ঞানের প্রখরতা এতে বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। ইমাম সাহেব পানাহার যেহেতু একান্তেই করতেন, তাই কোনদিন কেউ তাকে পানাহারের অবস্থায় দেখতে পায়নি। গম্ভীর ও আত্মমর্যাদা সচেতন হওয়া সত্ত্বেও পরিবার পরিজন ও চাকর-নকরদের সাথে তিনি অত্যন্ত সদয় ও প্রসন্ন ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করতেন। তাঁর জ্ঞানান্বেষণের আকাংখা অত্যন্ত বেশী ছিল। ছাত্র জীবনে তাঁর পার্থিব সম্পদ তেমন কিছুই ছিলনা। ঘরের ছাদ ভেঙ্গে তার কড়িকাঠ বিক্রি করে তিনি সে অর্থ পুস্তকাদি ক্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতেন। পরে অবশ্য প্রাচুর্যের দ্বার তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং চারদিক থেকে সম্পদ এসে তার পদপ্রান্তে লুটে পড়তে থাকে।

তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি বলতেন, একবার আমি যা মুখস্ত করেছি, জীবনে আর কোনদিন তা ভুলিনি।। সতের বছর বয়সে তিনি শিক্ষাদানের মজলিস চালু করেন। লোকশ্রুতি আছে যে, ঐ সময়ে একদা মদীনা শরীফের জনৈকা পুণ্যবতী মহিলার মৃত্যু হয়। তাকে যে মহিলাটি গোসল দেওয়াচ্ছিলো, সে তার (মৃত মহিলার) লজ্জাস্থানে হাত রেখে বলেছিল, এই লজ্জাস্থানটি কতই না ব্যাভিচার করেছে। অমনি তার হাতটি মৃতার লজ্জাস্থানের সাথে আটকে যায়। অনেক চেষ্টা তদবীর করেও সেটাকে লজ্জাস্থান থেকে পৃথক করা গেল না। অবশেষে মদীনার শাস্ত্রবিদ আলেম ফাযিলদের খেদমতে এ ভয়ানক সমস্যাটি পেশ করা হলো। কিন্তু কেউই এর কোন সুরাহা করতে পারলেন না। তীক্ষ্ণধী ইমাম সাহেবের পক্ষে কিন্তু সমস্যার গোড়া কোথায় তা বুঝে নিতে বিলম্ব হল না। তিনি বললেন ঃ গোসল দাত্রী মহিলাটিকে শরীয়ত নির্ধারিত অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত করা হোক। অমনি তার হাত মৃতার লজ্জাস্থান থেকে পৃথক হয়ে গেল। ইমামত ও নেতৃত্বের ব্যাপারটি সেদিন থেকে জনমনে আরো বদ্ধমূল হয়ে গেল।

ইমাম সাহেব নিজে বলতেন ঃ আমি স্বহস্তে এক হাজার হাদীস লিখেছি। হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে উঁচুদরের অন্যতম মুহাদ্দিস দারকুতনী বলেন ঃ হাদীস বর্ণনার

ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের ব্যাপারে এমন বিস্ময়কর ঘটনা যা অন্য কারো ব্যাপারে ঘটেনি। হাদীস তার প্রমুখাৎ দু ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। অথচ তাদের দু'জনের মৃত্যু কালের ব্যবধান সুদীর্ঘ ১৩০ (একশ ত্রিশ) বছর। তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন তার উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহ্রী– যিনি করীয়া বিন্তে মালিক বিন সিনাম বর্ণিত ঐ হাদীসখানা, যাতে ইদ্দতকালে মহিলাদের বসবাস সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। ইমাম মালিকের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। আর যুহ্রীর ওফাত হয় ১২৫ হিজরীতে। অপর রাভী হচ্ছেন ইমাম মালিকেরই শিষ্য এবং মুয়াত্তার লিপির অন্যতম রাভী আবু হুযাফা সাহ্মী। তিনিও ঐ একই হাদীস ইমাম মালিকের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। তার ওফাত হয় ২৫০ হিজরীর কিছু পরে।

অধীন লেখকের এক্ষেত্রে নিবেদন এই যে, ইমাম যুহ্রী কর্তৃক ইমাম মালিকের প্রমুখাৎ হাদীস বর্ণনা হচ্ছে। 'রেওয়ায়েতুল আকাবির আনিল আসাগির' অর্থাৎ বয়ঃকনিষ্ঠের প্রমুখাৎ বয়োঃ জ্যৈষ্টের বর্ণনা পর্যায়ভুক্ত। এটি একটি অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিস গণের অনেক কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া একই শায়খ বা উস্তাদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়েতকারী দু'জনের মৃত্যুর মধ্যে এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান একান্তই বিরল ব্যাপার! মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় এটাকে সাবিক ও লাহিক (سابق والاحق) বলা হয়ে থাকে। শায়খ ইবনে হাজার (রহঃ) তার নুখবার শরাহ গ্রন্থে লিখেন ঃ

ما وقفنا عليه فى ذالك التفاوت مأة وخمسون سنه

এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞাত সর্বাধিক ব্যবধানের রেকর্ডকাল হল ১৫০ বছর। তিনি এটাকেও বয়ঃ জ্যৈষ্ঠদের বয়ঃ কনিষ্ঠদের প্রমুখাৎ বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত করেছেন এবং এর কয়েকটি নজীরও উদ্ধৃত করেছেন। বয়ঃ কনিষ্ঠদের প্রমুখাৎ বয়ঃ জ্যৈষ্ঠদের রেওয়ায়েতের ব্যাপারে এরূপ ব্যবধান প্রায়ই হয়ে থাকে।

ইমাম সাহেবের মজলিসে সূঁচপতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করত। সেখানে হৈ চৈ, শোরগোল তো দূরের কথা, একটু জোরে কথা বলতে পর্যন্ত কারো সাহস হত না।

উস্তাদের নিকট হতে হাদীসের সনদ লাভের পন্থা দু'টি। প্রথমতঃ উস্তাদ হাদীস পাঠ করবেন, শাগরিদ তা শুনে যাবেন। দ্বিতীয় পন্থা হল, শাগরিদ হাদীস পাঠ করতে থাকবেন এবং উস্তাদ তা শুনে যাবেন। ইমাম মালিকের দরবারে এই শেষোক্ত পদ্ধতি চালু ছিল। এর একটি বিশেষ কারণও ছিল, আর তা এই যে, ইরাক বাসীগণ "কিরাআত আলাশ্ শায়খ" এর এই পদ্ধতি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাদের এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, হাদীস লাভের একমাত্র পদ্ধতিই বুঝি প্রথমোক্ত পদ্ধতি যাতে সর্বাবস্থায় কেবল উস্তাদই হাদীস পাঠ করবেন। ইমাম সাহেব

এবং মদীনা ও হিজাযের আলিমগণ জনমনে বদ্ধমূল এই ভুল ধারণা নিরসনের জন্য শোষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। নতুবা প্রাচীনকালে উস্তাদগণেরই, শাগরিদগণকে হাদীস পড়িয়ে শোনাবার রেওয়াজ ছিল। এই পদ্ধতিকে হাদীস শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় বলা হয়, কেরাআতুশ্ শায়খ আলাৎ - তিলমীয (قراءة الشيخ على التلميذ) বা শিষ্যদের সম্মুখে উস্তাদের পাঠ দান পদ্ধতি। ইমাম মালিকের শাগরিদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়রের মুখে ইমাম সাহেব চৌদ্দবার মুওয়াত্তার পাঠ শ্রবণ করেন। মুওয়াত্তার রাভীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট সহচর ইবনে হাবীব বলেন, ইমাম সাহেব রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রম প্রদর্শন করতেন। হাদীসে রসূলের আদবের প্রতি পূর্ণ লিহায রাখতে গিয়ে তিনি হাদীস শিক্ষা দানের সময় জানু পর্যন্ত পরিবর্তন করতেন না। (বলা বাহুল্য, সে যুগে চেয়ার টেবিলে বসে শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণের রেওয়াজ ছিল না, বরং ফরাশে বসে সবাই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন।) বরং যে অবস্থায় মজলিসের শুরুতে উপবেশন করতেন, মজলিস স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত সে ভাবেই বসে থাকতেন। তিনি জীবনে কখনো মদীনা শরীফের হেরেম সীমার অভ্যন্তরে মলমূত্র ত্যাগ করেননি। বরং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিবার জন্য তিনি হেরেম সীমার বাইরে চলে যেতেন। অবশ্য, রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি এ ব্যাপারে মাযূর ছিলেন। হাদীস শরীফের শিক্ষাদানে বসার সময় তাঁর জন্য পৃথক চৌকির ব্যবস্থা থাকিত। তিনি উত্তম পরিধেয় গায়ে দিয়ে আতর মেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এসে সেই চৌকিতে উপবেশন করতেন এবং উপবিষ্ট অবস্থায়ই শাগরিদগণের মুখে হাদীস শ্রবণ করে যেতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে হাদীসের আলোচনা হতো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পার্শ্বে রক্ষিত অঙ্গার ধানিকায় চেলিকাঠ ও লুবান নিক্ষেপ করে মজলিসের পরিবেশকে সৌরভময় রাখতেন।

ইমাম মালিকের প্রখ্যাত শাগরিদ এবং হাদীস, ফিক্হ, তাফসীর ও কিরাআতের বিশিষ্ট ইমাম স্বনামধন্য হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহ) বলেন, একদা আমি ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আল হাদীস শিক্ষাদানে ব্যস্ত। একটি বিচ্ছু তাঁকে পর পর দংশন করতে থাকে। প্রায় দশবারই এরূপ ঘটল যে, ইমাম সাহেবের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ইমাম সাহেব হাদীসের অধ্যাপনা বন্ধ করলেন না। এমনকি তাঁর কথাবার্তায় ও কোন ভুলভ্রান্তি পর্যন্ত পরিলক্ষিত হল না। হাদীস শিক্ষাদানের মজলিস ভঙ্গের পর যখন সকলেই স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে চলে গেলেন তখন আমি এজন্যে তাকে একান্তে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, হুযূর আজ আপনার চেহারার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম তার কারণ কি? জবাবে ইমাম সাহেব বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তোমার কথা সত্য। অতঃপর তিনি

সমস্যার বিষয় খুলে বললেন। অবশেষে তিনি বলেন, আমার ধৈর্যগুণে তখন আমি ধৈর্যধারণ করিনি, বরং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের সম্ভ্রমবোধই আমাকে ধৈর্য ধারণে বাধ্য করেছিল।

স্বনামধন্য বুযুর্গ হযরত সুফইয়ান সাওরী একদা ইমাম মালিকের (রহঃ) খেদমতে উপস্থিত হন। মজলিসের গাম্ভীর্য, শান শওকত হতে এবং নূর ও বরকত লক্ষ্য করে তখন তিনি ইমাম মালিক সম্পর্কে গেয়ে উঠলেন

يأب الجواب فلا يراجع هيبة

والسائلون نوا كس الا ذقان

ادب الوقار وعز سلطان التقى

فهو المطاع وليس ذاسلطان

জওয়াব যদি না দেন তিনি পুঁছবেনা কেউ ভয়ের চোটে
প্রশ্নকারীর সরব মুখ নীরব হয়ে পড়বে লুটে
গাম্ভীর্য তার সালাম ঠুকে তাক্ওয়া পুরীর অধীশ্বর
রাজার মতো সবাই মানে, রাজ্যবিহীন নিরন্তর।

সুপ্রসিদ্ধ সুফী বুযুর্গ এবং আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গ বিশর হাফী (রহঃ) বলতেন, দুনিয়ার নিয়ামত ও সম্পদ সম্ভারের মধ্যে কারো حدثنا مالك (ইমাম মালিক আমার সম্মুখে বর্ণনা করেছেন) বলাটাও একটা নিয়ামত স্বরূপ অর্থাৎ কিনা ইমাম সাহেবের শান শওকত ও মান মর্যাদা সম্পদ এবং গৌরবের ব্যাপারও বটে! অথচ এটি একটি দ্বীনী ব্যাপার এবং একান্তই আখেরাতের ওসীলা! ইমাম সাহেব প্রায়ই নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন ঃ

وَخَيْرُاَمُوْرِ اَلدِّيْنِ مَا كَانَ سُنَّةً وَشَرًا لاَمُوْرِ اَلْمُحْدَثَاتِ اَلْبَدَا ئِعِ -

দ্বীনের মধ্যে সুন্নত যা তাইতো জানি শ্রেষ্ঠ সরস!
মনগড়া সব নতুন রীতি বেদাত-দ্বীনে সর্বনিরস॥

পংক্তিটি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ সন্দেহ নেই। কেননা, কবি রসূলুল্লাহর একটি পূতবাণীকেই ছন্দোবদ্ধ রূপদান করেছেন। ইমাম সাহেবের অন্যান্য অনেক বাণীর মত নিম্নোক্ত বাণীটি ও অতান্ত হেদায়েতপূর্ণ ঃ

ليس العلم بكثرة الرواية انما هو نور يضعه الله فى القلب

অর্থাৎ. “রেওআয়াতের আধিক্য বাড়ানোর আধিক্য বুঝায় না বরং তা হচ্ছে খোদাপ্রদত্ত একটি নূর স্বরূপ, যা আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষের কল্‌বে বা অন্তরলোকে দান করে থাকেন।

এই বাণীটি কী গভীর তাৎপর্যবহ, চক্ষুষ্মানদের কাছে তা অবিদিত নয়?

একদা কোন এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল ঃ তালিবুল ইলম্ বা বিদ্যার্থী সম্পর্কে আপনি কী বলেন? জবাবে তিনি বললেন।

حسن جميل ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح الى ان تمسى فالزمه ـ

অতি উত্তম অতি সুন্দর, তবে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং কর্তব্য সাধনে রত থাকতে হবে।

একদা তিনি বললেন ঃ

لا ينبغى للعالم ان يتكلم بالعلم عند من لا يطيقه فانه ذل واهانة للعلم

জ্ঞানের কথা উপলব্ধি করার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের সম্মুখে জ্ঞানের কথা জ্ঞানী সুলভ আলোচনা জুড়ে দেয়া জ্ঞানীর জন্য অনুচিত। কেননা, এতে জ্ঞানের অবমাননা হয়।”

ইমাম সাহেব মদীনা শরীফে কোনরূপ সওয়ারীতে আরোহন করতেন না। এর কারণ সরূপ তিনি বলতেন।

انا استحى من الله اطاء تربه فيما قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافردابة

রসূলে পাকের রওযা মুবারক বুকে ধারণ করে রেখেছে যে পূণ্যভূমি সেটাকে সাওয়ারীর জীবের খুরের দ্বারা দখল করতে আমার লজ্জা হয়। আল্লাহ্ কী ভাববেন?

ইমাম সাহেব যখন মুওয়াত্তা সংকলনের কাজ শুরু করেন, তখন তার দেখাদেখি আরো অনেকেই মুওয়াত্তা রচনায় প্রবৃত্ত হন। কেউ কেউ তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করে বলেন, হুযূর, কেন আপনি অযথা প্রাণপাত করছেন? আপনার দেখাদেখি অনেকেই যে মুওয়াত্তা রচনা শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আচ্ছা, একটু এনে দেখাও দেখি তারা কীরূপ মুওয়াত্তা রচনা করছে? যখন মুওয়াত্তা নামের ঐসব সংকলন সমূহ তাকে দেখানো হল, তখন তিনি বললেন, সেদিন খুব দূরে নয় যখন একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কোন্ মুওয়াত্তা কেবল আল্লাহ্র

সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়েছিল, আর কোন্‌টি অন্য উদ্দেশ্যে! সত্য সত্যই কেবল মুওয়াত্তা ইবনে আবিজি ছাড়া অপর মুওয়াত্তা সমূহের কোন ঠিকানাই আজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে মুওয়াত্তা ইমাম মালিক কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট জগতের পরম প্রিয় বস্তু এবং উলামায়ে ইসলামের ইজতিহাদ ও গবেষণার মূলধন হিসাবে বিবেচিত হতে থাকবে।

হাফিয আবু নুয়াইম ইস্ফাহানী তার 'হুলিয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে ইমাম মালিকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, সে যুগের প্রখ্যাত আবিদ ও দরবেশ সাহ্‌ল বিন মুজাহিদ যিনি সার্ভ নিবাসী আবদুল্লাহ্ মুবারকের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন– বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বরকতময় যুগতো অতিক্রান্ত, এখন যদি ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের মনে কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয়, তবে কার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমরা তার নিরসন করব? জবাবে তিনি বললেন, মালিক বিন আনাসকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও।

উক্ত কিতাবে মাতরাফ থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, আবু আবদুল্লাহ্ নামক জনৈক পরহেযগার, বুজুর্গ ও খোদা পরস্ত গোলাম বলেন, একদা আমি স্বপ্নযোগে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভে ধন্য হই। আমি দেখতে পেলাম যে, তিনি মসজিদে অবস্থান করছেন। তার চতুর্দিকে লোকের প্রচন্ড ভীড়। হযরত ইমাম মালিক (রহঃ) তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান। হুযূরে পাক (স) এর সম্মুখে কিছু কস্তরী রক্ষিত। তিনি তা অজলী ভরে ভরে ইমাম মালিককে দিচ্ছেন। আর তিনি তা উপস্থিত জনতার উপর ছিটিয়ে দিচ্ছেন।

এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে এই হতে পারে যে, ইল্‌মে নবভী প্রথমে ইমাম মালিক (রহঃ) এর বক্ষদেশে স্থান গ্রহণ করে। অতঃপর তাঁরই মাধ্যমে তা অন্যদের কাছে পৌছে। সহীহ্ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে রমাহ্ তাজীবী মিস্‌রী ও বর্ণনা করেন যে, একদা আমি স্বপ্নযোগে হযরত রাসূলে পাকের দর্শন লাভে ধন্য হই। আমি তখন নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো ইমাম মালিক ও লায়সের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই নিয়ে প্রায়শঃই বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হই। আমাদের মধ্যে একদল ইমাম মালিককে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে থাকেন। আর অপর দল ইমাম লায়সের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মালিক হচ্ছেন আমার মসনদের উত্তরাধিকারী। তখনই আমার আর বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এই পূতবাণীর অর্থ হচ্ছে, মালিক হচ্ছেন আমার এলেমের উত্তরাধিকারী।

ইয়াহ্ইয়া ইবন খাল্ফ বিন রাবী তারসূসী তাঁর সমকালীন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আবিদ ও দরবেশ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদা ইমাম মালিক ইবনে আনাসের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমনি সময় একব্যক্তি ঝটিকা বেগে তার মজলিসে এসে প্রশ্ন করল ঃ কুরআন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? ওটা কি সৃষ্ট (মাখ্লুক) না সনাতন? ইমাম সাহেব বলে উঠলেন, এই যিন্দীককে হত্যা কর! এর এই বক্তব্য হাজার ফেৎনার জন্ম দেবে। সত্য সত্যই ইমাম মালিকের পর এ নিয়ে প্রচন্ড ফেৎনার সৃষ্টি হচ্ছিল। আহ্লুস্ সুন্নাত জামাতের এক বিরাট সংখ্যক লোক এরই পরিপ্রেক্ষিতে নির্মমভাবে নিগৃহীত এমনকি নিহত হন। অনুরূপভাবে জাফর বিন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমরা একদা ইমাম মালিকের খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। একব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল? কুরআন শরীফের আয়াত

الرحمن على العرش استوى

পরম দয়ালু তার আরশে অধিষ্টিত হলেন

এর তফসীর সম্পর্কে আপনি কী বলেন? এই অধিষ্টিত হওয়াটা কিরূপ?

তার এই প্রশ্ন শুনে খুবই দুঃখিত হলেন এবং ইমাম সাহেব মাথা নত করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি এত আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, তার ললাট দেশ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। অতঃপর বললেন ঃ

الكيف منه غير معقول والا ستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسئوال عنه بدعة

"কিরূপ তা অবোধগম্য, তবে তাঁর অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা সুবিদিত। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা বিদ্আত।

হযরত যুবায়রের একজন অধঃস্তন বংশধর আবু উরউয়া হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমরা ইমাম মালিকের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় অতর্কিতে একব্যক্তি কোথা হতে এসে উপস্থিত হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাহাবীদের দোষচর্চায় লিপ্ত হল। ইমাম সাহেব বললেন, ওহে শোনঃ এই কথা বলে তিনি তিলাওয়াত করলেন কুরআন শরীফের আয়াত ঃ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۞ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِىْ

اَلْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

"মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর সহচরবর্গ (সাহাবীগণ) কাফিরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর। পরস্পরে পরম সম্প্রীতিশীল। তুমি তাদেরকে রুকু সেজদা রত দেখতে পাবে। তাঁরা আল্লাহ্‌র করুনা ও তার সন্তুষ্টি কামনা করেন। তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দ দায়ক।"

– (৪৮ ঃ ২৯)

অতঃপর তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহাবাগণ সম্পর্কে যে ব্যক্তি হীন ধারণা পোষণ করে এবং তাদের পারস্পরিক মতবিরোধকে জঘন্যভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পায়, সেও এই পর্যায়ভুক্ত। এটা উত্তমরূপে বুঝে নাও এবং সব সময় মনে রেখ।

আতীক যুহ্‌রী বলেন, ইমাম মালিক সর্বপ্রথম তাঁর মুওয়াত্তায় দশ সহস্র হাদীস সন্নিবেশিত করেন। অতঃপর তাতে ছাঁটকাট করতে করতে বর্তমান অবস্থায় তা এসে পৌছেছে। ইমাম মালিক যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি এর মুসাবিদা করতে থাকেন। ফলে তাতে বিভিন্ন নুসখা বা কপির সৃষ্টি হয় এবং তার প্রত্যেকটি নুসখার বিন্যাস ছিল আবার স্বতন্ত্র। ইমাম সাহেবের শিষ্য সাগরেদগণ নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সেটাকে বিন্যস্ত করে তার প্রচার ও প্রসার ঘটান। এই সমস্ত নুসখার হাদীস সমূহের মধ্যেও ঈষৎ তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি আবু যুরআ রাযী বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কসম খেয়ে বসে, "আমি যদি মিথ্যা বলি তবে আমার স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে"। মওয়াত্তার বর্ণনা সমূহ নিঃসন্দেহে সহীহ্, তবে তার এরূপ কসমে তার স্ত্রীর তালাক হবে না। কেননা, তার এরূপ দাবী ষোলআনাই সত্য।) এরূপ নিশ্চয়তা অপর কোন কিতাব সম্পর্কে দেওয়া যায় না। সা'দূন নামে জনৈক কাঠ মুওয়াত্তার প্রশংসার এবং ইমাম মালিকের জ্ঞান সম্ভারের প্রতি অন্যদের উৎসাহিত করতে গিয়া যে সুদীর্ঘ কাবিতা রচনা করেছেন তার কিয়দাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

اقول لمن يروى والحديث ويكتب

ويسئلك سبل الفقه فيه ويطلب

ان احـيـت ان تـدعـى لدى الحق عالما

فـلا تـعـد مـا تـحـوى من العلم يـثـرب

যে ব্যক্তি হাদীস রেওয়াত (বর্ণনা)করেন, তা লিপিবদ্ধ করেন তার প্রতি আমার বক্তব্য এবং এর সাহায্যে ফেকাহ্‌র রাস্তা অনুসন্ধান করেন আল্লাহ্‌র দরবারে আলিম বলে তোমাকে আহ্‌বান করা হোক এটা যদি তোমার কাম্য হয়, তবে মদীনা মুনাওওরা হাদীসের যে জ্ঞান সম্ভার সঞ্চয় করেছে তা অতিক্রম করো না।

اتـتـرك دارا كان بـين بـيـوتـها

بـروح ويـغـدوا جبـرئـل الـمـقـرب ـ

তুমি কি সেই হিজ্‌রত ভূমিকে পরিত্যাগ করছ যার গৃহ সমূহে সকাল বিকালে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ধন্য ফেরেশতা জিব্রাইলের আগমন ঘটত?

ومـت رسـول الله فـيـهـا و بـعـده

بـسـنـة اصـحـا بـه قـد تـاءدبـوا

যে পূত পবিত্র ভূমিতে রসূলুল্লাহ অন্তিম শয্যা গ্রহণ করেছেন এবং অতঃপর তার সাহাবীগণ যাতে সুন্নত ও আদাবের চর্চা ও অনুশীলন করে গেছেন।

فـبـادر مـوطـا مـالك قـبـل فـوتـه

فـمـا بـعـده ان فـات لـلـحـق مـطـلـب

মুওয়াত্তা মালিক বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে এর জ্ঞান অর্জন কর। কেননা, এর অবলুপ্তি ঘটলে তুমি প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাবেনা।

ودع للموطا كل علم تريد

فان الموطأ شمس العلم والغير كوكب

মুওয়াত্তার জন্য তুমি তোমার কাম্য অন্য ইল্‌মের কথা ছেড়ে দাও, কেননা মওয়াত্তা হচ্ছে জ্ঞানের সূর্য, আর অন্য সব কিছু তারকা।

ومن لـم يـكـن كـتـب الـمـو طـأ بـيـتـه فـذاكـمـن الـتـوفـيـق بـيـت مـخـيـب

যে ব্যক্তি তার গৃহে মুওয়াত্তা লিখে নাই, তার গৃহ তওফীক ও মঙ্গলশূন্য উজাড় গৃহ।

جـزى الله عنـا فى مـو طاه مـا لكا بافـضـل مـا يـحـجـز ى الله بـالـمـهـذب

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পক্ষ হতে ইমাম মালিককে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন যা কোন পরিমার্জিত রুচি সম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ দিয়ে থাকেন।

لقد فاق اهل العلم حيا وميتا فاصبحت به الامثال فى الناس تفرب

কী জীবনকালে কী মৃত্যুর পর সর্বাবস্থায়ই তিনি জ্ঞানবানদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন। ফলে, কারো জ্ঞানবত্তার কথা প্রকাশ করতে ইমাম মালিকের উদাহরণ দেওয়া যায় (যে, এই ব্যক্তি এ যুগের মালিক)।

فلا زال يسقى قبره كل عارض بمنثبق ظلت عزاليه تسكب

প্রত্যেকটি বর্ষণকারী মেঘপুঞ্জ যেন তার কবরে এতই বহুল পরিমাণে বারিবর্ষণ করে যে, এর প্রবাহ চিরদিন বহতা নদীর মতই অব্যাহত থাকে।

কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহঃ) ও অনুরূপ একটি কবিতার মাধ্যমে ইমাম মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন যা সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ। তিনি বলেছেন ঃ

اذا ذكرت كتب الحديث فى هل بكتب المو طأمن مصنف مالك

যখন হাদীসের কিতাব সমূহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখন অবশ্যই ইমাম মালিক কর্তৃক সঙ্কলিত মুওয়াত্তা নিয়ে আসবে।

اصح احاد يثا واثبت حجة واوضحهافى الفقه نهجاالسالك

হাদীস সমূহের দিক দিয়ে এটা বিশুদ্ধতর এবং দলীল হিসাবে সর্বাধিক প্রামাণ্য

ফেকাহ্‌র পথ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে পথিকের জন্য এর চাইতে সুস্পষ্ট পথ আর হয় না।

عليه مضى الا جماع من كل امة على رغم خيشوم الحسود المماحك

বিদ্বেষ পরায়ন ব্যক্তিদের পরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে উম্মতের সফল শ্রেণীর লোকই ঐকমত্য পোষণ করেন।

فعنه فخذ علم الديا نة خالصا ومنه اكتب الشرع النبى المبارك

সুতরাং নির্ভেজাল ইল্‌মে দ্বীন এ থেকে গ্রহণ কর এবং নবী করীমের (সাঃ) শরীয়ত এ থেকেই অর্জন কর!

وشديد كف العنا ية تهتدى فمن حاد عنه هالك فى الهوالك

সঙ্কল্পের বাগডোর যদি তুমি এর সাথে কষে বেঁধে নাও তবে তুমি পথের দিশা লাভ করবে, আর যে ব্যক্তি এ থেকে ফিরে থাকবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইমাম মালিক (রহঃ) এর জীবদ্দশায়ই প্রায় এক হাজার বিদ্যার্থী এটা তার মুখ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেন। তাই এর নুসখা বা কপি অনেক। ফিক্হ শাস্ত্রবিদ, হাদীস শাস্ত্রবিদ, সুফীদরবেশ, আমীর উমারা, সমকালীন শাসকবর্গ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর লোক বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এই মহান ইমামের নিকট হতে এর সনদ হাসিল করেন। আজকাল আরবে সেই প্রচুর সংখ্যক কপির মধ্যে মাত্র কয়েকটি কপিই পাওয়া যায়। মুওয়াত্তার সর্বপ্রথম নুস্খা যা সর্বাধিক প্রচলিত বিখ্যাত জনপ্রিয় এবং আলেম সমাজের কাছে হলো ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া মাস্যূদী আন্দালুসীর সংগৃহীত কপি। তাই যখন কেবল 'মুওয়াত্তা' শব্দ বলা হয়, তখন ইমাম মালিকের মুওয়াত্তার সেই কপিই বুঝানো হয় যা উক্ত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া মাসযুদী আন্দুলুসী কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে।

মুওয়াত্তার প্রথম নুস্খা

এর প্রথমে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ঃ নামাজের ওয়াক্ত সমূহ

অর্থাৎ এই নুসখার প্রথমেই আছে বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম (করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। অতঃপর প্রথম অধ্যায়ের শিরোণামে আছেঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহ। মানে, এই অধ্যায়ে আমি নামাযের ওয়াক্ত-জ্ঞাপক হাদীস বর্ণনা করবো।

مالك عن ابن شهاب ان عمرا بن عبد العزيز اخر الصلواة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فا خبره ان المغيره ابن شعبة اخر الصلوة يوما وهو با الكوفة فدخل عليه ابو مسعود الانصارى فقال ما هذا يا مغيره

হযরত মালিক (রহঃ) ইবনে শিহাবের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা উমর ইবন আবদুল আযীয নামায দেরীতে পড়লেন। তখন উরওয়া ইবনে যুবায়র তার কাছে এলেন এবং বললেন, মুগীরা ইবন শুবা একদা কুফায় নামায পড়তে দেরী করেছিলেন। তখন আবু মাসঊদ তার কাছে এসে বললেন, তুমি এটা কী করছ হে মুগীরা ?

اليس قد علمت ان جبرئيل نزل فصلى فصلى رسول لله صلى الله عليه وسلم

তুমি কি জ্ঞাত নও যে, জিব্রাইল (আঃ) অবতীর্ণ হলেন এবং নামায পড়লেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়লেন।

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

অতঃপর জিব্রাইল (আ) নামায পড়লেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও নামায পড়লেন।

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

অতঃপর জিব্রাইল পুনরায় নামায পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও নামায পড়লেন।

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

অতঃপর জিব্রাঈল (আ) নামায পড়লেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও নামায পড়লেন।

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم قال بهذا امرت

অতঃপর জিব্রাঈল (আ) নিবেদন করলেন, আপনি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন।

[অর্থাৎ পাঞ্জেগানা নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারিত করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,

فقال عمرابن عبدا لعزيز اعلم ماحدث به ياعروة اوان جبر ئيل هو الذى اتام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلوة فال عروه كذالك كان بشير ابن ابى مسعود انصارى يحدث عن البيبيه

আল্লাহ্ তাআ'লা আপনার জন্য এই ওয়াক্তসমূহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয বললেন, তুমি কি বলছ, হে উরওয়া! তুমি বুঝে নাও, তবে কি জিব্রাঈল রাসূলুল্লাহ ইমামতি করে ছিলেন?

তখন উরওয়া বললেন ঃ বশীর ইবনে আবু মসউদ আনসারী তো তাঁর পিতার প্রমুখাৎ এরূপই বর্ণনা করতেন।

قال عروة ولقد حد ثتنى عائشة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر و الشمس فى حجرتها قبل ان تظهر -

উরওয়া বললেন, আমাকে নবী করীমের (সাঃ) এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) এমন সময় আসরের নামায পড়তেন যখন রৌদ্র তাঁহার হুজ্‌রার মধ্যেই থাকত, দেওয়ালের উপরে উঠত না।

টীকা ঃ উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) উরওয়াকে যে সাবধান করে বললেন 'বুঝে কথা বল', এর মর্ম এই যে, উরওয়া প্রথমে সনদ ছাড়াই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। তাই উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) বললেন, হে উরওয়া, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস এভাবে বিনা সনদে বর্ণনা করা সমীচীন নয়। হাদীস অবশ্যই সনদ সহকারে বর্ণনা কর। তখন উরওয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে সনদসহ হাদীস বর্ণনা করলেন।

ইয়াহ্‌ইয়া বিন ইয়াহ্‌ইয়া মাসনূদী আন্দালুসীর প্রসঙ্গ যেহেতু এসেই পড়েছে তাই তার জীবন-সংক্রান্ত কিছু আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইয়াহ্‌ইয়ার বংশ লতিকা নিম্নরূপ ঃ

আবু মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া বিন ইয়াহ্‌ইয়া বিন বসীর বিন ওয়াকিলাস ইবন শামলাল বিন মান্‌কায়া। তাঁকে মাসমূদী এবং সাদী দু'টিই বলা হয়ে থকে। মাসমূদা নাম একটি বার্বার গোত্রের নাম অনুসারে। কেননা, তিনি সেই গোত্রেরই লোক ছিলেন। তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে মিনকায়াই সর্ব প্রথম ইয়াযীদ বিন আমির লায়সীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই কারণে তাঁকে লায়সীও বলা হয়ে থাকে।

মিন কায়ার বংশধরদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি আন্দালুসে (স্পেনে) এসে বসবাস শুরু করেন, তার নাম হচ্ছে কসীর। কেউ কেউ বলেছেন, সেই ব্যক্তির নাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন বিসলাস– যিনি তারিকের সৈন্যবাহিনীর সাথে স্পেনে আগমন করেছিলেন এবং সেই বিস্‌লাসও ইয়াযিদ বিন আমিরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, বিস্‌লাসই তাঁর উর্ধ্বতন বংশধরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইস্‌লাম গ্রহণ করেন।

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াহ্‌ইয়া বিন ইয়াহ্‌ইয়া কিতাবুল ইতেকাফ-এর শেষ দিকের কয়েকটি অধ্যায় ইমাম মালিকের নিকট সরাসরি শুনেননি। সেই অধ্যায়গুলো হচ্ছে (১) ইতেকাফকারীর ঈদের জন্য বের হওয়া (২) ইতেকাফের কাযা (৩) ইতেকাফ অবস্থায় বিবাহ।

তাই এই তিনটি অধ্যায় শ্রবণের ব্যাপারে তার কিছু সন্দেহও রয়েছে। তাই এই তিনটি অধ্যায় তিনি যিয়াদ ইবন আব্দুর রহমানের প্রমুখাৎ রেওয়ায়াত করেছেন (সরাসরি ইমাম মালিক হতে রেওয়ায়াত করেন নি।

ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া ইমাম মালিক (রহঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহনের পূর্বেই যিয়াদ বিন আবদুর রহমানের নিকট তাঁর নিজ শহরেই পূর্ণ মওয়াত্তার সনদ অর্জন করেন।

ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া বার্বার বংশদ্ভূত। তাঁর পিতামহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কর্ডোভার যিয়াদ বিন আবদূর রহমানের নিকট 'মুওয়াত্তা' পান। এর পরই তাঁর বিদ্যার্জনের অনুরাগ জন্মে। তাই বিশ বছর বয়সে তিনি পূর্বদেশের সফরে বের হয়ে পড়েন এবং ইমাম মালিকের নিকট মুওয়াত্তা শ্রবণ করেন। ইমাম সাহেবের ওফাতের বছর অর্থাৎ ১৭৯ হিজরীতে ইমাম সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সময় তিনি তার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। ইমাম সাহেবের দাফন কাফনের ভার তার উপরই অর্পিত হয়। ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট শিষ্য আবদুল্লাহ ইবন ওহাবের বরাতে তার মুত্তয়াত্তা এবং জামি তিনি রেওয়ায়াত করেন। ইমাম সাহেবের শিষ্য অনুচরদের অনেকেরই তিনি সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেন এবং তাদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পান। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি দু' দুবার নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে সফর করেন। প্রথম সফরে তিনি ইমাম মালিক (রঃ) আবদুল্লাহ্ ইবন ওহাব, লায়স বিন সাআদ বসরী, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না এবং নাফি বিন নাদীম ক্বারীর নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করেন এবং দ্বিতীয়বারের সফরে, (ইমাম মালিকের প্রখ্যাত শিষ্য আবুল কাসিম (রহঃ) এর সাহচর্য লাভ করে তার নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করেন। প্রথম সফরে তিনি রিওয়ায়াত ও নক্বল সম্পন্ন করেন এবং দ্বিতীয় সফরে ফিক্হ ও দিরায়াতের জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জন করেন। এভাবে তিনি রিওয়ায়াত ও দিরায়াত উভয় বিধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে দেশে ফিরেন। আন্দালুসের (স্পেনের) প্রতিটি লোক তাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখত। ইল্মের পূর্ণ কামালত যদি কেউ অর্জন করে থাকেন, তবে তিনিই সেই ব্যক্তি, এরূপ ধারনা করা হত। ফত্ওয়া কেবল তিনিই দিতে পারেন বলে লোকে মনে করত। তার পূর্বে লোক ঈসা ইবন দীনারের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করত। তিনিও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর একজন বিশিষ্ট্য শিষ্য ছিলেন। এই দুই জনের দ্বারাই স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রসার ঘটে। বলা হয়ে থাকে যে, জ্ঞান বুদ্ধিতে ইয়াহ্ইয়া ঈসা ইবনে দীনাতের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইবনে লুবাবা তাই বলেন,

فقيه الاندلس عيسى ابن دينار وعالمها ابن حبيب وعاقلها يحى -

"আন্দালুসের ফিক্হ শাস্ত্রবিদ বলতে ঈসা ইবনে দীনার, আলিম বা জ্ঞানী বলতে ইবনু হাবীব এবং আকিল বা ধী-শক্তির অধিকারী বলতে ইয়াহ্ইয়া।"

হযরত ইমাম মালিক (রহঃ) ও তাকে এই 'আকিল' উপাধিতে ভূষিত করেন। কথিত আছে যে, একদা ঈসা ইবনে দীনার ইমাম সাহেবের খেদমতে হাযির হয়ে তার ফয়য হাসিলে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ছাড়া আরও অনেকে এরূপ ফয়য হাসিলে নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময় রব উঠল হাতী এসেছে, হাতী এসেছে। আরবে হাতী যেহেতু একটা বিস্ময়কর জন্তু তার দর্শন লাভ ও দুর্লভ ব্যাপার বলে পরিগণিত, তাই সেখানে কেউ হাতী দেখলে তা গর্বের সাথে অন্যের নিকট বর্ণনা করে বাহবা কুড়াবার প্রয়াস পায়। আবুশ শাক্‌মাকের নিম্নোক্ত পংক্তি এর জ্বাজল্যমান প্রমাণ ঃ

ياقوم انى رائيت الفيال بعدكم

فبارك الله لى فى رءية الفيل

وكر يته وله شئ يحركه

فكدت اضع شيئا فى السراويل

"হে মোর গোত্র, তোদের পরেই ছোটয়াছি হাতী আমি
হেরিনু কী চমৎকার বরকত দিন অন্তর্যামী
হেরিনু কো কী অপরূপ নাড়ছিল সে কী যেন তার – (শুঁড়)
কাহিল হয়ে যাচ্ছিল প্রায় অবস্থাটি মোর পা'জামার।"

হাতীর ব্যাপারে আরবদের এই উৎসুক্যের দরুন উপস্থিত বিখ্যাত লোকদের বেশীর ভাগই চলে যান।

মজলিস হতে উঠে হাতীর তামাশা দেখতে চলে যান। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া যেমনটি ছিলেন ঠিক তেমনি উস্তাদের সম্মুখে বসে রইলেন। ফয়েজ হাসিলে ব্যস্ত থাকেন। কোনরূপ অস্থিরতা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হল না। ঠিক সেই দিনই ইমাম সাহেব তাকে 'আকিল' উপাধিতে সম্মোধন করেন।

হাদীস ও ফিকাহের গভীর পান্ডিত্যের জন্য বিশিষ্ট মর্যাদার আসন তো তার ছিলই, উপরন্তু বাদশাহ্ ও আমীরদের চোখেও তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও সরকারের বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ বা ফতওয়া বিভাগের কোন পদ তিনি কোনদিন গ্রহণ করেননি। যদিও বা এসব তার আলিম সুলভ মর্যাদা একটুও ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিলনা। কিন্তু এসব পদধারীদের চাইতে সমসাময়িক শাসকমন্ডলী তাকে অধিকতর সমীহ করতেন। ইবনে হাযাম এক স্থানে লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিকের মাযহাব রাষ্ট্রীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবীতে অধিকতর প্রসার লাভ করেছে। কাযী আবু ইউসুফ ছিলেন প্রধান

বিচারপতি যখন তিনি যে কোন রাজ্যে কোন কাযী নিয়োগ করতেন্ তখন তার উপর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাব অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ তথা বিচার পরিচালনা করার শর্ত আরোপ করতেন। অনুরূপভাবে অন্দালুসের শাসকমন্ডলী ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়াকে এতই সমীহ করতেন যে, তার পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা কোন কাযীই নিয়োগ করতেন না। আর ইয়াহইয়া তার বন্ধুবান্ধব ছাড়া অপর কাউকেও কাযী বা মুতওয়াল্লী নিয়োগ করতে চাইতেন না।"

মাগরিব ও আন্দালুসে ইমাম মালিকের মাযহাবের প্রচলন ঃ

অধীন লেখক মনে করে, মাগরিব্ এবং আন্দালুসে ইমাম মালিকের মাযহাবের• বিস্তৃতির যে কারণ ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন তা হলো, সে দেশের আলিম-উলামা প্রায়ই হজ্জ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হেজায সফর করতেন। ইমাম মালিকের গভীর জ্ঞান ও মদীনা শরীফে তার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে অভিভূত হয়ে তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং যত্রতত্র ইমাম মালিকের জ্ঞান গরিমার কথা বর্ণনা করতেন। এ সব শুনে শ্রোতৃমন্ডলীর মনে অপরিহার্য ভাবেই তাঁর প্রভাব পড়ত এবং মনের অজান্তেই তাঁর ইমাম সাহেবের ভক্ত অনুরক্তের দলে ভিড়ে যেত। তাঁর অনুসারী হওয়াকে তারা নিজেদের জন্য রীতিমত গর্বের বিষয় বলে মনে করত। নতুনা ইতিপূর্বে তারা ইমাম আওযায়ীর (রহঃ)-এর অনুসারী ছিল। মোদ্দাকথা, ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়াকে আল্লাহ্ তাআলা আন্দালুসে যে শান শওকত ও জনপ্রিয়তা দান করে ছিলেন, আন্দালুসের অপর কোন আলিমের ভাগ্যে তা জুটেনি।

ذالك نصر الله يؤتىٔ من يشا والله ذوا فضل العظيم

"এটা আল্লাহ্রই বিশেষ অনুগ্রহ আর তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ বিতরণ করে থাকেন।"

ইবনে বাশ্কুয়াল বর্ণনা করে যে, ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া সেই সমস্ত বুযুর্গানে-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের দুআ কবুল হয়ে থকে। বেশ-ভূষায় চাল চলনে ও উঠা বসায় তিনি- ইমাম মালিকের পূর্ণ অনুকরণ করতেন। তিনি ইমাম মালিকের নিকট শ্রুত জ্ঞান অনুসারে ফতওয়া দিতেন। কোন ক্রমেই তিনি ইমাম মালিকের মতের বিরুদ্ধে অপর কোন মত পছন্দ করতেন না। অথচ তখনও লোকের মধ্যে বিশেষ কোন মাযহাবের অনুসরনের প্রবণতা দানা বেঁধে উঠেনি। কিতাবে লিখা হয়েছে যে, ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া প্রতিটি মাসআলাই ইমাম মালিককে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু চারটি মাস্আলার ব্যাপরে তিনি লায়স বিন সাআদ মিসরীর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন।

উক্ত চারটি মাস্‌আলা হলো ঃ

(১) ফজরের নামায অন্যান্য নামাযে তিনি দু'আ কুনূত পড়া বৈধ বিবেচনা করতেন না।

(২) কেবল একটি সাক্ষীর সাক্ষ্য অথবা বাদীর শপথ বাক্য উচ্চারণের ভিত্তিতে বিচারের ফয়সালা প্রদানকে তিনি বৈধ মনে করতেন না।

(৩) স্বামী স্ত্রীর মতানৈক্যের ব্যাপারে 'হাকাম' নিয়োগ করাকে তিনি ওয়াজিব মনে করতেন না।

(৪) কৃষি-জমির ভাড়া তার মাশুল হতে গ্রহণ করাকে তিনি বৈধ মনে করতেন।

সে দেশের লোক যেহেতু সব ব্যাপারেই কঠোরভবে ইমাম মালিকের অনুসারী ছিল, তাই ইমাম সাহেবের মতের সাথে এই যৎসামান্য পার্থক্য ও তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারত না। ঐ চারটি মাস্‌আলার ব্যাপারে তারা তাকে অনুসরণ করত না।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া বর্ণনা করেন, ইমাম মালিকের অন্তিম সময় যখন উপস্থিত হল তখন তার শেষ উপদেশ শ্রবণ এবং শেষবারের মত তার ফয়েয হাসিল করার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ ও অন্যান্য শহরের আলিম-উলামা দলে দলে তার বাসভবনে এসে সমবেত হলেন। আমি তাদের সংখ্যা গণণা করতে গিয়ে দেখলাম যে, একশত ত্রিশজন উলামা ও ফুকাহা সেখানে এসে সমবেত হয়েছেন। আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমি ইমাম সাহেবের কাছে যেতাম, তাকে সালাম প্রদান করতাম এবং এই আশায় তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতাম যাতে তার অন্তিম সময়ের নেকদৃষ্টি আমার উপর পতিত হয়। আমার বিশ্বাস ছিল এরূপ হলে আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্যের পথ উন্মুক্ত হবে। আমি ঐ অবস্থায় দন্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় ইমাম সাহেব তার চোখ খুললেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

الحمد لله الذى اضحك وابكى ا واما ت واحى

"প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি কখনও হাসিয়েছেন, কখনও কাঁদিয়েছেন, তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং তিনিই মৃত্যুদান করেছেন।"

অতঃপর বললেন, মৃত্যু সন্নিকটবর্তী, আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে মুলাকাতের সময় আর দূরে নয়। তখন উপস্থিত সকলে তার আরও নিকটবর্তী হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আবু আবদুল্লাহ্‌ আপনার বাতিনের অবস্থা কি?

অর্থাৎ অন্তরের দিক থেকে আপনি কেমন বোধ করছেন! বললেন অত্যন্ত প্রফুল্ল আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তার আউলিয়াগণের সাহচর্য দান করেছেন। আমার

মতে, আহলে ইল্‌মগণই হচ্ছেন আল্লাহ্‌র আউলিয়া। আল্লাহ্ তাআলার নিকট নবী রসূলগণের পরই উলামার স্থান। আমি এজন্য আরও প্রফুল্ল বোধ করছি যে, আমার সারা জীবন ইলমের অন্বেষনে ও তার বিস্তার কার্যে অতিবাহিত হয়েছে। আর আমি বিশ্বাস করি যে, আমার সাধনা বিফলে যায়নি। অবশ্যই এর পুরস্কার আল্লাহ্ তাআলার দরবার হতে লাভ করব। কেননা, আল্লাহ্‌তাআ'লা যে সমস্ত আমল আমাদের উপর ফরয করেছেন অথবা নবী করীম (সাঃ) আমাদের জন্য সুন্নাত করেছেন তার সবকিছুই নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে এবং তার বাণীর মাধ্যমে ঐ সমস্ত ইলমের সওয়াবের কথাও আমরা জ্ঞাত হয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, হুযুর (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যীক্ত যত্ন সহকারে রীতিমত নামায আদায় করবে তার জন্য অমুক অমুক সওয়াব রয়েছে যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের হজ্জ করবে, তার জন্য অমুক অমুক সওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি কাফিরদের মুকাবালায় জিহাদ করবে আল্লাহর দরবারে তার জন্য অমুক অমুক সওয়াব রয়েছে। এ জাতীয় বিষয়ের বিস্তারিত ও বিশুদ্ধ কোন ইলমে হাদীসের শিক্ষার্থীগণ ছাড়া অন্যদের খুব কমই আছে। তাই এই ইল্‌ম নবুওয়াতের উত্তরাধিকার স্বরূপ। কেননা সাহিত্য, বিজ্ঞান, অংক প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান নুবুওয়াত ছাড়াও অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে, দীন ও শরীয়তের কোন্ কাজে সওয়াব হয় আর কোন কাজে আল্লাহর রোষ নেমে আসে তা নুবুওয়াতের ইলম ছাড়া জানা অসম্ভব। তাই যে ব্যক্তি সেই ইলমের অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করল এবং সেই সাধনায়ই নিমগ্ন থাকল, সে আম্বিয়া সুলভ অনেক অলৌকিক কান্ড ও সওয়াব প্রতক্ষ্য করে যায় যার তাৎপর্য আল্লাহ্ তাআলাই সম্যকভাবে অবগত।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রাবীয়া বর্নিত সেই হাদীসখানা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি যা এযাবৎ আমি বর্ণনা করিনি। মহান আল্লাহ্‌র শপথ উচ্চারণ করে তিনি বলতেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি নামাযে ভুল করে অথচ সে জানেনা কিভাবে নামায আদায় করতে হয়, সে ব্যক্তি যদি ঐ মাস্‌আলা আমাকে জিজ্ঞাসা করে আর আমি যদি তাকে নামাযের ফরয, সুন্নাত, ও আদাব সমূহ শিখিয়ে দিই তবে আমার মতে তা আমার সমস্ত বিশ্ব-জাহানের মালিকানা লাভ করে ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার চাইতেও উত্তম।

"আল্লাহ্‌র শপথ, আমার যদি কোন মাস্‌আলা বা হাদীসের রেওয়ায়াতের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, আর তা নিরসনের জন্য যদি আমি আমার অন্তরকে এমনি নিমগ্ন করে ফেলি যে, দিনেও শান্তি পাই না, রাত্রিতেও শয্যায় শুয়ে আরাম বোধ করি না এবং সারারাত্রি দ্বিধাদ্বন্ধের মধ্যেই কাটিয়ে দিই, অতঃপর প্রত্যুষে কোন আলিমের কাছে গিয়ে এর সমাধান লাভ করে স্বঃস্থি লাভ করি, তবে সেটা আমার নিকট একশতটি হজ্জের চাইতেও উত্তম।

তিনি আরো বলেন, ইবনে শিহাব অর্থাৎ ইমাম যুহ্‌রীর নিকট অর্থ অনেকবার শুনেছি ঃ মহান আল্লাহর শপথ, যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্বীনী ব্যাপারে আমার পরামর্শ চায় আর আমি দায়িত্বশীল পরামর্শদাতার মত তার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার পর তাকে যথার্থ পথের সন্ধান দিতে পারি যাতে দ্বীনের ব্যাপারে তার শুদ্ধিলাভ ঘটে, এবং এতে আল্লাহ্ ও ঐ বান্দার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা কোনভাবে ক্ষুন্ন না হয়, তবে সেটাকে আমি একশতটি জিহাদ-যাত্রার চাইতে উত্তম বিবেচনা করি যাতে স্বয়ং নবী করীমের সাহচর্য জুটেছে।

ইয়াহ্ইয়া বলেন, এটাই ছিল ইমাম মালিকের নিকট হতে আমার শ্রুত অন্তিম বাণী।

ইয়াহ্ইয়া ২৩৪ হিজরীর রজব মাসে বিরাশী বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কর্ডোভায় তার কবর রয়েছে। অনাবৃষ্টিকালে লোকে তার অসীলায় বৃষ্টির জন্য দুআ করত।

আল্লামা যিয়াদ বিন আবদুর রহ্মান মুওয়াত্তার কয়েকটি অধ্যায়ের যেহেতু ইয়াহ্ইয়া, যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে ইমাম মালিক হতে রেওয়ায়াত করেছেন তাই তার অবস্থাও এখানে কিঞ্চিৎ লিখছি।

যিয়াদ ইবন আবদুর রহমানের কুনিয়াত (উপনাম) আবু আবদুল্লাহ্। তার বংশ লতিকা এরূপ ঃ যিয়াদ ইবন আবদুর রহমান ইবন যিয়াদ লাখমী। তার উপাধি ছিল "শাতুন"। এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হাতিব ইবন আবি বুলতা'আর বংশধর। যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমানই হলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইমাম মালিকের মাযহাব আন্দালুসে নিয়ে আসেন। তিনি ইমাম মালিকের নিকট হতে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে দু'দু'বার সফর করে ইমাম সাহেবের খেদমতে হাযির হন। তাক্ওয়া পরহেজগারী এবং ইবাদত বন্দেগীতে তিনি যুগের অনন্য ও বিশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। কার্ডোভার রঈস আমীর হিশাম যখন তাকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহনের জন্য আহ্বান জানান, অতঃপর এই পদ গ্রহণের জন্য রীতিমত পীড়াপীড়ি শুরু করেন, তখন তিনি অতিষ্ঠ হয়ে কর্ডোভা ছেড়ে চলে যান। তখন হিশাম প্রায়ই বলতেন, হায়! যদি সকলেই যিয়াদের মত হত তবে আলিমের অন্তরে দুনিয়ার মোহ থাকত না।

অতঃপর হিশাম তাঁকে এই অভয় দিয়ে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন ঃ আপনি যদি কর্ডোভায় ফিরেই আসেন, তবে আমি আর আপনাকে এই পদ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করব না। এই অভয়পত্র পাওয়ার পর যিয়াদ কর্ডোভায় তার বাসস্থানে ফিরে আসেন এবং ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন।

যিয়াদের জীবনের অনন্য ঘটনা সমূহের মধ্যে একটি ঘটনা হলো, একদা হিশাম তাঁর জনৈক মুসাহিবের উপর এজন্য রুষ্ট হন যে, সে অসময়ে একটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত আবেদন তার দরবারে পেশ করেছিল। এর শাস্তি স্বরূপ তিনি তাঁর হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। ঘটনাচক্রে যিয়াদ তখন হিশামের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা লক্ষ্যে তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্ আমীরকে সৎকাজের তাওফীক দান করুন, আমি ইমাম মালিক (রহঃ) এর নিকট হতে এই হাদীসখানা শুনেছিঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا يقدير على انفاذه ملأ الله قلبه امنا وايمانا

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হওয়ার পর তার সে ক্রোধ সংবরণ করে নেয় অথচ তার সেই ক্রোধ চরিতার্থ করবার পূর্ণ ক্ষমতা তার থাকে, তবে আল্লাহ্ তাআলা তার অন্তরকে অভয় ও ঈমানের দ্বারা পূর্ণ করে দেন।

এই হাদীস শ্রবণ মাত্র হিশামের ক্রোধ প্রশমিত হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, এই হাদীসখানা ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট হতে শুনেছেন বলে কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন? যিয়াদ বললেন, আল্লাহর কসম, এই হাদীসখানা আমি ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি। একথা শুনে হিশাম তৎক্ষণাৎ উক্ত মুসাহিবের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

কথিত আছে যে, তৎকালের জনৈক বাদশাহ্ যিয়াদকে একটি পত্র লিখেন। পত্রের জবাব লিখে যখন তিনি তা লেফাফায় ভর্তি করে সীল মোহর করে পাঠিয়ে দিলেন, তখন লোকে কৌতুহল বশতঃ জিজ্ঞেস করল, হুযূর! বাদশাহ্ পত্রে কি লিখলেন, আর জবাবে আপনিই বা কী লিখলেন?

জবাবে তিনি বললেন ঃ বাদশাহ্ তার পত্রে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন, কিয়ামতের দিন যে দাঁড়ি পাল্লায় নেকী-বদীর, পাপ-পুণ্যের ওজন হবে, তার পাখাদ্বয় স্বর্ণের নির্মিত হবে, না রৌপ্যের নির্মিত হবে, জবাবে আমি এই হাদীসখানা লিখেছিলাম। মালিক ইবন শিহাব হতে বর্ণনা করেন, নবী (সা.) বলেছেন,

قال رسول الله صلم من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه

কোনব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো তার অনর্থক ব্যাপার স্যাপার জানার ইচ্ছা পরিত্যাগ করা।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যে বছর ইন্তেকাল করেন, যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান ও সেই বছরই ইন্তেকাল করেন। সালটি ছিল ২০৪ হিজরী। আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের উভয়ের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন!

মুওয়াত্তার দ্বিতীয় নুস্খা

মুওয়াত্তার দ্বিতীয় নুসখা হলো আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহাব কর্তৃক ইমাম মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়াতকৃত এবং তৎকর্তৃক সঙ্কলিত। এর সূচনা হলো নিম্নরূপ।

اخبر نا مالك عن النبى الزناد عن الا عرج عن ابى هريرة رضى الله تعا لى عنه ان رسول الله اللهعليه وسلم قال امرت ان اقا تل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله عصموا منى دماءهم واموالهم والنفسهم الابقها وحسابهم على الله

ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবুয্যনাদ আ'রাজের প্রমুখাৎ তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি যুদ্ধ করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না লোক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র স্বীকারোক্তি করে। আর যখন তারা এই কালিমার স্বীকারোক্তি করল তখন তাদের রক্ত, তাদের ধন সম্পদ, তাদের প্রাণ আমা থেকে রক্ষা করলো। অবশ্য ইসলামের হুকূমের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং তাদর হিসাব নিকাশ আল্লাহ্র উপর।

এই হাদীস বর্ণনায় ইবনে ওহব অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মুওয়াত্তার অন্যান্য নুস্খায় এটা পাওয়া যায় না। অবশ্য ইবনে কাসিমের মুওয়াত্তা ছাড়া।

আল্লামা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব

ইবনে ওহবের কুনিয়াত আবু মুহাম্মদ। তাঁর বংশ লতিকা নিম্নরূপঃ আবদুল্লাহ্ ইবন ওহব ইবন মুসলিম আল্ ফিহ্রী। তিনি বনু ফিহ্র বংশের আযাদকৃত গোলামদের অন্যতম। তাঁর জন্ম স্থান ও আদি বাসভূমি ছিল মিসরে। ১২৫ হিজরীর জিলকদ মাসে তিনি ভূমিষ্ট হন। হাদীসের ইমামগণের মধ্য হতে চারশত ইমামের প্রমুখাৎ তিনি হাদীস রেওয়াত করেন। তাঁর এই উস্তাদগণের মধ্যে ইমাম মালিক (রহঃ), লাইস বিন সাআদ, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান ইবন আবি যিব সুফিয়ানদ্বয়, ইবনে জুরায়হ্ এবং ইউনুস প্রমুখ ইমামগণ রয়েছেন, মক্কা, মদীনা ও মিসরে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। স্বয়ং তার উস্তাদ লাইস বিন সাআদ কয়েখানা হাদীস তার বরাতে রেওয়ায়েত করেছেন।

ঐ হাদীস সমূহের মধ্যে ইবনে লাহিয়া বর্ণিত এই হাদীস খানাও রয়েছে ঃ

نهى عن بيع العربان

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়নার বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন।

[অর্থাৎ ঐ বিক্রী যাতে ঘটনাচক্রে যদি ক্রেতা তার ক্রীত মাল নিতে অস্বীকার করে, তবে তার বায়না-স্বরূপ প্রদত্ত মূল্যের অংশ সে ফেরৎ পাবে না।]

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহব তাঁর যুগে শরীয়তের অথরিটি স্বরূপ ছিলেন। তাঁর বর্ণিত রেওয়াত সমূহে সকলের পূর্ণ আস্থা থাকত। তিনি কোন ইমামের তাকলীদ করতেন না। [অর্থাৎ তিনি কোন বিশেষ ইমামের মাযহাব অনুসরণ করতেন না।] তবে ইজতিহাদের মূল নীতি তিনি ইমাম মালিক (রহঃ) ও লাইস ইবনে সাআ'দ থেকে গ্রহণ করেন। তিনি ইবনে শিহাব যুহ্রীর প্রায় কুড়িজন শিষ্যের সাহচর্য পান এবং মদীনার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ইবন শিহাবের ইল্ম তাদের নিকট হতে অর্জন করেন। তিনি কুড়ি বৎসরকাল ইমাম মালিকের (রহঃ) সাহচর্যে অবস্থান করেন। কথিত আছে যে, ইমাম মালিক (রহঃ) একমাত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহব ছাড়া আর কাউকে ফকীহ্ বা ফিক্হ শাস্ত্রবিদ বলে লিখেননি। ইমাম মালিক তাঁকে পত্র লিখতে গেলে এইরূপ লিখতেন ঃ

الى فقيه مصر ابى محمد التقى

মিসরের ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ আবু মুহম্মদ মুত্তাকী সমীপে

ইমাম মালিক (রহঃ) তাঁর শিষ্য শাগরিদ ও সঙ্গী সাথীদেরকে শিক্ষাদান কালে অনেক সময় কঠোরতাও প্রদর্শন করতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহব ছিলেন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁকে শিক্ষাদান কালে ইমাম মালিক (রহঃ) তাঁর মর্যাদার প্রতি অত্যন্ত সজাগ থাকতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ প্রীতি বাৎসল্য সহকারে তাঁকে শিক্ষাদান করতেন। সে যুগে হাদীসের ভান্ডার কোন শহরেই একত্রে সঞ্চিত আকারে পাওয়া যেত না। সেই যুগে তিনি অধিক সংখ্যক হাদীস মুখস্থকারী হিসাবে তিনি অনন্য বিবেচিত হতেন। এক লক্ষ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর সংকলিত কিতাসমূহে একলক্ষ বিশ হাজার হাদীস লিখিত আকারে পাওয়া যায়। যাহ্বীর রচনা হতে এই তথ্য জানা যায়।

ইবনে আদী তাঁর জীবনের বিস্ময়কর ব্যাপার সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহব অনেক কিতাবের রচয়িতা ও সংকলক এতদসত্ত্বেও তার রচনাবলীর মধ্যে কোন মাউযূ বা জাল হাদীস তো দূরের কথা, কোন মুনকার পর্যায়ের হাদীসও পরিদৃষ্ট হয় না। একবার ইমাম মালিক (রহঃ)-এর দরবারে বিখ্যাত হাদীস সংকলক ইবনুল কাসিমের প্রসঙ্গ উঠলে ইমাম সাহেব বলেন, ইবনুল কাসিম হচ্ছেন ফিক্বাহ বেত্তা, আর ইবনে ওহব সামগ্রিকভাবে আলিম। অর্থাৎ ইবনুল কাসিম কেবল ফিকাহ্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন,

পক্ষান্তরে, ইবনে ওহব, তাফসীর, চরিত শাস্ত্র, যুহ্‌দ, রেফাক, কিতন, মানাকিব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহুমুখী ইলমের অধিকারী।

ইবনে ইউসুফ বর্ণনা করেন, ইবনে ওহব তিনটি গুণের অধিকারী ছিলেন –

(১) ফিক্‌হ্ (২) তাফসীর (৩) ইবাদত বন্দেগী।

তিনি বৎসরকে তিনভাগে ভাগ করে একভাগ দূর্বৃত্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে, একভাগ শিক্ষা প্রদানে এবং একভাগ আল্লাহ্‌র ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরে অতিবাহিত করতেন।

আহম্মদ বর্ণনা করেন, সে দেশের শাসনকর্তা ইবনে ওহবের ভ্রাতুষ্পুত্র উব্বাদ বিন মুহাম্মদ ইবনে ওহব (রহমতুল্লাহি আলাইহি) কে কাযী পদে নিয়োগ করতে মনস্থ করেন।

ইবনে ওহব সেখান থেকে চলে যান এবং দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকেন। উব্বাদ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের বাসগৃহ তছনছ করে দেন। আমার চাচা ইবনে ওহব যখন এই দুঃসংবাদ শুনতে পান তখন তিনি উব্বাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়ার জন্য বদ দোয়া করেন। সত্য সত্যই একটি সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হতেই উব্বাদ অন্ধ হয়ে যায়।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

তার জীবনের বিস্ময়কর ঘটনাসমূহের একটি হলো এই যে, একদা ইবনে ওহব তার হাদীস শিক্ষা দানের মজলিসে শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এমন সময় জনৈক ভিক্ষুক এসে বললো ঃ হে আবু মুহাম্মদ, গতকাল আপনি আমাকে যে দিরহামগুলো দান করেছিলেন, তার সব কয়টিই অচল মুদ্রা ছিল। উত্তরে ইবনে ওহব বললেন, বাপু, আমার হাত হচ্ছে ধার-কর্জের হাত, মানুষ আমাকে যে মুদ্রা দিয়ে থাকে, সেই মুদ্রাইতো আমি তোমাদেরকে দিয়ে থাকি! ভিক্ষুকটি তার এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গালমন্দ দিতে লাগল, এমনকি এক পর্যায়ে সে বলে ফেললো, আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক জনাব রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ)-এর প্রতি। এটা হচ্ছে সেই যামানা, যে যামানা সম্পর্কে আমরা শুনেছিলাম যে, আল্লাহ্ তাআলা সেই যামানায় সদকা খয়রাতের অর্থ এই উম্মতের মুনাফিক বা কপট ব্যক্তিদের হাতে দিয়ে দিবেন। ইরাক-বাসীর জনৈক শিক্ষার্থী ঐ মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। ভিক্ষুকের এই অস্পর্ধা তার বরদাশ্‌ত হলো না। সে উঠে গিয়ে ভিক্ষুকের গালে এক চপেটাঘাত করল যে, ভিক্ষুক তা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং চীৎকার করে বললো, হে আবু মুহাম্মদ! হে মুসলমানদের ইমাম!

আপনার মজলিসের লোকের এই আচরণ! ইবনে ওহব তখন উঠে কে এমন কান্ড করল তা জানতে চাইলেন। লোকজন তখন ইরাকবাসী যুবকের নাম বলল। ইরাকী ব্যক্তিটি তখন এসে বিনীত কণ্ঠে আরয করলেন, উস্তাদজী, আমি আপনার পবিত্র মুখেই রসূলুল্লাহ্‌র এই হাদীসখানা শুনেছিলাম ঃ

من حمى لحم مؤمن من منا فق يغتابه حمى الله لحمه من النار

যে ব্যক্তি নিন্দুক মুনাফিকের হতে কোন মুমিনের দেহকে অক্ষত রাখে, আল্লাহ্ তাআলা দোযখ হতে তার দেহ অক্ষত রাখবেন।"

কেবল ঈমানদার কোন ব্যক্তির সহায়তার জন্য যদি আল্লাহ্ তাআ'লা এত বড় সওয়াবের আশ্বাস প্রদান করেন, তবে আপনার মত উস্তাদ এবং বিশ্ব বরেণ্য ইমামের সহায়তার জন্য না জানি কত বড় সওয়াব পাওয়া যাবে। কেবল এই সওয়াবের আশায়ই আমি এহেন আচরণ করেছি। ইবনে ওহব তখন বললেন, এই যদি তোমার নিয়্যত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন! এবার অপর একখানি হাদীস শুনে নাও। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

سيكون فى اخر الزمان مساكين يقال لهم الغناة الا يتعرضون لصلواة ولا يغتسلون من جنابة يخرج الناس الى مساجدهم واعيادهم يسئلون من الله فضلهم يسئلون الناس يرون حقوقهم على الناس ولا يرون لله عليهم حق -

আখেরী যামানায় এমন অনেক মিসকীন-ভিখারীর উদ্ভব হবে, যাদেরকে লোকে বিত্তবান বলবে। তারা নামাযের জন্য ওযূও করবে না এবং জানাবতের ফরয গোসল ও করবে না এবং মসজিদ ও ঈদগাহ্ সমূহের গিয়ে নিজেদের মর্যাদা জাহির করতে আগ্রহী থাকবে। লোকের কাছে যাঞ্চা করবে। তাদের ধারণা থাকবে যে লোকের উপর তাঁদের ওয়াজিব হক রয়েছে, অথচ তাদের উপর আল্লাহ্‌র হকের কথা তারা বিবেচনা করবে না।

বর্ণিত আছে যে, ইবনে ওহব একদা হাম্মামখানায় প্রবেশ করলেন। তখন কেউ একজন এই আয়াত তেলাওয়াত করল

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ

"যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে"। এটা শুনা মাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘক্ষণ এই অবস্থায়ই থাকেন।

আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার সমূহের মধ্যে একটি ব্যাপার ছিল এই যে, তিনি কখনো অসাক্ষাতে কারো নিন্দা করলে অবশ্যই একটি রোযা রাখতেন। একদা তিনি বললেন ঃ রোযা রাখতে রাখতে যেহেতু ওটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে তাই এখন আর রোযা রাখতে আমার কোন কষ্ট হয় না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যখনই অসাক্ষাতে কারো নিন্দা করে বসব, তখন অবশ্যই একটি দিরহাম ফকীর-মিসকীনকে দান করব। এবার দিরহাম দান করাটা আমার জন্য এতই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমার পরনিন্দার অভ্যাসই দূরীভূত হয়ে গেছে। একদা তাঁর জনৈক শাগরিদ তাঁরই সংকলিত 'জামি' ইবনে ওহব হতে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা তাকে পড়ে শুনালেন। শুনে তিনি এতই ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লেন যে, তাঁর চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। এই বেহুঁশ অবস্থায়ই শিষ্য শাগরিদগণ তাঁকে উঠিয়ে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যান। চেতনা ফিরে আসলে পুনরায় তাঁর কাঁপুনী শুরু হত। এমনকি এমনি অবস্থায় ২৫ শে শা'বান রোজ রবিবার ১৯৭ হিজরীতে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। সুফইয়ান ইবনে উরায়নার কাছে যখণ তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌছল তখন তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে বললেনঃ বিশ্বের তাবৎ মুসলমানের জন্য এটা বিপদ স্বরূপ। ওফাতের রাত্রিতে কোন কোন বুযুর্গ স্বপ্নে দেখেন, লোক এ কথা বলে দস্তরখানা সমূহ গুটায়ে নিচ্ছে যে, ইলমের দস্তরখানা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহব অনেক উপাদেয় পুস্তক রচনা ও সঙ্কলন করে গেছেন। তন্মধ্যে ইমাম মালিকের প্রমুখাৎ শ্রুত জ্ঞান রাশির সঙ্কলনও রয়েছে। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ত্রিশটি অধ্যায় এতে রয়েছে। তাঁর নিজ সঙ্কলিত দু'খানা মুওয়াত্তাও রয়েছে। এর একখানার নাম সগীর এবং অপরখানার নাম কবীর। এছাড়া জামি কবীর নামে তার একখানি স্বতন্ত্র সংকলনও রয়েছে।

কিতাবুল আহ্ওয়াল, তাফ্সীরুল মুওয়াত্তা, কিতাবুল মামাসিক, কিতাবুল মাগাবী, কিতাবুল কদর প্রভৃতি পুস্তকও তিনি সঙ্কলন করে গেছেন।

মুওয়াত্তার তৃতীয় নুস্খা

এই নুস্খাটি আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলামা কা'নাবী সঙ্কলিত তাঁর এই মুওয়াত্তায় বর্ণিত বিশেষ বিশেষ হাদীস সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত হাদীসখানাও রয়েছে, যা অন্যান্য মুওয়াত্তায় পরিদৃষ্ট হয় না।

اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبه بن مسعود
عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرونى

كما اطرى عيسى ابن مريم انما انا عبد الله تقولوا عبدالله ورسوله.

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুস্‌লামা কা'নাবী বলেন, আমার নিকট ইমাম মালিক (রহঃ) এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ বিন উৎবা বিন মাস্‌উদ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে এবং তিনি রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ঈসা ইবনে মারইয়ামের ক্ষেত্রে যে রূপ করা হয়েছে আমার প্রশংসার ব্যাপারে তোমরা সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাস। সুতরাং তোমরা বলবে আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তদীয় রসূল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুস্‌লামার কুনিয়াৎ হচ্ছে আবু আবদুর রহমান। তাঁর বংশ লতিকা নিম্নরূপ ঃ আবদুল্লাহ্ বিন মুসলামা বিন কা'নাব আল হারেসী। এরা আসলে ছিলেন মদীনার অধিবাসী। পরবর্তীকালে বসরায় বসবাস করতে থাকেন। সর্বশেষে মক্কা মুয়াযযামায় গিয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম হয় ১৩০ হিজরীর পরে। অনেক শায়খ ও বুযুর্গের সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হন। তন্মধ্যে ইমাম মালিক, লায়স বিন সাআদ ইবনে আধিযিব, হাম্মাদ বিন শো'বা এবং সাল্‌মা বিন বিরদাসের নাম সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নিয়্যতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মঈন বলেন,

ما رأينا من يحدث لله الا وكيعا والقعبى

একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনেরই উদ্দেশ্যেই ওকী এবং কা'বী হাদীস বর্ণনা করতেন।

মুহাদ্দিসীন ইমাম মালিকের শিষ্য শাগরিদগণের মধ্যে কা'নবীকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে থাকেন। আলী বিন আবদুল্লাহ্ মাদীনীকে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল। ইমাম মালিকের শিষ্যগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মাআন অতঃপর কা'নবীর স্থান? তিনি বললেন, না, প্রথমে কা'নবী, তারপর মাআনের স্থান। প্রথম প্রথম তিনি যখন ইমাম মালিকের দরবারে উপস্থিত হন, তখন তিনি হাবীবের পাঠ শ্রবণ করে যেতেন। কিন্তু হাবীব যেহেতু তত গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না, তাই তার হাদীস পাঠ তাঁর আর বেশী দিন মনঃপূত হল না। অগত্যা নিজেই ইমাম মালিকের নিকট মুওয়াত্তা পাঠ শুরু করে দেন। দীর্ঘ আট বৎসর কাল ইমাম মালিকের সাহচর্যে অবস্থান করে তার নিকট হাদীসে বুৎপত্তি অর্জন করেন। একদা তিনি বসরা হতে মদীনা শরীফ আগমণ করলেন। ইমাম মালিক তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে বললেন, চল, এমন এক ব্যক্তিকে গিয়ে আমরা সালাম দেব যিনি সমসাময়িক

বিশ্বের অন্যতম সেরা পুরুষ। ইমাম মালিক যখন কা'বা শরীফের তওয়াফ করতেন, তখন প্রায়ই বলতেন, কা'নবীর চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তি খানা কা'বার তাওয়াফ করে না। কা'নবী ছিলেন সেইসব বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাদের দুআ আল্লাহ্র দরবারে সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। তার সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য জনক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে হাকাম বর্ণনা করেন, আমি মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকের সঙ্কলক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত আবদুর রাজ্জাকের কাছে হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করলে, তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত কর্কশ ব্যবহার করেন এবং অত্যন্ত রূঢ় কণ্ঠে আমাকে বলেন, যাও, আমার নিকট হতে তুমি হাদীস লিখতে পারবে না। আমি তোমাকে হাদীস পড়াবো না। তাঁর এমন ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলাম এবং যখন রাত্রিতে শয়ন করলাম, তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাঁর নিকট আমার মর্মবেদনার কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন, আমার হাদীস চার ব্যক্তির নিকট শিক্ষা কর। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই চার ব্যক্তি কোথায় এবং কোথায় তাঁদের নিবাস? তিনি তিন ব্যক্তির নাম বলে কা'নবীর কথা উল্লেখ করলেন এবং তাঁকে সবার সেরা বলে উল্লেখ করলেন।

সমসাময়িক যুগের অধিকাংশ লোকেরা তাঁকে আবদাল বলে জানত। সে যুগের সকলেই তাঁর বুযর্গী সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করতেন। ২২১ হিজরীর ৬ই মুহরম তারিখে মক্কা শরীফে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মুওয়াত্তার চতুর্থ নুস্খা

এই নুস্খাটি হচ্ছে মালিকী মাযহাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ ইবনুল কাসিম সঙ্কলিত। উক্ত মাযহাবের সর্বপ্রথম বিন্যাসকারীও তিনিই। তাঁর নুস্খায় সঙ্কলিত অন্যান্য হাদীস সমূহের মধ্যে নিম্নের হাদীসখানাও রয়েছে।

مالك عن عبد الرحمن عن ابيه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عمل عملا اشرك فيه من غيرى فهو له كله انا اغنى الشركاء عن الشرك

মালিক আবদুর রহমানের প্রমুখাৎ, তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ, তিনি হযরত আবু হুরায়রা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইয়েছেন, যে ব্যক্তি কোন আমল করল এবং তাতে সে আমা ব্যতীত অন্য

কাউকেও শরীক করল, সেটা আমলের সবটাই কেবল সেই শরীকের জন্যই। কেননা, আমি সকল শরিক থেকে শরীকানা ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশী অভাবমুক্ত।

আবু উমর বর্ণনা করেন যে, ইবনে আফীরের মুওয়াত্তারও এই হাদীসখানা পাওয়া গেছে। উক্ত মুওয়াত্তাদ্বয় ছাড়া মুওয়াত্তার আর কোন নুস্‌খাই এই হাদীসখানা সঙ্কলিত হয় নাই।

আল্লামা ইবনুল কাসিম

ইবনুল কাসিমের কুনিয়াত ছিল আবু আবদুল্লাহ্‌। তাঁর নাম ছিল আবদুর রহ্‌মান। পিতার নাম কাসিম। পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম ছিল উতাকী যথাক্রমে খালিদ ও জুনাদা আল উতাকী। তাঁরা ছিলেন মিসরের অধিবাসী। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গোলাম হিসাবে অন্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মনীবের সম্পত্তির অধিকারীদের উতাকী (স্বাধীনতা প্রাপ্ত উত্তরাধিকারী) বলা হত। তিনি ছিলেন জুবায়দ ইবনুল হারিস উতাকীর একজন গোলাম। তাঁকে কেন উতাকী বলা হত– এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, যে সময় হুযুর আকরাম (সাঃ) তায়েফ অবরোধ করেন, তখন সেখানকার কতিপয় গোলাম পালিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাঁদের সম্পর্কে বলেন ঃ

هم عتقاء الله تعالى

তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কর্তৃক স্বাধীনতা প্রদত্ত।

ঐতিহাসিক ইবনে খুল্লিকান লিখেন ঃ উতাকীরা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের গোলাম নয়, বরং তাঁরা ছিল বিভিন্ন গোত্রের গোলাম। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল হাজার হামীর গোত্রের, কেউ সা'দুল আশীরা গোত্রের, আবার কেউ কেউ ছিল কেনানা মুযার গোত্রের এবং এদের অধিকাংশই মিসরীয়। জুবায়দ বিন হারিছ হজর হামীর গোত্রের ছিলেন। তাঁর প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, হযরত রসূল করীমের যুগে একদল লোক শলা পরামর্শ করে রাহাজানি ও লুটপাটে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর দরবারে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলে, তাকে তারা নানাভাবে নির্যাতন করত। হুযুর (সাঃ) তাদেরকে গ্রেফতার করবার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা যখন বন্দী হয়ে এল তখন তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। এজন্য এই দলের লোকগণ উতাকা বা মুক্তিপ্রাপ্ত বলে অভিহিত হতে থাকে। তাদের বংশধরগণও উতাকী বলে অভিহিত হত।

ইবনুল কাসিম ১৩০ হিজরীতে ভূমিষ্ট হন। তিনি হাদীসের অনেক প্রখ্যাত শায়খের প্রমুখাৎ হাদীস রেওয়ায়াত করেন। ইলমী হাদীস শিক্ষার পথে তিনি বিপুল

অর্থ ব্যয় করেন। তাকওয়া পরহেযগারীতে তিনি ছিলেন সে যুগের অনন্য পুরুষ। বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনায় সে যুগে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। তিনি প্রায়ই দোয়া করতেন।

اللهم امنع الدنيا منى وامنعنى منها

"হে আল্লাহ্, পার্থিব ধন দৌলত আমা হতে দূরে রাখ এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখ।"

রাজা রাজড়া ও আমীর উমারাদের হাদিয়া তোহ্ফা তিনি কখনও গ্রহণ করতেন না। পূর্বোল্লিখিত মনীষী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন ওহব বলতেন ঃ যে ব্যক্তি ইমাম মালিকের মাযহাবকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে আগ্রহী তাঁর উচিত ইবনুল কাসিমের সাহচর্য অবলম্বন করা। কেননা, আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখার চর্চায় ও সময় অতিবাহিত করে থাকি। পক্ষান্তরে, ইবন কাসিম কেবল ফিকহের চর্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

একারণেই মালিকী মাযহাবের ফিক্হ বেত্তাগণ তার সঙ্কলিত মাস্লা মাসায়িলকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। জনৈক প্রশ্নকারীর মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত মনীষী আশ্হুবকে জিজ্ঞাসা করেন, ফিক্হ বেত্তা হিসাবে ইবনুল কাসেম ও ইবনুল ওহবের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে? উত্তরে আশ্হুব বলেন, ইবনুল ওহবকে যদি ইবনুল কাসিমের বাম পায়ের মুকাবালায়ও দাঁড় করানো যায় তাহলে পাও ইবনুল ওহবের তুলনায় অধিকতর ফকীহ হবে। তবে, মালিকী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ লিখেছেন যে, খিরাজ ও দিয়তের মাস্আলায় আশ্হুব ছিলেন পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী। ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেন তথা অর্থনৈতিক ব্যাপারের মাসলা– মাসায়েল ইবনুল কাসিম এবং হজ্জ ও তৎসংশ্লিষ্ট মাসলা মাসায়িল ইবনুল ওহবের প্রাধান্য ছিল।

ইবনুল কাসিম বলেন, সর্বপ্রথম ইমাম মালিকের সাহচর্য অবলম্বনের আগ্রহ জন্মে একটি স্বপ্ন দেখে। এক ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে বললেন, হক্কানী ইলম যদি তোমার কাম্য হয় তবে দিকপাল আলিমের কাছে যাও। আমি বললাম, দিকপাল আলিম কে? আর তার নামই বা কী?' সে ব্যক্তি জবাব দিলেন ঃ তিনি হচ্ছেন ইমাম মালিক। ইবনুল কাসিম বছরের বার মাসকে এভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন। চার মাস আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করে রোম, বার্বার এবং আবিসিনিয়ার কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করতেন। তিন মাস কাটাতেন হজ্জ ও যিয়ারতের সফরে এবং অবশিষ্ট পাঁচমাস অতিবাহিত করতেন শিক্ষা প্রদানে। একদা ইমাম মালিকের মজলিসে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ইমাম মালিক (রহঃ) বললেন ঃ ইনি তো হচ্ছেন একটি কস্তরীপূর্ণ থলে। আল্লাহ তাঁকে সুখে রাখুন! খরাকী স্বীয় কোন এক পুস্তকের ব্যাখ্যায় ঃ

ومن قرء القرآن فى سبع فذالك حسن

'সাতদিনে কুরআন শরীফ খতম করা উত্তম । –প্রসঙ্গে লিখেছেন, ইবনুল কাসিম রমযান মাসে দুই খতম কুরআন শরীফ পড়তেন। আসদ ইবুনল কাসিম আলফুরাত বর্ণনা করেন, ইবনুল কাসিম রমযান ছাড়া অন্যান্য সময়েও দু'বার কুরআন শরীফ খতম করতেন। আমি যখন তাঁর দরবারে হাজির হলাম এবং জ্ঞান-বিস্তারের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলাম, তখন তিনি দু'খতমের পরিবর্তে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত সর্বদা এক খতম করতেন। বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের উত্তর ইমাম মালিক (রাঃ) যে সমস্ত জবাব দিয়েছেন তার তিন শত জিলদ ইবনুল কাসিমের কাছে মওজুদ ছিল। ১৯১ হিজরীতে তিনি মিসরে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ জগতে কিসের দ্বারা আপনি উপকৃত হয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : আলেকজান্দ্রিয়ায় যে কয় রাকাআত নামায আদায় করেছিলাম সেটাই আমার উপকারে এসেছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কি করে ঐ মস্‌আলাগুলো কোথায় গেল যার চর্চায় আপনি জীবন পাত করলেন? জবাবে তিনি বললেন : তার তো কোন উদ্দেশ্য পাচ্ছি না। এই কথা বলে তিনি হাতের ইশারায় বললেন : কোথায় উড়ে গিয়েছে তার কোন খবরই নেই।

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বিণীত নিবেদন; তাই বলে কেউ যেন এই ধোকায় না পড়েন যে, তা হলে তুমি ইল্‌মী ব্যস্ততার বুঝি কোনই মূল্য নেই। দ্বীনী এলেম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা প্রদান করাও ইবাদত বিশেষ। বরং এটা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। বরং প্রকৃত কথা হল, এটা যে মানুষের রুচি ও হবি এক একজনের এক এক রূপ হয়ে থাকে। এক প্রকারের ব্যস্ততা দ্বারা এক জন যতটুকু প্রভাবান্বিত হয় অপরজন ততটুকু হয় না। মরনোত্তর জগতে এই সব ব্যস্ততার বিরাট বিরাট ফল প্রকাশিত হয়ে থাকে। এমনিতে তো দ্বীনী ব্যস্ততা মাত্রই প্রশংসাই। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়্যতের বিশুদ্ধতার জন্য অল্প আমলেই বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। অনেক সময় বিরাট বিরাট আমলের দ্বারাও লাভ হয় না। যেমন নাকি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে এ নিয়ম নির্ধারিত আছে :

اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের অবয়ব ও আমল সমূহের দিকে তাকান না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও নিয়্যত।"

মুওয়াত্তার পঞ্চম নুস্‌খা

এটা হচ্ছে মাআ'ন ইবন ঈসা কর্তৃক বর্ণিত। মুওয়াত্তার অন্যান্য নুস্‌খার ব্যতিক্রমে তাঁর নুস্‌খার বর্ণিত হাদীসখানা হলো,

مالك عن سالم ابى النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فاذا فرغ من صلوته فان كنت يقظانه يحدث معى والا اضطبع حتى يأ تيه المؤذن ـ

মালিক আমর বিন উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম আবু নযরের সালিম প্রমুখাৎ। তিনি আবু সালমার বিন আবদুর রহমানের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং নামাযান্তে যদি আমি সজাগ থাকতাম তবে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন নতুবা শয্যা গ্রহণ করতেন এবং মুয়াযযিন তাঁর নিকট না আসা পর্যন্ত আরাম করতেন।

আল্লামা মাআ'ন বিন ঈসা

মাআ'ন -এর কুনিয়াত আবু ইয়াহ্ইয়া এবং বংশ তালিকা এরূপঃ মাআন ইবনে ইসা ইবনে দীনার আল মাদানী আল কায্‌যাখ। 'কায' শব্দ হতে কায্‌যাখ শব্দের উৎপত্তি। কায্ বলা হয় কাঁচা রেশমকে। তাই কায্ ব্যবসায়ীকে আরবীতে কায্‌যাখ বলা হয়ে থাকে। যেহেতু তিনি বনী আশ্‌জাসা গোত্রের দাস-ভুক্ত ছিলেন। তাই সেই হিসাবে তাঁকে আশ্‌জায়ী ও বলা হয়ে থাকে। তিনি ইমাম মালিকের বিশিষ্ট শাগরিদগণের অন্যতম। যুগের শ্রেষ্ঠ তশ্বজ্ঞানী পুরুষ ও মুফ্‌তী হিসাবে তিনি গণ্য হতেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ইমাম মালিকের পত্নীর আগের পক্ষের সন্তান ছিলেন। যে সময় বাদশাহ্ হারুনুর রশীদ মুওয়াত্তা শুনবার জন্য পরম আগ্রহ ভরে তাঁর সন্তানদ্বয় আমীন ও মামুন সমাজ ব্যবহারের ইমাম মালিকের দরবারে উপস্থিত হন। তখন মুওয়াত্তা পাঠ করে মজলিসকে যিনি শুনাচ্ছিলেন তিনি ছিলেন এই মাআ'ন বিন ঈসা। হারুনুর রশীদ ও তার পুত্রদ্বয় বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর এই হাদীস পাঠ শ্রবণ করেন। মাআন বিন ঈসা প্রায়ই ইমাম মালিকের হুজরায় পড়ে থাকতেন এবং যখনই ইমামের মুখ দিয়ে যা কিছু বের হত তাই লিপিবদ্ধ করে নিতেন। ইমাম মালিক যখন বার্ধক্যে উপনীত হন এবং তাঁর সঙ্গের লাঠি রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন মাআনই হতেন তাঁর লাঠি। মাআনের কাঁধে ভর করে তিনি জামাআতের

নামায আদায় করবার উদ্দেশ্যে মসজিদে যেতেন। এজন্য তাঁকে 'মালিকের লাঠিও' বলা হত। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে মাআনের অনেক রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি ইমাম মালিকের মুখে চল্লিশ হাজার মাস্‌আলা শ্রবণ করেন। ১৯৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন।

মুওয়াত্তার ষষ্ঠ নুস্‌খা

এটা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ তিউনিসীর রেওয়ায়াতকৃত। তিউনিসিয়া হচ্ছে আলজিরিয়ার (মাগরীন) একটি নগরী। শেষ বয়সে আবদুল্লাহ বিন ইউসূফ সেখানে বসবাস করেন। নতুবা আসলে তিনি দামিশ্‌কের অধিবাসী ছিলেন। নিম্নলিখিত হাদীসখানা কেবল তাঁহার রেওয়ায়াতকৃত মুওয়াত্তায়ই পাওয়া যায়।

مالك عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن عروة بن الزبيران رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل قال ايمان بالله قال فاى العتاقة افضل قال انفسها قال فان لم اجد يارسول الله قال تصنع لصانع او تعن اخرق قال فان لم استطع يارسول الله قال تدع الناس من شرك فانما صدقة تتصدف على نفسك ـ

মালিক ইবনে শিহাবের প্রমুখাৎ তিনি উরওয়ার গোলাম হাবীবের প্রমুখাৎ এবং তিনি হযরত উরওয়ার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ কোন আমলটি সর্বোত্তম ইয়া রসূলুল্লাহ? তিনি বললেন আল্লাহর প্রতি ইমান। প্রশ্নকারী পুণরায় জিজ্ঞাসা করল; কোন্‌ গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সবচাইতে দামী গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম। প্রশ্নকারী বলল, যদি আমার সে সামর্থ না থাকে, ইয়া রসূলুল্লাহ? বললেন ঃ কোন পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত কাজে সাহায্য করবে অথবা কোন পঙ্গু ব্যক্তিকে সাহায্য করবে। সে ব্যক্তি বলল, যদি সেই সামর্থও না থাকে, ইয়া রসূলুল্লাহ? বললেন ঃ তোমার অনিষ্ট হতে লোককে নিরাপদে নাযাত দিবে। কেননা ইহাও সদ্‌কা-বিশেষ যা তুমি নিজের জন্য করতে পার।

আবু উমর বর্ণনা করেন যে, এই হাদীসখানা ইবনে ওহবের মুওয়াত্তায়ও আছে। এছাড়া অন্য কোন মুওয়াত্তায়ও তা পাওয়া যায় না।

আবদুল্লাহ্ বিন ইউসুফ তিউনিসী

আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফের কুনিয়াত ছিল আবু মুহাম্মদ। তার নসব ও সম্পর্ক আবদুল্লাহ্ বিন ইউসুফ আল্ ফেলায়ী আদ্ দামেশ্‌কী। অতঃপর আত্ তিউনিসী। বুখারী বিনা সূত্র বলে তাঁর অনেক রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অত্যন্ত বুযুর্গ ও পরহেযগার ও সৎকর্মশীল ছিলেন। বুখারী ও আবু খাতিম তাঁর নির্ভরযোগ্যতার কথা বর্ণনা করেছেন।

মুওয়াত্তার সপ্তম নুস্‌খা

এটা ইয়াহ্‌ইয়া বিন বুকায়র রেওয়ায়েতকৃত। যে-হাদীসখানা একমাত্র তাঁর রেওয়ায়াত ছড়া মুওয়াত্তার অপর কোন নুসখাতে পাওয়া যায় না। তা হলো ঃ

مالك عن عبد الله بن ابى بكر عن عمر عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبر ئل بو صينى باالجار حتى ظننت انه ليورثه

মালিক আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুবকরের প্রমুখাৎ তিনি হযরত উমরের নিকট এবং তিনি হযরত আয়েশার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন। জিব্রাইল প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে এমনভাবে তাগিদ দিতে থাকেন যে, আমার ধারণা হতে লাগল যে, তিনি বুঝি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পদ লাভের হকদারও প্রতিপন্ন করে ছাড়বেন।

ইয়াহ্‌ইয়া বিন বুকায়র বলতেন, আমি চৌদ্দবার ইমাম মালিককে মুওয়াত্তা পড়ে শুনিয়েছ। মুওয়াত্তায় এমন চল্লিশখানা হাদীস রয়েছে যাতে ইমাম মালিক এবং হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) এর মধ্যে কেবল দু'জন রাভীর মাধ্যমরূপে রয়েছেন। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এই জাতীয় হাদীসকে 'সানায়ী' বলা হয়ে থাকে। মাগরেবে দেশগুলোতে কেবল সেই চল্লিশ হাদীস সম্বলিত স্বতন্ত্র পুস্তিকাও সঙ্কলিত হয়েছে।

মুওয়াত্তার হাদীসসমূহ বর্ণনার ইজাযত বা অনুমতি লাভের সময় উস্তাদকে এই চল্লিশখানা হাদীস শুনানো হয়ে থাকে। ঐ বিখ্যাত চল্লিশখানা হাদীসের প্রথম হাদীসখানার অনুবাদ হলো ঃ মালিক নাফি এর প্রমুখাৎ এবং তিনি ইবনে উমরের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আসরের নামায কাযা হয়ে গেল তার পরিবার পরিজন সবাই যেন উৎসন্ন হয়ে গেল।

ইয়াহ্ইয়া বিন বুকায়র

ইয়াহ্ইয়া বিন বুকায়রের কুনিয়ত আবু যাকারিয়া। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ বুকায়র ছিলেন তার পিতামহ। এই পিতামহের নামের সাথে মিলিয়েই তাঁর নাম পড়ে গিয়েছেন ইয়াহ্ইয়া বিন বুকায়র। তিনি ছিলেন মিসরের অধিবাসী। যেহেতু তিনি বনি মাখযুমের দাসশ্রেণীভুক্ত ছিলেন তাই তাঁকে মাখুমীও বলা হয়ে থাকে। ইমাম মালিক এবং লাইস বিন সাআ'দের তিনি শিষ্য ছিলেন। তিনি উভয় মনীষীর নিকট থেকে পূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন। ইমাম বুখারী প্রত্যক্ষভাবে তার প্রমুখাৎ এবং ইমাম মুসলিম এক রাভীর মাধ্যমে তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীস নিজ নিজ কিতাবে সঙ্কলিত করেছেন। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর বর্ণনাসমূহকে অনুমোদন করেননি তাঁরা প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে অবহিত থাকার দরুনই এরূপ হয়েছে। নতুবা সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় তিনি ছিলেন সে যুগের সূর্য সম প্রসিদ্ধ। যদিও হাতিম এবং নাসায়ীও তাঁদের বর্ণনাসমূহকে অনুমোদন করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং তাঁকে ততটুকু নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। তথাপি সত্যকথা হল এই যে, তাঁরা বিশ্বস্ততা, সত্তা, নির্ভরযোগ্য এবং জ্ঞানের গভীরতায় কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই। যেখানে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মত সর্বজন স্বীকৃত হাদীসবেত্তাগণ তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন। সেখানে অন্যদের তাঁর ব্যাপারে উচ্চ্যবাচ্য করার কি থাকতে পারে? ইয়াহ্ইয়া ২৩১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

মুওয়াত্তার অষ্টম নুস্খা

এটা হচ্ছে সাঈদ বিন আকীর কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত। নিম্নলিখিত হাদীস বর্ণনায় তিনি অবশ্য মুওয়াত্তার অন্য কোন নুস্খায়ই এই হাদীসখানা পরিদৃষ্ট হয় না।

اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس انه قال يارسول الله لقد خشيت ان اكون قد هلكت قال بم قال نمانا الله تعالى ان عمد بمالم نفعل واجدني احب الحمد ونمانا الله عن الخيلاء وانا امرأ احب الجمال ونمانا الله ان نرفع اصوتنا فوق صوتك وانا امرأ جهير الصوت ـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياثابت اما ترضى ان تعيش حميدا و تموت شهيدا وتدخل الجنة قال مالك قتل ثابت بن قيس بن شماس يوم القيمامة شهيدا ـ

মালিক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনে শিহাবের প্রমুখাৎ তিনি ইসমাঈল ইবনে মুহম্মদ ইবনে সাবিত ইবনে কায়েস বিন শাম্মাসের প্রমুখাৎ, তিনি বলেন, সাবিত ইবনে কায়েস বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্, আমার আশঙ্কা হয় যাতে আমি ধ্বংস না হয়ে যাই! রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ কিসের দ্বারা? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আমরা যা করিনি তার কৃতিত্ব ও প্রশংসা দাবী করতে, অথচ আমি নিজের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ করছি। আল্লাহ্তা আলা আমাদেরকে প্রদর্শনেচ্ছো হতে বিরত থাকতে বলেছেন অথচ আমি একটি সৌন্দর্য প্রিয় লোক। আল্লাহ্ আমাদিগকে আপনার কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে বারণ করেছেন অথচ আমি একটি উচ্চকণ্ঠ লোক। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, হে সাবিত তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি প্রশংসিত জীবন যাবন করবে এবং শহীদের মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবে?

মালিক বলেন, উক্ত সাবিত ইবন কায়েস ইবনে শাম্মাস ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

সায়ীদ বিন আফীর

সায়ীদ বিন আফীর মিসরের প্রখ্যাত উলামাগণের অন্যতম। তাঁর কুনিয়াত আবু উছমান। তাঁর নামের পরিচিতি কবিদের সাথে সংশ্লিষ্ট। বংশ তালিকা এরূপ ঃ সায়ীদ বিন কাছীর বিন আফীর বিন মুসলিম আনসারী। তিনি ইমাম মালিকও লায়স বিন সাআ'দের শাগরিদ। বুখারী এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য অনেক মুহাদ্দিস তাঁর বয়ানে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। ইল্মে হাদীস ছাড়াও অপরাপর শাস্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। বংশ তালিকা সংক্রান্ত জ্ঞান, ইতিহাস, আরবের পুরাতন এবং অতীতকালের বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ স্থানীয়। সাবলীল ভাষাও সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যুৎপত্তির জন্যও তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ স্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন।

তাঁর বাকভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁহার সহচর্য ছিল মুখকর। তাঁর সাহচর্যে কোনদিন কেহ্ মনঃক্ষুন্ন হত না। অনেক কবিতা তাঁর কণ্ঠস্ত ছিল। ১৪৬ হিজরীতে তিনি ভূমিষ্ট হন এবং ২২৬ হিজরীতে রমযান মাসে ইন্তেকাল করেন।

মুওয়াত্তার নবম নুস্খা

আবু মাসআ'ব যুহ্রী এই নুস্খার রাভী। তাঁর নুস্খার বিশেষভাবে সম্বলিত হাদীসসমূহের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত হাদীসখানাও রয়েছে ঃ

اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها الافضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عندا هلما -

মালিক হিশামের প্রমুখাৎ এর তিনি তার পিতা উরওয়ার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হলো, কোন গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে তার মনিবের নিকট বেশি প্রিয়।

কিন্তু ইবনে আবদুল বার বলেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া আন্দামুসীর নুস্খায়ও এই হাদীসখানা রয়েছে।

তাঁর বংশ লতিকা নিম্নরূপ ঃ আবু মাসআ'ব আহমদ বিন আবুবকর আল কাসিম বিন হারিছ বিন যারারা বিন মাস্'আব বিন আবদুর রহমান বিন আউফ যুহ্রী। তাঁকে আওফীও বলা হয়ে থাকে। তিনি মদীনা শরীফের মুফতী ও কাযী ছিলেন। মদীনা শরীফের শায়খ ও বুযুর্গদের মধ্যে তিনি গণ্য হতেন। তিনি ১৫০ হিজরীতে ভুমিষ্ঠ হন। তিনি ইমাম মালিকের সহচর্য অবলম্বন করেন এবং এভাবে আল্লাহতাআ'লা তাঁকে পূর্ণ ফিকাহ্ শাস্ত্রের বুৎপত্তি প্রদান করেন। ইবরাহীম বিন সাআ'দ মাদানী হতে বিপুল সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়াত করেন। স্বয়ং সিহাহ্সিত্তা সকল প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তাঁর বরাতে হাদীস রেওয়াত করেন। অবশ্য নিসায়ী তাঁহার রেওয়ায়াত সঙ্কলন করেছেন অন্য রাভীর মাধ্যমে। ৯২ বৎসর পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। আবু হুযাফা সাহ্নী এবং আবু'মাসআ'বের সংকলিত মুওয়াত্তায় এমন শ'খানেক হাদীস রয়েছে যা অন্যদের সংকলিত মুওয়াত্তায় পাওয়া যায় না। বর্ণিত আছে, তাঁরা সঙ্কলিত মুওয়াত্তার ইমাম মালিককে আগাগোড়া শুনানো হয়। তাই তাঁর মুওয়াত্তার সঙ্কলিত এই বর্ধিত হাদীসসমূহ ঐ পার্যায়ের নয় যাতে রদবদল করা চলে। মদীনাবাসীদের প্রগাড় আস্থা ছিল তাঁর উপর এমনকি তারা এতদূর পর্যন্ত বলাবলি করতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আবু মাসআ'ব আমাদের মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রে ও শরীয়তের তত্ত্বাবধানে ইরাক বাসীগণ আমাদের সাথে পেরে উঠতে পারবে না। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কাযীপদে নিযুক্ত ছিলেন। ২৪২ হিজরীর রমযান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মুওয়াত্তার দশম নুস্খা

এই নুস্খাখানি মাসআ'ব বিন আবদুল্লাহ জুরায়রীর প্রমুখাৎ সঙ্কলিত। বলা হয়ে থাকে যে, নিম্নলিখিত হাদীসখানা বিশেষভাবে তাঁহার মুওয়াত্তায়ই সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে আবদুল বার এই হাদীসখানা ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র এবং সুলায়মানের নুস্খায়ও দেখেছেন। হাদীসখানা হলো ঃ

ما لك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب الحجر لاتدخلوا على

هـؤلاء الـقـوم الـمـعـذبـيـن الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخولو عليهم ان يصيبكم مثل ما اصابهم ـ

মালিক আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনায়ের প্রমুখাৎ, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'আসহাবে হিজর' সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্র কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ সম্প্রদায়ের ধ্বংশাবশেষের কাছে যেওনা। রোরুদ্যমন অবস্থায় ছাড়া। আর যদি তোমাদের রোদনই না আসে তবে ওদের ঐ স্থানে যেও না। সাথে (তোমাদের এই বে-পরোয়াও নির্ভীক মনোভাবের জন্য) তোমাদের উপরও না আল্লাহ্র গযব নেমে আসে।

মুওয়াত্তার একাদশতম নুস্খা

এটা মুহম্মদ ইবন মুবারক সূরী কর্তৃক রেওয়ায়াত।

মুওয়াত্তার দ্বাদশতম নুস্খা

এটা সালমান বিন বারদ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এই লেখকের উক্ত দু'খানি নুস্খা দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আফিকী "মাসনাদে আহাদীসে মুওয়াত্তা মিন ইস্নাতায় আশারা" নামে যে কিতাব রচনা করেছেন যাতে তাঁর যুগ হতে ইমাম মালিকের যুগ পর্যন্ত সহীহ্ভাবে রেওয়ায়াতকারীদের সনদ ও বর্ণনা করেছেন। অধীন গ্রন্থকার ও এর হাদীসসমূহের ইজাযত আবান শায়খ হতে লাভ করে তা পাঠ করেছে। যতদূর মনে হয় গাফিফী মাত্র দুই বরাতের (দুই পুরুষের) মাধ্যমে উক্ত নুস্খাদ্বয়ের সঙ্কলকদের সম্বলিত হাদীসসমূহ রেওয়ায়াত করেছেন এবং মালিক পর্যন্ত তার মাত্র তিন পুরুষের ব্যবধান। উক্ত মাসনাদের শেষে একথাও লিখিত আছে যে, মুওয়াত্তার উক্ত দ্বাদশ নুস্খার মধ্যে মোট ছয়শত ছয়ষট্টিখানা হাদীস লিপিবদ্ধ আছে–তন্মধ্যে ৯৭ খানা হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ এটাকে নিজ সঙ্কলনে স্থান দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ দেননি। অবশিষ্ট হাদীসসমূহ সর্ববাদী সম্মত। অর্থাৎ সকল নুস্খায়ই সাধারণভাবে ঐ হাদীসসমূহ পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত হাদীসের মধ্যে সাতাইশখানা মুরসাল শ্রেণীভুক্ত এবং ১৫ খানা মাওকূফ শ্রেণীভুক্ত। ইমাম মালিকের যে সমস্ত শায়খ ও উস্তাদের নাম ওতে স্থান পেয়েছে তাঁদের সংখ্যা হল ৭৫। দুই স্থানে নাম উল্লেখ ব্যতিরেকেই এভাবে রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে।

مالك عن الثقه عنده

'মালিক তার নিকট নির্ভরযোগ্য বিবেচিত জনৈক রাভী হতে বর্ণনা করেন। ইমাম মালিক রাভীর নাম উল্লেখ না করে পাঁচস্থানে এরূপ বলেছেন। بـلـغـنـى

'আমার কাছে এই মর্মে হাদীস পৌছেছে যে,'। সাহাবীগণের মধ্য হতে হাদীস বর্ণনাকারী ৮৫ জন সাহাবীর নাম ওতে উল্লেখিত আছে। তার মধ্যে মহিলা সাহাবীর সংখ্যা ২৩ জন, তাবেয়ীর সংখ্যা ৪৮।

আল্লামা আবুল কাসিম গাফিকী

গ্রন্থগারের নিবেদন এই যে, যেহেতু গাফিকীর প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। তাই তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে দেওয়াও বাঞ্ছনীয়। গাফিকীর কুন্নিয়াত আবুল কাসিম, নাম আবদুল্লাহ্, পিতার নাম আবদুর রহমান, পিতামহের নাম আবদুল্লাহ এবং প্রপিতামহের নাম মুহাম্মদ আল গাফিকী আল জাওহারী। কিস্‌তাসের বিশিষ্ট আলেম ও শায়খদের মধে তিনি ছিলেন অন্যতম।

কিস্‌তাস সিরিয়ার একটি শহর দামেশকের অদূরে অবস্থিত। সে দেশের উঁচুদরের মুহাদ্দিস হাসান বিন রুশায়ক, ইবনে শাবআ'ন প্রমুখের তিনি শিষ্য ছিলেন। অত্যন্ত আল্লাহ্‌ভক্ত এবং ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নিজেকে তনি ফিক্‌হ্ শাস্ত্রবিদ বলে গণ্য করতেন না। তিনি অত্যন্ত নির্জনতা প্রিয় ছিলেন। কাউকে পাশে যেতে দিতেন না। নিজ বাসস্থানে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। বাইরে বড় একটা বের হইতেন না। তাঁর রচিত দু'টি কিতাব তাঁর প্রধান কীর্তি (১) মাসনাদ মুঁওয়াত্তা (২) মাসনাদ মা-লাইসা ফিল মুওয়াত্তা। প্রথমোক্ত সংঙ্কলনে মুওয়াত্তার হাদীসসমূহ এবং শেষোক্ত সঙ্কলনে মুওয়াত্তা বহির্ভুত হাদীস সমূহ সঙ্কলিত হয়েছে।

মাযহাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মলিকী মাযহাবের অনুসারী। ৩৮১ হিজরীর রমযান মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

একটি কথা স্মর্তব্য, মুওয়াত্তার রাভী তথা সংকলকেদের মধ্যে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া নামের দু'জন রাভী রয়েছেন। তাদের একজন হলেন তিনি, যার সম্পর্কে মুওয়াত্তার প্রথম নুস্‌খার সঙ্কলকরূপে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তার এই সঙ্কলন মুওয়াত্তার সর্বাধিক খ্যাত নুস্‌খাসমূহের অন্যতম। কিন্তু সহীহায়নে অর্থাৎ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এবং সিহাহ্ সিত্তার কোন কিতাবে তার রেওয়ায়েতকৃত কোন হাদীস পাওয়া যায় না। যেহেতু প্রায়ই তার সন্দেহের সৃষ্টি হত, পূর্ণ আস্থার সাথে বর্ণনা করতে পারতেন না, তাই উক্ত কিতাবসমূহের সঙ্কলকগণ

টীকা ঃ মুরসল বলে ঐ হাদীসকে যে হাদীসের সনদ সাহাবীর নাম বাদ পড়ে গেছে। কোন তাবিয়ী সাহাবীর বরাত ছাড়াই সরাসরি রসূলুল্লাহর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মাওকুফ বলা যায় ঐ হাদীসকে যার সনদ উর্ধ দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে। অর্থাৎ যা সাহাবীর হাদীস বলেই সাব্যস্ত হয়েছে। এই জাতীয় হাদীসকে 'আসার' ও বলা হয়ে থাকে।

তার রেওয়াত গ্রহণ হতে বিরত রয়েছেন। অপরজন হচ্ছেন ইয়াহ্‌ইয়া বিন ইয়াহ্‌ইয়া বিন বুকায়র বিন আবদুর রহমান তামীযী হানযালী নিশাপুরী। তার ওফাত হয় ২২২ হিজরীতে। বুখারী এবং মুসলিমে তাঁর রেওয়াত মওজুদ রয়েছে। হাদীসের রিজাল (বর্ণনাকারীদের) সম্পর্কে যারা পূর্ণ অবহিত নন, এই দুই জনের মধ্যে তারা তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

মুওয়াত্তার এয়োদশতম নুস্‌খা

এই নুস্‌খা খানা ইয়াহ্‌ইয়া বিন ইয়াহ্‌ইয়া তামীমীর (রেওয়ায়াতকৃত)। তিনি রসূলল্লাহ্ (সাঃ) এর পবিত্র নাম সমূহ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সমন্বয়ে একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। এটাই মুওয়াত্তার সর্বশেষ অধ্যায়। তার মুওয়াত্তার সর্বশেষে তিনি এই হাদীসখানা সন্নিবেশিত করেছেন।

مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى خمسة اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب -

মালিক ইবনে শিহাবের প্রমুখাৎ, তিনি মুহম্মদ ইবনে জুবায়র ইবনে মুতইমের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার পাঁচটি নামঃ আমি মুহাম্মদ (২) আমি আহম্মদ (৩) আমি মাহী, আমার দ্বারা আল্লাহর কুফর বা ধর্মদ্রোহিতাকে বিদূরিত করব। (৪) আমি হাশির যার পদতলে সমগ্র মানব জাতিকে সমবেত করা হবে এবং (৫) আমি আ' কব, যার পশ্চাতে আর কোন নবী নেই।

মুওয়াত্তার চতুর্দশতম নুস্‌খা

এটা আবু হুযাফা সাহ্‌মীর রেওয়ায়াত সঙ্কলিত। তার নাম আহমদ। পিতার নাম ইসমাঈল। ইমাম মালিকের শাগরিদদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বাগদাদে ২৫৯ হিজরীর ঈদুল ফিতরের দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। হাদীস বর্ণনার কঠোর শর্তাবলীর আলোকে যেহেতু তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না, তাই দারকুৎন্নী তাকে 'যয়ীফ' প্রতিপন্ন করে বলতেন, কেউ কেউ তাকে মুওয়াত্তা বহির্ভূত কতিপয় হাদীস মুওয়াত্তাভুক্ত করে তাকে শুনিয়েছে। অথচ তিনি সে সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। খতীব বলেন, জেনে শুনে তিনি মিথ্যা বর্ণনা করতেন না, তবে ঔদাসীন্য ও সরলতার জন্য তিনি এর শিকারে পরিণত হতেন। দারকুতনীর শাগরিদ

বরকামী বলেন, আমি আমার উস্তাদ দারকতুনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হুযূর আমি সহীহ্ হাদীস সম্বলিত একখানি কিতাব সঙ্কলন করতে আগ্রহী। আমি কি ওতে আবু হুযাফার রেওয়ায়াত সন্নিবেশিত করতে পারি ? তিনি বললেন ঃ কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু ইবনে আদী বলেন, আবু হুযাফা ইমাম মালিকের নাম ভিত্তিহীন ও বাতিল রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তার উপর আস্থা স্থাপন করা চলে না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি ছিলেন একটু উদাসীন প্রকৃতির। লোক তাঁকে প্রতারনা করত। অন্যান্যরা মুওয়াত্তা বহির্ভূত অনির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ মুওয়াত্তাভূক্ত করে তাঁকে পড়ে শুনাত, আর তিনি তাহা মুখস্ত করে নিতেন। নিজে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিতেন না। তাই দারকুতনী তৎক্ষনাৎ তা সমর্থন করেন এবং এর কারণ ব্যাখা করেন। তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশোদ্ভূত। বনি সাহাস গোত্রের লোক ছিলেন তিনি। প্রথম দিকে মদীনা শরীফে বসবাস করতেন। অবশেষে বাগদাদে বসবাস করতে থাকেন। তিনি প্রায় একশত বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

মুওয়াত্তার পঞ্চদশতম নুস্খা

এটা সুভায়দ বিন সায়ীদ কর্তৃক রেওয়ায়াতকৃত। মুওয়াত্তার অন্যান্য নুস্খার ব্যতিক্রমে তাঁর রেওয়ায়াতকৃত হাদীসসমূহের মধ্যে এই হাদীসখানাও রয়েছে।

مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم يتبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ـ

মালিক হিশাম ইবনে উরওয়ার প্রমুখাৎ, তিনি তাদের পিতা উরওয়ার প্রমুখাৎ তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আসের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ ইল্ম মানুষের বক্ষ হতে ছিনিয়ে নেবেন না। বরং আলিমগণকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তিনি ইল্ম উঠিয়ে নেবেন। যখন আলিম আর অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞ বে এলে্ম লোকদেরকে সর্দাররূপে বরণ করে নেবে এবং নানা বিষয়ের মসআলা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবে। তারা বিনা ইল্মে ফৎওয়া দেবে। নিজেরাও বিভ্রান্ত হবে, অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করবে।

তাঁর কুনিয়াত ও নাম আবু মুহাম্মদ সুভায়দ বিন সায়ীদ আল হারভী। তাঁকে হাদসানীও বলা হয়ে থাকে। মুসলিম ও ইবনে মাজা তাঁর বরাতে হাদীস রেওয়ায়াত

করেছেন। তাঁরা তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। আবু কাসিম বাগভী তো তাঁকে হাফিযে হাদীস রূপে গণ্য করেন। অবশ্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কোন কোন ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করেন। হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হলো, তিনি যখন তাঁর নিজ লিপি হতে হাদীস রেওয়ায়াত করতেন তখন অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন আর যখন স্মৃতি হতে রেওয়ায়ত করতে তখন ভুল করে বসতেন। শেষ জীবনে বার্ধক্য, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা ও স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ায় তাঁর উপর আর নির্ভর করা যেত না। যদিও তাঁর বর্ণনায় অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হয়; তবুও ইমাম মুসলিম নির্ভরযোগ্য মূলনীতি প্রয়োগে সেই ত্রুটিজনিত দুর্বলতাসমূহ অপনোদন করে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহের দ্বন্দ্ব বেশ কাজ নিয়েছিলেন। ২৪০ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

মুওয়াত্তার ষোড়শতম নুস্খা

ইহা মুজতাহিদ ইমাম মুহম্মদ ইবনুল হাসান শায়বালীর রেওয়ায়াতকৃত। ইমাম মুহাম্মদ স্বনামখ্যাত মনীষী। তাঁর পরিচিতি বর্ণনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তিনি তাঁর বর্ণিত মুওয়াত্তা নিম্ন লিখিত হাদীস দ্বারা সমাপ্ত করেছেন।

اخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اجلكم فيما خلا من الامم كما بين صلوة العصرالى مغرب الشمس

মালিক বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমরের প্রমুখ্যাৎ এই মর্মে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বিগত উম্মতসমূহের তুলনায় তোমাদের মেয়াদ হচ্ছে আসর থেকে সূর্যাস্তকালের তুল্য।

وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لى الى نصف النهار على اقيراط قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لى من نصف النهار الى العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لى من صلوة العصر الى المغرب الشمس على قيراطين قيراطين ـ الا فانتم الذين تعملون من

টীকা ঃ একলক্ষ হাদীস যাহার মুখস্ত থাকে তাঁহাকে হাফিযে হাদীস বলা হইয়া থাকে। —অনুবাদক

صلوة العصر الى مغرب الشمس على قيزاطين قيراطين قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضلى اوتيه من اشاء ـ

قال محمد هذا الحديث يدل على ان تاخير العصر افضل من تعجيلها الاترى انه جعل مابين الظهر الى العصر اكثر مما بين العصر الى المغرب في هذا الحديث ومن عجل العصر كان مابين الظهر الى العصر اقل مما بين العصر الى المغرب فهذا يدل على تاخير العصر وتاخير العصر افضل من تعجيلها مادامت الشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة وهو قول ابى حنيفة رالعاتة من فقحائنا رحمهم الله تعالى ـ

এবং তোমাদের এবং য়াহূদী ও খৃষ্টানগণের উদাহরণ হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যে কতিপয় শ্রমিক নিয়োগ করল এবং বলল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, এক এক কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? তখন য়াহূদী এই শর্তে কাজ করল। অতঃপর সে ব্যক্তি বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে এক এক কীরাতের বিনিময়ে দুপুর হতে আসর পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? তখন খৃষ্টান এই শর্তে কাজ করে দিল। অতঃপর সে ব্যক্তি বলল, কে আমার কাজ আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু দু কীরাতের বিনিময়ে করে দেবে? ওহে তোমরাই হচ্ছো সেই শ্রমিকের দল; যদি আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত দু' দু' কীরাতের বিনিময়ে কাজ করে থাক।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ য়াহূদী খৃস্টানগণ এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠল। তাই বলে উঠল, আমরা কাজ করলাম অধিক অথচ পারিশ্রমিক পেলাম অল্প। তখন সে ব্যক্তি বলল, তোমাদের প্রাপ্য(নির্ধারিত) মজুরী হতে কি আমি কম দিয়েছি? তারা জবাব দিল না। তখন সে ব্যক্তি বলল, এটা হচ্ছে আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা দান করে থাকি। (এই রেওয়ায়ততর উদ্ধৃত করে) ইমাম মুহাম্মদ বলেন, এই হাদীস একবার প্রমাণ বহন করে যে, আসরের নামায সময় হওয়া মাত্র না পড়ে দেরীতে পড়াই উত্তম।

তোমরা লক্ষ্য করছ না জুহর হতে আসরের সময় পর্যন্ত কালকে এই হাদীসগুলো আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত কালের চাইতে দীর্ঘতর রেখেছেন। আর যারা আসর সময় হওয়া মাত্র তড়িঘড়ি করে নামায পড়েন তাদের তো জুহর হতে আসর পর্যন্ত কালের চাইতে আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত কাল দীর্ঘতর হয়ে যায়। সুতরাং এই হাদীস, আসরের নামায দেরী করে পড়ার দিকেই ইঙ্গিত এবং আসরের নামায বিলম্বে পড়া, তাড়াতাড়ি পড়ার চেয়ে উত্তম-যতক্ষণ পর্যন্ত রৌদ্র হরিদ্রাভ না হয়ে পরিস্কার শুভ্র থাকে। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা সমেত আমাদের ফিকাহ্ শাস্ত্রবীদগণের অভিমত। "আল্লাহ্ তাদের সকলের উপর রহমত বর্ষন করুন।"

অধীন গ্রন্থকারের মতে, ইমাম মুহাম্মদ এই হাদীসের দ্বারা যে, মাস্আলা বের করেছিলেন তা যথার্থ। হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাতও হচ্ছে যে, আসর হতে মাগরিবের মধ্যকার সময় দ্বিপ্রহরের অব্যবহিত পরে সূর্য ঢলে পড়া হতে আসর পর্যন্ত সময়ের চাইতে পরিমাণে কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই সেই কম কাজ এবং বেশি পরিশ্রমের এই উপমা যথার্থ হতে পারে। আসরের নামায আউয়াল ওয়াক্ত হতে পিছিয়ে না পড়লে তা কোনমতেই যথার্থ হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে কোন কোন ফিকাহ্ শাস্ত্রবীদের মতে, এই হাদীসের দ্বারা এই দলীল বর্ণনা করা যে, আসরের নামাযের ওয়াক্ত দ্বিপ্রহরকালীন ছায়া বাদে দ্বিগুণ ছায়া না হওয়া পর্যন্ত হয়ই না। বরং দ্বিগুণ ছায়া হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জুহরের ওয়াক্তই রয়ে যায়।, এটাও দূরুস্ত নয়। অবশ্য যদি হাদীসের ভাষা এরূপ হত

ما بين وقت العصر الى الغروب

(আসরের ওয়াক্ত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত) তবে, একথা বলার অবকাশ থাকত এবং এই হাদীস দ্বারা এই দলীল বর্ণনা করা চলত। যেহেতু হাদীসে আছে

ما بين صلوة العصر الى مغر ب الشمس

(আসরের নামায হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত)। বলা বাহুল্য, বাস্তবে আসরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়া হত না। আসলে উপমা তো হল আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সেই সময়টুকুর সাথে যা হুযুর (সাঃ) তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আসরের নামায আদায় করার পর এবং হুযুরের মসজিদে যে ওয়াক্তে আসরের নামায পড়া হত। মাগরিব পর্যন্ত সময়টুকুর পরিমাণ নিশ্চয়ই জুহর ও আসরের মধ্যকার সময়ের পরিমাণ হতে কম হত, যদিও বা আসরের আউয়াল ওয়াক্ত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল জুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের সমানও হয়ে যায়।

আমাদের এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে কারো মনে এই খট্কা সৃষ্টি হতে পারে যে, উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য তো হয়ে থাকে কোন কিছু বুঝানো। নির্দিষ্ট একটি ধারণা

সৃষ্টি করা ছাড়া বুঝানো কেমন করে সম্ভব হতে পারে? যেহেতু আসরের নামায কে কখন পড়ে এর কোন ঠিক নাই, কেউ একটু আগেই পড়ে নেয়। আবার কেউ একটু দেরী করে ওয়াক্তের মধ্যে এক সময় পড়ে নেয়। সুতরাং ঐ ধরনের কথা দ্বারা সময় সীমার প্রারম্ভ নির্ধারণ করা মুশকিল। পক্ষান্তরে আসরের আসল ওয়াক্ত সুনির্ধারিত। এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব, উপমা নিশ্চয়ই বুঝাবার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, কিন্তু এই বুঝানো উপস্থিত শ্রোতা বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ হয়ে থাকে। আর ঐ সময় যাদেরকে লক্ষ করে কথা বলা হচ্ছিলো তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লারই সাহাবায়ে কিরাম যারা তাঁর আসরের নামায পড়ার সময় সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে ঐ উপমা বা সময়-সীমা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। আমরা তাঁদের-কাছে শুনে বুঝে নিতে পারি। সুতরাং কোন অবাধ্যতা বা অস্পষ্টতাই আর বাকী থাকে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) তো হুজুর (সাঃ) এর আসরের নামায সময় সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

كان يصلى العصر والشمس فى مجرتهاولم يظهر الفئى بعد

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আসরের নামায পড়তেন, তখন রৌদ্র আমার ঘরের মেঝেতে থাকত তখনো ঘরে ছায়া পড়ত না।"

বলাবাহুল্য, যারা হযরত আয়েশার ঘর বা ওতে কখন রৌদ্র থাকে, কখন ছায়া পড়ে, তা দেখেছেন তাদের ছাড়া অন্যদের পক্ষে এই বাণীর দ্বারা কিছু স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়। প্রথমোক্ত হাদীসও এভাবে বুঝে নিতে হবে। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার, ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন ঃ

من عجل العصر كان ما بين الظهر الى العصر اقل مما بين العصر الى المغرب

"যে ব্যক্তি আসরের নামায ওয়াক্তের শুরুতেই পড়ে নেবে, তাদের আসরও মাগরিব মধ্যবর্তী সময় হতে যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময় স্বল্পপরিসরের হবে।" এটাও ত্রুটিমুক্ত মনে হয় না।

কেননা, ছায়াপাতের নিয়মানুসরে দ্বিপ্রহরকালীন ছায়াবাদে কোনবস্তুর দৈর্ঘ্যের সমান ছায়া (এক মিহিল) পড়লে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এক প্রহর অর্থাৎ দিবাভাগের এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে। সেই হিসাবে দুই সময়ই প্রায় সমান সমান হবে। কিন্তু ইমাম সাহেবের এ কথার অর্থ আমাদের প্রচলিত মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ যে সময়ের শুরু থেকে তিনি যুহরের নামায আদায় করতেন। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকাল যখন যুহুরের নামায বিলম্ব করে একটু ঠান্ডা পড়লে পড়া মোস্তাহাব, সে

সময় যদি আসরের নামায একটু আগে আউয়াল ওয়াক্তেই পড়ে নেওয়া হয়। তাহলে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের চাইতে যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময় কম হবে।

মুওয়াত্তার শরাহসমূহ

মোল্লা আলী কারী, যিনি মুতাআখখিরীন বা পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদরূপে পরিগণিত–মুত্তয়াত্তার এই নুস্খার শরাহ (ব্যাখ্যা) লিখেন এবং এতুদ্দেশ্যে মুওয়াত্তার এই নুসখাই অধিকতর প্রচলিত ও বিখ্যাত। মুওয়াত্তা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরও দু'খানি কিতাব রয়েছে। উক্ত কিতাব দু'খানিই ইবনু আবদুল বার প্রণীত। একখানির নাম

كتاب لتقصى لما فى المؤ طا من الاحاديث

মুওয়াত্তার সকল হাদীসই এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলে এই কিতাবের এরূপ নামকরণ করা হয়। তাকাস্সী শব্দের অর্থ সুদূরে গমন। অর্থাৎ এই কিতাবে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা মুওয়াত্তার বিভিন্ন হাদীসসমূহ বিভিন্ন নুস্খার হতে সঙ্কলিত হয়েছে। দ্বিতীয় কিতাবখানির নাম হচ্ছে

كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الا مصار فيما تمضه الموطا من معاتى الراى والاثار ـ

এই দ্বিতীয়োক্ত কিতাবখানি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং বহুল প্রচারিত। প্রথমোক্ত কিতাবখানিও পাওয়া যায়। কাযী আয়াম রচিত 'মাশারিক' একাস্রে সহীহায়ন এবং মুওয়াত্তার শরাহ গ্রন্থ। ইমাম বূনী নামে খ্যাত আবদুল মালিক মারওয়ান বিন আলী ও মুওয়াত্তার শরাহ লিখেছিলেন। তিনি ওটার নাম রেখেছেন কাশ্ফুল মুগাত্তা كشف المغطى বা অনাবৃত উন্মোচন। এই শরাহখানা মাগরিবের দেশসমূহে পাওয়া যায়। এটা অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। মুতাআখখিরীন পরবর্তী যুগের উলামাদের মধ্যে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী এই নুস্খার শরাহ লিখেন। তিনি তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম রাখেন تنوير الحوالك فى شرح موطا مالك (তানবীরুল হাওয়ালিক ফী শরহে মুওয়াত্তা মালিক।) মাগরিবের দেশসমূহে এই শরাহ্ গ্রন্থখানিও পাওয়া যায়। আলেমকুল শিরোমণি শায়খুল মাশারিখ হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)ও (গ্রন্থকারের পিতা) ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহইয়া লায়সীর রেওয়ায়াতকৃত মুওয়াত্তার এই নুস্খার দু'খানা শরাহ লিখেন। প্রথম শরাহখানা কঠিন ফারসী ভাষার মুজতাবিদ সুলভ ভঙ্গিতে রচিত। ওর নাম মুসাফ্ফা ফী আহাদীমিল মুস্তাকা مصفى فى)

। (احاديث المصطفى) অপর শরাহখানা সংক্ষিপ্ত। ওতে তিনি হানাফী ও শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহ্গণের দলীল প্রমাণ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ওর নাম مسوى من احاديث الموطا (মুসাওয়া মিন আহাদীসিল মুওয়াত্তা) বর্তমান গ্রন্থকার তাঁর নিকট হতে ওটা অক্ষরে অক্ষরে শুনে হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, মাযহাব-চতুর্থয়ের ইমামগণের সম্বলিত কিতাবসমূহের মধ্যে-বর্তমান যুগে ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা ছাড়া হাদীসের অন্য কোন কিতাবই আর পাওয়া যায় না। অন্যান্য ইমামগণের নামে প্রচলিত মাসনাদসমূহ তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় রচনা বা সঙ্কলন করেননি। পরবর্তী যুগের লোকেরা তাঁদের বরাতে রেওয়াতকৃত হাদীস সমূহকে একত্রিত করে মাস্নাদে অমুক, মাসনাদে -তমুক বলে চালিয়ে দিয়েছে। সুধীমহলের কাছে এটা গোপন নয় যে, এরূপ সঙ্কলন-যাবৎ না যে মনীষীর নামে তা চালু হয়েছে, যদি তিনি নিজে দেখে এর বাছাই করে না দেন বা কোন শাগরিদকে শিক্ষা দিয়ে না যান তবে তা নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। ওতে সত্য-মিথ্যায় ভুল ও শুদ্ধের সংমিশ্রণ ঘটেই থাকে।

মাসানীদে হযরত ইমাম আযম (রহঃ)

বর্তমানে ইমাম আযম (রহঃ) এর মাসনাদ নামে যে কিতাবখানা পরিচিত, তা আসলে কাযীউল-কুযাৎ আবুল মুওয়াইদ মুহম্মদ ইবনে মাসনদ ইবনে মুহম্মদ খাওয়াযিমীর সঙ্কলিত। ৬৭৪ হিজরীতে তা প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী যুগের উলামাবৃন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত ইমামে আযমের মাসনাদসমূহ ওতে একত্রে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। নিজের জানা মতে, ইমাম আযমের প্রমুখাৎ বর্ণিত কোন রেওয়ায়াতেই এতে তিনি বাদ দেননি। স্বয়ং কাযীউল কুযাৎ তাঁর সঙ্কলনের ভূমিকায় উক্ত মাসনাদসমূহ এবং সেগুলোর সঙ্কলকদের নামধাম পরিচিতি এবং তাঁদের এবং তাঁরা নিজের মধ্যকার সনদ-সমূহ যে সনদগুলো বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে তিনি এই মাসনাদসমূহ লাভ করেছেন। তা সর্ব স্তরে বর্ণনা করেছিলেন। ইমাম আযমের মাসনাদসমূহের মধ্যে দু'খানা মাসনাদ আজ পর্যন্ত বহুল প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একখানি হচ্ছে হাফিযুল-হাদীস মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব হারিছীর মাস্নাদ এবং দ্বিতীয়খানি হচ্ছে যুগের হাকিম হুসায়ন বিন মুহাম্মদ বিন খসরুর মাসনাদ। দীন গ্রন্থকারও উক্ত তিনখানা মাসনাদের 'ইজাযত' আপন শায়খদের নিকট থেকে লাভ করেছিলেন। এই মাসনাদসমূহকে ইমাম আযমের মাস্নাদ বলা অনেকটা ইমাম আযমদের বিন্যস্ত মাসনাদে আবুবকরকে হযরত আবুকর (রাঃ)-এর মাস্নাদ বলে অভিহিত করার তুল্য। এটা যে খুব একটা অত্যুক্তি তাও বলা যায় না।

মাস্‌নাদে হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)

এটা হচ্ছে সেই মারফু হাদীসসমূহ যা স্বয়ং ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) তার শাগরিদগণের সম্মুখে সনদ সহকারে রেওয়ায়াত করেন এবং ঐ হাদীস সমূহের মধ্যকার সেই হাদীসসমূহ যা আবল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব আল আসম রবী বিন সুলায়মান সরাভীর নিকট শ্রবণ করে কিতাবুল-উম্ এবং মাবসুত শিরোনামায় সঙ্কলিত করেছিলেন। এখানে ঐ হাদীসসমূহ একত্রিত করে 'মাস্‌নাদে ইমাম শাফিয়ী' নামে সঙ্কলন প্রস্তুত করেন। ইমাম শাফিয়ী প্রত্যক্ষ শাগরিদ রাবী বিন সুলায়মান এই হাদীসসমূহ ইমাম শাফিয়ীর কাছে শ্রবণ করেন। অবশ্য প্রথম খন্ডের চারখানা হাদীস তিনি বুয়ায়তীর মাধ্যমে শ্রবণ করে তার বয়াতে রেওয়াত করেছিলেন। এছাড়া 'জামি' ও 'মুলতাফিত' এর হাদীসসমূহ নিশাপুর নিবাসী আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মাতার 'উম' এবং মাবসূত' এর অধ্যায়সমূহ হতে ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উক্ত সবগুলো হাদীসই যেহেতু আবুল আব্বাস আসমের সঙ্কলিত। তাই ঐ সঙ্কলনকে 'মাসানাদে ইমাম শাফিয়ী' বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, স্বয়ং আবুল আব্বাস এই হাদীসসমূহ চয়ন করেন। মুহাম্মদ বিন মাতার তার লিপিকার ছিলেন মাত্র। সে যাই হোক এই মাস্‌নাদগুলো না মাস্‌নাদের বিন্যাস অনুসারে বিন্যস্ত, আর না অধ্যায় হিসাবে সাজানো হয়েছে। বরং যখন যেসব সুযোগ হয়েছে তেমনি লিপিবদ্ধ করে সঙ্কলিত করা হয়েছে। এজন্য অধিকাংশ স্থানেই এটা বিজয়ের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি রয়েছে। এই মাসনাদের শুরুতে এই হাদীসখানা আছে :

قال الامام الشافعی فیما اخرج من كتاب الوضؤ يعنى من كتاب الام اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من ال ابن الازرق ان مغيرة بن ابى بردة وهو من بنى عبد الدار خره انه سمع اباهريرة يقول سال رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقالا يارسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأ فابه عطشنا انتوضأ بماء البحر فقال النبى صلى الله عليه وسلم هوا الطهور ماءه والحل ميته -

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কিতাবুল উস্-এর ওযূ অধ্যায়ের রেওয়ায়াত-সমূহে সনদসহ বর্ণনা করেছিলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি একদা নবী করীম (সাঃ) কে প্রশ্ন করল, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমরা প্রায়ই সমুদ্র যাত্রা করে

থাকি। তখন আমরা আমাদের সাথে খুব কম পানি নিয়ে গিয়ে থাকি। এখন আমরা যদি উহা দ্বারা ওযু করে নিই তবে মিঠা পানির অভাবে পিপাসার্ত থাকতে হয় এমনতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযু করতে পারি? তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, সমুদ্রের পানি সম্পূর্ণ পাক এবং এর মুর্দা হালাল।

মাসনাদে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহঃ)

মাসনাদে ইমাম আহ্মদ ইবন হাম্বল-যদিও মহামান্য ইমামের স্বহস্তে সংকলিত গ্রন্থ- তবুও তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ এতে অনেক সংযোজন করেছিলেন। আবু বকর কাতীয়ীও কিছু সংযোজন এতে রয়েছে। এই শোষাক্ত কাতীয়ী এই কিতাবখানি ইমাম তনয় আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ রেওয়ায়াত করেছিলেন। এই কিতাবখানা ১৮খানা মাসনাদের সমষ্টি। উক্ত আঠারখানা মাসনাদ হচ্ছে (১) মাসনাদে আশারায়ে মুবাশশারা বা দশ জান্নাতী সাহাবীর মাসনাদ (২) মাসনাদে আহলে বায়ত (৩) মাসনাদে ইবনে মসউদ (৪) মাসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (৫) মাসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স ও আবিরিম্সা (৬) মাসনাদে হযরত আব্বাস ও তার স্বনামখ্যাত পুত্রগণ (৭) মাসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (৮) মাসনাদে আবু হুরায়রা (৯) মাসনাদে আনাস ইবনে মালিক (খাদামে রসূল) (সাঃ) (১০) মাসনাদে আবি সায়ীদ খুদরী (১১) মাসনাদে জাবির বিন আবদিল্লাহ্ আনসারী (১২) মাস্নাদে মক্কীয়্যান বা মক্কাবাসীগণের মাস্নাদ (১৪) মাসনাদ মাদনিয়্যীন বা মদীনা বাসীগণের মাসনাদ (১৪) মাসনাদে কুফীয়্যীন বা কুফাবাসীগণের মাসনাদ (১৫) মাসনাদে বসরীয়্যীন বা বসরাবাসীগণের মাসনাদে (১৬) মাসনাদে শামিয়্যীন বা সিরিয়াবাসীগণের মাসনাদ (১৭) মাসনাদে আনসার ও (১৮ মাসনাদে আয়েশা রমনীগণের মাসনাদসহ। তার এই পূর্ণকিতাবখানি ১৭২ ভাগে বিভক্ত। কুতায়ঈর বরাতে এই কিতাবের রেওয়ায়াতকারী হাসান ইবনে আলী ইবনুল মুযহিব এই ভাগ বিন্যাস করেছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) ওটা খাতায় টুকে টুকে সঙ্কলন করেন। ওর বিন্যাস পরিমার্জনার কাজ তিনি নিজে করেননি। বরং তাঁর ইন্তেকালের পর তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ এটাকে বিন্যস্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি অনেক ভুল ত্রুটি করে বসেন।

তিনি মদীনাবাসীগণের স্থানে শামবাসীকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আবার শামবাসীগণের স্থানে মদীনাবাসীগণকে বসিয়ে দিয়েছেন। হাফিযে হাদীসগণের কেউ কেউ তার এই বিন্যাসকে হুবহু বজায় রেখেছেন। আবার ইস্ফাহানের কোন কোন মুহাদ্দিস এটাকে অধ্যায় অনুসারে সাজিয়েছেন। কিন্তু মাসনাদে ইমাম আহমদ

ইবনে হাম্বলের এই অধ্যায় অনুক্রমে বিন্যস্ত কপিটা দেখার সুযোগ আমার ঘটেনি। হাফিয নাসিরুদ্দীন ইবনে জুরায়কও অধ্যায় অনুসারে এই কিতাবখানাকে সাজিয়ে ছিলেন। কিন্তু তৈমুরের দামেস্ক আক্রমণের সময় তা হারিয়ে যায়। হাফিয আবুবকর ইবনে মুহিবুদ্দীন ওটাকে অক্ষরঅনুক্রমে বিন্যাস্ত করেছেন।

হাফিয আবুল হাসান হায়সুমী সিহাহ্ সিত্তায় বর্ণিত হাদীসসমূহ হতে অতিরিক্ত যে সমস্ত হাদীস মাসনাদে ইমাম আহমদে রয়েছে সে সব হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে সাজিয়েছেন। এখানে আর একটা কথা জেনে রাখা ভাল যে, কাতীয়ী শব্দটি কুতায়য়ী নয়, শারীয়া শব্দের ওজনে কাতীয়া নামে বাগদাদে সাতটি মহল্লা আছে। রাজকর্মচারীদের বসবাসের জন্য খলীফা মানসূর এই মহল্লাসমূহের স্থান তাদেরকে দান করেন। বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ ও জ্ঞানকোষ- এ এই মহল্লাগুলোর নাম বর্ণনা করে গ্রন্থকারে লিখেছেন যে, ঐ সাতটি মহল্লার মধ্যে একটির নাম হচ্ছে কাতীয়াতুদ্ দাকীক। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আহমদ বিন জাফর বিন হামদান এ মহল্লারই অধিবাসী ছিলেন।

গ্রন্থকারের মতে আবুবকর কাতীয়ী এখানকারই অধিবাসী। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল কেবল তার মাসনাদের মাসনাদই রেখে যাননি তার আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে একখানা সুবিশাল তফসীরও রয়েছে। কিতাবুয যুহদ, কিতাবুন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, কিতাবুল মান্‌সাকিস কবীর, কিতাবুল মানসাকিস্ সাগীর এবং কিতাবু হাদীসে শু'বা প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী। সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত সংক্রান্তও তার একখানা কিতাব রয়েছে। হযরত আবুবকর (রহঃ) এবং হযরত হাসান ও হুসাঈন (রাঃ) এর ফযীলত সংক্রান্ত কিতাবও তিনি রচনা করেছেন। একটি ইতিহাস গ্রন্থও তিনি রচনা করে গেছেন। কিতাবুল আশরিবাও তাঁর রচিত। কিন্তু তার এই রচনাবলীর মাযহাবের মূলনীতি ও তার উৎস বর্ণনায় মুওয়াত্তার মত নয়। বরং এগুলো অন্য দশখানা সাধারণ ধর্মীয় গ্রন্থের মত ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের সমাহার মাত্র। এসব ব্যাপারে অন্যান্য মুহাদ্দিস তার তুল্য, বরং ততোধিক মূল্যবান গ্রন্থও রয়েছে।

সাধারণভাবে একথা জ্ঞাত যে, মাসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের হাদীস সংখ্যা আসলে ত্রিশ হাজার, কিন্তু তদীয় পুত্র আবদুল্লাহর সংযোজনসমূহ এর সাথে যোগ করলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ হাজারে। কিন্তু কোন কোন হাদীস বিশারদ স্বীয় শায়খদের বরাতে ওতে সর্বসাকুল্যেই ত্রিশহাজার হাদীস রয়েছে। এই বিভিন্নতার সামঞ্জস্য এভাবে বিধান করা যায় যে, যারা পুনরাবৃত্তিসমূহকেও হিসাবের মধ্যে ধরেছেন তাদের গননায় চাল্লিশ হাজার হাদীস হয়, আর যারা পুনরাবৃত্তিসমূহকে বাদ দিয়ে গণনা করেছেন তাদের গণনায় হয় ত্রিশ হাজার। তা হলে এই উভয় মতকেই

স্ব-স্ব স্থানে শুদ্ধ বলে মেনে নিতে কোনই অসুবিধা হয় না। এখানে আর একটি কথা জেনে রাখা ভাল, একটি হাদীস যখন বিভিন্ন সাহাবী রেওয়ায়েত করেন, মুহাদ্দিসগণ তখন একে বিভিন্ন হাদীস বা রেওয়ায়াতে রূপে গণ্য করেন। যদিও বা হাদীসের পাঠ, ভাষ্য এবং ঘটনা একই হয়ে থাকে। অবশ্য ফিক্হবিদগণ কেবল অর্থের পার্থক্যেই হাদীসের পার্থক্য নিরূপন করেন। তাঁদের মতে, একার্থবোধক হাদীস যতবেশী সাহাবীই রেওয়ায়েত করুন না কেন, একই হাদীস বলে গণ্য হবে। যদিও বা একের বর্ণনা হতে অপরে বর্ণনায় অল্পসল্প পার্থক্যও থেকে থাকে। তারা শুধু দেখেন হাদীসখানা দ্বারা কি পয়েন্ট এবং কী মস্আলা পাওয়া গেল! প্রকৃত ব্যাপার হল এই, যে ফিকাহগণের লক্ষ্য যেহেতু মাস্আলা নির্ণয় করা তাই অর্থ এক হলে সেটাকে একটি হাদীস বলে ধরে নেয়া তাদের জন্য স্বাভাবিক।

ইমাম আহমদ (রহঃ) যখন উক্ত মাসনাদের মুসাবিদা তৈরির কাজ সমাপ্ত করেন তখন তিনি তার সমস্ত সন্তানগণকে একত্রিত করে বললেন, এই হলো আমার সঙ্কলিত কিতাব। সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রেওয়ায়াত স্বীয় বাছাই করে এই হাদীসগুলো আমি গ্রন্থবদ্ধ করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসসমূহের ব্যাপারে যদি মুসলমানদের মধ্যে মত পার্থক্য সূচিত হয়, তবে তারা যেন এই কিতাব দেখে নেয় এবং এর আলোকে ভুল শুদ্ধ নিরূপন করে নেন। এই কিতাবে মূল পাওয়া গেলে হাদীস বিশুদ্ধ এবং না পাওয়া গেলে তা অনির্ভরযোগ্য মনে করতে হবে। অধীন গ্রন্থকারের মতে, ইমাম সাহেব তার এই বাণীতে ঐ সমস্ত হাদীসের কথাটি বলেছেন যা মাশ্হুর বা মৃত্যুপাতের শ্রেণীর নয়, নতুবা মাশ্হুর ও মুতাওয়াতির শ্রেণীর এমন অনেক হাদীস রয়েছে যা উক্ত মাসনাদে নেই। ম্যসনাদে ৯ মাস আহমদ ইবনে হাম্বলের সর্ব প্রথম মাসনাদ হচ্ছে মাসনাদে আবুবকর সিদ্দীক এর প্রারম্ভিক হাদীসসমূহের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর এই হাদীসখানা রয়েছে, যা তিনি তার খিলাফত আমলের প্রারম্ভে মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তাআলার স্তবস্তুতি বর্ণনার পর বর্ণনা করে ছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা এই আয়াতখানা পড়ে থাক

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ـ

("হে মুমিনগণ, আত্মসংশোধন করছি তোমাদের কর্তব্য, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।" ৫ঃ ১০৫)

আর এর অর্থ এই বুঝ যে, মুসলমানদের প্রত্যেকেরই নিজেকে রক্ষা করার চিন্তা করা উচিত। তোমরা যদি সঠিক পথে চল তবে বিভ্রান্ত লোকদের বিভ্রান্তিতে

তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। (এবং এজন্য তোমরা কল্যাণের আদেশ প্রদান এবং অন্যায় হতে বারণ করাকে জরুরী জ্ঞান করনা।) অথচ আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পবিত্র মুখে শ্রবণ করেছি। লোক যদি শরীয়ত বিগর্হিত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেও এর পরিবর্তন সাফল্য চিন্তা ভাবনা না করে, তবে গুনাহগারদের সঙ্গে এই মৌনতা অবলম্বন কারীদেরকেও আল্লাহ্ তাআ'লা ধ্বংস করে দিতে পারেন, তার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। (কেননা, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেছে।)

সুতরাং উক্ত আয়াতের অর্থ দাড়াচ্ছে এই যে, তোমরা নিজ নিজ জ্ঞান বাঁচানোর চেস্টা কর। অর্থাৎ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাও, এবং ওয়াজিব সমূহ আদায় করে যাও। আর সত্য ও কল্যাাণের পথে মানুষকে আহব্বান করা এবং অন্যায় অপকর্ম হতে বারণ করাও এর অন্তর্ভূক্ত। উপদেশ প্রদান ও সতর্ককরণের মাধ্যমে সাধ্যানুসারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার পরও যদি লোকজন সৎপথে না আসে তবে তোমরা অব্যাহতি পেয়ে যাবে। তাদের পাপ/পাচার অবলম্বনের কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না এবং তোমরা আল্লাহর আলোকে শিশু হবে না।

মুসনাদে আবু দাঊদ তায়ালিসী

এই মুসনাদের সর্ব প্রথমে রয়েছে মুসনাদে আবুবকর এর সর্ব প্রথম হাদীস হলো

حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان ابن المغيره قال سمعت على بن ربيعة الاسدى يحدث عن اسماء او ابن اسماء الفزارى قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا نفعنى الله عز وجل بماشاء ان ينفعنى منه قال على وحدثنى ابوبكر وصدق ابوبكر رضى الله عنه ان رسول يقول مامن عبد يذنب ذنبا ثم يتوضا ويصلى ركعتين ثم يستغفر الله الاغفرله ثم تلا هذه الاية والذين اذا تعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم الايه والاية الاخرى ومن يعمل سوءً او يظلم نفسه الايه -

আসমা অথবা আসমা তনয় আল কাযারী বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী (রাঃ) কে একথা বলতে শুনেছি ঃ যখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিকট হতে হাদীস শ্রবন করি আল্লাহ তাআলা তা হতে যাদ্দারা ইচ্ছা আমাকে উপকৃত করেন। হযরত

আলী (রাঃ) বলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার বর্ণনায় অবশ্যই সত্য– রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, এমন কোন বান্দা নাই যে, কোন পাপ করে অতঃপর ওযু করে। অতঃপর দুই রাকাআত নামায পড়ে, অতঃপর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, অথচ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না। অতঃপর তিনি والذين اذا تعلو আয়াত তেলাওয়াত করিলেন এবং অপর আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

ومن يعمل سوء او يظلم نفسه الايه

[পূর্ণ আয়াতের তরজমা হলো "এবং যাদের অবস্থা এরূপ যে, যখন তারা জঘন্য পাপ করে বসে অথবা নিজের প্রতি কোন আপরাধ করে বসে তখন অথবা (সঙ্গে সঙ্গে) আবার আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের কৃত পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থণা করে, আর আল্লাহ ব্যতীত কেইবা পাপ রাশি ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনে শুনে কৃত পাপের উপর হঠকারিতা করে না। ঐ সমস্ত লোকই হলো তারা যাদের জন্য তাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের পক্ষ হতে প্রতিদান রয়েছে ক্ষমা এবং জান্নাত-যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে। সৎ কর্মশীলদের জন্য কত উত্তম পারিশ্রমিকই না নির্ধারিত রয়েছে।" [আল ইমরান ১৩৫-৩৬]

শেষোক্ত আয়াতের তরজমা হলো, যে ব্যক্তি কোন অপকর্ম করল অথবা নিজের উপর কোন অবিচার করে বসল। অতঃপর আল্লাহর দয়া বারে ক্ষমা প্রার্থনা করল। সে অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময় রূপে দেখতে পাবে।

(নিসা–১১০)

তার নাম হচ্ছে সুলায়মান বিন দাউদ বিন জারূদ তায়ালিসী। আসলে তিনি কায়েস শহরের অধিবাসী ছিলেন। শেষ জীবনে বসরায় বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শু'বা হিশাম দিস্তওয়ারী এবং ইবনে আওন প্রমুখের নিকট হতে প্রচুর হাদীস রেওয়ায়াত করেন। সুদীর্ঘ হাদীস সমূহ মুখস্ত রাখার ব্যাপারে সে যুগে তার বিপুল খ্যাতি ছিল। তিনি এক সহস্র উস্তাদের নিকট হতে হাদীসের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন। অসংখ্য লোক তার নিকট হাদীস শিক্ষা করেন এবং তার প্রমুখ্যাৎ রেওয়ায়াত করেন। বর্ণিত আছে যে, তার লিপিবদ্ধকৃত হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজার। হাদীস আসারও মাউকু সব জাতীয় হাদীসই এতে রয়েছে। আশি বৎসর বয়সে ২০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইয়াইয়া ইবনে মাঈন, ইবনুল মাদীনী, কলাস, ওকী প্রমুখ রিজাল শাস্ত্রের পন্ডিতগণ তার ভূয়সী

টীকা ঃ তা'লীক ঃ সনদ বাদ দিয়া হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিকে তা'লীক পদ্ধতিতে রেওয়ায়েত করা বলা হয়।

–অনুবাদক

প্রশংসা করে তাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেনও তদরূপ। সিহাহ্ সিত্তাভুক্ত সুনানে আবু দাউদের সঙ্কলিত আবু দাউদ কিন্তু এটি আবু দাউদ নন, বরং ইনি তার অনেক পূর্বের লোক। ইন্তেকালের তারিখই এর প্রমাণ। সিহাহ্ সিত্তাভুক্ত সুনানে আবু দাউদের সঙ্কলক যতদুর মনে হয় মধ্যবর্তী একজন রাভীর বরাতে এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে আরদ্ বিন হুমায়দ বিন নসর কাশ্শী

এই মুসনাদখানির প্রথমেও মুসনাদে আবুবকর রয়েছে। এর প্রথম হাদীসখানা হলো ঃ

اخبرنا يزيد بن هارون قا ل اخبرنا اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن ابى بكر الصديق قال انكم تقرؤن هذه الاية ياايها الذين امنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس اذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يده اوشك ان يعمهم الله بعقابه ـ

কায়েস ইবনে আবু হাযিম হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন শরীফের আয়াত ..... يا ايهاالذين তেলাওয়াৎ কর। অর্থাৎ " হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।"

(কিন্তু এর অর্থ করার সময় তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত) আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এই কথা বলতে শুনেছি ঃ লোক যখন অন্যায়কারীকে অন্যায় অপকর্ম করতে দেখবে এবং তাকে বিরত করার উদ্দেশ্যে তাকে যদি চেপে না ধরে তখন আল্লাহর সাধারণ শাস্তি সকলের উপর সাধারণভাবে নেমে আসার সমূহ আশাঙ্কা রয়েছে।

আল-কাম্য জুরজানের একটি পল্লীর নাম। পক্ষান্তরে আল কিস্ বা আল-কাস্ সমরকন্দের অদূরবর্তী একটি শহরে নাম। উক্ত শহরের নামোল্লেখকালে 'স' (س) না লিখে 'শ' (ش) ব্যবহার করা ঠিক হবে না। পরবর্তীতে এর আলোচনা আসছে। দ্রষ্টব্য 'কামূস' সীন ও শীন অধ্যায়।

তাঁর কুনিয়াত আবু মুহম্মদ এবং নাম আবদুল হামিদ বিন হুমায়দ বিন নসর। সংক্ষিপ্ত করার জন্য লোকে শুধু 'আবদ' বলে থাকে এবং এভাবেই আবদ বিন হুমায়দ নামে তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করেন। যৌবনে তার ইল্মে হাদীসের প্রতি বোঝা সৃষ্টি হয়। তিনি য়াযীদ বিন হারূন, আবদুর রজ্জাক, মুহাম্মদ বিন বাশীর এবং হাদীসের অন্যান্য ইমামগণের কাছে হাদীস শিক্ষা করেন। সহীহ্ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তার বরাতে অনেক হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারীও তার দালায়েলুন নুবুওয়াতের তালীক পদ্ধতিতে তার বরাতে রেওয়ায়াত করেছেন। সেখানে তিনি তাঁর নাম আবদুল হামিদ বলে উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, তিনি হাদীস শস্ত্রের একজন ইমাম। রূপে স্বীকৃত। একজন অতি নির্ভরযোগ্য রাভী হিসাবেও তিনি সুবিদিত। ২৪৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার রচনাবলী অনেক রয়েছে এবং তন্মধ্যে এই মুসনাদখানিও রয়েছে এবং এটা মসনাদে কবীর নামে খ্যাত। তাঁর এই মুসনাদের এরূপ নামকরণ করার কারণ হলো, এর নির্বাচিত হাদীস সম্বলিত 'মুসনাদে সগীর' নামক তাঁর আরও একখানি সংক্ষিপ্ত মুসনাদ আছে। তার লিখিত একখানি তফসীর গ্রন্থও রয়েছে, যা আরব বিশ্বে বহুল খ্যাত এবং বহুল প্রচারিত। এছাড়াও তাঁর রচিত ও সঙ্কলিত আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

মুসনাদে হারিছ ইবন আবি উসামা

জেনে রাখা ভাল যে, হাদীসের যে সমস্ত কিতাব ফিফাহ্ শাস্ত্রের অধ্যায়ানুক্রমে সাজানো হয়ে থাকে (যেমন ঈমান, তাহারাৎ, নামায, রোযা, প্রভৃতির বর্ণনা অনুসারে যে সমস্ত কিতাবের অধ্যায়গুলো সাজানো হয়ে থাকে) হাদীস শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষা ঐ সমস্ত কিতাবকে 'সুনান' বলা হয়ে থাকে। আর যদি কিতাবের বিন্যাস সাহাবীগনের নামের ক্রম অনুসারে হয়, যেমন হযরত আবুবকর সিদ্দীক বর্নিত হাদীস সমূহ একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হলো, হযরত উমরের (রা) বর্ণিত হাদীস সমূহ ভিন্ন আরও এক অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হলো। তবে এরূপ কিতাবকে মুহাদ্দিসীন মুসনাদ নামে অভিহিত করে থাকেন। পক্ষান্তরে কোন কিতাব যদি হাদীসের উস্তাদগণের নামের ক্রম-অনুসারে সাজানো হয়ে থাকে, যেমন, যে সমস্ত হাদীস আহমদ নামক শায়খ হতে শ্রুত সেগুলোকে এক অধ্যায়ে আর যে সমস্ত হাদীস মুহাম্মদ নামক শায়খ হতে বর্ণিত সে গুলোকে ভিন্ন এক অধ্যায়ে, গ্রন্থ বদ্ধ করা হলো। তবে এরূপ কিতাবকে 'মু'জাম' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন কিতাব আবার এই পরিভাষার ব্যতিক্রমেও মুসনাদ নামে খ্যাতি লাভ করেছে।

মুসনাদে দারমী এবং এই মুসনাদ অর্থাৎ মুসনাদে-হারিছ ইবনে আবি উসামা এই ব্যতিক্রম কিতাবসমূহের অন্যতম। কেননা, মুসনাদ দারমী ফিকাহ্ শাস্ত্রের অধ্যায় অনুযায়ী এবং মুসনাদে হারিস ইবন আবি উসামা শায়খদের নামের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত। তাই এই মুসনাদের আরম্ভ হয়েছে মুসনাদের য়াযীদ ইবনে হারুনের দ্বারা। তিনি লিখেন ঃ

اخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريابن ابى زائد عن الشعبى عن عبد الله بن عمر ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه -

আমার নিকট হারুন ইবনে য়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, যাকারিয়া ইবনে আবি যায়েদা শাবীর প্রমুখাৎ, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত এবং রসনা হতে মুসলমানগণ নিরাপদ। অর্থাৎ যে হাতে অথবা মুখে অপর মুসমানকে কষ্ট দেয়া এবং অপরকে মন্দ বলে না সেই মুসলিম।

তার কুনিয়তও আবু মুহাম্মদ। পিতামহের সাথে সম্পর্কিত করে তাকে ইবনে আবি উসামা বলা হয়ে থাকে। তার পিতার নাম মুহাম্মদ এবং পিতামহের নাম আবু উসামা বলে খ্যাত। তিনি ছিলেন বাগাদাদের অধিবাসী এবং বনী তামাম গোত্রোদ্ভুত।

য়াযীদ বিন হারূন, রূহ বিন উবাদা, আলী বিন আসিম, ওয়াযিদী প্রমুখ হাদীসের ইমামগণের নিকট তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন। কারণ, হাদীস বর্ণনা বিনিময়ে তিনি অর্থ ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। কিন্তু আবু হাতিম, ইবনে হাব্বান, ইবরাহীম জবরত্বী, দারকুৎনী প্রমুখ রিজাল শাস্ত্রের বিশিষজ্ঞগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন এবং হাদীস রেওয়ায়াতের বিনিময়ে তাঁর অর্থ গ্রহণের কারণ ছিল তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র অথচ তার পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল বেশি। তাঁর কন্যারা ছিলেন স্বামীহীন। তিনি বলতেন, আমার ছয়জন কন্যা। তন্মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠার বয়স হল সাতাত্তুর বছর এবং সর্বকণিষ্ঠার বয়স তেষট্টি বৎসর। তাহাদের একজনেরও বিবাহ এজন্য হতে পারেনি যে, আমার কাছে যৌতুক প্রদানের মত অর্থ সম্পদ ছিল না। অথচ আমার ইচ্ছা ছিল তাদেরকে বিত্তশালী ঘরে বিবাহ দেব। কিন্তু পাণি প্রার্থী হিসাবে যারা আসত তারা সবাই ছিল দরিদ্র ফকীর শ্রেণীর লোক। তাই আমি এমন জামাতা গ্রহণ করি আমার পরিবারের ব্যয় নির্বাহের দুঃসহ বোঝাকে আরও ভারী

করতে আমি পছন্দ করিনি। চরম দারিদ্র হেতু এবং সর্বদাই মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন বলে তিনি তার কাফনের কাপড় তাঁর ঘরের খুঁটের সাথে লটকিয়ে রাখতেন।

বারকালী যখন দারকুৎনীকে জিজ্ঞসা করলেন যে, আমি কি তার বর্ণিত হাদীস সমূহকে সিহাহ ভূক্ত করব? তখন তিনি বললেন, অবশ্যই। তার বয়স হয়ে ছিল ৯৭ বৎসর। ২৮২ হিজরীতে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। যেদিন তাঁহার ইন্তেকাল হয় সেদিন ছিল আরাফাত দিবস।

মুসনাদে বায্‌যার

এটাকে মুসনাদে কবীরও বলা হয়ে থাকে। এর প্রারম্ভে রয়েছে মুসনাদে আবু বকর। মুসনাদে আবু বকরেরও শুরু করা হয়েছে ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা যেগুলো হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রা) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। ঐ খাদ্যসমূহের মধ্যেও সর্বপ্রথম তিনি যে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন, তা হলো ঃ

حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمرعن الزهرى عن سالم عن عبدا لله بن عمر عن عمر حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا شعيب بن ابى حمزة عن الزهرى قال حدثنى سالم بن عبد الله انه سمع اباه عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لما تايمت حفصه من خنيس بن حذانة السهمى وكان من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا فتوضى باالمدينة قال عمر فلفيت عثمان بن عفان عرضت عليه حفصة ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر فتال سانظرنى امرى فلبثت ليالى ثم ليقينى فقال انى لا اريد ان اتزوج فى يومى هذا فلقيت ابابكر فقلت ان شئت انكحتى حفصة بنت عمر فصمت ابابكر فلم يرجع الى شيئا فكنت اوجد عليه منى على عثمان فلبثت ليالى ثم خطبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقينى ابوبكر فقال لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم ارجع اليك شيئا قلت نعم قال فانه لم يمنعنى ان ارجع

اليك مما عرضت على الا انى قد كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة فلم اكن لافشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوتركها قبلتها او نكحتها ـ

সালিম তদীর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখাৎ বলেন, তদীয় পিতা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছিলেন, যখন আমার মেয়ে হাফসা খুনায়স বিন হুযাফায় স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হয়ে পড়ে তখন খুনায়স বিন হুযাফা ছিলেন রাসূলুল্লাহর সাহাবী, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এবং মদীনায় মৃত্যুবরণকারী। আমি তখন উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং হাফসার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে বললাম, আপনি যদি হাফসাকে বিবাহ করতে আগ্রহী হন তবে তাকে আমি আপনার নিকট বিবাহ দেব। তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখব। অতঃপর কয়েক রাত্রি অতিবাহিত হলে তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে জানালেন। ঠিক এ সময় আমি বিবাহের জন্য প্রস্তুত নই। তখন আমি আবু বকর (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ কৃরে বলেছিলাম, আপনি যদি আগ্রহী হন তবে হাফসাকে আমি আপনার নিকট বিবাহ দেব। আমার এই প্রস্তাব আবুবকর (রা) কে চুপ করে দিল। তিনি কোন উত্তরই দিলেন না। আবু বকর (রাঃ) এর আচরণে উসমান (রা) এর চাইতে আবু বকর (রা) এর উপরই আমার বেশি রাগ হলো। অতঃপর আরও কয়েক রাত্রি (চিন্তাভাবনা) কাটালাম। এমন সময় তাকে বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)। তখন আমি তাকে তাঁর নিকট বিবাহ দিয়েছিলাম। অতঃপর আবুবকর (রা) আমার সহিত সাক্ষাত করে বললেন, তুমি যখন হাফসার বিবাহের প্রস্তাব দিলে আর আমি কোন উত্তর দিলাম না, তাতে হয়ত তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ। তোমার এই প্রস্তাবের জাবাবে আমার নিরুত্তর থাকার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, আমি ইতঃপূর্বেই ভাবতে ছিলাম যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাফসার কথা উল্লেখ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। যদি তিনি তাকে বিবাহ না করতেন তবে আমি তাকে গ্রহণ করতাম অথবা বলেছেন, বিবাহ করে নিতাম।

তাঁর কুনিয়াত আবুবকর এবং নাম আহমদ। তাঁর পিতা ও পিতামহের নাম যথাক্রমে আমর ও আবদুল খালিক। আরবীতে বায়যার বলা হয়ে থাকে বীজ-বিক্রেতাকে। তিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী। তার মুসনাদে কবীর' গ্রন্থখানি মুআল্লাল শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ হাদীসের বিশুদ্ধতার পথ যে যে অন্তরায় রয়েছে হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে তিনিই সেই কারণ গুলোরও উল্লেখ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় এ জাতীয় কিতাবকে মুআল্লাল' বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ঐ রেওয়াত সম্বন্ধে যা হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবু বকর

(রাঃ) -এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, এই হাদীসের রাভী-আসমা ইবনুল হেকাম একান্তই অজ্ঞাত পরিবার ব্যক্তি। এটি একখানি হাদীস ছাড়া যাতে বলা হয়েছে

علی عن ابی بکرما من سلم اتوضأ بحسن الوضوء ...

তার আর কোন রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে অন্যান্য ইমামের রেওয়াত সম্পর্কেও তার মন্তব্য রয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ হোদবাহ ইবনে খালিদ, আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ, হাসান বিন আলী বিন রাশিদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াভিয়া জমাহী প্রমুখ উস্তাদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। আবুশ্ শায়খ, তাবারানী, আবদুল বাকী বিন কানি প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ তার অন্যতম শিষ্য। সাধারণত লোকে যৌবনকালেই বিদ্যার্জনের জন্য বিশেষ যাত্রা করে থাকে। কিন্তু তিনি তাঁর জ্ঞাত হাদীসসমূহের প্রচার এবং ততোধিক জ্ঞাত অর্জনের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধকালে দেশ-বিদেশ সফর করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ইস্পাহানে ও সিরিয়া অবস্থান করেন। এবং বিপুল সংখ্যাক জ্ঞান-পিপাসুর ইলমে হাদীসের পিপাসা নিবৃত্ত করেন। দারাকুৎনী তার কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসাবাদের পর বলেন, যেহেতু তাঁর নিজ স্মরণ শক্তির উপর অগাধ আস্থা ছিল তাই তিনি লিপি না দেখেই সহীহ নুসখা সমূহের রেওয়াও করতেন। তাই রেওয়াত করতে তিনি অনেক সময় ভ্রমের শিকার হয়ে পড়তেন। তার অধিকাংশ ভ্রম শুধু একারণেই ঘটেছে। সিরিয়ার রামলা শহরে ২৯২ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়।

মুসনাদে আবু ইয়া'লা মুসেলী

এই কিতাবখানা অধ্যায়ানুক্রমিক এবং সাথে সাথে সাহাবীগণের নামের অনুক্রমিকও। এর শুরুতে রয়েছে কিতাবুল ইমান বা ইমান অধ্যায়। তার বর্ণনার ধরণ হলো এরূপ ঃ

فی احادیث الایمان من سند ابی بکر

অর্থাৎ ইমান সংক্রান্ত হাদীস সমূহের বর্ণনায় "মুসনদে আবু বকরের হাদীসসমূহ" অনুরূপভাবে অন্যান্য অধ্যায়ও সাজানো হয়েছে। সমগ্র পুস্তকখানি ৩৬টি ভাগে বিভক্ত। মুসনাদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসখানা হলো ঃ

حدثنا سلمة بن شبیب قال حدثنا هشیم قال حدثنا کوثر بن حکیم عن نافع عن ابن عمر عن ابی بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه قال قلت یارسول الله مانجاة هذا الامر الذی نحن فیه قال من شهدان لا اله الا الله فحوله نجاة ـ

হযরত ইবনে উমর বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা যে ধর্মে আছি তাতে মুক্তির প্রধান অবলম্বন কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) সেটিই তার মুক্তির অবলম্বন।

আবু ইয়া'লার সঙ্কলিক একখানা মু'জাম জাতীয় হাদীস সঙ্কলন রয়েছে, যা তিনি তাঁর শায়খগণের নামাক্রমিক করে সাজিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনদের একটা চিরাচরিত পদ্ধতি হলো এই যে, আহমদ ও মুহাম্মদ নামের শায়খগণের নামকেই তাঁদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। অতঃপর শায়খগণের নাম বর্ণনাক্রমিকভাবে সাজিয়ে তাদের রেওয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। তাই আবুল ইয়ালা তদীয় মু'জামের শুরু করেছেন এভাবে ঃ

حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة ابن ابى حفصة عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها قال قلت يارسول الله اخبرنى عن ابن عمر بن جدعان قال النبى صلى الله عليه وسلم وما كان قالت كان بنحر الكوماء ويكرم الجار ويقرى الضيف ويصدق الحديث ويوفى بالذمة ويصل الرحم ويفك العانى ويطعم الطعام ويؤدا الامانة قال هل قال يوما واحدا اللهم انى اعوذبك من نار جهنم قلت لا وما كان يدرك وما جهنم قال فلا اذا -

মুহাম্মদ ইবনে মিনহাল আমার নিকট য়াযীদ যরীয়ের প্রমুখ্যাৎ, তিনি আম্বারা ইবনে আবু হাফসার প্রমুখাৎ তিনি ইকরামার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, একদা আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! উমর ইবনে জাদ আমর পুত্র সম্পর্কে অর্থাৎ (তারা মৃত্যুউত্তর অবস্থা সম্পর্কে) আমাকে একটু অবহিত করুন! নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ সে কিরূপ লোক ছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ সে বড় বড় উট জবাই করত, প্রতিবেশিদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করত। অতিথি সৎকার করত। সত্য ভাষণে অভ্যস্ত ছিল। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত। আত্মীয়স্বজনের সাথে আত্মীয় সুলভ ঘনিষ্টতা রক্ষা করে চলত। দুঃখীর দুঃখ মোচন করত। ক্ষুধার্তকে আহার্য প্রদান করত। আমানত বা গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যার্পণ করত। হুযুর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে কি কোন একটি দিনও বলেছে, প্রভু, আমি তোমার দরবারে দোজখ হতে শরন নিচ্ছি? আমি বললাম,না দোজখ যে কী বস্তু তা তো তার জানা ছিল না! উত্তরে রাসূলল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে আল্লাহর কাছে শ্রদ্ধা বলতে, তার কিছুই আর নেই।

আবুল ইয়া'লা জাযীরার মুহাদ্দিসগণের অন্যতম ছিলেন। তার নাম আহমদ বিন আলী ইবনুল মুসান্না বিন ইয়াহইয়া বিন ঈসা বিন ইলাম তামীমী মুসেলী। আলি ইবনুল জাআদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের তিনি শাগরেদ ছিলেন। ইবনে হান্নান, আবু হাতিম আবু বকর ইসমাঈলী প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর সততা বিশ্বস্ততা, জ্ঞান-গরিমা, তাক্ওয়া, পরহেজগারী ও অন্যান্যগুণাবলী ছিল সর্বজনবিদিত এবং এজন্য সকলেই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত। তার ইন্তেকালের দিন মুসেলের বাজার সমূহ ও দোকান পাঠ বন্ধ থাকে। তার জানাজায় সমগ্র শহর ভেঙ্গে পড়ে। সে দিন সকলের চক্ষু ছিল অশ্রুসিক্ত এবং বক্ষ বেদনাহত। হাদীসের কিতাব প্রণয়ন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের তার নিয়্যত ছিল অত্যন্ত খাঁটি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি হাদীস শিক্ষা দিতেন। তাঁর 'ছালাছিয়াত' শ্রেণীর রেওয়াতের সঙ্কলনও রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ছালাছিয়াত' বলে ঐ সকল রেওয়ায়েতকে যে সমস্ত রেওয়াতের রাভী এবং রসূলল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যে কেবল তিনজন বর্ণনাকারী মাধ্যম হিসাবে থাকেন। ইবনে হান্নান তাঁকে 'ছিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগনের অন্তর্ভূক্ত বলে বর্ণনা করেছেন যে, হাফিয ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ফযল (তামীমী)) প্রায়ই বলতেন, আমি মুসনাদে আদন্নী এবং মুসনদে ইবনে বনী'র মত অনেক মুসনাদই পড়েছি। কিন্তু ঐসব মুসনাদকে মুসনাদে আবুল ইয়া'লার তুলনায় নদী নালা বলে মনে হয়। আর সেগুলোর মুকাবিলায় মুসনাদে আবুল ইয়া'লাদ মনে হয় যেন অকূল সমুদ্র।

আবুল ইয়া'লা ২২০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পনের বৎসর বয়সে ইল্‌মে হাদীস শিক্ষার জন্য ঘর হতে বের হন। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। ৩০৭ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

সাহীহ্ আবূ আওয়ানা

সহীহ্ মুসলিমের মুস্তাখরিজ কিতাব। মুস্তাখরিজ বলা হয় ঐ শ্রেণীর কিতাবকে যার হাদীসসমূহ অপর কোন কিতাবের হাদীস সমূহের দ্বারা প্রমাণিত করা হয় এবং ঐ কিতাবের বিন্যাস পাঠ এবং সনদ বর্ণনায় সেই কিতাবের অনুসরণ করা হয়। অথচ সনদ বর্ণনার সময় সেই কিতাবের সঙ্কলকের নাম উল্লেখ না করে তার শায়খ শায়খের শায়খ, তদীয় শেখ অথবা আরো উপরের কোন শায়খের নাম উল্লেখ করা হয়। এভাবে যখন অন্য একটি সূত্রে এই হাদীসের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন সেই কিতাবের সঙ্কলকের রেওয়াতের প্রতি আস্থা আরো বর্ধিত হয়। কিন্তু আবু আওয়ানার মুস্তাখারিজকে সহীহ এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, মুসলিমের সনদের সূত্র ছাড়া অপর সূত্রেও এতে সংযোজন করা হয়েছে, বরং পাঠেও কিছু কিছু সংযোজন আছে। ফলে এটি একটি স্বতন্ত্র কিতাবের রূপ পরিগ্রহ করেছে। যাহাবী এটা থেকে হাদীস বাছাই করে একটি স্বতন্ত্র কিতাব সঙ্কলন করেছেন, যা 'মুনতাকা উয যাহাবী'

নামে খ্যাত। ওটা ২৩০ খানা হাদীসের সমষ্টি। সহীহ্ আবু আওয়ানার শুরুতে এই খুত্বা রয়েছে।

قال الحافظ ابو عوانة الحمد لله قبل كل مقال وامام كل رغبة وسوال بعد فان يوسف بن سعيد بن سلم المصيصي ومحمد بن ابراهيم الطرسوسي واباالعباس العنزى والعباس بن محمد حدثونا قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا الا وزاعى عن مره ابن عبد الرحمن عن الزهرى رحمة الله عليه عن ابى سلمة عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذى بال لم يبد فيه بالحمد فهو اقطع حدثنى يزيد بن عبد الصمد الدمشقى وسعد بن محمد قالا حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الحميد عن الاوزاعى باسناد ومثله.

হাফিয আবু আওয়ানা বলেন, সমস্ত বক্তব্যের পূর্ণ, সমাস্ত অভীষ্ট বস্তুর চাওয়া পাওয়ার পূর্বেই আল্লাহর প্রশংসা করি। আমাকে ইউসুফ ইবনে সাঈদ বিন মুসালাম মুসীসী, মুহম্মদ ইবনে ইবরাহীম তারসূসী, আবুল আব্বাস আনাযী ও আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন যে, আমাদের উবায়দুল্লাই ইবনে মুসা বলেছেন, আমাকে আওযায়ী মুরী ইবনে আবদুর রহমান প্রমুখাৎ তিনি বুখারীর প্রমুখাৎ কাল আবু সালফার প্রমুখাৎ তিনি হযরত আবু হুরায়ারার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, এমন প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার প্রারম্ভে আল্লাহর প্রশংসা করা না হয় তা কল্যাণ শূন্য।

এই হাদীসের অপর সূত্র হলো ঃ য়াযীদ ইবনে আব্দুস সামাদ দামিশকী ও সা'দ বিন মুহম্মদ হিশাম ইবনে আম্মার প্রমুখাৎ, তিনি আবদুল হামিদ এর প্রমুখাৎ তিনি আওয়ারীর প্রমুখাৎ আর আমি কারো কারো মুখে ঐ তাহমীদ (প্রশংসা বর্ণনা) এর পরিবর্তে এই ভাষাটি শুনেছি ঃ

فقال الحمد لله الذى ابتداء الخلق بنعمائه وتغمدهم يحسن بلائه فوقف كل امر مهتم فى حبائه على طلب مايحتاج اليه من غذائه - وسخرله من يكلائه الى استغنائه ثم احتج على من بلغ منهم بالائه واعذر اليهم

بانبيائه فشرح صدر من احب من اوليائه وطبع على قلب من لم يرد ارشاده من اعدائه الذى لم يزل بصفاته واسمائه الذى لايشتمل عليه زمان ولايحيط به مكان فخلق الاماكين والارمان ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها ، للارض ائتياطوعا وكرها قالتا ايتنا طائعين -

فقدرها احسن تقدير واخترعها من غيرنظير لم يرفعها بعمد ولم يستعن عليهاباحد زينها للناظرين وجعل فيها رجوما للشياطين- فتبارك الله احسن الخالقين وتعالى ان بطلبوا فى وصفه اراء المتكلمين -

সেই আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা যিনি সৃষ্ট জগতকে আপন কৃপায় সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সুকৌশলে তাদের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁর ভান্ডারে রক্ষিত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর প্রয়োজন ও আহার্য সম্পর্কে যিনি পরিষ্কার এবং যিনি তার স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তাদের দেখাশুনার জন্য লোক নিয়োজিত রেখেছেন এবং যিনি ঐ সমস্ত লোকের হিদায়াতের জন্য, যাদের কাছে আপন নি'মাতরাজ পৌছিয়েছেন এবং নবী রাসূলগণকে যাদের সুখ বন্ধ করার এবং ওযর আপত্তির পথ বন্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন। এভাবে তিনি তার প্রিয়জনের হৃদয়কে উন্মুক্ত এবং যাদের হেদায়াত প্রদান তাঁরা ইস্পিত ছিল না। সেই শত্রুদের হৃদয়কে মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং যিনি অনাদিকাল হতে অনন্তকাল পর্যন্ত তার নামসমূহও গুণসমূহ সহকারে বিরাজ করবেন, স্থান ও কালের আবেষ্টন হতে যিনি মুক্ত এবং স্থান এবং কালেও যিনি সৃষ্টি করেছেন. অতঃপর আসমানে বিরাজমান হয়েছেন অথচ ওটা তখন ধুম্র ছিল। তখন তিনি ওটাকে ও যমীনকে বললেন ঃ তোমরা আমার আনুগত্য স্বীকার কর। আর তারাই বলে উঠল ঃ আমরা আনুগত্যভাবে আপনার দরবারে হাযির!

তিনি ওটাকে পরিমিত করেছেন সুষ্ঠুভাবে এবং ওটাকে তিনি খিলান ব্যতিরেকেই সমুন্নত করেছেন। আর এজন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করেননি। আর দর্শকদের ওটাকে গ্রহণমাত্রাদির স্বাদ- সুশোভিত করেছেন এবং শয়তানদের জন্য তাতে ফোড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। অর্থাৎ কতই না বরকতময় সেই সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। কালাম শস্ত্রের পন্ডিতগণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাঁদের সাহায্য ও গুণাবলী যথার্থরূপে অনুধাবন করতে অসমর্থ।

আর তাকলীদকারীদের ইচ্ছা তাঁর দীন সম্পর্কে হুকুম লাগাতে পারে না। তিনি কুর'আনকে ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত, মুমিনদের জন্য পথ-প্রদর্শক, বিতণ্ডাকারীদের জন্য আশ্রয়স্থল এবং মতানৈক্যসৃষ্টিকারীদের জন্য ফয়সালার বিষয় বানিয়েছেন। যিনি মুমিন-আওলিয়াদেরকে কুরআনের অনুসরণের জন্য আহবান জানিয়েছেন এবং নিজের বান্দাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি এর ব্যাখ্যা এবং সঠিক অর্থের ব্যাপারে শ্চকানরূপ বির্তক সৃষ্টি হয়, তবে যেন তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথার দিকে খেয়াল করে এবং একেঞ্জযেন নিজেদের জন্য হুকুম বানিয়ে নেয়। আর আল্লাহর সত্য কিতাবে ও এরূপ উল্লেখ আছে। যেমন উরশাদ হয়েছে ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লা}র অনুসরণ কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর, আর ন্তুতামাদের মাঝে যারা নেতা-তাদেরও অনুসরণ করগু যদি তোমরা কোন ব্যাপারে মতানৈক্য কর, তষ্ঠে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে রুজু কর। সদি তোমরা আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ইয়াকীন রাখ। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্ঠতর।

ফায়দা ঃ ব্যাখ্যাকার বলেন, 'উলূল-আমর' শব্দের অর্থ হলো ঃ বাদশাহ, কাযী, হাকিম এবং যিনি কোন কাজে নিয়োজিত আছেন-সকলেই। যতক্ষণ এঁরা আল্লাহ এবং রাসূলের খেলাফ কোন নির্দেশ না দেন, ততক্ষন এঁদের হুকুম মানা জরুরী। আর এঁদের কেউ যদি আল্লাহ ও রাসূলের খেলাফ কোন নির্দেশ দেয়, তবে তা মানবে না। যদি দু'জন মুসলমানের মাঝে ঝগড়া হয়, আর একজন বলে, চল শরীয়তের নির্দেশ পালন করি এবং যে ফয়সালা হয়, তা মেনে নিই; আর এর জবাবে দ্বিতীয় জন বলে ঃ আমি শরীয়ত বুঝিনা, অথবা শরীয়তের আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবে সে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে। (আল্লাহ্ পানাহ!)

আবূ আওয়ানার নাম হলো ঃ ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ। তিনি ইসফারাইনের অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি নিশাপুরে বসবাস করেন। তিনি খুরাসান, ইরাক, ইয়ামন, হিজায, সিরিয়া, জাযীরা, পারস্য, ইসফাহান, মিসর এবং ছাগুরে পরিভ্রমণ করে সব ধরণের আলিমদের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি শাফী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। তিনি ইসফারাইনে শাফী মাযহাবের প্রচলনকারী ছিলেন। তিনি সেখানে এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসার ঘটান। ফিক্বাহ শাস্ত্রে তিনি মাযানী এবং রবীয়ের শাগরেদ ছিলেন, যাঁরা ছিলেন ইমাম শাফী (রহঃ) এর উঁচু স্তরের শিষ্য। তিনি হাদীস শাস্ত্রে মুসলিম ইবনে 'আব্বাস' ইয়ূনুস ইবনে আব্দুল আ'লা এবং মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া জায়লীর শিষ্য ছিলেন। তাবারূনী, আবূ বকর ইসমাঈল, আবূ আলা নিশাপুরী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসরা তাঁর অন্যতম শাগরিদ ছিলেন।

হাকিম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ

ابو عوانة من علماء الحديث واثبا تهم سمعت ابنه محمدا يقول انه توفى سنة ست عشرة وثلث مائة ـ

"আবূ আওয়ানা ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম আলিম। আমি তাঁর পুত্র মুহাম্মদ থেকে এরূপ শুনেছি যে, তিনি ৩১৬ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

সহীহ ইসমাঈলী

গ্রন্থটি সহীহ বুখারী হতে চয়নকৃত। শায়খুস্‌সুন্নাহ্ আবূল ফযল ইবন হাজার 'তালীকাতে- বুখারীকে, যা ইস্‌মাঈলী মিশ্রিত করে দিয়েছিলেন, তা থেকে বাছাই করে আলাদাভাবে লিখেছিলেন এবং একে ইবন হাজারের সংকলন বলা হয়ে থাকে। এটা আওয়ালীয়ে ইসমাঈলীর হাদীস। মুহাদ্দিসিনদের পরিভাষায় আওয়ালী ঐ সব হাদীসকে বলা হয়, যার সনদে একজন কিতাব প্রণয়ণকারীর, অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়নকারীদের তুলনায়, বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশ্বস্ততা রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর মাঝের সূত্র খুবই কম। একেই 'উলূ-মতলক' বা বিশেষ প্রাধান্য বলে। আর যদি শায়খ এবং হাদীসের ইমামদের থেকে কোন একজন শায়খ ও ইমামের মাঝের নেসবত কম হয়, তবে একে 'উলূ-নিস্‌বতী' বা সম্পর্কিত প্রাধান্য বলে।

قَالَ الاسْمعِيْلى فِى حَدِيْثِ مَنْ كَذَبَ عَلَّى اَخْبَرنَا اَبُوْخَلِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِنِ حَبِيبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَامَنَعَنِى اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا الاَ فِى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يَتَعَمَّدُ الْكِذْبَ عَلَّى فَلْيَتَبَّوأ مَقْعَدَه ـ

"আবূ খলীফা, আবূল ওয়ারিছ, আব্দুল 'আযীয ইবন হাবীব থেকে বর্ণিত, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন ঃ আমাকে অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে আর কিছুই মানা করেনি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।"

বস্তুত ইমাম বুখারী (রহঃ)- এর নিকট এ হাদীসটি চারটি সূত্রে পৌঁছায়। আর ইসমাঈলীর নিকটও হাদীসটি চারটি সূত্রে পৌঁছায়, যদিও তিনি বুখারী (রহঃ)-এর পরবর্তী স্তরের লোক ছিলেন। ইসমাঈলীর কুনিয়াত ছিল-আবূ বকর এবং তাঁর নাম

ছিল-আহমদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন ইসমাঈল 'ইবন আব্বাস ইস্‌মাঈলী। তিনি জুরজান শহরে, তাঁর সময়ের ইমাম ছিলেন। লোকেরা তাঁকে ফিক্‌হ্ এবং হাদীস শাস্ত্রের রাহ্‌বার হিসাবে জানতেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ইন্‌তিকালের একুশ বছর পর, হিজরী ২৭৭ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা এ কাজের জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে অনুমতি দেয়নি। বরং বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে তারা তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করত। এমন কি যখন মুহাম্মদ ইবন আইয়ুব রাযী, যিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন, উনতিকাল করেন,তখন তাঁর অবস্থা এরূপ পরিবর্তিত }য় যে, তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর সমস্ত কাপড়দ্ধচোপড় ছিড়ে ফেলেন এবং কান্নাকাটি শুরু করেন।দ্ভতাঁর সমস্ত আত্মীয়রা, তাঁর এ অবস্থা দেখে, তাঁস্ত নিকট হাযির হয়ে এরূপ করার কারণ জানতে চায়স্থ তখন তিনি বলেন ঃ দেখ, কেমন জবরদস্ত আলিম এ জগত থেকে চির-বিদায় নিলেন। তোমরা আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দাওনি। আমার সব চাইতে কষ্টের ব্যাপার হলো ঃ আমি তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে পারলাম না এবং তাঁর ইল্‌মের-দওলত থেকে বঞ্চিত হলাম। যখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর এ অবস্থা অবলোকন করল, তখন তারা তাঁকে এভাবে শান্তনা দিল যে, এখনও অনেক আলিম জীবিত আছে। তোমার যেদিকে যেতে মন চায়, সেদিকে চলে যাও। যে মুহাদ্দিসের সাহচর্য থেকে হাদীস চর্চা করতে চাও, তাঁর থেকে হাদীসের ফায়য হাসিল কর। তোমরা মামা তোমার সাথী থাকবেন। অতঃপর তিনি তাঁর ঘর ছেড়ে বের হন এবং সর্ব প্রথমে নাসা (নাসী) শহরে হাসান ইবন সুফ্‌ইয়ানের খিদমতে হাযির হন। এরপর সেখান থেকে বাগদাদ, কূফা, আহ্‌ওয়াব, বস্‌রা, আন্‌বার, মুসেল, জাযীরা এবং অন্যান্য মুসলিম শহরে ঘুরে বেড়ান। তিনি আবূ ইয়ালা, আবদান, আবূ খালীফা, জায্‌হী,মুহাম্মদ ইবন 'উছমান ইবন শায়বা, শায়েখ যাহিদ মুহাম্মদ ইবন উছমান মাকারিরী, ইব্‌রাহীম ইবন যুহর হালওয়ানী, ফিরয়াবী প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসীদের থেকে 'ইলমে-হাদীস হাসিল করেন। এভাবে তিনি ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং দীন ও দুনিয়ার বাদশাহীর মালিক হয়ে যান।

তাঁর সম্পর্কে বিজ্ঞ-মুহাদ্দিসীদের অভিমত হলো ঃ ইসমাঈলীর ইজ্‌তিহাদের দর্জা হাসিল ছিল। এবং তাঁর অনেক কিতাব মুখস্থ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং বিশাল জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। এ জন্য তাঁর উচিত ছিল, বুখারী (রহঃ) এর অনুকরণ অনুসরণ করে তাঁর রেওয়াত ও সনদের বর্ননা করাকে যথেষ্ট মনে না করে, সুনানের কোন আলাদা কিতাব রচনা করা।

গ্রন্থকার বলেনঃ এই মুস্তাখরাজ ব্যতীত ইসমাঈলীর আরো অনেক গ্রন্থ আছে। বস্তুত তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো ঃ মুসনাদে কবীর– যা বিরাট ও প্রায় একশ খণ্ডে

সমাপ্ত। মুজামও তাঁর একটি অনবদ্য ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অবশ্য মুমনাদ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ লাভ করেনি। হিজরী ৩৭১ সনে, সফর মাসের প্রারম্ভে, তিনি এ নশ্বর জগত ত্যাগ করেন।

সহীহ ইব্ন হিব্বান

একে অংশ এবং অধ্যায় ও বলা হয়। এটি নতুন পদ্ধিতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এটি অধ্যায় না হলেও অধ্যায়ের মত। এটি সাহাবীদের সনদ ও শায়খদের বর্ণনার অনুরূপ নয়। প্রথমে অংশের বর্ণনা করা হয়। এবং অংশের মাঝে অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়। যেমন বলা হয় ঃ

النوع السادس والا ربعون من القسم الثا نى فى النوا هى

অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশের ছয়চল্লিশ অধ্যায়ের বর্ণনা প্রসংগে। এভাবে সব অংশকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রথমে দীর্ঘ ভূমিকা আছে, যার কিছু-কিছু অংশ খুবই মনোরম। তাই সে ভূমিকার হামদ ও ছানা উদ্ধৃত করা হল ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه الْمُسْتَحِقِ الْحَمْدِ لا لاَئِه - الْمُتَوَحِدِ بِعِزِّه وَلَبِرْيَائِه - الْقَرِيْبُ مِنِ خَلْقِه فِىْ اَعْلى عُلَوْه - اَلْبَعِيْدُ مِنْهُمْ فِىْ اَدْنى دُنُوِّه - الْعَلِيْمُ بِكَنِيْنَ النَّجْوى - وَالْمُطَّلِعُ عَلى اَفْكَارِ السِّرِّ اَخْفى - وَمَا اسْتَجَنَّ تَحْتَ عَنَاصِرِ الثُّرى وَمَا جَالَ فِىْ خَواطِرِ الْورى الَّذِى ابْتَدَعَ الاشْيَاءَ بِقُدْرَتِه - وَذَرَأَ الاَنَامَ بِمَشِيَّتِه مِنْ غَيْرِ اَصْلٍ عَلَيْه افْتُعَلَ وَلاَرَسْم مَرْسُوْمٍ امْتَثَلَ ثُمَّ جَعَلَ الْعُقُوْلَ مَسْلَكًا لِذَوى الْحِجَا وَمَلْجَاءً فِىْ مَسَالِكَ اُوَلِى النُّهى وَجَعَلاَ سْبَابَ الْوصُولِ - الى كَيْفِيَّة الْعُقُوْلِ وَمَا شَقَّ لَهُمْ مِنَ الاَسْمَاعِ وَلاَبْصَارِ وَالتَّكَلُّفِ لِلْبَحْثِ وَالاعْتَبَارِ فَاحْكُمْ لَطِيْفُ مَادَمَّ وَاتَقَنَ جَمِيْعَ مَاقَدَّرَ - ثُمَّ فَصَّلَ بِاَنْوَاعِ الْخِطَابِ اَهْلَ التَّمْيِيْزِ وَالاَلْبَابِ - ثُمَّ أَخْتَارَطَائِفَةً لِصَفْوَتِه وَهَدَاهُمْ لُزُوْمَ طَاعَتِه - مِنْ اِتْبَاعِ سَبِيْلِ اَلابْرَارِ فِى لُزُوْمِ السَّنَنِ وَالاثَارِ قَرَّيَنَ قُلُوبَهُم بِالاِيْمَانِ وَ اَنْطَقَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْبَيَانِ - مَنْ كَشْفِ اَعْلاَمِ دِيْنِه

وَاتِّبَاعِ سُنَنِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّوْبِ بِالتَّرَحُّلِ وَالْاَسْفَارِ وَفِرَاقِ الْاَهْلِ وَالْاَوْطَارِ فِي جَمِيعِ السُّنَنِ وَرَفْضِ الْاَهْوَاءِ ـ وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا بِتَرْكِ الْاَرَاءِ فَتَجَرَّءَ الْقَوْمُ لِلْحَدِيْثِ وَطَلَبُوْهُ وَرَحَلُوْا فِيْهِ وَكَتَبُوْهُ ـ وَسَأَلُوْا عَنْهُ وَاَحْكَمُوْهُ ـ وَذَاكَرُوْا فِيْهِ وَنَشَرُوْهُ ـ وَتَفَقَّهُوْا فِيْهِ وَاَصَّلُوْهُ وَ نَرَعُوْا عَلَيْهِ وَمَا بَدَّلُوْهُ وَبَيَّنُوْا الْمُرْسَلَ مِنَ الْمُتَّصِلِ وَالْمَوْقُوفَ مِنَ الْمُنْفَصِلِ ـ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْمُفَسَّرَ مِنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُسْتَعْمَلَ مِنَ الْمُهْمَلِ وَالْمُخْتَصَرَ مِنَ الْمُتَقَضَّي ـ وَالْمَلْزُوْقَ مِنَ الْمُتَفَصِّيَ وَالْعُمُوْمَ وَالْخُصُوْصَ ـ وَالدَّلِيْلَ عَنِ الْمَنْصُوْصِ وَالْمُبَاحَ مِنَ الْمَزْجُوْرِ ـ وَالْعَرِيْبَ مِنَ الْمَشْهُوْرِ وَالْفَرْضَ مِنَ الارْشَادِ ـ وَالْحَتْمَ مِنَ الْاَيْعَادِ ـ وَالْعَدُوْلَ مِنَ الْمَجْرُوْحِيْنَ ـ وَالضُّعَفَارَ مِنَ الْمُتَرُوكِيْنَ وَكَيْفِيَّةَ الْمَعْلُوْلِ وَالْكَشْفَ عَنِ الْمَجْهُوْلِ وَمَا حَرَفَ عَنِ الْمَجْدُوْلِ اَوْ قُلِبَ مِنَ الْمَنْخُوْلِ ـ مِنْ مَخَامِلِ التَّدْلِيْنِ ـ وَمَا فِيْهِ مِنَ التَّلْبِيْسِ حَتّٰى حَفِظَ اللّٰهُ بِهِمِ الدِّيْنَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ـ وَصَانَهُ عَنْ ثَلْبِ الْقَادِحِيْنَ وَجَعَلَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعِ اَئِمَّةَ الْهُدٰى وَفِي النَّوَازِلِ مَصَابِيْحَ الدُّجٰى ـ فَهُمْ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَمَانَسُ الْاَصْفِيَاءِ وَسَلَحَاءَ الْاَتْقِيَاءِ وَمَرْكَزَا الْاَوْلِيَاءِ فَلَهُ الْحَمْدُ عَلٰى قَدْرِهِ وَقَضَائِهِ وَتَفَضُّلِهِ بِعَطَائِهِ ـ وَبَدَّهُ وَنَعْمَائِهِ وَمَنِّهِ وَالَائِهِ ـ

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তার অনুগ্রহের কারণে হামদের যোগ্য। যিনি ইয্যত ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে অনুপম এবং যিনি সব ধরনের বুলন্দী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় মাখলুকের খুবই নিকটবর্তী। আর যিনি খুবই নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও মাখলুক থেকে দূরে। যিনি গোপন পরামর্শ সম্পর্কে ও জ্ঞাত এবং যিনি সব ধরনের গোপন তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ঐ সমস্ত জিনিস ও তাঁর সম্মুখে হাযির, যা রয়েছে যমীনের সর্ব নিম্নস্তরে। আর তিনি তা ও জানেন, যা মানুষ মনে মনে চিন্তা করে। তিনি এমন আল্লাহ, যিনি সব কিছুকে তাঁর কুদরত দিয়ে সৃষ্টি

করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে তাঁর ইচ্ছা মত ছড়িয়ে দিয়েছেন। কোন নমুনা ছাড়াই, যার উপর এ ইমারত বানানো যায় এবং কোন নক্শা ছাড়াই যা তৈরী করা হয়েছে। অতঃপর তিনি জ্ঞানীদের জন্য রাস্তা তৈরী করেছেন এবং শিক্ষিতদের রাস্তাকে নাজাতের অসীলা বানিয়েছেন। আর আল্লাহ্ এমন সব উপকরণ তৈরী করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের গভীরতম স্তরে পৌঁছতে পারি। তিনি মানুষের দেহে চোখ এবং কান তৈরী করেছেন এবং তর্ক করার ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি তাঁর সূক্ষ তদবীরকে শাক্তিশালী করেছেন এবং যা কিছু সৃষ্টি করার, তা সৃষ্টি করে শক্তভাবে কায়েম রেখেছেন এবং তিনি বিজ্ঞ ও জ্ঞানীদেরকে বিশেষ ধরণের বর্ণনার কৌশলে ভূষিত করেছেন এবং তাদের থেকে একটি সম্মানিত দলকে বেছে নিয়েছেন, আর তাদেরকে স্বীয় অনুসরণ করতে হিদায়াত দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা যেন নেক বান্দাদের অনুসরণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা এবং সাহাবীদের উক্তির অনুসরণকে জরুরী মনে করে। বস্তুত আল্লাহ তাদের অন্তরকে ঈমানের নূরে আলোকিত করেছেন এবং তাদের জিহ্বাকে বর্ণনা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন, যাতে তারা দীনের নিদর্শন প্রকাশ করতে পারে এবং নবী (স.)-এর সুন্নতের ইত্তেবা করতে পারে। হাদীস সমূহ সংকলনের জন্য একটি বিশেষ দল তাঁদের খাহেশাতে নাফসানীকে পরিত্যাগ করে, বিভিন্ন মতাদর্শ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র হয় এবং পরিবার-পরিজনসহ সব ধরনের প্রয়োজন বাদ দিয়ে সফর ইখ্তিয়ার করে। তাঁরা হাদীস অনুসন্ধান করে, তার জন্য সফর করে এবং কিতাবাদি লেখে। লোকদের থেকে অবহিত হয়ে তারা হাদীস শাস্ত্রকে শক্তিশালী করে। হাদীসের চর্চায় নিয়োজিত থাকে এবং তা প্রচার করে। তারা ফিক্হ শাস্ত্রবিদ হয় এবং এর জন্য নিয়ম-কানুন তৈরি করে এবং এর মাঝে সামান্যতম পরিবর্তনও করে না। তারা মুরসাল, মুত্তাসিল, মাত্তকূফ, মুনফাসিল, নাসিখ, মানসূখ, মুফাস্সাল, মুজমাল, মুস্তামাল, মাহমাল, মুখতাসার, মুতাকাসী, মালযূক, উমুম, খুসূস, দলীল, মানসূক, মুবাহ্, মানহী, গরীব, মাশগুর, ফরয, ইরশাদ ও ওয়াজিবকে আলাদা আলাদা বর্ণনা করেন। তারা সবল বর্ণনাকে দূর্বল বর্ণনা থেকে আলাদা করেন। তারা জিনিসের বাস্তবতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরেন এবং অজ্ঞতার পর্দা সরিয়ে সন্দেহের অপনোদন করেন। এভাবে আল্লাহ মুসলমানদের দীনকে, তাদের দিয়ে হিফাযত করেন এবং সন্দেহ-বাদীদের সন্দেহ থেকে তা রক্ষা করেন। বিতর্কের সময় তাঁদের হিদায়াতের। ইমাম নির্ধারণ করা হয়। ভবিষ্যতে ঘটতে পারে, এরূপ বিষয়ের জন্য তাঁরা আলোকবর্তিকা স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এরাই হল আম্বীয়াদের ওয়ারিছ, মুত্তাকীদের হিফাযত কারী, সূফীদের মুহাব্বতের পাত্র এবং অলিদের কেন্দ্রে বিন্দু। বস্তুত আল্লাহর জন্য সব প্রশংসাঃ তাঁর কাযা ও কদরের জন্য, তাঁর অনুগ্রহের জন্য, তাঁর দানের জন্য, তাঁর উত্তম ব্যবহারের জন্য, তাঁর নি'সাতের জন্য, তাঁর সমস্ত ইহসান ও বখ্শীশের জন্য।

ইবন হিব্বানের কুনিয়াত হলো আবূ হাতিম এবং নাম হলো মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমদ ইবন হিব্বান ইবন মাআয ইবন মাআবাদ। তাঁর বংশ লীতকা যায়দ-মানাত ইবন তামীম পর্যন্ত পৌঁছায়। সে জন্য তাঁকে তামীম এবং সুব্তী ও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, সিস্তানের অন্তর্গত যে বুস্ত শহর আছে, তিনি সেখানকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইমাম নাসায়ী (রহঃ)-এর শাগরিদ ছিলেন। তিনি আবূ ইয়ালা মুসেলী, হাসান ইবন সুফইয়ান এবং আবূ বকর ইবন খাযীমার ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি খুরাসান থেকে মিসর পর্যন্ত সফর করে সব ধরনের আলিম থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি ইলম হাদীস ছাড়াও অন্যান্য ইলম ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ফিক্‌হ, লুগাত, তিব (চিকিৎসা) ও জ্যোতিষী শাস্ত্রে ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। হাকিমও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁর থেকে ইল্‌ম হাসিল করেন। ইবন হিব্বান স্বীয় গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

لَعَلَّنَا كَتَبْنَا عَنْ اَلْفَى شَيْخٍ

অর্থাৎ আমার মনে হয়, আমি দু'হাযার শায়খ থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি।

আল্লামা ইব্‌ন হিব্‌বানের উক্তি–'নুবুওয়াত' 'ইল্‌ম ও আমলের নাম' সম্পর্কে আলোচনা

ফায়দা ঃ জানা দরকার যে, ইবন হিব্‌বান তাঁর কোন এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ اَلنُّبُوَّةُ اَلْعِلْمُ وَالْعَمَلُ –অর্থাৎ নুবুওয়াত হলো 'ইল্‌ম ও 'আমলের নাম।" এ উক্তির জন্য তাঁকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর সময়ের লোকেররা তাঁর এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে যিন্দীক অ্যাখ্যা দেয়। তারা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা এবং তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও বন্ধ করে দেয়। ব্যাপারটি তৎকালীন খলীফার কর্ণগোচর হলে তিনি তাঁকে কতল করার নির্দেশ দেন। অবস্থা এ পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে, কোন কোন নির্ভরশীল মুহাদ্দিসীন ও তাঁর ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করেন যে, এটা তাঁর মনগড়া উক্তি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাঁর এ বক্তব্য সত্য-মতবাদের পরিপন্থী নয়। কেননা, তাঁর উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না যে, নুবুওয়াত একটি কাস্‌বী (উপার্জন যোগ্য) বস্তু, যাকে ইল্‌ম ও 'আমলের পরিশ্রম দিয়ে হাসিল করা সম্ভব। যেমন দার্শনিকরা বলে থাকেন। বরং তাঁর এরূপ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো ঃ নুবুওয়াতের জন্য এমন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। যিনি 'ইলম ও 'আমলের দিক দিয়ে স্পষ্ট যোগ্যতার অধিকারী। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নুবুওয়াত দান

করা হয়। যার বর্ণনা কালামে মজীদের এ আয়াতে পাওয়া যায় ঃ اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ অর্থাৎ " আল্লাহ্ তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব যাকে দান করেন, তাকে ভাল-ভাবেই জানেন।" অন্যথায় এরূপ বিশ্বাস কে করতে পারে যে, নবীগণ ইল্‌ম ও 'আমলের শক্তিতে অন্যান্যদের সমান। আর এই সমান যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কাউকে জবরদস্তীমূলকভাবে নুবুওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শরীয়ত ও দীনের দৃষ্টিতে একথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথবা তাঁর এ উক্তির অন্য ব্যাখ্যা হলো ঃ নবীগণ নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর 'ইল্‌ম ও 'আমলের ক্ষেত্রে উচ্চতর যোগ্যতা হাসিল করেন, যার ফলে এ বক্তব্যে একমত। এ জন্য ইমাম যাহ্‌রী তার তায্‌কিরাতে এরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ

هَذَا لَه مُحَمَلٌ حَسَنٌ وَلَمْ يُرِدْ حَصَرَ الْمُبْتَدَأ فِى الْخَيْرِ وَمِثْلُه الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَعْلُوْمٌ اَنَّ الرَّجُلَ لاَيَصِيْرُ حَاجًّا بِمُجَرَّدِ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَاِنَّمَا ذَكَرَ مُهِمَّ الْحَجِّ -

"এ কথার (নুবুওয়াত 'ইল্‌ম ও আমলের নাম) তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট। কেননা, তাঁর খেয়াল এরূপ নয় যে, তিনি উদ্দেশ্যকে বিধেয়-এর মাঝে সীমিত করেছেন। বরং কথাটি এমন, যেমন হজ্জ ও আরাফার ময়দানে অবস্থান। এ কথা স্পষ্ট যে, কেউ যদি হজ্জের নিয়্যত ব্যতিরেকে আরাফার ময়দানে অবস্থান করে, সে হাজী হয় না। বরং আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, হজ্জের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

তিনি হিজরী ৩৫৪ সনের ২২ শে শাওয়াল, শুক্রবার দিন ইনতিকাল করেন। তাঁর রচিত অসংখ্য স্মরণীয় গ্রন্থ আছে। তার বহুল প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে "তারীখু-ছিকাত" উল্লেখযোগ্য, যা বাজারে সুলভ এবং তথ্যবহুল। তাঁর অপর গ্রন্থ "আল্-যুআ'ফা"ও সমধিক প্রসিদ্ধ।

এছাড়াও তিনি 'ইলালে হাদীসে যুহ্‌রী, 'ইলালে হাদীসে মালিক, মা-ইন্‌ফারাদা বিহি আহ্‌লুল্ মাদীনাতে মিনাশ্ শামীয়ীন, মা-ইন্‌ফারাদা বিহি মাককীয়ূন, মা-ইন্‌ফারাদা বিহি আহলুল-ইরাক, মা-ইন্‌ফারাদা বিহি আহলে খুরাসান এবং শহরের বর্ণনায় মু'জাম নামক একটি গ্রন্থ ও প্রণয়ন করেন। তিনি ইমাম মালিক (রহঃ) এর প্রশংসায় "মানাকিবে মালিক" নামক একটি গ্রন্থও প্রনয়ন করেন। তিনি মানাকিবে ইমাম শাফী নামক একটি গ্রন্থ ও রচনা করেন, যার নাম হলোঃ আনওয়া-উল্ 'উলুম ওয়া আওসাফুহা। এ গ্রন্থের তিনটি খণ্ড আছে। তাঁর অপর নাম করা গ্রন্থ হলো, 'আল্-হিদায়া ইলা ইল্‌মুস সুনান'। এসব ছাড়াও তিনি আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

সহীহ (মুস্তাদ্‌রাক) হাকিম

একে মুসতাদরাকে হাকিমও বলা হয়। এ কিতাবটি খুবই প্রসিদ্ধ। এ কিতাবের ভূমিকায় এটি রচনার কারণ সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَقَدْنَبَغَ فِىْ عَصْرِنَا هٰذَا جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُبْتَدِعَةِ يَشْمِتُوْنَ بِرُوَاةِ الاٰثَارِبَانَّ جَمِيْعَ مَايَصِحُّ عِنْدَ كُمْ مِنَ الْحَدِيْثِ لاَيَبْلُغُ عَشْرَةَ اٰلاَنِ حُدِيْثٍ وَهٰذِهِ الاَسَانِيْدُ الْمَجْمُوْعَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلٰى اَلْفِ جُزْءٍ اَوْاَقَلَّ اَوْ اَكْثَرِ مِنْهُ كُلُّهَا سَقِيْمَةٌ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ (وَقَد) سَأَلَنِىْ جَمَاعَةٌ مِنْ اَعْيَانِ اَهْلِ الْعِلْمِ بِهٰذِهِ الْمَدِيْنَةِ وَغَيْرِهَا اَنْ اَجْمَعَ كِتَابًا يَشْتَمِلُ عَلَى الاَحَادِيْثِ الْمَرْوِيَّةِ بِاَسَانِيْدَ يَحْتَجُّ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِمِثْلِهَا ـ اِذْلاَ سَبِيْلَ اِلٰى اِخْرَاجِ مَالاَ عِلَّةَ لَه فَاِنَّهُمَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لَمْ يَدَّ عِيَا ذٰلِكَ لاَنْفُسِهِمَا (وَقَدْخَرَّجَ) جَمَاعَةٌ مِّنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِمَا وَمِنْ بَعْدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَحَادِيْثَ قَد اَخْرَجَهَا وَهِىَ مَعْلُوْلَةٌ وَقَدْ جَهَدْتُّ فِى الذَّبِّ عَنْهُمَا فِى الْمَدْخَلِ اِلَى الصَّحِيْحِ بِمَا رَضِيَه اَهْلُ الصَّنْعَةِ وَاَنَا اَسْتَعِيْنُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِخْرَاجَ اَحَادِيْثَ رُوَاتِهَا ثِقَاتٌ قَدْ احْتَجَّ بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَوْ اَحَدُهُمَا وَهٰذَا شَرْطُ الصَّحِيْحِ عِنْدَ كَافَّةِ فُقَهَاءِ اَهْلِ الاِسْلاَمِ اَنَّ الزِّيَادَةَ فِى الاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ مِنَ الثِّقَاتِ مَقْبُوْلَةٌ وَاللّٰهُ الْمُعِيْنُ عَلٰى مَا قَصَدْتُّه وَهُوَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

"আমাদের এ সময় বিদআত-পন্থী এক দলের উদ্ভব হয়েছে, যারা হাদীসের রাভীদের সম্পর্কে এরূপ কটুক্তি করে যে, "ঐ সমস্ত হাদীস, যা তোমাদের নিকট সহীহ হিসাবে বিবেচিত, তার সংখ্যা দশ হাযারের অধিক নয়। আর এই যে সনদ একত্রিত করা হয়েছে, এর অংশ হলো এক হাজার এর চাইতে কম বা বেশী হলে, তা হবে রুগ্ন এবং অশুদ্ধ সনদ। এই শহরের আলিমরা আমাকে এরূপ একটি গ্রন্থ

প্রণয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, যাতে ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণিত হবে, যার সনদ দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিম দলীল পেশ করেছেন। কেননা, যে সব সনদ ত্রুটিমুক্ত, তা বের করার কোন পদ্ধতি নেই। কেননা, যে সব সনদ ত্রুটিমুক্ত, তা বের করার কোন পদ্ধতি নেই। কেননা, এ দু'জন বুযুর্গ এ ধরণের কোন দাবী করেননি। অপর পক্ষে, এ দু'জনের সমকালীন সময়ের ও পরবর্তী সময়ের আলিমদের এক দল এরূপ কিছু হাদীস বের করেন, যা তাঁরা উভয়ে বের করেছিলেন। কেননা, এসব হাদীস ছিল ত্রুটিযুক্ত। "এ ধরণের হাদীসকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি এ গ্রন্থ রচনা করেছি, যার নাম দিয়েছি, আল-মাদ্‌খাল ইলাস্‌ সাহীহ্‌ বিমা রাযিয়া আহ্‌লুস্‌ সান্‌ 'আতা'। এ ধরণের হাদীস চয়নের ক্ষেত্রে আমি আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়েছি, যার বর্ণনাকারী হবে নির্ভরযোগ্য, যাদের থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) দলীল পেশ করেছেন। আর যা হবে দীনের ফকীহ্‌দের নিকট সনদ ও মতনের দিক দিয়ে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণ যোগ্য। আমি যে ইচ্ছা পোষণ করেছি, আল্লাহ্‌ তাতে সাহায্যকারী, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্ম-বিধায়ক।

অতঃপর তিনি 'কিতাবুল-ঈমান' থেকে শুরু করে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত হাদীসকে তাঁর সনদসহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু খাতীব বাগদাদী তাঁর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, "হাকিম নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তবে তিনি ছিলেন শীয়া মতাবলম্বী"। তার শীয়া হওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোন-কোন "আলিম বলেছেন যে, তিনি হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর উপর হযরত 'আলী (রা) কে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। পরবর্তী 'আলিমদের একদল ও এরূপ অভিমত পোষণ করেন।

মুস্‌তাদরাক গ্রন্থে মাউযূ হাদীসের অনুপ্রবেশ

মুস্‌তাদরাক গ্রন্থে এমন অনেক হাদীস আছে, যাকে তিনি (হাকিম) বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত সহীহ্‌ হাদীসের অনুরূপ বলেছেন। কিন্তু বড় বড় আলিমরা এর বিরোধিতা করেছেন এবং তা মানতে অস্বীকার করেছেন। যেমন তাঁর বর্ণিত 'হাদীসুত্‌ তায়র'[১] যা হযরত 'আলী (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় প্রসিদ্ধ। এ জন্য ইমাম যাহাবী বলেছেন ঃ যতক্ষণ কেউ আমার রচিত তা'কীবাত ও তাল্‌খীকাত (সমালোচনা মূলক গ্রন্থদ্বয়) না দেখবে, ততক্ষণ তার জন্য হাকিম-এর রচনার সঠিকতা সম্পর্কে গর্ব করা বৈধ নয়। তিনি আরো বলেছেন ঃ মুস্‌তাদরিকে বর্ণিত এমন অসংখ্য হাদীস আছে, যা সহীহ্‌ হওয়ার শর্ত পূরণ করেনি। বরং তাতে অনেক মাউযূ (বানোয়াট) হাদীস বর্ণিত আছে, যার কারণে গোটা মুস্‌তাদরিক কিতাবটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য "হাদীসুত্‌ তায়র" সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে, যা

১. মুস্‌তাদরিক, ২য় খণ্ড, ১২০ - ১২২ পৃষ্ঠা।

ইমাম যাহাবী একটি আলাদা রিসালায় (ছোট গ্রন্থে) বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন মতের মাঝে ও জানা যায় যে, উক্ত হাদীসের মাঝে কিছু বাস্তবতা আছে।

বর্ণিত আছে যে, হাকিম-এর যামানায় ইসলামী সাম্রাজ্যে চার ব্যক্তিকে উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস হিসাবে গণ্য করা হতো। এরা হলো ঃ বাগদাদের দারু-কুত্নী, নিশাপুরের হাকিম, ইস্ফাহানের আবূ আবদুল্লাহ ইবন মান্দা এবং মিসরের আব্দুল গণী। হাদীসের মুহাক্কিক (অভিজ্ঞ) আলিমরা এদের মাঝের পার্থক্য এরূপে বর্ণনা করেছেন। দারু-কুত্নী দূর্বল হাদীসের বর্ণনায় প্রসিদ্ধ ও অনন্য ছিলেন। গ্রন্থ রচনায় হাকিম ছিলেন অগ্রগণ্য। ইবন মান্দা অধিক হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মশহূর ছিলেন এবং আব্দুল গণী ইলমে মারিফাতের বর্ণনায় সমুদ্র তুল্য ছিলেন। হাকিমের রচনাবলী এত অধিক সংখ্যক, যা প্রায় এক হাজার খন্ডে সমাপ্ত। এ সবের মধ্যে উত্তম গ্রন্থ হলো মারিফাতে 'উলুমুল হাদীস। কিতাবটি খুবই উপকারী। এ কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وعَنْ عَبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عَمْرٍ وعَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ عَنْ جَرِيْرٍ - فَهٰذِهِ الاَسَانِيْدُ لابْنِ عُيَيْنَةَ صَحِيْحَةٌ وَمِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيْبَةٌ -

"আমাদের যুগে বর্ণিত সনদে, যা রিজালের (বর্ণনাকারীদের) দিক দিয়ে খুবই নৈকট্যপ্রাপ্ত-তা হলো ঃ আহমদ ইবন শায়বান, রামলী প্রমুখ সুফইয়ান ইবন 'আইনীয়া থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আমর ইবন দীনার থেকে, তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। সুফইয়ান ইবন আইনীয়া যুহ্রী থেকে, তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। সুফইয়ান ইবন আইনীয়া উবায়দুল্লাহ ইবন আবূ ইয়াদীদ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। সুফইয়ান ইবন আইনীয়া আবদুল্লাহ ইবন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইবন 'আমর থেকে বর্ণনা করেন। সুফইয়ান ইবন আইনীয়া যিয়াত ইবন 'আলাকা থেকে এবং তিনি জারীর বিজলী থেকে বর্ণনা করেন। সুফইয়ান ইবন আইনীয়া কর্তৃক বর্ণিত এ সব সনদ-ই সহীহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অধিক নিকটবর্তী।

হাকিম-এর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে হলো ঃ তারীখে নিশাপুর, কিতাবু মুযাক্কীল্ আখবার, কিতাবুল মুদখাল ইলা 'ইল্মুস সহীহ, কিতাবুল ইক্লীল। এ গ্রন্থটি খুবই

উপকারী এবং মুফাস্সিরদের জন্য আবশ্যকীয়। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থে তিনি ইমাম শাফী (রা)-এর ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তারিখে ইবন খল্লিকানে বর্ণিত আছে যে, হাকিমের রচিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারের মত। তিনি অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তবে ইল্‌মে-হাদীসের চর্চা অধিক করার কারণে মুহাদ্দিস হিসাবে অধিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কুনিয়াত হলো ঃ আবূ আবদুল্লাহ। তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হামদুবিয়া ইবন নায়ীম যাবী। তাঁকে তুহ্‌মানী ও বলা হতো। কেননা, তাঁর বংশের দাদা, পরদাদাদের কারো নাম ছিল তুহ্‌মান। এদিকে সম্পর্কিত করায় তাকে তুহমানী বলা হয়। তিনি নিশাপুরে বসবাস করতেন এবং তাঁর সময়ে ইবনে-বাইয়ী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

বেপারীকে হিন্দী ভাষায় 'বাইয়ী' বলা হয়। তিনি হিজরী ৩২১ সনে, রবিউচ্ছানী মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ও মামা বেপারী থাকায়, তারা তাকে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেন।

বস্তুত তিনি খুরাসান, মাঅরাউন্নাহার ও অন্যান্য ইসলামী শহর ভ্রমণ করে দু হাজার শায়খ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর পিতা ইমাম মুসলিম (রা) কে দেখেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা থেকেও হাদীস বর্ণনা করতেন। এ ছাড়া তিনি আবুল 'আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইয়াকূব আসম, আবূ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াকূব ইবন আখরাম, আবূল আব্বাস ইবন মাহবূব, আবূ 'আমর উছমান ইবন সামাক, আবূ আলী হাফিয নিশাপুরী, যিনি তার সময়ের হাফিযে-হাদীস ছিলেন; এঁদের থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। দারু-কুত্‌নী, আবূ যাব হরবী (যিনি বুখারীর রাভীদের অন্যতম) আবূ ইয়া'লা খালীলী, আবূল কাশিম কুশায়রী, বায়হাকী প্রমুখ এঁদের মর্যাদা সমতুল্য অন্যান্য উস্তাদ থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি কাযীর দায়িত্বও পালন করেন। যে জন্য তিনি হাকিম উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। একদিন তিনি হাম্মামখানায় গোসলের জন্য যান। গোসল শেষে সেখান থেকে বের হয়ে 'আহ্' শব্দ করার সাথে-সাথেই প্রাণ ত্যাগ করেন। হিজরী ৪০৫ সনে, সফর মাসে এ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ইনতিকালের পর, তাকে কেউ স্বপ্নে দেখলে তিনি বলেন ঃ আমি নাজাত পেয়েছি। যিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ কিসের ওসীলায় নাজাত পেলেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করার কারণে।

যাহাবী তাঁর ইতিহাসে বলেন ঃ আবূ সায়ীদ মালিনী—তাঁর (হাকিমের) কিতাব সম্পর্কে সীমা অতিক্রম করে বলেছেন যে, আমি মুস্তাদরিক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি; কিন্তু এতে একটি হাদীসও বুখারী ও মুসলিমের শর্তের সংগে

সঙ্গতিপূর্ণ পাইনি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বহু হাদীস এ দু'জন বুযুর্গের, অথবা দু'জনের একজনের সংগে সংগতিপূর্ণ পাওয়া যায়। প্রায় কিতাবের অর্ধেক এরূপ। এক চতুর্থাংশের অবস্থা এরূপ যে, হাদীসের সনদ সঠিক, কিন্তু ঐ দুই গ্রন্থের শর্তের অনুরূপ নয়। বাকী এক চতুর্থাংশ ভুল-ত্রুটি ও বানোয়াট হাদীছে পূরিপূর্ণ। সুতরাং আমি যাহাবীর বর্ণিত মতামতটি সংক্ষেপে লোকদের জানিয়ে দিলাম। এজন্য হাদীসের আমিলরা বলেছেন ঃ যাহাবীর বর্ণিত মতামত দেখার আগে, হাকিম রচিত মুস্তাদরিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।

মুস্তাখ্‌রাজ আলা সহীহ্ মুসলিম লি আবি না'য়ীম আল্ ইস্‌বাহানী

এ গ্রন্থের শুরু হয়েছে কিতাবুল ঈমান দিয়ে। প্রথমে আছে হাদীসে জিবরাঈল ঃ

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ خَلاَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَبِىْ اسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنُ يَزِيْدِ الْمُقْرِئُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِىٌّ بْنُ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوْسى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُقْرِى قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الاَسْلَمِىْ عَنْ يَحْيَ بْنِ يَعْمُرِ الْقُرْشِى كَانَ مِنْ اَوَّلِ مَنْ قَالَ بِالْقَدْرِ مَعْبَدُ الْجُهْنِىٌّ بِالْمَصْرَةِ فَانْطَلَقْتُانَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَمِيْرِىَ حَجًّاجًا اِلى اخِرِ الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ فِىْ اَوَائِلِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ-

"আহমদ ইবন ইউসুফ খাল্লাদ, হারিছ ইবন উসামা, আবূ আব্দুর রহমান ইবন ইয়াযীদ মুক্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। অন্য বর্ণনায় ঃ আবূ আলী ইবন সাওওয়াফ্ বিশ্‌র ইবন মূসা, আবূ আব্দুর রহমান মুক্‌রী, কাহমাস ইবন হাসান, 'আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা আসলামী (র) বর্ণনা করেন যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়ামুর কারসী এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, সর্ব প্রথম বসরাতে মা'আবাদ জাহ্‌নী কাযাও কদরের (তাকদীরের) ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেন—যা শোনার পর আমি এবং হুমায়দ ইবন আব্দুল রহমান হুমায়রী (র) হাজ্জাজ-এর নিকট গমন করি। অতঃপর ঐ হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন, যা সহীহ মুসলিমের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় ঃ আহ্‌মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন আহ্‌মদ ইবন ইসহাক ইবন মূসা ইবন ওয়ায়েল ইবন মিহ্‌রান ইস্‌বাহানী সূফী।

তিনি হিজরী ৩৩৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর, তখন হাদীসের শ্রেষ্ঠ মাশায়িখগণ তাঁকে তাবাররুক হিসাবে হাদীসের ইজাযত দেন। যে সমস্ত মাশায়িখরা তাঁকে ইজাযত দেন, তাঁরা হলেন ঃ আবুল 'আব্বাস আসম, খুছায়মা ইবন সুলায়মান তারাবলিসী, জাফর খালদী এবং শায়খ আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন শুয়াব। তিনি আবূ না'য়ীম হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যৌবনে পদার্পণের পর, তিনি বড় বড় মাশায়িখ হতে হাদীস শ্রবণ করেন। যে যোগ্যতা বাল্যকালে তার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, তা যৌবনে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ ছাড়া ও তিনি তাবারাণী, আবূ শায়েখ, জি'আবী, আবূ আলী ইবন সাত্তওয়ায আবূ বকর আযুরী, ইবন খাল্লাদ তাসিবী এবং ফারুক ইবন আবদুল করীম খাত্তাবী (রা) থেকে হাদীসের পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে তিনি শায়খের স্তরে উপনীত হন। এ সময় দূর-দূরান্ত হতে হাদীস শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট হাযির হয়ে, তাঁর থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং উচু স্তরে উন্নীত হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সনদ ছিল উঁচু স্তরের। তাছাড়া তাঁর স্মরণ শক্তি ও ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সে যুগের লোকেরা তাঁকে খুবই সম্মান ও কদর করত। খাতীব বাগদাদী (রহঃ) ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম শিষ্য। এ ছাড়া, আবূ মায়ীদ মালিনী, আবূ সালিহ্ মুয়ায্‌যিন, আবূ আলী হাসান ইবন আহ্‌মদ হাদ্দাদ, আবূ সায়ীদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মাত্‌রায, আবূ মানসুর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ শারূতী প্রমুখ মুহাদ্দিসরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তার অমূল্য ও দুর্লভ গ্রন্থের মধ্যে "হুলিয়াতুল আওলিয়া" সমধিক প্রসিদ্ধ, যার সমকক্ষ আর কোন গ্রন্থ ইসলাম-জগতে নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। যদি ও সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত তাঁর মজলিসে হাদীসের দারস হতো, তবু ও ঘরে ফেরার পথে, লোকেরা তাঁর থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করতো। এতদসত্ত্বেও তিনি মোটেও ক্লান্তি ও শ্রান্তিবোধ করতেন না। 'ইল্‌মে-হাদীসের চর্চায় তিনি এভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে, যেন গ্রন্থ রচনা করা এবং হাদীস পড়ানো তাঁর স্বভাবগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

"হুলিয়াতুল-আওলিয়া" গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, নিশাপুরে এর একখন্ড চারশ' দীনারের বিক্রি হয়। তাঁর পূর্ব-পুরুষদের থেকে "মিহ্‌রান" নামক এক ব্যক্তি সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবন মু'আবিয়া ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর ইবন আবূ তালিবের গোলাম। ইস্‌ফাহান বা ইসবাহান শহরটি সিপাহানের মু'রাব (আরবায়ন)। কোন অনারব বাদশাহ তার সেনা-বাহিনীর জন্য এ শহরটি তৈরি করেন এবং ইস্পাহান হিসেবে এর নামকরণ করেন। কার্যত ঃ শহরটি ইরাকের রাজধানী এবং এর প্রসিদ্ধ শহরগুলোর অন্যতম।

আবূ না'য়ীম অসংখ্য গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে মারিফাতুস্ সাহাবা, (দুই খন্ডে সমাপ্ত); দালায়িলুন নুবুওয়াত মুস্তাখ্রাজ 'আলাল বুখারী, মুস্তাখ্বাজ আলা মুসলিম, তারিখে ইসফাহান, সিফাতুল জান্নাত, কিতাবুত তিব্, ফাযায়িলে সাহাবা এবং কিতাবুল মু'তাকিদ বহুল প্রচলিত। এ ছাড়া ও তিনি ছোট-ছোট অসংখ্যা "রাসায়িল" প্রণয়ন করেন।

তিনি হিজরী ৪৩০ সনের ২০ শে মুহাররম এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতের পথে পাড়ি জমান। তিনি প্রায় ৯৪ বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। এ বছরই আব্দুল মালিক ইবন বিশর বাগদাদী, যিনি ইরাকের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন ইনতিকাল করেন। এতদব্যতীত, প্রসিদ্ধ মুফাস্সির আবূ আব্দুর রহমান ইসমাঈল ইবন আহমদ আল-হায়রী ও এ বছর ইনতিকাল করেন। আবু বকর খাতীব ও তার নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বস্তুত তিনি সহীহ্ বুখারী পূর্ণরূপে, তিন বৈঠকে তাঁর সামনে পড়েন। আবূ 'ইম্রান ফারিসীও এ বছর ইন্তিকাল করেন।

মুসনাদে দারমী

এ গ্রন্থটি প্রচলিত রীতির খিলাফ "মুসনাদ" হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের সর্ব প্রথম অধ্যায়ে "আল-বাত্তল ফিল্ মাসজিদে" অর্থাৎ (মসজিদে পেশাব করা) এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ بَالَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ قَالَ فَصَاحَ بِهِ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَّهُمْ عَنْهُ ثُمَّ دَعَا بَدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ -

জা'ফর ইবন 'আত্তন, ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা জনৈক আরব নবী (স.)-এর নিকট আগমন করে। সে দাঁড়িয়ে মসজিদের এক কোণায় পেশাব করতে শুরু করে। তিনি বলেন ঃ তার এ কুকর্ম দেখে রাসূলূল্লাহ (স.) এর সাহাবীরা হৈ-চৈ করতে থাকেন। নবী (স.) তাঁদেরকে এরূপ করা থেকে বিরত রাখেন। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি সে পেশাবের উপর ঢেলে দিয়ে মসজিদ পরিষ্কার করান।

এ বুযুর্গের নাম ও বংশ পরিচয় হলো, আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্দুর রহমান ইবন ফযল ইবন বাহ্রাম ইবন আব্দুস সামাদ তামীমী দারিমী সমরকান্দী। তাঁর কুনিয়াত হলো; আবূ মুহাম্মদ। তিনি অধিকাংশ ইসলামী শহর সফর করেন এবং দূর-দূরান্ত সফর করে ইল্‌মে–হাদীস সংগ্রহ করেন। মুসলিম ইবন হাজ্জাজ কুশায়রী, সাহেবে সহীহ্ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আব্দুল্লাহ্, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের ছেলে, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া যায়লী প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম আহ্মদ ইবন হাম্বলের ছেলে 'আবদুল্লাহ্ তাঁর বুজুর্গ পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, খুরাসানে চার ব্যক্তি ছিলেন হাদীসের হাফিয। এঁরা হলেন, আবূ যর'আ রাযী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, আবদুল্লাহ ইবন আব্দুর রহ্মান দারিমী সমরকান্দী এবং হাসান ইবন শুজা'আ বালখী। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈর বুখারী (রহঃ) যখন ইমাম দারিমী (রহঃ)-এর ইনতিকালের খবর পান, তখন অত্যন্ত বেদনা হত ও শোকাভিভূত হয়ে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করেন। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নিম্নোক্ত বেদনাসিক্ত কবিতাটি বেরিয়ে আসে ঃ

اِنْ تَبْقَ تَفْجَعُ بِا لاْحِبَّةِ كُلَّهَا
وَفَنَاءُ نَفْسِكَ لاَ اَبَا لَكَ افْجَعُ

"যদি তুমি জীবিত থাক, তবে সমস্ত বন্ধুদের বিরহের জ্বালা তোমাকেই সহ্য করতে হবে। কিন্তু তোমার মৃত্যুর খবর, তাদের সকলের জন্য অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

উল্লেখ্য যে, কেবল মাত্র এই কবিতাটি ছাড়া, যা হাদীসের মাঝে উল্লেখিত আছে, তিনি কখনো আর কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন না।

ইমাম দারিমী (রহ) হিজরী ১৮১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৫৫ সনে, বৃহস্পতিবার, আরাফার দিনে ইন্‌তিকাল করেন। জুমু'আর দিনে, যেদিন ছিল কুরবানীর দিন, তাঁকে দাফন করা হয়। এ বছরই আবদুল্লাহ ইবন মুবারক ইনতিকাল করেন। বর্তমান মুসনাদে-দারিমীতে ৩৫৫৭ টি হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসগুলো ১৪০৮টি অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সুনানে দারু-কুত্‌নী

তাঁর মুসনাদকে বুলন্দকারী সনদের সংখ্যা পাঁচ। তাঁর কিতাবের কয়েকটি সংস্করণ আছে। যথাঃ ইবন বাশরান দারু-কুত্‌নী থেকে বর্ণনা করেছেন; আবূ তাহির কাতিব দারু-কুত্‌নী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাওকানী দারু-কুত্‌নী থেকে বর্ণনা

করেছেন। এ তিনটি সংস্করণের মধ্যে মতানৈক্য ও বৈপরীত্য আছে। কিন্তু এই মতানৈক্য কেবলমাত্র রাভীদের বংশ পরিক্রমা এবং সম্পর্কের কম-বেশীর সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন স্থানে শব্দেরও পার্থক্য আছে। আসল হাদীসের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেক সংস্করণে হাদীসগুলো বিস্তারিতবাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য "কিতাবুস-সবক বায়নাল খায়ল" ইবন আব্দুল রহীম কর্তৃক বর্ণিত সংস্করণে নেই। তাঁর প্রথম সুনানে "হাদীসে-কুল্লাতাইন" বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের সনদের-তরীকা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত এই হাদীসের চুয়ান্নটি সনদ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে নয়টি সনদের ভাষা নিম্নরূপঃ

اِذَا كَانَ اَلْمَاءُ اَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً

অর্থাৎ যখন পানি চল্লিশ কুল্লা পরিমাণ হবে। এদের মাঝে সর্বপ্রথম জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে হাদীসটি বর্ণিত। এসব বর্ণনার মাঝে কিছু দূর্বলতা ও আছে। অবশিষ্ট বর্ণনা ইবন 'উমর (রা) থেকে। এদের কিছু বর্ণার মাঝে لَمْ يَخْجَسُ অর্থাৎ 'অপবিত্র হয় না'—উল্লেখ আছে। কিছু বর্ণনায় لَمْ يَنْجَسْهُ شَئٌ অর্থাৎ 'তাকে কোন কিছুতেই অপবিত্র করে না', উল্লেখ আছে। অবশিষ্ট পয়তাল্লিশ তরীকার মাঝে একজন রাভী হলেন আবূ হুরায়রা (রা)। তিনি এই হাদীসটি এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

مَابَلَغَ مِنَ اَلْمَاءِ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لَمْ يُنْجِسْهُ شَئٌ

অর্থাৎ পানি যখন দুই কুল্লা পরিমাণ বা তার চাইতে বেশি হবে, তখন তাকে কিছুতেই অপবিত্র করে না।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি ইবন আব্বাসের। তিনি হাদীসটি এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

واذا كَانَ اَلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدً لَمْ يُنْجِسْهُ شَيْئٌ

অর্থাৎ যখন পানি দুই কুল্লা পরিমাণের অধিক হবে, তখন তাকে কিছুতেই অপবিত্র করে না।

অবশিষ্ট বর্ণনা ইবন উমর (রঃ) থেকে। তম্মধ্যে কিছু বর্ণনা এরূপ ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

আবার কোন বর্ণনায় এরূপ আছে ঃ

عَنْ اَبْنَ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ

দুটি বর্ণনার ভাষা এরূপ ঃ

اذ كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ

অর্থ্যৎ যখন পানির পরিমাণ দুই কুল্লা হবে।

সারকথা হলো ঃ এ সব বর্ননার দ্বারা তাঁর স্মরণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

দারু-কুত্নীর নাম ও বংশ-পরিচয় ঃ আলী ইবন আমর ইবন আহ্মদ ইবন মাহ্দী ইবন মাসউদ ইবন নু'মাম ইবন দীনার ইবন আবদুল্লাহ। তাঁর কুনিয়াত হলো- আবূল হাসান। তিনি শাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং বাগদাদের দারু-কুত্নী নামক স্থানে বসবাস করতেন। এটি বাগদাদের একটি বড় মহল্লার নাম। তিনি হিজরী ৩০৬ সনে জন্ম গ্রহন করেন । তিনি আবূল কাসিম বাগাভী, আবূ বকর ইবন আবূ দাউদ ইবন সায়ীদ, হুসায়ন ইবন মাহামিলী প্রমুখ বিশিষ্ট আলিমদের কাছ থেকে হাদীস শুনেছিলেন। বাগদাদ ব্যতীত তিনি কূফা, বসরা সিরিয়া, ওয়াসিত, মিসর ও অন্যান্য ইসলামী শহর সফর করেন। হাকিম আবদুল গনী মুনযারী যিনি "তারগীব ও তারহীব" গ্রন্থের রচয়িতা, ইমাম রাফী যিনি ফাত্তায়েদে মাশহুরা গ্রন্থের লেখক, আবু নায়ীম ইসফাহানী, যিনি "হুলিয়াতুল আওলীয়া" গ্রন্থের প্রণেতা এ সকল মুহাদ্দিস তাঁর শাগরিদ ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ ও তাজভীদ শাস্ত্রের বড় পন্ডিত ছিলেন। তিনি দূর্বল হাদীস বিষয়ে এবং আসমাউর রিজালে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং স্বীয় সময়ের অপ্রতিদ্বন্দী ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। সে জন্য খাতীব, হাকিম এবং এ বিষয়ের অন্যান্য পন্ডিতগণ তার ফযীলতের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি ফকীহদের মাযহাব সম্পর্কে ও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি ইল্‌মে আদব এবং কবিতা সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি অনেক কবিদের দেওয়ান হুবহু মুখস্থ করেছিলেন। যৌবনকাল তিনি ইসমাঈল সাফারের মজলিসে উপবেশন করতেন। একদিন সাফার তাঁকে দিয়ে হাদীস লেখাচ্ছিলেন। যখন একটা অধ্যায় পরিমাণ লেখা হয়েছে, তখন সাফার বলেনঃ তোমার শ্রবণ সঠিক নয়।

কেননা, তুমি লেখাতে এমন মশগুল থাক যে, হাদীস ভালভাবে বুঝতে পার না। এ কথার জবাবে দারু-কুত্নী বলেন ঃ জনাবের কি জানা আছে, এ সময় পর্যন্ত আপনি আমাকে দিয়ে কটি হাদীস লিখেয়েছেন?

তখন সাফার বলেন ঃ আমার তো তা মনে নেই। তখন দারু-কুত্নী বলেন ঃ এ পর্যন্ত আপনি আমাকে দিয়ে আঠারটি হাদীস লিখেয়েছেন। প্রথম হাদীসটি এরূপ.....এরূপ বলে তিনি সনদের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী অমুক, অমুক-এভাবে তিনি সবগুলো হাদীস সনদের রাভীসহ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত মজলিসের সকলে তাঁর স্মরণ শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল।

'আল্লামা দারু-কুত্নী সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথা

একদা দারু-কুত্নীকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কি আপনার মত. আর কাউকে দেখেছেন? তিনি জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَلَاتُزَكُّوْ اَنْفُسَكُمْ

–অর্থাৎ তোমরা তোমাদেরকে উত্তম মনে করো না।

দারু-কুত্নীর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী থেকে এরূপ উক্ত আছে যে, একদিন আবূল হাসান বায়যাভী, তাঁর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে উপস্থিত হন, যিনি অনেক দূর থেকে হাদীসের সন্ধানে এসেছিলেন। তিনি দারু-কুত্নীকে বলেন ঃ লোকটি গরীব, অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছে, আপনি তাকে কিছু হাদীস লিখে দেন। জবাবে তিনি রসিকতা করে বলেন ঃ আমার ফুরসত নেই। যখন আবুল হাসান বায়যাভী অনেক অনুরোধ করলেন, তখন তিনি তাকে এরূপ বিশটি সনদ লিখে দিলেন, যার ভাষা ছিল ঃ

نِعْمَ الشَّئُ الْهَدِيَّةُ اَمَامَ الْحَاجَةِ

অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন পেশ করার আগে, কিছু হাদীয়া পেশ করা খুবই উত্তম। ফলে, দ্বিতীয় দিন সে গরীব লোকটি কিছু হাদীয়া নিয়ে যখন তাঁর কাছে হাযির হলেন, তখন তিনি তাকে সতেরটি সনদ লিখে দিলেন, যার "মতন" বা বচন ছিল

اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاكْرِمُوْهُ

অর্থাৎ যখন তোমাদের নিকট কোন কাওমের সম্মানিত লোক আসে, তখন তোমরা তাকে সম্মান করবে।

তার সম্পর্কে এ ধরনের একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, একদিন তিনি নফল নামায আদায় করছিলেন। অপর এক ব্যক্তি তাঁর পাশে বসে হাদীসের একটি গ্রন্থ পাঠ করছিল। হাদীস গ্রন্থের রাভীদের একজনের নাম ছিল–নুসায়র। কিন্তু হাদীস পাঠকারী ব্যক্তিটি পড়ছিল–'বশীর' হিসাবে। দারু-কুত্নী নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায় সে ব্যক্তিকে তার ভুল সম্পর্কে অবহিত করার জন্য 'সুব্হানাল্লাহ' বললেন। পাঠকারী এরপর পড়লেন–'ইয়াসীর'। দারু-কুত্নী যখন বুঝলেন এবারও তার পড়া সঠিক হয়নি, তাই তিনি আবার বললেন 'সুব্হানাল্লাহ'। কিন্তু সে ব্যক্তি বুঝতে না পারায় তিনি আল-কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُوْنَ

–যাতে পাঠক বুঝতে পারে যে, সে রাভীর নাম নূন অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে।

ফায়দা ঃ শাফী মাযহাবে, নামাযের মধ্যে থেকে ও এভাবে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া জায়িয। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবে, এরূপ করা বৈধ নয়। (অনুবাদক)

এভাবে আরেকদিন তিনি নফল নামায আদায় করছিলেন। জনৈক পাঠকারী হাদীসে 'আমর ইবন শু'আয়ব'কে পড়েন, 'আমর ইবন সা'য়ীদ। দারু-কুত্নী তখন 'সুব্হানাল্লাহ' বলেন। পাঠকারী ব্যক্তি সনদটি দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করলেন, কিন্তু নামটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে সক্ষম হলেন না তখন দারু-কুতনী এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন ঃ

يَاشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْ مُرُنُ

পাঠকারী তখন বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং 'সায়ীদ'-এর স্থানে শু'আয়ব পড়তে থাকেন।

ইমাম দারু-কুত্নী হিজরী ৩৮৫ সনের ৮ই জ্বিলক্বাদ, বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন। হাফিয আবূ নসর মাকূলা বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন দারু-কুত্নীর অবস্থা সম্পর্কে ফিরিশতাদের জিজ্ঞাসা করছি, 'আখিরাতে দারু-কুত্নীর সংগে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? জবাবে ফিরিশতারা বলেন ঃ জান্নাতে তাঁর লকব (উপাধি) হলো–ইমাম।

সুনানে আবূ মুসলিম আল্-কাশ্শী

তাঁর গ্রন্থে অনেক ছুলাছিয়াত আছে। তাঁর কাশ্শী বা কাজজীও বলা হয়। তাঁর ছুলাছিয়াতের প্রথম হাদীস, 'ফয্লুস্ সাদাকা অধ্যায়ে' যা বর্ণিত হয়েছে, তা এরূপ ঃ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الاَنْصَارِيُّ اَنَّه اَخْبَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَلَه مِنْهَا اَجْرٌ وَمَا اَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوْلَه صَدَقَةٌ -

"আমর ইবন 'উছমান, 'আব্দুল্লাহ ইবন নাফে' আনসারী (র), জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদী যমীনকে আবাদ করবে, সে তার থেকে বিনিময় পাবে। আর তা থেকে পশু-পাখীরা যা খাবে, যা তাঁর জন্য সাদাকা হবে।

তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) হলো আবূ মুসলিম এবং নাম হলো–ইবরাহীম। তিনি 'আবদুল্লাহর পুত্র এবং বসরায় বসবাস করতেন। তাঁর এই গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। মুসলিম কাশ্‌শী যখন তাঁর এ সুনান গ্রন্থ সংকলন, উস্তাদদের শোনানো এবং মুহাদ্দিসদের দেখানোর কাজ শেষ করেন, তখন এ নি'মাতের শুকর হিসেবে তিনি এক হাজার দিরহাম গরীবদের সাদ্‌কা করেন। তাছাড়া, যারা হাদীসের চর্চায় মশগুল থাকতেন, তাদের বিরাট এক দলকে এবং দেশের আমীর-উমারাদেরকে দাওয়াত করে পানাহার করান। এতে তার প্রায় হাজার দীনার খরচ হয়ে যায়। যেদিন মুসলিম কাশ্‌শী বাগদাদে আগমন করেন, সেদিন বহু লোক তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ হাসিলের জন্য আসেন। 'রাহ্‌বা গাসান' নামক বাগদাদের এক প্রশস্ত বাড়ীতে তাঁর অবস্থানের স্থান নির্ধারিত হয়। চারদিকে বহু লোক সমবেত হওয়ায় সাত ব্যক্তি তাঁর কথা, একজন থেকে আরেক জনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হয়, যাতে দূর-দূরান্ত থেকে আগমনকারীরা সমভাবে উপকৃত হতে পারে। মজলিস শেষে তাঁর দরবারে লোকদের গণনা করে দেখা যায় যে, শ্রোতা ও দর্শক বাদ দিয়ে প্রায় ১০৪০ জন লোক দোয়াত-কলম নিয়ে শুধু তাঁর দারস লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিল। খাতীব বাগদাদী এ ঘটনাটি তাঁর "তারিখে বাগদাদী"-তে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হিজরী ২৬২ সনে ইনতিকাল করেন।

সুনানে সা'য়ীদ ইবন মানসূর

এই কিতাবেও অনেক ছুলাছিয়াত আছে। সুনানের প্রথমে, আযান অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِنُ اَبِىْ لَيْلَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِهْتَمَّ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يُجْمَعُ النَّاسُ لَهَا قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالاً فَيَقُوْمُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى اُطُمٍ مِنَ اطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَيُؤَذِّنُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَنْ يَّلِيْهِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذٰلِكَ فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُرِىَ الْاَذَانَ فِىْ مَنَامِهِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ رَجُلاً عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ يُنَادِىْ

بِالاَذَانِ فَزَعَمَ اَنَّه اَذَّنَ مَثْنٰى مَثْنٰى الاَذَانَ كُلَّه فَلَمَّا فَرَغَ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ دَعَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِه الاَوَّلَ فَلَمَّا فَرَغَ قَعَدَ قَعْدَه ثُمَّ دَعَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِه الاَوَّلَ فَلَمَّا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَامَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا قَدْ اَطَافُ بِىْ اللَّيْلَةَ مِثْلُ الَّذِى اَطَافُ بِه فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُخْبِرَنَا فَقَال سَبَقَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَاعَجَبَ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ وَاُمِرَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ ـ

“হুশায়ম ইবন বাশীর, হুসায়ন ইবন ‘আব্দুর রহমান (র), ‘আব্দুর রহমান ইবন আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এই মর্মে চিন্তান্বিত হলেন যে, কিরূপে লোকদের সালাতের জন্য একত্রিত করা যাবে। তিনি বলেন ঃ আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম যে, কিছু লোক পাঠিয়ে দেব, যারা মদীনার টিলাসমূহের মধ্য হতে কোন টিলার উপর দাঁড়াবে এবং তার নিকটবর্তী লোকদের সালাতের জন্য আহবান করবে। কিন্তু তিনি এটা পছন্দ করলেন না। তখন সাহাবীরা নাকূস ধ্বনি করার জন্য প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তাও অপছন্দ করেন। ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ চলে যান এবং রাসূলুল্লাহ (স.) চিন্তিত থাকার কারণে নিজেও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহ তা‘আলা স্বপ্নে তাঁকে আযানের তরীকা ও পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। যখন সকাল হয়ে গেল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আমি মসজিদের ছাদের উপর জনৈক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার পরিধানে ছিল দুটি সবুজ কাপড় এবং সে আযান দিচ্ছিল। তিনি আরো বল্লেন ঃ সে লোকটি আযানের শব্দগুলি দু’দুবার করে উচ্চারণ করছিল। আযান শেষে সে বসে পড়ে এবং দু‘আ করে। এরপর সে প্রথমবারের মত আযানের কথাগুলো উচ্চারণ করলো এবং যখন “হাইয়া ‘আলাস সালাহ্” এবং “হাইয়া ‘আলাল ফালাহ্” বলা শেষ করলো, তারপর বললো ঃ কাদ কামাতিস্ সালাহ্ কাদ কামাতিস সালাহ্, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

এ কথা শোনার পর উমর ইবন খাত্তাব (রা) দাঁড়ালেন এবং বল্লেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আমিও সেরূপ স্বপ্ন দেখেছি, যেরূপ তিনি আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন। তখন নবী (স.)! বল্লেন ঃ তোমাকে কিসে মানা করেছিল যে, তুমি

আমাকে খবর দিলে না? তখন তিনি বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ যখন আমার আগে এসে খবর দেয়। তখন আমি লজ্জাবোধ করতে থাকি। এ খবর শুনে মুসলমানরা খুশী হয়। এরপর থেকে আযানের এ নিয়ম চালু হয়। আর বিলাল (রা) কে আযান দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

তাঁর নাম ছিল সা'য়ীদ ইবন মানসূর ইবন শূ'বা মারুযী এবং তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ 'উছমান। বর্ণিত আছে যে, আসলে তিনি তালেকানীর অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি বল্‌খে বসবাস করতেন। শেষ বয়সে তিনি মক্কা মুয়ায্‌যামাকে নিজের বসবাসের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং সেখানে হিজরী ২২৯ সনের রমযান মাসে ইনতিকাল-করেন। তিনি প্রায় ৯০ বছরের আয়ু পেয়েছিলেন।

তিনি ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট হতে মুয়াত্তা এবং অন্যান্য হাদীস শুনেছিলেন। এ ছাড়া লায়ছ ইবন সা'য়ীদ,আবূ 'আওয়ানা, ফালীহ্ ইবন সুলায়মান প্রমুখ-এ স্তরের অন্যান্য মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর থেকে ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ (রহঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট আলিমগণ হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) তাঁর খুবই সম্মান ও প্রশংসা করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। আবূ হাতিম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও নির্ভরশীল মুহাদ্দিস।

মুসান্নাফে 'আব্দুর রায্‌যাক

আবদুর রায্‌যাক—বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস-ই ছুলাছী। আজব ব্যাপার হলো যে, তিনি তাঁর মুসান্নাফকে শামায়িলের উপর শেষ করেছেন এবং শামায়িলকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চুল মুবারকের আলোচনার উপর সমাপ্ত করেছেন। বস্তুত এ গ্রন্থের শেষে এ হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

حَدَّ ثَنَا مَعْمَرْ عَنْ ثَا بِتِ عَنْ اَنَسِ رض قَالَ كَانَ شَعْزُ النَّبِىِّ اِلى اَنْصَافِ اُدُ نَيْهِ

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (স.)-এর চুল তাঁর দু'কানের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা ছিল।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ বকর। নাম ও নসব হলো, আব্দুর রায্‌যাক ইবন হামাম ইবন নাফি। অলা-এর বর্ণনা মতে হিময়ায়ী। তিনি ইয়ামনের রাজধানী সানআ'-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি উবায়দুল্লাহ ইবন আমর (ইবন হাফস) 'আমরী থেকে অনেক কম এবং ইবন জুবায়জ, আওযায়ী এবং ছাওরী (র) থেকে অধিক

ইলম হাসিল করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহুয়া এবং ইয়াহইয়া ইবন মু'য়ীন তাঁর শাগরেদ ছিলেন। তিনি মুআম্মার (রা)-এর বিশিষ্ট শাগরিদদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সাত বছর তাঁর সোহবতে অতিবাহিত করেন। এ জন্য তিনি মুআম্মার (র) বর্ণিত হাদীস মুখস্থ রাখার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন। সিহাহ সিত্তাতে তার রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

হাফিয আব্দুর রাযযাক এবং তাশীয়ী

কেউ-ই হাফিয আবদুর রাযযাকের কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেনি। তবু সাধারণভাবে তাঁকে তাশীয়ী [আলী (রা)-এর ভক্ত শিয়া ভাবাপন্ন] বলা হয়ে থাকে। তিনি তাশীয়ী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বলতেন যে, আমার এরূপ সাহস নেই যে, আমি হযরত আলী (রা) কে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর উপর প্রাধান্য দেব। আমার অন্তর চায় না যে, আমি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলবো। কেননা, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা) থেকে তাওয়াতুর (লাগাতর) সূত্রে এরূপ বর্ণিত আছে যে, আমাকে এ দু'হযরতের উপর ফযীলত দেবে না। কাজেই, তাঁর এ বক্তব্যের সীমা অতিক্রম করলে, তাঁর প্রতি মহব্বত দেখানো হবে না। তিনি হিজরী ২১১ সনে, শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখে ইনতিকাল করেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং ৮৫ বছর জীবিত ছিলেন।

মুসান্নাফ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা

এ গ্রন্থের শুরু হয়েছে "কিতাবুত্ তাহারাত", (পবিত্রতার পরিচ্ছেদ) দিয়ে। এর প্রথম অধ্যায় হলো ঃ "যখন কেউ পায়খানায় প্রবেশ করবে, তখন সে কি বলবে। এ অধ্যায়ে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى حُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

"হুশায়ম ইবন বশীর, আব্দুল 'আযীয ইবন আবূ সুহায়ব, আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর, নাপাক ও খবীছ জিনদের থেকে।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ বকর এবং নাম ও নসব হলো, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবূ শায়বা ইব্রাহীম ইবন 'উছমান আল-আবাসী। এখানে মনে রাখা দরকার যে, হাদীস গ্রন্থে এরূপ তিনটি নাম আছে, যা পরস্পর মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এ তিনটির মধ্যে পার্থক্য করার পদ্ধতি হলো, যদি তিনি বসরার অধিবাসী হন, তবে তাঁর নামের শেষে হবে "আয়শী। আর যদি তিনি কূফার অধিবাসী হন, তবে তাঁর নামের শেষে হবে–"আব্সী। আর যদি তিনি সিরিয়ার অধিবাসী হন, তবে তাঁর নামের শেষে হবে–'আন্সী। আবূ বকর কূফার অধিবাসী ছিলেন। এ মুসান্নাফ ছাড়াও তাঁর একটি মাস্নাদ এবং অন্যান্য রচনাও রয়েছে। তিনি শুরায়ক ইবন 'আবদুল্লাহ–যিনি ছিলেন কূফার কাযী–আবূল আহ্ওয়াস, 'আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক, সুফইয়ান ইবন 'আয়নীয়া, জারীর ইবন আব্দুল হামীদ এবং এঁদের সমকালীন 'আলিমদের থেকে 'ইল্মে হাদীস শিক্ষা করেছিলেন। আবূ যারআ, ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন মাজা এবং অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেছিলেন। আবূ বকর হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রের চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

আবূ যার'আ রাযী বলেন ঃ আমাদের যামানায় চার ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো। তাঁদেরকে 'ইল্মে হাদীসের দিকপাল মনে করা হতো। তাদের প্রথম হলেন আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (রা)। তিনি হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন। দ্বিতীয় হলেন আহমদ ইবন হাম্বল (র)। তাকে ফিকাহ ও হাদীসের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী মনে করা হতো। তৃতীয় হলেন ইবন মু'য়ীন। অধিক হাদীস চয়ন করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। চতুর্থ হলেন আলী ইবন আল-মাদায়নী। তিনি হাদীসের দুর্বল হওয়ার কারণ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু পরস্পর আলাপ-আলোচনার সময় আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (রা) কে, তাঁর সমকালীন ব্যক্তিত্বদে মধ্যে অধিকতর 'হাফিয়ে-হাদীস' বলে মনে হতো। তারতীব ও তাহ্যীবের দিক দিয়ে এ গ্রন্থটি তার সমকালীন গ্রন্থকারদের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখে।

তিনি হিজরী ২৩৫ সনের মুহাররম মাসে ইনতিকাল করেন।

কিতাবুল্ আশ্রাফ ফি-সামায়িলিল্ খিলাফ্ লি-ইব্নিল মান্যার

এ গ্রন্থটি খুবই উপকারী। এ গ্রন্থে 'উলামাদের মতভেদ দলিলসহ উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসসমূহ এমন সুন্দর পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে ইজতিহাদ ও দলীল পেশ করা সহজ হয়। এ গ্রন্থের সূচনা এভাবে করা হয়েছে ঃ

ذِكْرُ فَرْضِ الطَّهَارَةِ اَوْجَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى الطَّهَارَةَ لِلصَّلٰوةِ
فِىْ كِتَابِهٖ فَقَالَ جَلَّ ثَنَاءُهٗ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى
الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْ

بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَجُنُبًا اِلاَّ عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَدَلَّتِ الاَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى وُجُوْبِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلٰوةِ وَاتَّفَقَ عُلَمَاءُ الاُمَّةَ عَلٰى اَنَّ الصَّلٰوةَ لاَ يَجُوْزُ اِلاَّبِهَا اِذَا وَجَدَ السَّبِيْلَ اِلَيْهَا ـ

"অযূর ফরযের বর্ণনা। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে সালাতের জন্য তাহারাত (পবিত্রতা)-কে ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ্‌র ইরশাদ ঃ ওহে যারা ইমাম এনেছ, যখন তোমরা সালাত আদায়ের ইরাদা করবে, তখন তোমাদের মুখমন্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত এবং পায়ের টাখ্‌নু পর্যন্ত ধুয়ে নেবে, আর তোমাদের মাথা মাসেহ্ করবে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ ওহে যারা ইমান এনেছ, তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তুমি যা বলছ, তা বুঝতে পার। আর না সে সময় পর্যন্ত, যখন অপবিত্র অবস্থায় থাকবে–গোসল না করা পর্যন্ত। তবে মুসাফির হলে স্বতন্ত্র ব্যাপার।

একইরূপে, প্রসিদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সালাতের জন্য অযূ ফরয হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। উম্মতের 'উলামাবৃন্দ এ কথার উপর একমত যে, অযূ ছাড়া সালাত আদায় হবে না, যখন কেউ অযূ করার সুযোগ পাবে। (তবে অযূ করার মত কিছু পাওয়া না গেলে স্বতন্ত্র ব্যাপার)।

রাভী ইবন সুলায়মান, 'আবদুল্লাহ ইবন ওহাব, সুলায়মান, কাছীর ইবন যায়দ, ওলীদ ইবন রাবাহ (রা), আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ অযূ ব্যতীত সালাত কবুল করেন না এবং গণীমতের মাল হতে চুরি করে যে সাদাকা দেওয়া হয় তা ও কবুল করেন না।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ বকর এবং নাম হলো মুহাম্মদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন সুমখির নিশাপুরী। বস্তুত আবূ বকর সম্মানিত হরমের প্রতিবেশী ছিলেন এবং সে বরকতময় স্থানে অবস্থান করে হাদীস শিক্ষায় মশগুল ছিলেন। এ জন্য তাঁকে 'শায়খুল-হরম'ও বলা হয়। তাঁর পূর্বে ইসলাম জগতে তাঁর মত আর কোন গ্রন্থ রচয়িতার সৃষ্টি হয়নি। এজন্য তাঁর গ্রন্থসমূহকে সে সময়ের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হতো। বক্ষ্যমান গ্রন্থটি তাঁর কিতাবসমূহের একটি। এ ছাড়া তাঁর মূল্যবান

কিতাব হলো কিতাবুল মাবসূত ফিকহ, কিতাবুল ইজমা', কিতাবুত তাফসীর এবং কিতাবুস্ সুনান। তাঁর সমস্ত রচনাই ইজতিহাদ ও তাহকীকের ফসল। 'ইল্‌মে ফিক্‌হ ও 'উলামাদের মতভেদের কারণ সম্পর্কীয় দলীলের বিষয়ে তিনি খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। শায়খ আবূ ইসহাক তাঁর তাবাকাতে তাঁকে শাফিয়ী মাযহাব ভুক্ত ফকীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এবং তাঁর ইজতিহাদের মাঝে অনেক মিল রয়েছে এবং তাঁর কিয়াস (ধারণা) অধিকাংশ সময় ইমাম শাফয়ী (রহঃ)-এর কিয়াসের অনুরূপই হতো। বাস্তব ব্যাপার এই যে, তিনি কারো অনুসারী ছিলেন না। শায়খ আবূ ইসহাক এরূপ উক্তিও করেছেন যে, সমস্ত 'আলিম, চাই তাঁরা তাঁর মাযহাবের অনুসারী হোন বা না হোন, ইবনুল্ মানযারের রচিত গ্রন্থাদি পদের প্রয়োজন হয়। কেননা, মাসআলা মাসায়িল বের করা ও ইজতিহাদের জন্য সেগুলো আইন-গ্রন্থ স্বরূপ। তিনি মুহাম্মদ ইবন মায়মুন, রাবী ইবন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল সায়িগ, মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্দুল হাকাম প্রমুখ সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ ছাড়া ও অন্যান্য বুযুর্গদের কাছ থেকে হাদীসের তালিম গ্রহণ করেন। তাঁর শাগরীদদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন 'আম্মার, মিয়াতী এবং আবূ বকর ইবন মাক্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণ হাদীসের ক্ষেত্রে দিকপাল স্বরূপ ছিলেন। তিনি হিজরী ৩১৮ সনে ইনতিকাল করেন।

সুনানে কুব্‌রা

এ গ্রন্থটি ইমাম বায়হাকী কর্তৃক রচিত। গ্রন্থটি 'মুখ্‌তাসার মায্‌নী' গ্রন্থের ষ্টাইলে রচিত। এ গ্রন্থে ২০২ টি অধ্যায় আছে। এর শেষ দিকে এরূপ উক্ত আছেঃ

أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ لِوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ هُوَا بْنُ هَاشِيْمٍ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ (وَعَنْ وَكِيْعٍ)

"উম্মুল ওলাদের ইদ্দতের বর্ণনা, যখন তার মনিব মারা যাবে, তখন সে কতদিন 'ইদ্দত পালন করবে।

আবূ 'আবদুল্লাহ, আবুল ওলীদ, মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন যুবায়র, 'আবদুল্লাহ ইবন হাশিম–ওকী হতে, তিনি মিসআর ও সুফইয়ান হতে, তিনি আব্দুল করীম হতে, তিনি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আর ইদ্দতের সময় সীমা হলো তিন মাস।

অপর পক্ষে ওকী হতে, তিনি সা'য়ীদ হতে, তিনি হাকাস হতে, তিনি ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তার ইদ্দতের সময় হলো তিন মাস। এছাড়া, 'আতা, তাউস, উমর ইবন আব্দুল আযীয এবং কিলাবা (রহঃ) থেকে এরূপ উক্ত আছে।

কিতাবু মা'রিফাতিস্ সুনান ওয়াল্ 'আছার'

এ গ্রন্থটিও ইমাম বায়হাকী কর্তৃক রচিত। 'উলামাবৃন্দ বলেছেন, এরূপ নামের অর্থ হলো, মারিফাতুশ শাফীয়ী বিস্-সুনান ওয়াল্ আছার।" এজন্য তাজুদ্দীন সাব্‌কী বলেন ঃ শাফয়ী মায্‌হাবের ফকীহদের জন্য গ্রন্থটি খুবই প্রয়োজনীয়। এ গ্রন্থ ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর নেই। গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত এবং সুনানে কুব্‌রা দশ খন্ডে সমাপ্ত। এই কিতাব অর্থাৎ মা'রিফাতুস্ সুনানে এ হাদীছটি উল্লেখ আছে।

اَخْبَرَنَا اَبُوعَبْدِ اللّٰهِ الْحَافِظُ قَالَ اَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَلِىِّ الْعَطَّارُ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سُئِلَ الشَّافِعِىُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَنِ الْقَدْرِ فَانْشَاءَ يَقُوْلُ -

অনুবাদ ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ হাফিয, যুবায়র ইবন 'আব্দুল্লাহ হাফিয, হামযা ইবন 'আলী 'আত্তার মিস্‌রী (র) রাবী 'ইবন সুলায়মান (র) বলেন, ইমাম শাফয়ী (রহঃ) কে তাক্‌দীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি এই কবিতাটি পাঠ করেন ঃ

اِذَ اشِئْتَ كَانَ وَاِنْ لَّمْ اَشَاءُ

وَمَا شِئْتُ اِنْ لَّمْ تَشَاءُ لَمْ يَكُنْ

ইয়া আল্লাহ! আপনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়, যদি ও তা আমি চাই না। আর আপনি যা চান না, তা হয় না, যদিও আমি তা চাই।

خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلٰى مَا عَلِمْتَ

فَفِى الْعِلْمِ يَجْرِى الْغِنٰى وَالْمِنَنْ

আপনি আপনার 'ইলম অনুযায়ী বান্দাদের পয়দা করেছেন। তাঁরই 'ইল্‌ম অনুযায়ী অমুখাপেক্ষিতা ও অনুগ্রহরাজি প্রবাহিত হয়ে থাকে।

عَلَى ذَا اَمْنَنْتَ وَهٰذَا اَذَلْتَ   وَهٰذَا اَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ

আপনি এর উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং ওকে অপমাণিত করেছেন। আর এ ব্যক্তির উপর সাহায্য করেছেন এবং ওকে সাহায্য করেন নি।

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيْدٌ
وَمِنْهُمْ قَبِيْحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ

বস্তুত তাদের কেউ কেউ বদ-বখ্‌ত এবং কেউ কেউ নেক্‌-বখ্‌ত। আবার তাদের মধ্যে কেউ অসুন্দর এবং কেউ সুন্দর।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ বকর এবং তাঁর নাম হলো–আহম্মদ ইবন হুসায়ন ইবন 'আলী ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মূসা। বায়হাকী শব্দটির সম্পর্ক বায়হাকের সাথে। বায়হাক হলো কয়েকটি গ্রামের নাম, যার পরস্পর সংলগ্ন এবং নিশাপুর হতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দূরত্বটি এরূপ, যেরূপ দিল্লী থেকে বারেহা ও হরিয়ানার দূরত্ব। এ অঞ্চলের সব-চাইতে বড় গ্রাম হলো খুস্‌রুজিরদ, যেখানে ইমাম বায়হাকীর কবর রয়েছে। তিনি হিজরী ৩৮৪ সনের শা'বান মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাকিম, আবূ তাহির ইব্‌ন ফুরাক, আবূ 'আলী রুযবারী সূফী এবং 'আব্দুল রহমান সাল্‌মী সূফী থেকে 'ইলম্‌ হাসিল করেন এবং বাগদাদ, খুরাসান, কূফা, হিজায এবং অন্যান্য ইসলামী শহর পরিভ্রমণ করেন।

ইমাম বায়হাকী সিহাহ্‌ সিত্তার কিছু অংশের খবর জানতেন না

ইমাম বায়হাকী যদি ও জ্ঞানের মহাসমুদ্র স্বরূপ ছিলেন; তথাপি তাঁর নিকট সুনানে নাসায়ী, জামি তিরমিযী এবং সুনানে ইবনে মাযা ছিল না। এই তিনটি গ্রন্থের হাদীস সম্পর্কে তিনি যথাযথ ওয়াকিফ্‌ হাল ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর ইল্‌মে খুবই বরকত দান করেছিলেন এবং তিনি খুবই বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে এমন সব "আজীব ধরনের গ্রন্থাদি মওজুদ আছে, যা তাঁর পূর্ববর্তী লোকদের থেকে প্রকাশ পায়নি। তাঁর সব চাইতে উত্তম গ্রন্থ হলো–"কিতাবুল আস্‌মা ওয়াস্‌ সিফাত।" গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। সুব্‌কী বলেন ঃ আমি এ গ্রন্থের ন্যায় উত্তম গ্রন্থ আর পাইনি। এভাবে, "দালায়িলুন নবুওয়াত" গ্রন্থটিও চারখন্ডে সমাপ্ত। "মানাকিবুশ্‌ শাফিয়ী এবং "কিতাবু দাওয়াতিল কবীর"

এক-এক খন্ডে সমাপ্ত। সুব্‌কী বলেন ঃ আমি শপথ করে বলতে পারি যে, দুনিয়াতে এ পাঁচটি গ্রন্থ অতুলনীয় এবং এ গুলোর সমকক্ষ কোন গ্রন্থ নেই। কিতাবুয-যুহ্‌দ, কিতাবুল বাআছ্ ওয়ান্ নুশূর এবং তারগীব্ ও তারহীব এক-এক খন্ডে সমাপ্ত। অবশ্য 'খিলাফিয়াত' গ্রন্থটি দুই খন্ডে সমাপ্ত।

আরবায়ীনে কুব্‌রা, আরবায়ীনে সুগ্‌রা, কিতাবুল আস্‌রার ছাড়াও তাঁর রচিত আরও বহু গ্রন্থ আছে। তাঁর সমস্ত রচনার পরিমাণ প্রায় এক হাজারের মত। তিনি খুবই খোদাভীরু ও স্বল্পেতুষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, যেরূপ উলামায়ে রাব্বানীনরা হয়ে থাকেন।

ইমাম শাফিয়ীর প্রতি ইমাম বায়হাকীর ইহ্‌সান

ইমামুল হারামায়ন তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ দুনিয়াতে বায়হাকী ছাড়া ইমাম শাফিয়ীর গর্দানে আর কারো ইহ্‌সান নেই। আর তা এজন্য যে, ইমাম বায়হাকী (রহঃ) তাঁর প্রণীত সমস্ত গ্রন্থে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মায্‌হাবের সমর্থন দিয়েছেন। যেজন্য তাঁর মায্‌হাবের প্রচার ও বিকাশ বহুগুণে বেড়ে যায়। তিনি ইমাম শাফী (রহঃ)-এর ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান রাখতেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে বিভিন্ন হাদীস সংগ্রহ করার অপূর্ব যোগ্যতা দান করেছিলেন। যখন তিনি "মারিফাতুস সুনান" গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ শুরু করেন, তখন নেককার লোকদের থেকে কেউ ইমাম শাফয়ীকে স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি কোন এক স্থানে উপস্থিত আছেন এবং এ কিতাবের কয়েকটি অংশ তাঁর হাতে রয়েছে এবং তিনি বলছেন ঃ আজ আমি ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর কিতাব থেকে সাতটি অধ্যায় পাঠ করেছি। অন্য একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ইমাম শাফয়ী (রহঃ) কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি জামি-মসজিদের একটি সিংহাসনে বসে আছেন এবং বলছেন ঃ আজ আমি বায়হাকী (রহঃ) থেকে বর্ণিত অমুক-অমুক হাদীস থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছি।

মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল আযীয মারুযী, যিনি বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন এরূপ স্বপ্ন দেখি যে, দুনিয়া থেকে একটা সিন্দুক আসমানের দিকে উড়ে যাচ্ছে এবং তার চারপাশে এরূপ নূর চমকাচ্ছে, যা চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটি কি জিনিস? তখন ফিরিশতারা বললো ঃ এটি ইমাম বায়হাকী (রহঃ)-এর প্রণীত গ্রন্থাবলীর সিন্দুক, যা আল্লাহর দরবারে, গৃহীত হয়েছে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ৪৫৮ হিজরীতে, দশই জমাদিউল উলা তারিখে নিশাপুরে ইনতিকাল করেন। তাঁকে কফিনে করে বায়হাকে আনা হয় এবং

খুস্রুজিরদ নামক স্থানে দাফন করা হয়। তিনি মাঝে মাঝে কবিতা রচনার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। নিম্নের পংক্তি কয়টি তাঁরই রচিত ঃ

مَنِ اعْتَزَّ بِالْبَوْلى فَذَاكَ جَلِيْلُ
وَمَنْ دَامَ عِزًّا عَنْ سِوَاهُ ذَلِيْلُ

অনুবাদ ঃ (ক) যাকে আল্লাহ্ 'ইয্যত দান করেন, সে-ই সম্মানিত। যদি কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে 'ইয্যত পাওয়ার চেষ্টা করে তবে সে অপমানিত হয়।

وَلَوْ انَّ نَفْسِى مُذْبَرَاُهَا مَلِيْكُهَا
مَضى عُمْرُهَا فِىْ سَجْدَةٍ لَقَلِيْلُ

(খ) আমার নাফ্স, যখন থেকে তার মালিক তাকে পয়দা করেছেন যদি সারা জীবন সিজদাতে কাটিয়ে দেয় তবু তার শুকূর আদায়ের জন্য তা হবে খুবই কম।

أُحِبُّ مُنَاجَاةَ الْحَبِيْبِ بِاَوْجُه
وَلكِنْ لِسَانُ الْمُذْنِبِيْنَ كَلِيْلُ

(গ) আমি কয়েকটি কারণে আমার হাবীবের (আল্লাহ্র) কাছে মুনাজাত করতে ভালবাসি, কিন্তু গুণাহগারদের যবান তো বন্ধ, অর্থাৎ তারা মুক, কথা বলতে পারে না।

শারহুস্ সুন্নাহ্ লিল্ বাগাভী

এ গ্রন্থের শুরুতে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّمَا الاَ عْمَالُ بِالنِّيَّات

অর্থাৎ সমস্ত আসল বা কাজ-কর্ম নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।

এ হাদীসটির রাভী হলেন হযরত 'উমর (র)। ইমাম বাগাভী (রহঃ)-এর বংশ পরম্পর অষ্টম বা দশম সিঁড়িতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সংগে মিশেছে।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ মুহাম্মদ এবং নাম হলো হুসায়ান ইবন মাস'উদ। তাঁকে ফাররা এবং ইবন ফাররাও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, তাঁর বাপ-দাদাদের কেউ পুস্তিন সেলাই করে বিক্রি করতেন। আরবী ভাষায় পুস্তিনকে

ফারদ বলা হয়। বাগূ ছিল তাঁর জন্মভূমি, তাই সে দিকে তাকে সম্পর্কিত করে বাগাভী বলা হয়। 'বাগূ এর মূল শব্দ হলো–বাগ্শূর, যা 'বাগকূর' এর মু'য়াব। এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহর, যা হিরাত ও মারভের মাঝখানে অবস্থিত। শব্দের শূর অংশ বাদ দিয়ে 'বাগূ' এর দিকে সম্পর্কিত করায় তা বাগাভী হয়েছে।

এটি দু'অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ। কিন্তু এর সাথে واو অক্ষরটি যুক্ত করায় শব্দটি তিন অক্ষর হয়ে গেছে। তিনি তিনটি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অতুলনীয় মুজাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফাকীহ। তিনি শাফিয়ী মাযহাবভুক্ত ছিলেন এবং সারা জীবন গ্রন্থ প্রণয়ন এবং হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হের পাঠদানের ব্যয় করেন। তিনি সব সময় অযূ অবস্থায় থেকে পড়াতেন। ফিক্হশাস্ত্রে তিনি কাযী হুসাইন ইবন মুহাম্মদের শিষ্য ছিলেন, যিনি ছিলেন শাফিয়ী মাযহাবের অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি। হাদীস শাস্ত্রে তিনি আবূল হাসান দাউদীর শিষ্য ছিলেন। যাঁর নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ। এ ছাড়াও তিনি ইয়াকূব ইবন আহমদ সায়রাফী, 'আলী ইবন ইউসূফ জাভিলী ও অন্যান্য নাম করা মুজাদ্দিসদের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি সারারাত নামাযে এবং সারাদিন রোযাতে অতিবাহিত করতেন। অল্পেতুষ্টির মধ্যেই তিনি নিজের জীবন যাপন করতেন। ইফ্তারের সময় শুক্নো রুটি দিয়ে ইফতার করতেন। লোকেরা যখন বারবার বললো, শুক্নো রুটি খেলে স্মরণশক্তি লোপ পাবে'। তখন তিনি তার তরকারী হিসেবে যায়তূনের তেল খাওয়া শুরু করেন। তিনি ৫১৬ হিজরিতে মায়ভও রাভ্ভুয শহরে ইনতিকাল করেন এবং তাঁর উস্তাদ কাযী হুসায়নের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মু'জামে ছালাছা-তাবারানী

এই মু'আজিমের একটি হলো ঃ কাবীর (বড়), দ্বিতীয়টি আওসাত (মাধ্যম) এবং তৃতীয়টি সাগীর (ছোট)। উল্লেখ্য যে, মুস্নাদে মু'আজিমে কাবীর গ্রন্থটি সাহাবীদের বর্ণনা ধারা মতে সাজানো হয়েছে। যেহেতু এরূপ মনে করা হয় যে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুসনাদাত আলাদাভাবে সংকলন করা হবে, সেজন্য তাঁর বর্ণিত কোন হাদীসের উল্লেখ এখানে করা হয়নি। কিন্তু তিনি এ সুযোগও পাননি। আর পেলেও সে গ্রন্থটি জনগণের কাছে প্রসিদ্ধিলাভ করেনি। মু'আজিম আওসাত গ্রন্থটি ছয়খন্ডে সমাপ্ত। যার প্রত্যেকটি খন্ড বিরাট এবং বিশাল আকারের। গ্রন্থটি শায়াখদের নামের ক্রমধারা অনুসারে রচিত। তাঁর শায়খ বা উস্তাদদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। তিনি তাঁর শায়খদের থেকে আশ্চর্য ধরনের যা কিছু শুনেছিলেন, তার সবই এ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি দারু-কুত্নীর কিতাবুল ইফ্রাদের সমান।

মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় ইফ্‌রাদ ও গারীব ঐ সব হাদীসকে বলা হয় যা তার শায়খ ছাড়া আর কারো কাছে ছিল না। তাবারানী ঐ কিতাব সম্পর্কে এরূপ বলতেন যে, "এটি আমার জীবন" এবং বাস্তবে ইলমে-হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অনন্য। কিন্তু হাদীসের মুহাক্কিক্ আলিমদের অভিমত হলো, এ গ্রন্থে অনেক 'মুনকির' (অগ্রহণযোগ্য) গরীব হাদীস আছে। এতে "গরীব-সহীহ" নামক একটি অধ্যায়ও রয়েছে। মু'আজিম সাগীর গ্রন্থটিও শায়াখদের নামের ক্রমধারায় রচিত এবং এ গ্রন্থে তিনি এমন সব শায়াখদের নামও উল্লেখ করেছেন, যাদের থেকে মাত্র একটি করে হাদীস সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি মু'আজিমে কাবীরের শেষে 'হালবুল্ আন্‌য্', (দুগ্ধ-দোহন) সম্পর্কে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنَ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى اسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ الْفَا يِشِى عَنْ بِنْتِ خَبَّابٍ قَالَتْ خَرَجَ اَبِىْ فِىْ غَزَاةٍ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا فَيَحْلِبُ عَنَزٌ اِلَّنَا وَكَانَ يَحلِبُهَا فِىْ جَفْنَةٍ فَتَمْتَلِئُ فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابُ كَانَ فَعَا دَحِلَابُهَا الاَوَّلُ -

"উবায়দ ইবন গান্নাম, আবূ বকর ইবন আবূ শায়ক, ওকী 'আ'মাশ, আবূ ইসহাক, আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ফায়িশী, বিনতে খাব্বাব (র) বলেন ঃ আমার পিতা, নবী (স.) এর জীবনকালে একটি জিহাদে যোগদান করেন। আমার পিতার অবর্তমানে রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের নিকট আসতেন এবং আমাদের বকরীর দুধ দোহন করে দিতেন। তিনি একটি কাঠের পাত্রে দুধ দোহন করতেন এবং তা দুধে ভরে যেত। পরিমাণ আগের মত হয়ে যায়, (অর্থাৎ বরকত নষ্ট হয়ে যায় এবং দুধের পরিমাণ কমে যায়)।

মু'আজিমে সাগীরের শেষে স্ত্রীলোকদের ফযীলত সম্পর্কে এ হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে ঃ

حَدَّثَنَا سَمَّانَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِيْنَ مُوْسٰى بِنْتِ الْوَضَّاحِ بْنِ حَسَّانِ الاَنْبَارِيَّةِ بِالاَنْبَارِ قَالَتْ حَدَّثَنَا ابِى مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ الدُّعَاءِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ مِنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ شِبْرًا طَوَّقَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ وَسَمِعْتُ صُلَيْحَةَ بِنْتَ اَبِى نَعِيْمِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ تَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ ـ

"সাম্‌মানা বিনতে মুহাম্মদ ইবন মূসা, আবূ মুহাম্মদ ইবন মূসা, মুহাম্মদ ইবন 'আকাবা সাদুসী, মুহাম্মাদ ইবন হুমরান, আতীয়াতুদ দুআ, হাকাম ইবন হারিছ সালামী (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের রাস্তা থেকে এক বিঘাত পরিমাণ যমীন নেবে, কিয়ামতের দিন সপ্তস্তর যমীন হার বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে।

আর আমি সুলায়হা বিনতে আবূ না'য়ীম আল ফযল ইবন দুকায়নকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার নিকট হতে শ্রবণ করেছি যে, "কুরআন আল্লাহর কালাম, তা মাখলুক (সৃষ্ট) নয়।"

তাবারানীর কুনিয়াত হলো আবুল কাসিম এবং নাম হলো সুলায়মান। আহমদ ইবন আইয়ূব ইবম মুতায়র কাখুমী হলেন তাবারানীর ছেলে। তিনি সিরিয়ার 'আক্কা শহরে হিজরী ২৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৭৩ সনে জ্ঞান আহরণ শুরু করেন। তিনি সিরিয়ার প্রায় শহর হারামায়ন শরীফায়ন, ইয়ামন, মিসর, বাগদাদ, কূফা বসরা, ইসফাহান, জাযীরা এবং ইসলামের অন্যান্য বিখ্যাত শহর ভ্রমণ করেন। তিনি 'আলী ইবন আব্দুল আযীয বাদাভী, বিশর ইবন মূসা, ইদরীস 'আতা, আবূ যুর'আ দামিশকী এবং তাঁদের সমকালীন জ্ঞানী গুণীদের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেন। তাবারানীর বুজর্গ পিতা তাকে হাদীস শিক্ষার জন্য খুবই উৎসাহিত করতেন এবং নিজে তাকে সঙ্গে নিয়ে এক শহর হতে অন্য শহরে সফর করতেন এবং উস্তাদদের নিকট পৌঁছে দিতেন। যে তিনটি মুআজিমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলি ছাড়াও তাঁর রচিত আরো অনেক গ্রন্থ আছে।

কিতাবুদ দু'আ লিত্-তাব্‌রানী

এ গ্রন্থের শুরুতে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থ হতে 'হাস্‌নে-হাসীন" গ্রন্থে লেখক হাদীসটি চয়ণ করে বর্ণনা করেছেন ঃ

قَالَ الْحَافِظُ اَبُو الْقَاسِمِ هَذَا كِتَابُ الْفْتُه جَامِعًا لاَدْعِيَةِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلىَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَرَّأَنِى عَلَيْهِ اِنِى رَأَيْتُ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ قَد تَمَسَّكُوْابِاَدْعِيَةٍ سَجْعٍ وَاَدْعِيَةٍ وُضِعَتْ عَلي عَدَدِالاَيَّامِ مِمَّا اَلَّفَهَا الْوَرَّاقُوْنَ لاَيُرْوِى عَنْ رَّسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِه رَضِيَ اللّهُ تَعَالى عَنْهُمْ وَلاَ عَنْ اَحَدٍ مِّن التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاحِسَانٍ مَّعَ مَارُوِى عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنَ الْكَرَاهضعِ لِلتَّجْعِ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّعَدِي فِيْهِ فَالَّفْتُ هذَا الْكِتَابَ بِالاَسَانِيْدِ الْمَاثُوْرَةِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وبَدَاْتُ بِفَضَائِلِ الدُّعَاءِ وَادَابِه ثُمَّ رَتَّبْتُ ابوابَه عَلَى الاحْوَالِ الَّتِي كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْا فِيْهَا فَجَعَلْتُ كُلَّ دُعَاءٍ فِى مَوْضُوْعِه يَسْتَعْمِلُهُ السَّامِعُ لَهُ وَمَنْ بَلَّغَه عَلى مَارَ تَبْنَاه اِنْشَاءَ اللّهُ تَعَالى -

"হাফিয আবুল কাসিম বলেন, আমি এই গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সমস্ত দু'আ একত্রিত করেছি। কেননা, আমি অনেক লোককে দেখেছি, যারা এমন ভাবে দু'আ করেন, যা ছন্দোবদ্ধভাবে রচিত। বস্তুত এমন দু'আ, যা দিনরাতের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, তা অনেক রক্তা তাহ্‌কীক না করে একত্রিত করেছেন, অথচ সেগুলো না রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণিত, না সাহাবায়েকিরাম থেকে এমনকি তাবেয়ীন থেকে ও নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তোমরা দু'আর মধ্যে ছন্দের মিলের জন্য বাড়াবাড়ি করবে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বক্তব্য আমার মধ্যে এমনি এক প্রেরণার সৃষ্টি করে, যা আমাকে এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্বুদ্ধ করে। এতে এমন সনদ থাকবে, যা রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণিত বলে

প্রমাণিত করবে। আমি এ গ্রন্থের সূচনা করেছি "দু'আর ফযীলত এবং এর আদব" অধ্যায় দিয়ে। আর রাসূলুল্লাহ (স.) যে অবস্থায় এবং এর "আদব" অধ্যায় দিয়ে। আর রাসূলুল্লাহ (স.) যে অবস্থায় যেরূপ দু'আ করতেন তার জন্য আলাদাভাবে অধ্যায় করে সেখানে দু'আগুলো সন্নিবেশিত করেছি। আর প্রত্যেক দু'আ তার নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করেছি, যাতে যে ব্যক্তি এ দু'আ শুনবে, বা যার কাছে এ দু'আ পৌঁছবে, সে নিয়মমত আল্লাহপ্রদত্ত তৌফিক অনুযায়ী এ গুলো প্রয়োগ করবে।

যেমন একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ (আল্লাহর বানী) তোমরা আমার নিকট দু'আ কর। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। যারা আমার ইবাদত করা হতে অহঙ্কার করে, তারা অচিরেই জাহান্নামে দাখিল হবে।

অতঃপর একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে ঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ذَرِّبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (الْهَمْدَانِىِّ) الْمَرعِ حَبِىٍّ عَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ هِىَ الدُّعَاءُ ثُمَّ قَرَأَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ الخ -

"আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন সায়ীদ ইবন মারইয়াম, মুহাম্মদ ইবন ইউসূফ ফিরয়াবী। অন্য বর্ণনায়ঃ 'আলী ইবন আব্দুল আযীয, আবূ হুযায়ফা, সুফইয়ান, মানসূর, যার ইবন 'আবদুল্লাহ মুরহাবী, য়ুসাঈআল হায্রামী, নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ ইবাদত-ই হলো দু'আ। এর স্বপক্ষে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ الخ

অর্থাৎ "তোমরা আমার নিকট দুআ কর, আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।

গ্রন্থটি খুবই বড় ধরনের। কিতবুল মাসালিক, কিতাবু ইশরাতুল নিসা এবং কিতাবু দালায়েলুন-নুবুওয়াত গ্রন্থগুলোও তাঁরই রচিত। তিনি তাফসীর শাস্ত্রে ও একটি বড় কিতাব রচনা করেন। এছাড়াও তিনি আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, যা

সে যুগে দুষ্প্রাপ্য ছিল। হাফিয ইয়াহ্ইয়া ইবন মান্দা এসব গ্রন্থের কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানী হাদীসের ‘ইলম শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। তিনি দীর্ঘ তিরিশ বছর তাঁর জীবনের আরামকে হারাম করে চাটাইয়ের উপর শয়ন করেন। উস্তাদ ইবন আমীদ, যিনি প্রসিদ্ধ দায়ালিমী উযীর ছিলেন এবং আরবী পদ্য-সাহিত্য ও লুগাতে যার অসাধারণ জ্ঞান ছিল, তিনি তাবারানীর শিষ্য ছিলেন। এছাড়া ইবশ উববাদ, যিনি দায়ালিমীর অন্যতম উযীর ছিলেন, তিনি ও তাবারানীর শিষ্য ছিলেন।

তাব্‌রানী ও জি‘আবীর মধ্যে হাদীসের আলোচনা

ইবন ‘আমীদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমার ধারণা ছিল যে, দুনিয়াতে ওযারতির চাইতে বড় আর কোন পদমর্যাদা নেই। আমি এর মধ্যে দুনিয়ার যে মজা পাই তা অন্য কিছুর মধ্যে পায়নি। আর এর কারণ এই ছিল যে, এ সময় আমি ছিলাম সব মানুষের ঠাঁই স্বরূপ। বিভিন্ন ধরনের লোকেরা আমাকে তাদের আশ্রয়স্থল বলে মনে করতো। আমি সব সময় আত্মগরিমায় লিপ্ত থাকতাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার সামনে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বকর জি আবী ও আবুল কাসিম তাব্‌রানীর মধ্যে হাদীসের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় কখনো তাব্‌রানী তাঁর অসংখ্য হাদীস মুখস্থ থাকার কারণে জিআবীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করছিলেন, আবার কখনো জিআবী তাঁর মেধা ও প্রতিভার কারণে তাবারানীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করছিলেন। দুপক্ষের লোকজন এ আলোচনায় মুগ্ধ হয় এবং আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে, তখন আবূ বকর জিআবী বলেন ঃ

حَدَّ ثَنَا اَبُوْخَلِيْفَةَ قَالَ حَدَّ ثَنَا وسَلَيْمَا اِبْنَ اَيُّوْبَ

অর্থাৎ আবূ খালীফা সুলায়মান ইবন আইয়্যুব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন- তখন আবুল কাসিম তাবারানী বলেন ঃ আমিই হলাম সুলায়মান ইবন আইয়্যুব এবং আবূ” খালীফা আমারই ছাত্র এবং সে আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। কাজেই তোমার উচিত, এ হাদীসের সনদ আমার থেকে হাসিল করা, যাতে তোমার বর্ণিত হাদীস উঁচু সনদ যুক্ত হয়। ইবন ‘আমীদ বলেন, একথা শোনার পর আবূ বকর জি‘আবী লজ্জায় মাথা নীচু করেন। এ সময় তিনি যে লজ্জা পান, এরূপ লজ্জা দুনিয়াতে সম্ভবত আর কেউ পায়নি। এ সময় আমি মনে মনে বলছিলাম, আমি যদি তাবারানী হতাম এবং বিজয়ের যে স্বাদ তাবারানী পেয়েছে তা যদি লাভ করতে পারতাম। কেননা, আমি উজির হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের মর্যাদা লাভ করতে পারিনি। গ্রন্থকার বলেন ঃ ইবন ‘আমীদের এরূপ আকাংখার কারণ ছিল তাঁর রিয়াসাত এবং

ওয়ারত। কেননা, হকপন্থী আলিমরা এরূপ বিজয়ে কখনো আমিরিতা প্রকাশ করেন না এবং খুশীতে উদ্বেলিত হন না। কিন্তু প্রবাদ আছে, 'সকল মানুষ অন্যকে নিজের মত মনে করে।' বস্তুত তাবারানী 'ইল্‌মে হাদীসে বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন এবং অধিক হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন।

আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মানসুর সিরাজী বলেন, আমি তাবারানী থেকে তিন লাখ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। যিন্দীক অর্থাৎ কারামাতিয়া ইসমাঈলিয়া ফিরকা, যারা সে সময় আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শত্রু ছিল, তারা ইমাম তাবারানীর উপর তাঁর শেষ বয়সে এজন্য যাদু করে যে, তিনি হাদীসের দ্বারা তাদের মাযহাবকে রদ করতেন। যাদু করার কারণে তিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি হিজরী ৩৬০ সনের জিলক্বদ মাসে ইনতিকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ান হাফিয আবূ নায়ীম ইসপাহানী, যিনি হুলিয়াতুল আওলীয়ার লেখক। তিনি এক শ বছর দু'মাস হায়াত লাভ করেন।

মু'জামে ইসমাঈলী

সহীহ ইসমাঈলী গ্রন্থে, যা বুখারীর মুস্তাখ্‌রাজ, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন তাঁর মু'আজাম সম্পর্কে কিছু লেখা হচ্ছে, যাতে তঁর রচিত গ্রন্থের অবস্থা স্পষ্টরূপে জানা যায়। তিনি বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلاَلِهِ وَكَمَا يَقْتَضِيْهِ تَتَابُعُ نِعَمِهِ وَاَفْضَالِهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَالرِّسَالَةِ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ فَانِّىْ اِسْتَخَرْتُ اللّٰهَ تَعَالَى فِي حَصْرِ اَسَامِي شُيُوْخِي الَّذِيْنَ سَمِعْتُ عَنْهُمْ وَكَتَبْتُ عَنْهُمْ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْحَدِيْثَ وَتَخْرِيْجِهَا عَلَى الْحُرُوْفِ الْمُعْجَمَةِ لِيَسْهَلَ عَلَى الطَّالِبِ تَنَاوُلُهُ وَلِيَرْجِعَ اِلَيْهِ فِيْ اِسْمٍ اَنْ الْتَبَسَ اَوْ اَشْكَلَ وَالاِقْتِصَارِ مِنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حَدِيْثٍ وَاحِدٍ يَسْتَغْرِبُ اَوْ يُسْتَفَادُ اَوْ يُسْتَحْسَنُ لَهُ وَحِكَايَةً لِيَتَضَافَ اِلَى مَا اَرَدْتُ مِنْ (ذٰلِكَ) جَمْعُ اَحَادِيْثٍ تَكُوْنُ فَوَائِدُ فِيْ نَفْسِهَا وَاُبَيِّنُ حَالَ مَنْ ذُمِّمَتْ طَرِيْقُهُ

فِى الْحَدِيْث بِظُهُوْرِ كِذْبِه اَوْ اِتِّهَامه بِه اَوْ خُرُوْجِه عَنْ جُمْلَة اَهْلِ الْحَدِيْث لِلجَهْلِ بِه وَالذهَاب عَنْهُ فَمَنْ كَانَ عِنْدِىْ مِنْهُمْ ظَاهِرَ الحَالِ كَمْ تحرجْهُ فِيْمَا صَنَّفْتُ مِنْ حَدِيْثِىْ وَاَثْبتُ اَسَامِى مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ فِى صَغرِىْ اَمْلاَهُ بِخَفِىْ سَنَةَ ثَلاَث وَثَمَانِيْنَ وَمِأتَيْنِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ اِبْنُ سِتِ سِنِيْنَ فَضَبَطُهُ ضَبْطَ مَثَلِىْ مَنْ يُدْرِكُهُ الْمُتَامِّلُ لَه مِنْ خَطِىْ ذلِكَ عَلى اَنِىْ لَمْ اَخْرُجْ مِنْ هذِه البَابَةِ شَيْئًا فِيْمَا صَنَّفْتُ مِنَ السُّنَنِ وَاَحَادِيْث الشُّيُوْخِ وَاللّهُ اَسَالُ التَّوْفِيْقَ لاِسْتِتْمَامِه فِىْ خَيْرٍ وَّ عَافِيَةٍ وَاَنْ يَنْفَعَنِيْ بِه وَغَيْرِى وَ افْتَتَحْتُ ذلِكَ بِاَحْدَ لِيَكُوْنَ مَفْتَحْد بِاسمِ النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ تَيَمُّنًا بِه وَلِيَصِحَّ لِى بِه الابْتِدَاءُ بِالاَلِف مِنَ الْحُرُوف المُعجِمَة وَاذَا كَانَ مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ يَرْجِعَانِ اِلى اِسْمٍ وَاحِدٍ فَاِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فِىْ كِتَابِه فِىْ بَشَارَةِ عِيْسى وَمُبَشِرًا بِرَسُوْلٍ يَاتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُه اَحْمَدُ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّهِ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلا رَسُولٌ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اِنَّ لِى اَسْمَاءَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَقَدْ كَانَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ نَاجِيَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيْد بْنِ السَّرِىُّ فَاقُوْلُ مُحَمَّدٌ اَيُّهَا الشَّيْخُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَاحِدٌ وَابْتَدَأتُ بِهَذَا الْجَمْعِ فِىْ الْجُمَادَى الاُوْلى مِنْ سَنَةِ اِحْدى وَسِتِيْنَ وَثَلاثٍ مَائَةٍ عَصَمَنَا اللّهُ مِنَ الذَّلَلِ فِى القَوْلِ وَالْعَمَل -

আল্লাহর জন্য সব ধরনের প্রশংসা, যিনি তার সম্পূর্ণ যোগ্য। আর যিনি তাঁর মেহেরবানী ও রহমত সদা-সর্বদা প্রত্যাশা করেন, সেই নবীয়ে রহমত মুহাম্মদ (স.)-

এর উপর আল্লাহ্র রহ্মত সদা-সর্বদা নাযিল হোক। আর তাঁর আওলাদের উপরও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আল্লাহ পাকের নিকট এই সব শায়েখদের নামের উপর এবং তাঁদের তাখরীজের উপর ইস্তখারা করি, যাদের নিকট হতে আমি হাদীস শুনি, লিখি এবং শোনাইও। আর এ গ্রন্থ সংকলনে আমি আরবী বর্ণমালার ক্রমধারা এজন্য গ্রহণ করেছি, যাতে পাঠকরা সহজে তা আয়ত্ত্ব করতে পারে। আর যদি কোন নামের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ হয়, তবে তা সহজে নিরসন করতে পারে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তি হতে কেবলমাত্র একটি করে হাদীস নিয়েছি, যাকে গরীব "মনে করা হয়, অথবা যা থেকে কোনরূপ নতুন কায়দা হাসিল হয় অথবা তা উত্তম মনে হয়। অথবা তার কোন কিস্সা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি, যাতে আমি যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করতে চেয়েছি, তাদের সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তিদের প্রসংগও আলোচিত হবে, যাতে কিছু ফায়দা আছে। আমি যার হাদীস বর্ণনার নিয়মকে খারাপ মনে করেছি, চাই তা তার মিথ্যা বলার কারণে হোক, আর অভিযুক্ত হওয়ার কারণে হোক, মুহাদ্দিসীনদের দল থেকে তার বহিষ্কৃত হওয়ার কারণে হোক, বা তার বৃদ্ধ হওয়ার কারণে হোক, তাদের হাদীস আমার সংকলনে গ্রহণ করিনি। হিজরী ২৮৩ সনে, যখন আমার বয়স ছিল মাত্র দু বছর, এ সময় আমি যাদের থেকে হাদীস শুনে লিখেছিলাম, আমি তাদের নাম ও এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। আর আমি তাদের নামও মনে রেখেছি, যারা আমার মত অল্প বয়সে হাদীস বর্ণনা করেছে। আর তারা হলেন ঐ সব ব্যক্তি, যাদেরকে আমার এ চিঠির প্রতি লক্ষ্যকারী ব্যক্তি চিনতে পারে। এছাড়া আমি যে সমস্ত কিতাব হাদীসের মাশায়েখদের থেকে রচনা করেছি, তাদের কিছুই আমি এখানে উল্লেখ করিনি।

আমি আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাশা করি, তিনি যেন সুষ্ঠভাবে এ কিতাব রচনার কাজ শেষ করার তাওফীক দেন এবং আমাকে অন্যকেও এর উপকার প্রদান করেন।

আমি তিনটি কারণে এই কিতাবটি "আহমদ" নাম দিয়ে শুরু করেছি। প্রথমতঃ যাতে গ্রন্থের শুরু হয় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর "আহমদ" নাম দিয়ে, যা পূর্ণ বরকতময়। দ্বিতীয়তঃ আরবী ভাষার প্রথম বর্ণ "আলিফ" দিয়ে আমার কাজ শুরু করার জন্য। তৃতীয়তঃ মুহাম্মদ (স.) ও আহমদ (স.) একই নাম ও ব্যক্তিত্ব। বস্তুত আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ

অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। এভাবে ঈসা (আ.) এর বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লেখ আছে ঃ

ومبشر ابرسول يا تى من بعد ى اسمه احمد

অর্থাৎ আমি সুসংবাদাতা এমন রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন এবং তাঁর নাম হলো আহমদ (স.)। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার কয়েকটি নাম। আমি মুহাম্মদ (স.) এবং আমি আহমদ (স.)। আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন নাজীয়া বলতেন ঃ

حد ثنا احمد ابن الوليد السرى

অর্থাৎ আহমদ ইবন ওলীদ সারী (র) বলেন।

আমি তাকে বলতাম ঃ হে শায়খ! মুহাম্মদ বল। তখন তিনি বলতেন ঃ মুহাম্মদ এবং আহমদ একই ব্যক্তি। আমি এ গ্রন্থের রচনা কাজ শুরু করি হিজরী ২৬১ সনের জমাদিউল উলা মাসে। আল্লাহ আমাকে কথা ও কাজের ভুলক্রটি হতে হি-ফাযত করুন! আমীন!!

'মুহাদ্দিসীন' অধ্যায়ে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন সালিহ ইবন শুআয়েব নামাযের অধীনে এরূপ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে বর্ণিত সনদটি তাঁর উৎকৃষ্ট সনদসমূহের অন্য-তম যে কারণে এখানে এটি বর্ণনা করা হলো ঃ

ইবনে সালিহ ইবন শুআয়েব, নসর ইবন আলী, ইয়াযীদ ইবন হারুণ (র) থেকে 'আসিম আহ্ওয়াল বর্ণনা করেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিক (রা) এর নিকট, তাঁর মৃত পুত্রের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলি, "হে আবু হামযা, আমি তার জন্য জান্নাতের প্রত্যাশা করি।" তখন তিনি জবাবে বলেন, 'আমি এর চাইতেও উত্তম কথা রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে শুনেছি।' তিনি বলেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্য মৃত্যু হলো কাফ্ফারা স্বরূপ।

কিতাবুয্ যুহ্দ ওয়ার রাকায়িক ঃ ইব্নুল মুবারক

এ গ্রন্থটি 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক কর্তৃক রচিত। এই নামে যে গ্রন্থটি আজ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত, তা তিনি চয়ন করেন। হাফিয যিয়াউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান সূফী যারারী গ্রন্থটি সর্ব প্রথমে রচনা করেন, যা সর্ব সাধারনের নিকট গ্রহণীয় ছিল। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থটি হুসায়ন ইবন মারুযীর বর্ণনা থেকে প্রচারিত এবং খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁর নিকট থেকে তাঁরই ছাত্র আবূ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া মুহাম্মদ ইবন সায়িদ বর্ণনা করেন। এখানে অনেক বাহুল্য বর্ণনা আছে। বাহুল্য বর্ণনার মধ্যে

সেগুলোও, যা মারুয়ী-ইবন মুবারক ব্যতীত অন্যদের থেকে ও বর্ণনা করেছেন; আর কিছু ইবন সায়িদ তার শায়েখদের থেকে বর্ণনা করেছেন। যা হোক, এটি হলো- কিতাবুয্ যুহ্দ ওয়ার রাকায়িকের নির্বাচিত খণ্ড, যা ইজাযত ও শ্রবণের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ। এর প্রথম হাদীস হলো ঃ

قَالَ الاِمَامُ الْجَلِيْلُ الْحَافِظُ اَبُوعَبْدِى الرَّحْمنِ عَبْدُ اللّهِ بْن الْمُبَارَكِ الْخَنْظِلِىُّ الْمَرْوَزِىُّ اَخْبَرَنَا يُوْنُس عَنِ الزُّهْرِى قَالَ اَخْبَرَنَا السَّائِبُ بْنُ يُزِيْدَآنَّ شُرَيْخَا الْحَضْرَمِىْ قَالَ اَخَبَرَ نَا السَّائِبُ بْنُ يُزِيْدَانَّ شُرَيْخَا الْحَضْرَمِىْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ لاَ يَتَوَ شَدُ الْقُرْان ـ

"সম্মানিত ইমাম হাফিয আবূ আব্দুর রহমান 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক হানযালী, ইউনুস, যুহ্রী, সায়িব ইবন য়াযীদ (র) বলেন ঃ একদা শুরায়হা হাযরামী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সামনে আলোচনা হলে, তিনি (স.) বলেন, "তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি কুরআনে ঠেস দিতেন না।"

গ্রন্থকার বলেন ঃ এ বাক্যটির অর্থ নিয়ে হাদীসের আলিমদের মধ্যে খুবই মতানৈক্য রয়েছে। আমি আমার শায়খ থেকে যা কিছু শুনেছি এবং আমার যা মনে আছে, তা হলো ঃ ঘুমাবার সময় বালিশ হিসেবে মাথায় দেওয়া। এর উদ্দেশ্য হলো, স্মরণ শক্তি যেহেতু মাথায় থাকে। আর সংরক্ষিত কুরআন হলো বালিশের মত, যা মাথার নীচে থাকে। কাজেই, মানুষের জন্য উচিত নয় যে, তাহাজ্জুদের নামায ছেড়ে দেয় এবং কুরআনকে বালিশের মত বানিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

যদিও ইরমুল মুবারক, যার প্রশংসা এখানে করা হচ্ছে, চারজন ইমামের চাইতেও শ্রেষ্ঠ এবং এর কারণ এই যে, এ সমস্ত বুযুর্গদের অবস্থা বর্ণনা করার সময় পাশ কাটানো হয়েছে। কিন্তু ইব্নুল মুবারকের মাযহাব, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব সত্ত্বেও লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং তার অনুসরণকারীদের মধ্যেও অবশিষ্ট নেই, যিনি তাঁর সম্পর্কে লোকদের জানানোর জন্য কিছু লিপিবদ্ধ করবে।

তাঁর নাম হলো আব্দুল্লাহ ইব্নুল মুবারক ইবন অজিহ হানযালী এবং কুনিয়াত হলো আবু আব্দুর রহমান। তিনি মারূযের অধিবাসী ছিলেন, যে জন্য তাঁকে মারূযী বলা হয়ে থাকে।

ইমাম ইব্‌নুল মুবারকের পিতার আমানতদারী ও সততা

তাঁর সম্মানিত পিতা ছিলেন হারান শহরের একজন তূর্কী ব্যবসায়ীর গোলাম। আর ঐ ব্যবসায়ী ছিলেন হানযালা গোত্রের লোক, যা তামীম গোত্রের একটি শাখা। তারিখে আমিরীতে উল্লেখ আছে ঃ তাঁর পিতা মুবারক খুবই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মালিক তাঁকে, আপন বাগানের পাহারাদার নিযুক্ত করেন। একদিন তিনি তাকে বলেন ঃ হে মুবারক, বাগান হতে একটি কটু আনার নিয়ে এসো। সে বাগান থেকে যে আনার আনলো, তা ছিল খুবই মিষ্টি। মালিক বললো ঃ আমি তো তোমাকে একটা কটু আনার আনবার জন্য বলেছিলাম। মুবারক জবাবে বললো ঃ আমি কেমন করে জানব যে, কোন বৃক্ষের আনার কটু এবং কোনটির আনার মিষ্টি। যে ব্যক্তি এর ফল খেয়েছে, কেবল সে-ই বলতে পারে কোনটির স্বাদ কেমন।

মালিক জিজ্ঞাসা করলো ঃ তুমি এতদিনে কোন আনার-ই খাওনি ? জবাবে মুবারক বললো ঃ আপনি তো আমাকে এ বাগানের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন, ফল খাবার এবং স্বাদ গ্রহণের অনুমতি তো দেননি। আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি কেবল সেটাই পালন করি। মালিক তাঁর বিশ্বস্থতা ও আমানত দারীতে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ তুমি তো আমার দরবারে থাকার যোগ্য। অতঃপর বাগান দেখা শোনার ভার অন্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়। একদিন মালিক তার যুবতী কন্যার বিবাহের ব্যাপারে মুবারকের সংগে পরামর্শ করলে, সে বলে ঃ জাহিলিয়া যুগে আরবরা তাদের মেয়ের বিয়ে বংশ মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে দিত। য়াহুদীরা অর্থ গৃধু। খ্রীষ্টানরা সোন্দর্যের পাগল। কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলাম দীনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ চারটি বিষয়ের যেটি আপনি পছন্দ করেন, সেটা করুন। মালিক তার এ বুদ্ধি দৃপ্ত কথায় মুগ্ধ হয়। ঘরে ফিরে গিয়ে এ পরামর্শের কথা সে তার স্ত্রীর নিকট বর্ণনা করে এবং বলে ঃ আমার মন চায়, আমি আমার মেয়ের বিবাহ মুবারকের সঙ্গে দেই। যদিও সে গোলাম, তবে তাক্‌ওয়া, পরহেযগারী এবং দীনদারীর দিক দিয়ে সে এ যুগের সর্দার। মেয়ের মাও এ প্রস্তাবে রাযী হয়। ফলে, শেষ পর্যন্ত, তাদের মেয়ের বিবাহ মুবারকের সাথেই হয়। এই মেয়ের গর্ভজাত সন্তান হলেন আবদুল্লাহ। এই ব্যবসায়ীর উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি বহু ধন-সম্পদ লাভ করেন। 'আবদুল্লাহ হিজরী ১১৮ বা ১১৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইমাম ইব্‌নুল মুবারকের ইবাদত

'আবদুল্লাহ্‌র সমস্ত জীবন সফরে অতিবাহিত হয়। তিনি কখনো হজ্জের জন্য যেতেন, আবার কখনো ব্যবসা ও জিহাদের জন্য বের হতেন। এভাবেই তিনি মুস-

লিম দেশ সমূহে পরিভ্রমণ করতে থাকতেন। তিনি ইমাম মালিক, সুফইয়ান ছাত্তরী, সুফইয়ান ইবন উয়ায়না, হিশাম ইবন উরওয়া, আসিম আহওয়াল, সুলায়মান তায়মী, হামিদ তাবীল, খালিদ হাযা প্রমুখ তাবে তাবিঈন উলামাদের নিকট হতে হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন। শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবন মাহদী, ইয়াহইয়া ইবন মুয়ীন, আবূ শায়বার পুত্র আবূ বকর ও 'উসমান, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহঃ) এবং হাসান ইবন আরাফা হলেন তাঁর শাগরিদ। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুফইয়ান ছাওরী (রহঃ), যিনি তাঁর অন্যতম শায়খ তিনি ও তার থেকে অনেক ইলম হাসিল করেন। সুফইয়ান ছাওরী (রহঃ) এর এত বড় মর্যাদা প্রাপ্তি সত্ত্বে ও তিনি বলতেন ঃ আমি অনেক চেষ্টা করেছি, যাতে একটা বছরের দিন-রাত ইবন মুবারকের অনুসরণে কাটাব, কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তিনি কখনো কখনো এরূপ বলতেন ঃ হায়, যদি আমার সমস্ত জীবন ইবন মুবারকের তিন দিন, তিন রাতের মত হতো! হক তা'আলা ইবন মুবারককে এরূপ মর্যাদা দান করেছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ বুযুর্গরা তাঁর মুহব্বতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতেন। জাহারী, যিনি হাদীসের প্রসিদ্ধ শায়েখ এবং বুযুর্গ ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমি ষষ্ঠ স্তরে ইবনুল মুবারক পর্যন্ত পৌঁছেছি এবং এটি উঁচু স্তরের সনদ প্রাপ্তি। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَاللّهِ انّى لاُحِبُّه لِلّهِ وَاَرْجُو الْخَيْرَ بِحُبّه لِمَا مَنَحَهُ مِنَ التَّقْوى وَالْعِبَادَةِ وَالاِخْلاَصِ وَالجِهَادِ وَسِعَةِ الْعِلْمِ وَالاِتْقَانِ الْمُوَاسَاةِ وَالْفُتُوَّةِ وَالصِّفَاتِ الْحَمِيْدَةِ -

আল্লাহর শপথ, আমি ইবনুল মুবারককে আল্লাহর মুহাব্বতের কারণে ভালবাসি এবং তাঁকে ভালবাসার জন্য আমি উত্তম ব্যবহারের প্রত্যাশা করি। কেননা, তিনি তাকাওয়া, 'ইবাদত, জিহাদ, 'ইলমের প্রশস্ততা, দীনের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ, অন্যের দুঃখ-কষ্ট মোচন, সাহসিকতা ইত্যাদি সদগুণে বিভুষিত ছিলেন।

সিহাহ্ সিত্তার অন্যতম শায়খ, কুতায়বা ইবন সা'য়ীদ বাগ্লানী বলেন ঃ আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম হলেন ইবনুল মুবারক এবং তাঁর পর হলেন আহমদ ইবন হাম্বল (রহঃ)। নির্ভর যোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একবার বুযুর্গদের একটি দল এক স্থানে সমবেত হন এবং 'ইল্মে ফিক্হ, আদব, নুহু, লুগাত, যুহ্দ, কবিতা আবৃত্তি, ফাসাহত, শব-বিদারী, তাহাজ্জুদ গুযারী, হাজ্জ, জিহাদ, ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হওয়া, ফায়দা নেই এমন সব কথা পরিহার করা, ইনসাফের

অনুসরণ করা, বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা, তাদের সঙ্গে বিরোধ পরিহার করা-এসব সদগুণের অধিকারী হিসেবে, সে যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে মেনে নেন।

ইবনুল মুবারক বলতেন ঃ আমি চার হাযার শায়খ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এক হাযার রাবীর বরাতে তা বর্ণনা করি। 'আলী ইবন হাসান শাকীক বলেন ঃ একদা আমি ইবনুল মুবারকের সংগে ঈশার নামায আদায় করে বাইরে আসি। ইবনুল মুবারক তাঁর ঘরে যেতে চাইলেন। রাতটি ছিল খুবই শীতের। যখন আমরা মসজিদের দরজার কাছে এলাম, তখন আমি তাঁর কাছে একা হাদীসের উল্লেখ করলাম। এরপর তিনি তার জবাব দেওয়া শুরু করলেন এবং সেখানে দাঁড়ান অবস্থায় ভোর হয়ে গেল এবং মুয়াযিযন এসে ফজরের আযান দিল।

ফযায়ল ইবন 'আইযায তো ইবনুল মুবারক সম্পর্কে এরূপ বলতেন ঃ এই ঘরের প্রভুর শপথ! আমার দু'চোখ ইবনুল মুবারকের মত আর কোন ব্যক্তিত্বকে দেখেনি। একদিন কিছু লোক ইবনুল মুবারকের কাছে হাদীসের 'ইলম শেখার জন্য আসে এবং বলে ঃ হে প্রাচ্যের আলিম। আপনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করুন। এ সময় সুফইয়ান ছাওরী (রহঃ) সেখানে ছিলেন এবং তিনি বলেন ঃ তোমাদের জন্য আফসোস! ইনিতো পূর্ব-পশ্চিম এবং এর মাঝে যা আছে, সব কিছুরই আ-লিম। যদি তোমরা জানতে !

ইব্‌নুল মুবারকের রিক্‌কা শহরে প্রবেশ এবং সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার বিবরণ

একদিন ইবনুল মুবারক রিক্‌কা শহরে প্রবেশ করেন। এ সময় 'আব্বাসীয় খল-ীফা হারুণ-উর-রশীদ সেখানে ছিলেন। সমস্ত শহর মুখরিত হয়ে উঠে। লোকেরা দৌড়া দৌড়ি করে আসতে থাকে। বাদশাহ হারুন রশীদের খাস বাঁদীদের একজন প্রাসাদের উপর থেকে চীৎকার শুনে জিজ্ঞাসা করে ঃ এ শোরগোল কিসের জন্য? জবাবে লোকেরা বলেঃ খোরাসান থেকে একজন আলিম তাশরীফ এনেছেন-যার নাম হলো আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। তাঁকে এক নযর দেখার জন্য লোক জনের এরূপ ভীড়। তখন সে বাঁদী বলে ঃ প্রকৃত পক্ষে এই হলো বাদশাহী, যা সে হাসিল করেছে। হারুন রশীদের বাদশাহী আমল বাদশাহী নয়, কেননা. সে চাবুক দিয়ে এবং জোর-জবরদস্তী করে লোকদের সমবেত করে।

আবূ বকর খতীব বলেন ঃ হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মা'আমার ইবন রাশিদ এবং হুসায়ন ইবন দাউদ- দু'জনই ইব্‌নুল মুবারক হতে হাদীস

বর্ণনা করেছেন-অথচ এ দু'জনের মধ্যে ইন্‌তিকালের দিক দিয়ে পার্থক্য হলো ১৩৬ বছরের মত।

একবার ইব্‌নুল মুবারকের পিতা সন্তানের হাতে পঞ্চাশ হাযার দিরহাম দিয়ে বলেন, এ টাকা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য কর। ইব্‌নুল মুবারক এ টাকা নিয়ে চলে যান এবং সব টাকা "ইলমে-হাদীস" অর্জনের জন্য ব্যয় করে ফিরে আসেন। যখন তাঁর বুযুর্গ পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি এসব টাকা দিয়ে কি ব্যবস্থা করেছ এবং কত টাকা মুনাফা করেছ? তখন ইব্‌নুল মুবারক ঐ সময়ে জ্ঞানের যে ভাণ্ডার সংগ্রহ করেছিলেন পিতার কাছে তার উল্লেখ করে বলেন ঃ এই সব সম্পদ কিনে এনেছি, যা দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারে আসবে। এতে তাঁর পিতা খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ঘরে গিয়ে তাঁকে আরো তিরিশ হাযার দিরহাম দিয়ে বলেন ঃ এগুলো ঐ সম্পদ আহরণের জন্য ব্যয় কর এবং তোমার ব্যবসা পরিপূর্ণ কর।

ইব্‌নুল মুবারকের বাল্যকাল এবং 'ইল্‌ম শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ

ইব্‌নুল মুবারকের 'ইল্‌ম শিক্ষার কথা এভাবে বলা যায় যে, তিনি যৌবনকারে মদ পান করতেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। একবার সব ফল পাকার মওসুমে তিনি বাগানে যান এবং তার সব বন্ধু-বান্ধবদের ভূরি-ভোজন এবং মদ পানের আয়োজন করেন। পানাহার এবং মদ পানের পর খেলা-ধুলা ও আমোদ ফূর্তিতে সবাই মত্ত হয়। কিন্তু অধিক মদ পানের কারণে ইবনুল মুবারক বেহুশ হয়ে যান। সকাল বেলা তিনি ঘুম থেকে জেগে সেতার বাজাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা থেকে কোন শব্দই বের হচ্ছিলো না, অথচ তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সেতারবাদক। সেতারের তারগুলো ঠিক করে তিনি তা আবার বাজাবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সেবারও কোন আওয়াজ বের হলো না। বরং আল্লাহর কুদরতে সেতার থেকে এ আয়াত পড়ার শব্দ বের হলো ঃ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ "ঈমানদারদের জন্য এখনো কি সে সময় আসেনি যে, তাদের দিল আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে?"

এ শব্দ শোনার সাথে-সাথে তাঁর হৃদয়ে এমন পরিবর্তন আসে যে, তিনি সেতার ভেঙে ফেলেন এবং সব মদের ভাণ্ড কাৎ করে ফেলে দেন এবং তাঁর দেহে রেশমী মূল্যবান যে কাপড়-চোপড় ছিল, তা সবই ছিঁড়ে ফেলেন এবং 'ইলম শিক্ষা ও ইবাদতের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন।

'আব্দুল্লাহ ইবন হাম্মাদ স্বীয় রচিত "তারিখে মুখতাসির আল-মাদারিকে" এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে "তাবাকাতে কুফুবীতে" ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণিত আছে। তিনি বাগানের বর্ণনা, শরাব পান এবং বেহুশ হওয়ার ঘটনার বর্ণনার পর লেখেন, "ইব্নুল মুবারক-এরূপ স্বপ্নে দেখেন যে, একটি মধুর কণ্ঠের জানোয়ার, তার নিকটবর্তী একটি গাছের উপর বসে ঐ আয়াত তিলাওয়াত করছে। এ দুটি ঘটনার মাঝে এভাবে সামনঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায় যে, হক তা'আলা তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে কোন একটি পাখীর সূত্রে তাকে খবর দেন এবং পরে ঘুম থেকে উঠলে সেতারের মাধ্যমেও তাকে এ ব্যাপারে তাকীদ দেন। ঘটনা যাই-ই-হোক না কেন, তিনি তার মুল লক্ষ্যে পৌঁছে যান। সর্ব প্রথম তিনি ইমাম আযম (রহঃ) এর শাগরিদ হন এবং তাঁর থেকে ফিক্হের জ্ঞান অর্জন করেন। যখন ইমাম আযম (রহঃ) ইনতিকাল করেন, তখন তিনি মদীনা মনাত্তওরায় হাযির হয়ে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইলম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এজন্য তাঁর ইজতিহাদ দুভাবে বিভক্ত। হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত বলে দাবী করেন এবং মালিকী মাযহাবের লোকেরা তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত বলে দাবী করেন এবং মালিকী মাযহাবের লোকেরাও তাঁকে তাদের দলের বলে মনে করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এ অভ্যাসের উপর কায়েম থাকেন যে, এক বছর হজ্জ করতে যেতেন এবং পরের বছর জিহাদে ব্যস্ত থাকতেন। নিম্নোক্ত দুটি কবিতার লাইন তিনি সব সময় পাঠ করতেন ঃ

وَاِذَا صَاحَبْتَ فَاصْحَبْ مَاجِدًا

ذَا عِفَافٍ وَّحَيَاءٍ وَكَرَمْ

قَوْلُه لِلشَّئِ لاَ اِنْ قُلْتَ لاَ

وَاِذَا قُلْتَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ

যখন তুমি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, তখন এমন শরীফ লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে যে পবিত্র, লাজুক এবং সম্মানিত।

সে এমন হবে যে, যদি তুমি কোন ব্যাপারে না বল, তবে সেও না বলবে। আর যখন তুমি হ্যাঁ বলবে, তখন সেও বলবে-হ্যাঁ।

ইমাম ইব্নুল মুবারকের কবিতা এবং নসীহত

ইবনুল মুবারকের নসীহত মূলক কথাগুলো এরূপ ঃ তালিব-ই-'ইল্মের নিয়ত সহীহ হতে হবে, উস্তাদের কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শোনতে হবে, পঠিত বিষয়

সমূহ অনুধাবন করতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করবে। অতঃপর তা মশহুর শাগরিদদের নিকট প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। এ পাঁচটি বিষয় হতে যে কেউ কোন বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করবে, তার 'ইল্‌ম পরিপূর্ণ হবে না।

তিনি এরূপও বলতেন ঃ আমি চার হাযার হাদীস থেকে চারটি বিষয় বেঁচে নিয়েছি। প্রথমতঃ দুনিয়ার সম্পদের কারণে অহংকার করবে না; দ্বিতীয়তঃ এমন জিনিস পেটে ঢুকাবে না, যার সাথে হারামের সংস্রব আছে; তৃতীয়তঃ এ পরিমাণ 'ইল্‌ম হাসিল করতে হবে, যা নিজের জন্য উপকারী হবে এবং চতুর্থতঃ কোন সময় কোন কাজে স্ত্রীদের উপর নির্ভর করবে না।

ইব্‌নুল মুবারকের তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারী সম্পর্কে আশ্চর্য্যজনক ঘটনার উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, একবার সিরিয়ায় থাকা অবস্থায় তিনি এক জনের কাছ থেকে ধার হিসেবে একটি কলম নিয়েছিলেন, যেটা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তিনি ভুলে যান এবং নিজের সাথে তিনি সেটা দেশে নিয়ে আসেন। দেশের ফিরে যখন একথা তাঁর মনে পড়ে, তখন তিনি সে কলমটি ফেরত দেওয়ার জন্য আবার সিরিয়া যান। তিনি এরূপ বলতেন ঃ আমার মতে, সন্দেহের এক দিরহাম ফিরিয়ে দেওয়া, লাখ দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার চাইতে উত্তম। যখন তাঁর ইন্‌তিকালের সময় নিকটবর্তী হয় এবং মৃত্যুর নিশানা প্রকাশ পায়, তখন তিনি তাঁর গোলাম নযরকে, যিনি হাদীসের গ্রহণযোগ্য রাভী ছিলেন, বলেনঃ আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে মাটির উপর রাখ। এ কথা শুনে গোলাম কাঁদতে শুরু করলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন? জবাবে গোলাম বলে ঃ আপনার এ গরীবী অবস্থা দেখে এবং আপনার জীবনের প্রাচুর্যের সময়ের কথা মনে করে আমি কাঁদছি। তিনি বলেন ঃ তুমি চুপ থাক। আমি আমার প্রভুর কাছে সব সময় এরূপ দুআ করতাম যে, আমার জীবন-যাপন বিত্তবানদের মত যেন হয় এবং আমার মৃত্যু যেন নগণ্য নিঃস্বদের মত হয়।

ইব্‌নুল মুবারক নিঃস্ব অবস্থায় ইনতিকাল করেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার সময়, মুসেল শহরের নিকটবর্তী 'কাস্‌বা হি নামক স্থানে যখন তিনি পৌঁছেন তখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিজের জীবন আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করেন। হিজরী ১৮১ সনে, রমযান মাসে তিনি ইনতিকাল্‌ করেন। তাঁর ইনতিকালের পর, জনৈক নেককার ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে, কে যেন বলছে ঃ ইব্‌নুল মুবারক জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করেছে। ইব্‌নুল মুবারক মাঝে মাঝে কবিতা রচনা করতেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

أَرَى أُنَاسًا بِأَدْنَى الدِّيْنِ قَدْ قَنَعُوْا
وَلَا أَرَاهُمْ رَضُوا فِيْ الْعَيْشِ بِالدُّوْنِ
فَاسْتَغْنِ بِاللّٰهِ عَنْ دِيْنِ الْمُلُوْكِ كَمَا
اسْتَغْنَى الْمُلُوْكُ بِدُنْيَا هُمْ عَنِ الدِّيْنِ

"আমি লোকদের অবস্থা এরূপে দেখি যে, তারা দীনের ব্যাপারে অল্পতেই পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু দুনিয়ার জীবনের আরাম-আয়েশের ব্যাপারে তাদের অল্পে-তুষ্ট হতে দেখিনি।

বাদশাহরা তাদের দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসের কারণে যেমন দীন-থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তুমিও তেমনি বাদশাহদের জীবন ব্যবস্থা পরিহার করে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে যাও।

ইব্‌নুল মুবারকের সমকালীন কবিরা, তাঁর প্রশাংসায় অনেক কবিতা রচনা করেছেন, যার দু'টি চরণ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

إِذَا سَارَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ مَرْوَ لَيْلَةً
فَقَدْ سَارَ عَنْهَا نُوْرُهَا وَجَمَالُهَا
إِذَا ذُكِرَا لَا حُيَارُ فِيْ كُلِّ بَلْدَةٍ
فَهُوْ أَنْجُمٌ فِيْهَا وَأَنْتَ هِلَالُهَا

"যখন একরাতে আবদুল্লাহ্ (ইব্‌নুল মুবারক) মারভ নামক স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমণ করেন, তখন সে স্থান হতে তাঁর নূর ও জামাল তিরোহিত হয়ে যায়।

যখন শহরে আলিমদের ব্যাপারে আলোচনা হয়, তখন তাদেরকে তারকারাজির মত মনে হয় এবং আপনি (ইব্‌নুল মুবারক) তাদের মাঝে চাঁদের মত।

ইমাম ইব্‌নুল মুবারক ও হজ্জের মওসূম

তিনি যখন হজ্জে গমন করতেন, তখন বহু লোক হজ্জে তাঁর সংগে যাওয়ার ইচ্ছায় তাদের ধন-সম্পদ তাঁর নিকট জমা রাখতেন, যাতে হজ্জের কাজে তা খরচ করা হয়। তিনি একটি লিষ্টে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম এবং তার প্রদত্ত টাকার হিসাব লিখে রাখতেন। অবশেষে তিনি হজ্জ থেকে ফিরে এসে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জমা দেওয়া সম্পদ ফিরিয়ে দিতেন। যখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এরূপ কেন করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন ঃ যদি আমি প্রথমেই তাদের

মালামাল ফিরিয়ে দেই, তবে তারা আমার সাথী হবে না এবং তারা এ মুবারক সফর হতে বঞ্চিত হবে। তারা এরূপ খেয়াল করে যে, আমরা নিজের খরচে খাই এবং কারো উপর বোঝা স্বরূপ না হয়ে হজ্জের সৌভাগ্য হাসিল করি। আর আমি এই সুযোগে আমার অনেক মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করি এবং সব লোকেরা আমার কারণে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। আমি যদি প্রথমেই তাদের খরচের মাল ফিরিয়ে দিই, তাহলে আমিও নেক আমলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব এবং লোকেরাও হজ্জের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হবে। তিনি যখন হজ্জ থেকে ফিরে আসতেন তখন নিজের সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য মক্কা মুয়াযযামা ও মদীনা মুনাওওরা থেকে অনেক হাদিয়া তুহ্ফা নিয়ে আসতেন, যে জন্য তার প্রচুর টাকা খরচ হতো। আর তিনি তা নিজের ব্যবসার টাকা থেকে খরচ করতেন।

ফিরদাউস লিদ্ দায়লামী

এ কিতাবটি মাশারিক, তানবিহাত ও জামি সাগীরের অনুকরণে রচিত। অর্থাৎ এ গ্রন্থের হাদীসগুলো আরবী বর্ণমালার ক্রমধারা অনুসারে সাজানো হয়েছে। বস্তুতঃ লাম অক্ষরটির لَمَّا অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে।

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ حَفَّهَا بِالرَّيْحَانِ وَحَفَّ
اَلرَّيْحَانَ بِالْحِنَّاءِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَجَرَةً اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْحِنَاءِ

"যখন আল্লাহ্ জান্নাত পয়দা করেন, তখন তিনি তাকে রায়হান দিয়ে ঢাকেন এবং রায়হানকে হেন্না দিয়ে আচ্ছাদিত করেন। আর আল্লাহ্, হেন্নার চাইতে তাঁর কাছে অধিক প্রিয় আর কোন গাছ পয়দা করেননি।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি এরূপ ঃ

لَمَّا أُسْرِىَ بِى أُتِيْتُ عَلٰى قَوْمٍ يَزْرَعُوْنَ فِى يَوْمٍ وَ يَحْصُدُوْنَ
فِى يَوْمٍ كُلَّمَا حَصَدُوْا عَادَ كَمَا كَانَ قُلْتُ لِجِبْرَئِيْلَ مَنْ هٰؤُلاَءِ
قَالَ هٰؤُلاَءِ الْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"মিরাজের রাতে যখন আমাকে আসমানে নেওয়া হয়, তখন আমি এমন একটি জামাতের পাশ দিয়ে গমন করি, যারা যেদিন ফসল বুনেন সেদিনই তা কেটে নেন। আর যখনই ক্ষেতের ফসল কর্তন করেন তখনই আবার তা কাটার উপযোগী হয়। আমি জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এঁরা কারা? তিনি বল্লেন, এঁরা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ।

এই হাদীসটি অনেক দীর্ঘ এবং লম্বা, যেমন তা মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত আছে। ফিরদাউস গ্রন্থটি দায়লিমীর পুত্র আরবী বর্ণ মালার ক্রমধারা অনুসারে সাজিয়েছেন। আর তিনি এই কিতাবে ঐ সনদ লিপিবদ্ধ করেছেন, যা হাদীসের শুরুতে বয়ান করা হয়েছে। তিনি আরবী বর্ণমালার ক্রম ধারায় অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত করেছেন বর্ণনাকারীদের নামানুসারে নয়।

হাফিয শিরভিয়া সম্পর্কে আলোচনা

ফিরদাউস গ্রন্থের রচয়িতার নাম হলো হাফিয শিরভিয়া। তিনি শাহরদার বিন শিরভিয়ার পুত্র ছিলেন। তিনি হামাদানে বসবাস করতেন। "তারিখে হামাদানের" লেখক ও তিনি। তিনি ইউসূফ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসূফ মুস্তামিলী, সাফীন ইবন হাসান ইবন ফাখভীয়া, আব্দুল হামীদ ইবন হাসান কাফারী, আব্দুল ওহাব ইবন মান্দা, আহমদ ইবন-'ঈসা দীনূরী, আবুল কাসিম ইবন আল বাস্রী ও অন্যান্য অনেক আ-লিমের নিকট হতে 'ইলমে হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি হামদান, ইসফাহান, বাগদাদ, কাযভীন এবং অন্যান্য ইসলামী শহর সফর করেন। হাফিয ইয়াহ্ইয়া ইবন মানদা তাঁর গুণাবলী বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ

"তিনি ছিলেন শক্তিধর নওজোয়ান, সুন্নতের দৃঢ় অনুসরণকারী, মুতাযিলা মতের বিরোধিতাকারী এবং সাহসী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু তিনি 'ইলমের দিক দিয়ে একটু দুর্বল ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ ও সংশয়যুক্ত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারতেন না। যার ফলে, তাঁর কিতাবে অনেক মাউযূ হাদীস স্থান পেয়েছে।

তাঁর থেকে তার ছেলে শহরদার দায়লামী, হাফিয আবূ মূসা ইবন আল-মাদানী এবং হাফিয আবূল 'আলা হাসান ইবন আহমদ আত্তারীয়া হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৫০৯ হিজরী সনের, ৯ই রজব ইনতিকাল করেন। তাঁর পুত্র শহরদার ইবন শিরভীয়া দায়লামী যার কুনিয়াত হলো, আবূ মানসূর, ইল্মে হাদীসের জ্ঞানে তার পিতার চাইতে উত্তম ছিলেন। শাম'আনী তার বক্তব্যে তার এ জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি সাহিত্যেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ও 'আবিদ ছিলেন এবং সব সময় মসজিদে সময় কাটাতেন। তিনি অধিকাংশ সময় হাদীস শোনার ও লেখার কাজে ব্যয় করতেন। তিনি তার পিতার নিকট হতেও জ্ঞানার্জন করেন। হিজরী ৫০৫ সনে তার পিতা যখন ইস্পাহান সফর করেন, তখন তিনিও তার সফর-সংগী ছিলেন। হিজরী ৫৩৭ সনে তিনি একাকী বাগদাদে গমন করেন এবং স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর আরো অনেক উস্তাদ থেকে

'ইল্ম হাসিল করেন। তিনি মক্কী ইবন মানসূর কারখী, আবূ মুহাম্মদ নওবী, আবূ বকর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হুতবাহ্ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীসের ইজাযত হাসিল করেন। তিনি ফিরদাউস গ্রন্থটি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেন এর সনদসমূহ অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করেন। যখন এ গ্রন্থের কাজ শেষ হয়, তখন তার ছেলে আবূ মুসলিম আহমদ ইবন শহরদারদায়লামী এবং তার অসংখ্য শিষ্য এ গ্রন্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হিজরী ৫৫৮ সনে শহর দার দায়লামী ইনতিকাল করেন। এ বংশের নসব ফিরোয দায়লামী পর্যন্ত পৌঁছায়, যিনি সাহাবী ছিলেন এবং ভন্ড নবী আসওয়াদ আনাসীর হত্যাকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে নবী করীম (স.) বলেছিলেন ঃ ফিরোজ কামিয়াব হয়েছে।

নাওয়াদিরুল উসূল

এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, হাকীম তিরমিযী। তবে তিনি আবূ 'ঈসা তিরমিযী নন, যার কিতাব সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। নাওয়াদিরুল উসূলের অধিকাংশ হাদীস গ্রহণীয় নয়। অধিকাংশ জাহিল লোকেরা তার অজ্ঞতার কারণে, হাকীম তিরমিযী কে আবূ 'ঈসা তিরমিযী মনে করে, তার প্রতি এ দোষ আরোপ করার চেষ্টা করেন এবং বলেন ঃ তিরমিযী শরীফেও এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ জন্য উভয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন।

তিনি তার কিতাবে সিজ্দাতুল কুরআন অধ্যায়ে সিজ্দা সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

مَايَقَالُ فِى سَجْدَةِ سُوْرَةِ الاَعْرَافِ عِنْدَ قَوْلِه تَعَالى اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبِّحُوْنَه وَلَه يَسْجُدُوْنَ طَابَتْ لَهُمْ مَنَازِلُ الْقُرْبَةِ عِنْدَكَ فَتَطَهَّرُوْا عَنِ الاِسْتِكْبَارِ وَاَذْعَنُوْا لَكَ خُضُوْعًا بِمَا عَايَنُوْا مِنْ كِبْرِيَائِكَ وَعَزِيْزِ جَبَرُوْتِكَ فِىْ الْمَلَكُوْتِ فَلُقُوْا عَظْمَتَكَ بِالتَّسْبِيْحِ وَاسْتَكَانُوْا بِالسُّجُوْدِلَكَ خُشُوْعًا هؤُلاَءِ بَدِيْعُ حِكْمَتِكَ وَنَحْنُ وُلْدبَدِيْعِ فِطْرَتِكَ وَصَنِيْعُ يَدِكَ وَاُمَّةُ حَبِيْبِكَ الْمَمْدُوْحُوْنَ فِى التَّوْرةِ وَالْمَوصُوْفُوْنَ فِىْ الاِنْجِيْلِ بِمَا مَنْحْتَنَا مِنْ

مِنَّتِكَ وَفَضْلِكَ وَاَهْدَيْتَ اِلَى الْمُخْبِتِيْنَ مِنَّا هَدَايَاكَ وَكَرَامَاتِكَ تَحَنُّنَا وَرَافَةً سَجَدْنَا لَكَ بِخَطِّنَا مِنْ رَافَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَاَلْقَيْنَا بِاَيْدِيْنَا سَلَمًا نَرْجُوْا مُرَادَكَ وَسَبِيْلَكَ وَمَعْرُوْفَكَ يَامَعْرُوْفًا بِالْعَطَايَا الْجَزِيْلَةِ وَمَحْبُوْدًا عَلَى صَنَايِعِكَ الْجَمِيْلَةِ -

"ঐ দু'আ, যা সূরা আ'রাফের সিজদার মধ্যে পড়া হয়, যেমন আল্লাহর বাণী, اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ الخ। (যারা আপনার রবের নিকটবর্তী আছেন, তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং তারা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁরই জন্য সিজ্‌দা করে।)" আপনার নিকট তারা উত্তম নৈকট্য হাসিল করেছে; ফলে তারা অহংকার থেকে মুক্ত হয়েছে। তারা সৃষ্টি জগতের মাঝে আপনার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করে, বিনয়ের সাথে আপনার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাস্‌বীহ্ ও তাহলীলে মশগুল হয়েছে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তরে আপনার জন্য সিজ্‌দাবনত হয়েছে। এরা হলো আপনার সূক্ষ্ম হিকমতের নির্দশন, আর আমরা আপনার ফিতরাতের তৈরী সন্তান, যাকে আপনি নিজের কুদরতের হাতে তৈরী করেন। আর আপনার হাবীবের উম্মাত, যাদের প্রশংসা তাওরাত ও ইনজীলে করা হয়েছে, যাকে আপনি স্বীয় ফযল ও অনুগ্রহে আমাদের রাসূল বানিয়েছেন। আর আ-মাদের মাঝে যারা অধিক বিনয়ী, আপনি স্বীয় মেহেরবাণীতে তাদের হাদী বানিয়েছেন। বস্তুতঃ আমরা আপনার রহমতের ফলগু ধারায় সতত স্নাত। সে জন্য আমরা আপনারই সিজ্‌দা করি এবং আপনার অনুগত বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত হই। হে মহান রব ! যিনি মহান দাতা এবং বিশেষ গুণে গুণান্বিত-আমরা আপনার অনুগ্রহ, করুণা ভিক্ষা করি ও আপনার রাস্তার অনুসারী হতে চাই।

তার কুনিয়াত হলো, আবূ আবদুল্লাহ্ এবং নাম হলো ঃ মুহাম্মদ। তার বংশের পরিচয় এরূপ ঃ মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাসান, ইবন বশীর আল-মুয়ায্‌যিন। তার লকব হলো, হাকিম তিরমিযী। তিনি তার সময়ের দুনিয়া ত্যাগীদের নেতা ছিলেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি তার পিতা আলী ইবন হুসায়ন, কুতায়বা ইবন সায়ীদ বাল্‌খী, সালিহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ তিরমিযী এবং তার সময়ের অন্যান্য লোকদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। নিশাপুরের আলিমগণ এবং কাযী ইয়াহ্ইয়া ইবন মানসূরও তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

হাকীম তিরমিযীকে তিরিন্দ থেকে বহিষ্কার

যখন তিরিন্দের লোকেরা তার সাথে অসহযোগিতা করে তখন হিজরী ২৮৫ সালে হাকীম তিরমিযী নিশাপুরে গমন করেন। তিরিন্দ থেকে তাকে বহিষ্কারের কারন এই ছিল, যখন তিনি 'খতমুল বিলায়ত' এবং কিতাব 'ইলালুশ শারীয়া গ্রন্থদ্বয় প্রনয়ণ করেন এবং তা পাঠকদের দৃষ্টি গোচর হয় তখন তারা এ কিতাব থেকে এরূপ দলীল পেশ করে যে, তিনি নবুওয়াতের উপর বেলায়াতের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অর্থ্যৎ তিনি আউলিয়াদের কে আম্বীয়াদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার রচনায় ও এ ধরনের ইশারা ছিল। কেননা তিনি তার রচনায় উল্লেখকরেন যে يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ অর্থ্যৎ নবী ও শহীদগন তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করেন। এ বক্তব্যে তিনি বুঝাতে চান যে, যদি কিছু আউলিয়াদের আম্বিয়া ও শহীদদের থেকে উত্তম না হন তবে আম্বিয়ারা কেন তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। তার এ বিভ্রান্তিকর আকীদার কারণে লোকেরা তাকে তিরিন্দ থেকে বের করে দেয়। তিনি সেখান থেকে বলখে পৌছান। বলখের লোকেরা তাকে সেখানে জায়গা দেয়। তিনি বলখের লোকদের কাছে নিজের বক্তব্যের মতলব ও ওজর বর্ননা করেন এবং বলেন, আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্যে আউলিয়াদের ফজীলত আম্বীয়াদের উপর কখনই নয় ,বরং আমি তো ঐ আকিদা পোষন করি যা তোমারা করে থাক। জানা দরকার যে, তার রচিত গন্থাদির মাঝে অগ্রহণযোগ্য ও মাউযু হাদীসের প্রাধান্য রয়েছে, যা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

হাকীম তিরমিযীর কিছু বক্তব্য

'তাবাকাতে শারাবীতে' উল্লেখ আছে। তিনি বলতেন, আমি গ্রন্থ প্রণয়নের আগে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করিনি। আর আমার ইচ্ছা ও এরূপ ছিল না যে, কোন ব্যক্তি এ সব গ্রন্থ রচনা আমার দিকে সম্পর্কিত করবে। বরং যখনই আমি মানসিক অশান্তি অনুভব করি, তখন গ্রন্থ প্রণয়নে আমার মানসিক শান্তি ফিরে পাই। আর এ সময় আমার মনে যা আসে, তাই-ই লিপিবদ্ধ করি।

এ বক্তব্যে জানা যায় যে, তার অধিকাংশ রচনাই মুসাবিদা স্তরের, যা দ্বিতীয় বার দেখা ও সংশোধনের দাবী রাখে এবং সেখান থেকে কিছু বাদ দেওয়া বা তার সাথে কিছু সংযোগ করারও প্রয়োজন আছে। তার হালকা রচনায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, পাঁচ ব্যক্তির জন্য পাঁচটি স্থান থেকে উত্তম কোন জায়গা নেই। বালকদের জন্য মকতব, যুবকদের জন্য জ্ঞান-অন্বেষণের স্থান, বৃদ্ধদের জন্য মসজিদ, স্ত্রীলোকদের জন্য ঘর এবং কষ্টদাতাদের জন্য কয়েদখানা।

কিতাবুদ্ দু'আলি ইবনে আবিদ দুনিয়া

গ্রন্থটি খুবই উত্তম। এর শুরুতে আল্লাহ্ পাকের একশ' নামের উল্লেখ আছে, যা ইবন সীরীন হতে আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত আছে। এরপর চল্লিশটি এ ধরনের নাম উল্লেখ আছে, যার সনদ পরম্পরা হাসান বসরী (র)-তে গিয়ে শেষ হয়েছে। অতঃপর 'ইস্‌মে আযম' ও 'দু'আউল ফারজের' উল্লেখ আছে। এ ধরনের তার আর একটি কিতাব আছে, যার নাম হলো, "কিতাব মুজাবুদ্ দাওয়াত'। এর শুরুতে এ হাদীস উল্লেখ আছে।

ঐ তিন ব্যক্তি, যারা দুধপানকালীন সম্পর্কে কথা বলেছিলেন

لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ اِلاَّ ثَلٰثَةٌ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجِ الْعَابِدِ وَالصَّبِىُّ الَّذِىْ هَرَّبَامُّه رَاكِبُ دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَ شَارَةٍ حَسَنَةٍ وَهِىَ تُرْضِعُه فَقَالَتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اِبْنِىْ مِثْلَ هٰذَا اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ـ

"তিন ব্যক্তি ছাড়া দুধ পানকালীন সময়ে আর কেউ কথা বলেনি। যথাঃ (১) ঈসা ইবন মারইয়াম (২) ঐ শিশু যার জন্য সূত্র জুরায়েজের প্রতি করা হয়েছিল এবং (৩) ঐ শিশু যখন তার মাতা তাকে দুধ পান করাচ্ছিল, আর সে সময় তার পাশ দিয়ে তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এক অশ্বারোহী গমন করছিল, তখন মাতা এ দু'আ করেছিল, হে আল্লাহ্ আমার ছেলেকে এই অশ্বারোহীর মত কর। কিন্তু তখন সে শিশু বলেছিল, না।

ফায়দা ঃ হযরত 'ঈসা (আ.) যে দুধপান কালীন সময়ে কথা বলেছিলেন, এ ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। জুরায়জ ছিলেন একজন আবিদ, যিনি জংগলে বসবাস করতেন এবং সেখানে একটি ঝুপড়ি তৈরি করে সব সময় আল্লাহর 'ইবাদতে মশ্‌গুল থাকতেন। একদা তিনি তার হুজরায় নফল নামায আদায় করছিলেন এমন সময় তার মাতা সেখানে আসেন এবং তাকে ডাকতে থাকেন। কিন্তু জুরায়জ নামাযে রত থাকা কারণে জবাব দিতে ব্যর্থ হন। তার মাতা তার প্রতি রাগান্বিত হন এবং বদ্ দু'আ করে ফিরে যান। আল্লাহ্ তার দুআ কবুল করেন। আর সে সময় এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, গ্রামের সমস্ত লোকেরা মারমুখী হয়ে জুরায়জের কাছে আসে এবং এরূপ অপবাদ দেয় যে, তুমি আমাদের বাঁদীর সাথে ব্যভিচার করেছ এবং এ

সন্তানটি তোমার ঔরষজাত। এ কারণে তারা তার হুজ্‌রা ভেঙে দেয় এবং তাকে নানানভাবে অপমান ও অপদস্থ করে। জুরায়জ বুঝতে পারেন যে, এ সব তার মায়ের বদ্‌-দু'আর কারণে ঘটছে। তিনি এরূপও খেয়াল করলেন যে, আমি তো আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে মশ্‌গুল ছিলাম, তাই নিশ্চয়ই তিনি এ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। এ সময় তিনি বলেন, এই দুগ্ধ-পোষ্য শিশু, যে আজই ভূমিষ্ট হয়েছে, সে যদি বলে, সে কার বীর্যে তৈরী হয়েছে, তবে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলে জবাবে বলে, হ্যাঁ। তখন তিনি সে বাচ্চাটির পেটের উপর আংগুল রেখে বলেন, বলতো শিশু, তুমি কার ঔরষজাত? তখন আল্লাহ্‌র কুদরতে সে শিশুর যবান খুলে যায় এবং সে বলে, আমার মা অমুক রাখালের সাথে যীনা করে, যার ফলে আমার জন্ম। আমি সেই রাখালের সন্তান। তার এ কেরামত দেখে লোকেরা তার ভক্ত হয়ে যায় এবং বলতে থাকে, আপনি চাইলে আমরা আপনার হুজ্‌রা সোনা-রূপা দিয়ে বানিয়ে দেব। তিনি বলেন, দরকার নেই, মাটি দিয়েই বানিয়ে দাও।

পরের ঘটনা এরূপ যে, জনৈক মহিলা তার শিশু পুত্রকে দুধ পান করাচ্ছিল, আর তার সামনে দিয়ে একজন অশ্বারোহী যাচ্ছিল। মহিলা মনে করে যে, লোকটি ধনী, সম্পদশালী এবং সম্মানিত। তাই সে এরূপ দু'আ করে, আল্লাহ্‌, আমার সন্তানকে এরূপ অশ্বারোহীর মত করে দিও। তখন ছেলেটি দুধ পান করা বাদ দিয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ ! আমাকে এরূপ করো না।'

তার কুনিয়াত হলো আবূ বকর এবং নাম হলো—'আবদুল্লাহ। তার নসব হলো 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন সুফইয়ান ইবন কায়স-যিনি ইবন আবূ দুনিয়া নামে অধিক পরিচিত। আবু বকরকে কুরশী এবং উমুভী ও বলা হয়। কেননা, তার পিতা ছিল বনী উমাইয়াদের মাওয়ালী। তিনি বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং সেখানেই লালিতপালিত হন। তিনি হিজরী ২০৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী ইবন জা'আদ, খালাফ ইবন হিশাম, সায়ীদ ইবন সুলায়মান ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের নিকট হতে 'ইল্‌ম হাসিল করেন। তার নিকট হতে আবূ বকর শাফী, 'গায়লা নীয়াত" গ্রন্থের রচয়িতা এবং হারিছ ইবন আবূ উসামা, যিনি "মুসনাদ" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—হাদিস শিক্ষা করেন। এছাড়া আবূ বকর নাজ্জার, হামদ ইবন খাযীমা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলিমরা তার নিকট হতে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ আব্বাসীয় খলীফা মু'তাযিদের সভাসদ ছিলেন। এর আগের খলীফাদের ও তিনি পরিষদ ছিলেন। ইবন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমি এবং আমার পিতা আবু বকর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি এবং তিনি খুবই সত্যবাদী ছিলেন। কথিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা ইবন আবূ দুনিয়াকে এরূপ যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, তিনি চাইলে এক কথায় লোকদের হাসাতে পারতেন, আবার ইচ্ছা করলে কাঁদাতেও

পারতেন। এ সবই ছিল তার স্বভাব জাত ব্যক্তিত্বের বহিপ্রকাশ এবং অপূর্ব বাচন ভংগীর ফল। তিনি হিজরী ২৮১ সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন।

কিতাবুল ইতিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবিলীর রাশাদ ঃ বায়হাকী

এ গ্রন্থটি ইমাম আবূ বকর বায়হাকী রচিত। এ গ্রন্থের শুরুতে ঐ সব দলীল বর্ণিত হয়েছে, যা দিয়ে বিশ্বজগত যে ধ্বংসশীল, তা প্রমাণিত হয়। আর সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও পরিচালক যে একই সত্তা (আল্লাহ্) তা বুঝা যায়। কেউ কেউ গ্রন্থটি ইজাযত প্রাপ্তির আশায় পাঠ করেন। আবার কেউ "বাবু ইসতিখলাফে আলী ইবন আবূ তালিব" (রা)' থেকে কিতাবের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত পাঠ করেন। গ্রন্থটি খুবই উত্তম। এ গ্রন্থে নিম্নোক্ত হাদীসের উল্লেখ আছে ঃ

اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ الْفَقِيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِّى حَدَّثَنَا عَلِىٌّ ابْنُ الْمَدِيْنِىِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْمَالِكٍ الاَشْجَعِىُّ عَنْ رِبِعِىِّ بْنِ حَرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ ـ

"আবু 'আবদুল্লাহ হাফিয, আবূ নযর ফাকীহ, 'উছমান ইবন সা'য়ীদ দারিমী, 'আলী ইবন মাদানী, মারওয়ান ইবন মু'আকীয়া, আবূ মালিক আল-আশজায়ী, রাবী 'ইবন হিরাশ (র), হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক শিল্পীর এবং তার শিল্প কর্মের স্রষ্টা।

কিতাবু ইক্তিযাইল 'ইল্মে ওয়াল আমাল ঃ খাতীব

এ গ্রন্থটি "খাতীব" কর্তৃক রচিত। নিজস্ব বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে গ্রন্থটি খুবই উপাদেয়। কোন কোন মুহাদ্দিসও এর সংকলন করেছেন, যা আরব মুলুকে খুবই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ স্থানে হাদীসের ইজাযতের জন্য গ্রন্থটির সংকলন পড়ানো হয়। এর প্রথম হাদীসটি আবূ বারযা আসলামী কর্তৃক বর্ণিত। যার শুরুতে আছে ঃ

لَاتَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ الخ

"অর্থাৎ কিয়ামতের দিন বান্দার দুই পা নড়বে না...।" অথচ মূল কিতাবের শুরুতে এ হাদীস বর্ণিত হয়নি। খাতীব বলেন ঃ

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُوْبَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدِ الْحَرسِيُّ نَيْسَ ابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبِ الأَصَمُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ الصِنْعَانِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُبْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْبَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْبَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الاسْلَمِي رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَزُوْلُ قَدْمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْ مَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عَمِلِهِ بِمَا ذَا عَمِلَ فِيْهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ الْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبَلاهُ.

"কাযী আবূ বকর আহমদ ইবন হাসান ইবন আহমদ হারাসী নিশাপুরী, আবূল 'আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইয়াকূব আসাম, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক সিন্‌আয়ী, আসওয়াদ ইবন 'আমির, আবূ বকর ইবন 'আইয়াশ, আ'মাশ, সায়ীদ ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)... আবূ বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কোন বান্দার দুই পা নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যথা ঃ (১) তার জীবন সম্পর্কে তা সে কিসে ব্যয় করেছে, (২) তার 'ইল্‌ম সম্পর্কে, সে অনুযায়ী সে কি করেছে, (৩) তার মাল সম্পর্কে, সে কিরূপে তা কামাই করেছে এবং (৪) তার দেহ সম্পর্কে-সে তা কিসে ধ্বংস করেছে।

এই সংকলনের শেষে এই কবিতা রয়েছে ঃ

أَنْتَ فِيْ غَفْلَةِ الأَمَلْ

لَسْتَ تَدْرِي مَتَى الأَجَلْ

لاَ تَغُرَّنَّكَ صِحَّةٌ !

فَهِيَ مِنْ أَوْجَعِ الْعِلَلْ

كُلُّ نَفْسٍ لِيَوْمُهَا

صُبْحَةٌ تَقْطَعُ الأَمَلُ

فَاعْمَلِ الْخَيْرَ وَاجْتَهِد

قَبْلَ أَنْ يُمْنَعَ الْعَمَل

"তুমি আশার ছলনায় পড়ে আছ, তুমি জান না মৃত্যু কখন আসবে। তোমার সুস্থতা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে; কেননা, তা সমস্ত অসুখের মধ্যে অধিক কষ্টদায়ক। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর এমন একদিন আসবে, যার সকল আশাকে কর্তন করবে। তাই মরবার এবং আমল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে নেক আমল করার চেষ্টা কর।

তারিখে ইয়াহইয়া ইবন মু'য়ীন ফী আহওয়ালির রিজাল

এ গ্রন্থটি আরবী বর্ণনামালা অনুসারে সাজানো হয়েছে। এর প্রথমে এ হাদীসের উল্লেখ আছে ঃ

قَالَ الْحَافِظُ النَّاقِدُ يَحْيَ بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ لُهَيْعَةَ عَنْ اَبِىْ الاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ اَظْهَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاِسْلاَمَ فَاسْلَمَ اَهْلُ مَكَّةَ كُلُّهَا وذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُفْرِضَ الصَّلٰوةُ حَتّٰى اَنْ كَانَ لَيَقْرأ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ فَيَسْجُدُوْنَ وَمَا يَسْتَطِيْعُ بَعْضُهُمْ اَنْ يَّسْجُدَ مِنَ الزِّحَامِ وَضِيْقِ الْمَقَامِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ حَتّٰى قَدِمَ رُؤُسُ قُرَيْشٍ اَلْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ وَاَبُوْجَهْلٍ وَغَيْرُهُمَا وَكَانُوْا بِالطَّائِفِ فِىْ اَرَاضِيْهِمْ فَقَالُوْا اَتَدْعُوْ دِيْنَكُمْ وَ دِيْنَ اٰبَائِكُمْ فَكَفَرُوْا ـ

"হাফিয আন্‌নাকিদ ইয়াহ্‌ইয়া ইবন মু'য়ীন বলেন, ইবন আবু মারইয়াম, ইবন লুহায়'আ, আবুল আসওয়াদ, 'উরওয়া ইবন যুবায়ব, মিসওয়ার ইবন মাখ্‌রামা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন মক্কার অধিকাংশ লোক ইসলাম কবুল করে। নামায ফরয হওয়ার আগে এ অবস্থা হয়। এমন কি তিনি (স.) যখন সিজদার আয়াত পড়ে সিজ্‌দা করতেন এবং মুসলমানরাও সিজ্‌দা করতেন, তখন অধিক ভীড়ের কারণে এবং জায়গার অভাবে কিছু লোক সিজ্‌দা করতে পারতনা। এ অবস্থা চলাকালে ওলীদ ইবন মুগীরা, আবু জেহেল ও অন্যান্য কুরায়েশ নেতারা যারা তায়েফে তাদের খেত-খামারের কাজে ব্যস্ত ছিল- মক্কায় ফিরে আসে এবং লোকদের বলে, তোমরা কি তোমাদের দীন, তোমাদের বাপ-দাদাদের দীন পরিত্যাগ করবে?—এ কথা শুনে তারা কাফির হয়ে যায়।

এ ইতিহাস গ্রন্থের শেষে এরূপ উল্লেখ আছে ঃ

عَنِ الْجَرْجُسى عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الزَّبَيدِىِّ عَنْ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه سَلَّمَ تَسْلِيْمَةً -

"জারজুসী, বাকীয়া ইবন ওলীদ, যুবায়দী, যুহরী, সালিম, 'আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী (স.) থেকে বর্ণিত যে, "তিনি (স.) এক সালাম ফিরিয়ে সিজদা করেন।

ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'মুয়ীন এর বিবরণ

তার কুনিয়াত ছিল আবু যাকারিয়া। তিনি বনু মুররার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, যে জন্য মনিবের সম্পর্কে তাকেও মুররী বলা হয়। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন এবং হিজরী ১৫৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মু'য়ীন সরকারী দফতরের দক্ষ মুন্‌শী ছিলেন। রচনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। কথিত আছে যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইবন মুয়ীন তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে এক লাখ দিরহাম প্রাপ্ত হন, যে জন্য তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি হাশিম, ইব্‌নুল মুবারক, মুতামির ইবন সুলায়মান ইবন তারখাস এবং তার সময়ের অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আবূ দাউদ তার নিকট হতে উপকৃত হন। তিনি এই ইলমের অন্যতম নেতা। আবু যাকারিয়া বর্ণনার সমালোচনায় এবং হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের পরিচয়ে ইমাম

ছিলেন। তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও কোন জিনিস মুখস্থ রাখার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজে বলেছেন, 'আমি আমার নিজের হাতে দশ লাখ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তার মৃত্যুর পর, কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করে ঃ আল্লাহ্ আপনার সংগে কিরূপ আচরণ করেছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমার প্রতি বহুত মেহেরবাণী করেছেন এবং আমাকে তিনশত হুরের সংগে বিবাহ দিয়েছেন। হিজরী ২৩৩ সনে হজ্জ করার জন্য তিনি বাগদাদ থেকে বের হন এবং মদীনায় পৌঁছেন। সেখানকার যিয়ারত শেষ করে তিনি খানায়ে কা'বার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রথম মানযিলে যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, তখন এক অদৃশ্য আওয়াজ দাতা তাকে বলেন ঃ হে আবু যাকারিয়া, তুমি আমার সাহচর্য পরিত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ? তিনি বুঝতে পারেন যে, এ হলো পয়গাম্বর (স.)-এর রুহের আওয়ায, যা তাকে এ ভাবে আহ্বান করে। তিনি তখনই ঘিরে যান এবং মদীনাতে অবস্থান করতে থাকেন। এ ঘটনার তিন দিন পর তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর মহা সৌভাগ্যের এ একটি নিদর্শন যে, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দেহ মুবারককে যে তখ্তার উপর রেখে গোসল দেওয়ানো হয়েছিল, সেই তক্তার উপর রেখে তার দেহকেও গোসল দেওয়ানো হয়।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মুয়ীনের রচিত কয়েকটি কবিতা

তিনি স্বভাবগত কবি ছিলেন। তার রচিত কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা হলো ঃ

اَلْمَالُ يَنْفَدُ حِلُّه وَحَرَامُه

يَوْمًا وَيَبْقى فِى غَدٍ اٰثَامُه

لَيْسَ التَّقِىُّ بِمُتَّقٍ فِى دِيْنِه

حَتّٰى يَطِيْبَ شَرَابُه وَطَعَامُه

وَيَطِيْبُ مَايَجْوِى وَيَكْسِبُ اَهْلُه

وَيَطِيْبُ فِىْ حُسْنِ الْحَدِيْثِ كَلاَمُه نَطَقَ

النَّبِىُّ لَنَابِه عَنْ رَبِّه

فَعَلَى النَّبِىِّ صَلاَتُه وَسَلاَمُه

"সম্পদ, তা হালাল হোক বা হারাম হোক, ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কাল (কিয়ামতের) দিনের জন্য তার গুনাহ বাকী থাকবে। দীনের ব্যাপারে মুত্তাকী ব্যক্তির

তাকওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তার খানা-পিনা পবিত্র হয়। সে যা জমা করে আর যা তার পরিবার-পরিজন সঞ্চয় করে তা পবিত্র। আর তার কথাবার্তাও পবিত্র এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। এ কথা নবী (স.) তাঁর রবের পক্ষ থেকে আমাদের জানিয়েছেন; তাই নবী করীম (স.)-এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

আহলে-হাদীসদের প্রতি জাহিলদের দোষারূপ

উল্লেখ্য যে, জাহিল এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরা পূর্বযুগের আহলে-হাদীসদের সম্পর্কে, বিশেষ করে ইয়াহইয়া ইবন মুয়ীনের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করত। তারা বলতঃ মুহাদ্দিসগণ এবং বিশেষভাবে ইয়াহইয়া ইবন মুয়ীন আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে-কাউকে মিথ্যাবাদী, কাউকে জাল ও সন্দেহ জনক হাদীস বর্ণনাকারী এবং কাউকে সংশয়বাদী বলে। এরা হারাম, গীবত-শিকায়েতকে তাদের 'ইলম ও ইবাদত হিসেবে মনে করে। এ জন্য বকর ইবন হাম্মাদ নামক জনৈক মাগরিবী কবি ইয়াহইয়া ইবন মুয়ীন সম্পর্কে বিদ্রুপ করে তার হাদীস সম্পর্কে বলেছেঃ

أَرَى الْخَيْرَ فِي الدُّنْيَا يَقِلُّ كَثِيْرُهُ
وَيَنْقُصُ نَقْصًا وَالْحَدِيْثُ يَزِيْدُ
فَلَوْ كَانَ خَيْرًا كَانَ كَالْخَيْرِ كُلِّهِ
وَلٰكِنَّ شَيْطَانَ الْحَدِيْثِ مَرِيْدُ
وَلاَبْنِ مُعِيْنٍ فِيْ الرِّجَالِ مَقَالَةٌ
سَيُسْئَلُ عَنْهَا وَالْمَلِيْكُ شَهِيْدُ
فَاِنْ يَّكُ حَقًّا فَهِيَ فِيْ الْحُكْمِ غِيْبَةٌ
وَاِنْ يَّكُ زُوْرًا فَالْقِصَاصُ شَدِيْدُ.

"আমি দেখছি যে, দুনিয়াতে উত্তম ও কল্যাণময় কাজকর্ম হ্রাস পাচ্ছে, অথচ হাদীস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি ইল্‌মে হাদীস উত্তম হতো, তবে সবই উত্তম হতো। কিন্তু আফসোস, শয়তানের হাদীস দুর্বিনীত। ইব্‌ন মুয়ীন হাদীসের রিজাল (ব্যক্তিদের) সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছেন। আর অতিসত্ত্বর তার এ কথাবার্তা সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করা হবে; এ ব্যাপারে আল্লাহ স্বাক্ষী। যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে একথা গীবতের পর্যায়ের; আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার পরিণাম হবে শক্ত।

কিন্তু এই জাহিল এবং অজ্ঞরা বুঝে নাই যে, ইয়াহ্ইয়া ইবন মুয়ীনের, রিজালদের সম্পর্কে সমালোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র শরীয়ত ও সঠিক দীনের হিফাযত করা। তার এ সমালোচনা যেন কাফির, খারিজী, আহলে-বিদ'আত ও ধর্মত্যাগীদের হত্যার অন্তর্ভুক্ত যা উত্তম 'ইবাদতের শামিল এবং মোটেই হারাম পর্যায়ের নয়।

'আল্লামা হুমায়দীর কাসীদা এবং তার প্রতি দোষারূপের প্রত্যুত্তর

উপরোক্ত পসন্দনীয় কবিতার জবাব, "আল জাম্'উ বায়নাস্ সাহীহায়ন "গ্রন্থের প্রণেতা, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ফাতূহ হুমায়দী, একটি দীর্ঘ কাসীদায় দিয়েছেন। তিনি বকর ইবন হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

وَانِى اِلى اِبْطَالِ قَوْلِكَ قَاصِد
وَلِىْ مِنْ شَهَادَاتِ النُّصُوْصِ جُنُوْدٌ
اِذَا لَمْ يَكُنْ خَيْرًا كَلاَمُ نَبِيِّنَا
لَدَيْكَ فَانَّ الْخَيْرَ مِنْكَ بَعِيْدٌ
وَاَقْبَحُ شَئٍ اَنْ جَعَلْتَ لِمَا اَتى
عَنِ اللّهِ شَيْطَانًا وَ ذَاكَ شَدِيْدٌ

"নিশ্চয় আমি তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা করেছি। আর এজন্য আমার কাছে স্বাক্ষী হিসেবে হাদীস ও কুরআনের দলীল রূপ বাহিনী মওজুদ আছে। যতক্ষণ না তোমার নিকট আমাদের নবী (স.)-এর কথা উত্তম বলে মনে হবে, ততক্ষণ কল্যাণ ও মংগল তোমার থেকে দূরে থাকবে। আর যে কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেটাকে শয়তানের কথারূপে আখ্যায়িত করা বহুত বড় ও কঠিন গুণাহ।

অতঃপর তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবন মু'য়ীনের প্রশংসা এরূপে করেছেন ঃ

وَمَا هُوَ اِلاَّ وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ
وَكُلُّهُمْ فِيْمَا حَكَاه شُهُوْدٌ!

فَاِنْ صَدَّ عَنْ حُكْمِ الشَّهَادَةِ حَامِلٌ

فَاِنَّ كِتَابَ اللّٰهِ فِيْهِ عَتِيْدُ

وَلَوْلاَ رُوَاةُ الدِّيْنِ ضَاعَتْ وَاَصْبَحَتْ

مُعَامَلَةٌ فِى الاٰخِرِيْنَ تَبِيْدُ

هُمْ حَفِظُوْا الاٰثَارَ عَنْ كُلِّ شُبْهَةٍ

وَغَيْرُهُمْ عَمَّا اقْتَنَوْهُ رُقُوْدُ

وَهُمْ هَاجَرُوْا فِىْ جَمْعِهَا وَتَبَادَرُوْا

اِلَى كُلِّ اُنُقٍ وَالْمُرَامُ كَؤُدُ

وَقَامُوْا بِتَعْدِيْلِ الرُّوَاةِ وَجَرْحِهِمْ

قِيَامُ صَحِيْحُ النَّقْلِ وَهُوَ حَدِيْدُ

بِتَبْلِيْغِهِم صَحَتْ شَرَائِعُ دِيْنِنَا

حُدُوْدُ تَحَرَّوْا حِفْظَهَا وَعُهُوْدُ

وَصَحَّ لاَهْلِ النَّقْلِ مِنْهَا احْتِجَاجُهُمْ

فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ عَانِدُ وَحَقُوْدُ

وحَسْبُهُمْ اَنَّ الصَّحَابَةَ بَلَّغُوْا

وَعَنْهُمْ رَوَوْا لاَيُسْتَطَاعُ جُحُوْدُ

فَمَنْ حَادَ عَنْ هٰذَا الْيَقِيْنِ فَخَارِقٌ

مَرِيْدُ لاِظْهَارِ الشُّكُوْكِ مُرِيْدُ

وَلٰكِنْ اِذَا جَاءَ الْهُدٰى وَدَلِيْلُهُ

فَلَيْسَ لِمَوْجُوْدِ الضَّلاَلِ وُجُوْدُ

وَاِنْ رَامَ اَعْدَاءُ الدِّيَانَةِ كَيْدَهَا

فَكَيْدُ هُمْ بِالْمُخْزِيَاتِ مَكِيْدًا

"ইবন মু'য়ীন তো সত্যপন্থী জামা'তের একজন সদস্য। তিনি যা বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে জামাতের সবাই স্বাক্ষী। যদি কোন স্বাক্ষ্যদাতা স্বাক্ষী প্রদান থেকে বিরত থাকে, তবে এর স্বপক্ষে আল্লাহর কিতাব রয়েছে। যদি দীনের রাভী (বর্ণনাকারী) না হতো, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবস্থা খরাপ ও নষ্ট হয়ে যেত। তাঁরা হাদীসকে সব ধরনের সন্দেহ থেকে হিফাযত করেছে; যখন তারা ব্যতীত অন্যরা তা সংগ্রহ করা তেকে অসস অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। তাঁরা হাদীসের ভাণ্ডার সংগ্রহ করার জন্য হিজরত করেছে, দুনিয়ার কোণায় কোণায় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমণ করেছে। রাভীদের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য তারা চেষ্টা করেছে, যদিও কাজটি খুবই কঠিন। তাদের প্রাণান্তকর তাবলীগের কারণে আমাদের দীনের বিধান সঠিকভাবে বিবৃত হয়েছে। তারা দীনের দাবী রক্ষা করার জন্য অংগীকার করেছে। অতঃপর নকলকারীদের জন্য এ হাদীসসমূহ দলীল স্বরূপ হয়েছে, তাই হিংসা বিদ্বেষকারীরা ব্যতীত, আর কোন অস্বীকারকারীর অস্তিত্ব নেই। আর তাদের জন্য এই-ই যথেষ্ট যে, সাহাবীগণ তাবলীগ করেছেন এবং তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাদের আদৌ অস্বীকার করা যায় না। তাই, যে কেউ এখন এ সব ইয়াকিনী কথাবার্তা পরিহার করবে, সে হবে ইজমা 'পরিত্যাগকারী বিদ্রোহী এবং সন্দেহ সৃষ্টিকারী। কিন্তু যখন হিদায়াত এবং তার স্পষ্ট দলীল প্রকাশ পেয়েছে, তখন বর্তমান গুম্‌রাহীর অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকবে না। যদি দিয়ানাতদারীর শত্রুরা তাদের চক্রান্তের জাল নিক্ষেপ করে, তবে তাদের এ হীন চক্রান্ত অপমানকর বিষয় দিয়ে প্রতিহত করা হবে।

আব্দুস সালাম আশ্‌বিলীর কাসীদা

وَلاَبْنِ مَعِيْنٍ فِى الَّذِى قَالَ أُسْوَةٌ

وَرَأْىٌ مُصِيْبٌ لِلصَّوَابِ سَدِيْدُ

وَأَجْرِبُهُ يَعْلَى الإِلَهُ مَحَلَّهُ

وَيَنْزِلُهُ فِى الْخُلْدِ حَيْثُ يُرِيْدُ

يُنَاضِلُ عَنْ قَوْلِ النَّبِىِّ وَصَحْبِهِ

وَيَطْرُدُ عَنْ أَحْوَاضِهِ وَيَزُوْدُ

وَجِلَّةُ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا بِقَوْلِهِ
وَمَاهُوَ فِىْ شَىْءٍ اَتَاهُ فَرِيْدُ
وَلَوْلَمْ يَقُمْ اَهْلُ الْحَدِيْثِ بِدِيْنِنَا
فَمَنْ كَانَ يَرْوِىْ عِلْمَهُ وَيُفِيْدُ
هُمْ وَرِثُوْا عِلْمَ النُّبُوَّةِ وَاحْتَوَوْا
مِنَ الْفَضْلِ مَاعَنْهُ الاَنَامُ رُقُوْدُ
وَهُمْ كَمَصَابِيْحِ الدُّجَى يُهْتَدَى بِهِمْ
وَنَارُهُمْ بَعْدَ الْمَمَاتِ وُقُوْدُ
عَلَيْكَ يَا ابْنِ غِيَاثٍ لُزُوْمَ سَبِيْلِهِمْ
فَحَالُهُمْ عِنْدَ الاِلَهِ حَمِيْدُ

"যে কথা ইবন মু'য়ীন বলেছেন, তা অনুসরণ যোগ্য। তার সিদ্ধান্ত সঠিক এবং সত্য। এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তার মর্তবা বুলন্দ করবেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে, তিনি যেখানে চাইবেন, সেখানে তাকে স্থান দেবেন। তিনি নবী (স.) এবং তাঁর সাথীদের কথাবার্তা হিফাযত করেন এবং অন্যদের তাঁর (স.) হাওয থেকে তাড়িয়ে দেন। বড় বড় আলিমরা তারই মত কথাবার্তা বলেছে। তাই তিনি তার বর্ণনা ক্ষেত্রে একা নয়। হাদীস সংরক্ষণ রাভীগণ আমাদের দীন রক্ষা করার জন্য যদি না দাঁড়াতেন, তবে আজ ইলম বর্ণনা করা এবং ফায়দা পাওয়া কার পক্ষে সম্ভব হতো? তারাই নুবুওয়াতের ইল্‌মের ওয়ারিছ এবং তারা সম্মান প্রাপ্ত হয়েছে, যা থেকে মাখলুক গাফিল আছে। তারা অন্ধকার রাতের আলোর ন্যায়, যা থেকে হিদায়াত পাওয়া যায় এবং তাদের মৃত্যুর পরও তা প্রজ্জলিত। হে ইবন গিয়াছ! তুমিও তাদের রাস্তা ইখতিয়ার কর; কেননা, তাদের অবস্থা আল্লাহর নিকট খুবই প্রশংসিত।

বস্তুতঃ আহমদ ইবন 'আমর ইবন উসফুরও নিম্নোক্ত কবিতা দিয়ে জবাব দিয়েছেন ঃ

اَيَاقَادِحًا فِى الْعِلْمِ زَيْدَ عَمَاءَهُ
رُوَيْدًا بِمَا تَبْدِى بِهِ وَتُعِيْدُ

جَعَلْتَ شَيَاطِيْنَ الْحَدِيْثِ مَرِيْدَةً

اَلاَ اِنَّ شَيْطَانَ الضَّلاَلِ مَرِيْد

وَجَرَحْتَ بِالتَّكْذِيْبِ مَنْ كَانَ صَادِقًا

فَقَوْلُكَ مَرْدُوْدٌ وَاَنْتَ عَنِيْد

وَذُو الْعِلْمِ فِى الدُّنْيَا نُجُوْمُ هِدَايَةٍ

اِذَا غَابَ نَجْمٌ لاَحَ بَعْدُ جَدِيْد

بِهِمْ عِزُّ دِيْنِ اللّٰهِ طُرًّا وَهُمْ لَه

مَعَاقِلُ مَنْ اَعْدَائِه وَجُنُوْد

"হে ইল্‌মে হাদীসের উপর অভিযোগকারী, তুমি চুপ থাক। তুমি যা প্রকাশ করছ এবং বারবার বলছ, তা পরিহার কর। তুমি মুহাদ্দিসদের বিদ্রোহী শয়তান মনে করেছ। তবে তুমি জেনে রাখ যে, গুম্‌রাহ্‌কারী শয়তানই বিদ্রোহী। তুমি সত্যের উপর মিথ্যার কালিমা লেপন করেছ। কাজেই, তোমার কথাই পরিত্যক্ত এবং তুমিই হিংসুক। আহ্‌লে-ইল্‌ম দুনিয়াতে হিদায়াতের সূর্য স্বরূপ। যখন একটা তারা অস্তমিত হয়ে যায়, তখন আরেকটি আলোকিত হয়। তাদের দ্বারাই আল্লাহর দীনের ইয্‌যত পরিপূর্ণ রয়েছে; তাঁরা হলেন দীনের আশ্রয়স্থল এবং আল্লাহর সৈনিক।"

কিতাবুল কিনা ওয়াল আসামী লিন্ নাসায়ী

এ গ্রন্থটিও একটি সংকলন। এর নাম হলো মুন্‌তাকী। মুনতাকীর শেষে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে ঃ

اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِىُّ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَبْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ اَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ اَقْرِئْنِى سُوْرَةَ

هُوْدٍ وَسُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنْ نَقْلاً شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -

"আহমদ ইবন শুআয়ব নাসায়ী, কুতায়রা ইবন সায়ীদ, লায়ছ, ইয়াযীদ ইবন আবূ হাবীব, আবূ 'ইমরান আস্‌লাম, 'উক্‌বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বাহনের উপর ছিলেন এবং আমি তার অনুসরণ করছিলাম। তখন আমি বলি আপনি আমাকে সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফ পড়িয়ে দিন। এ সময় তিনি বলেন, তুমি এমন কোন সূরা পাঠ করবে না, যা আল্লাহর নিকট, কুল আউজু বে-রাব্বিল ফালাক থেকে অধিক বালীগ' (সাবলীল)।

যেখানে সিহাহ-সিত্তার সংকলকদের বিষয় আলোচিত হবে সেখানে ইনশাল্লাহ, নাসায়ী-এর জীবন চরিতও লিপিবদ্ধ করা হবে।

তারিখুস সিকাত লি-ইব্‌ন হাব্বান

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ হাতিম এবং নাম হলো, মুহাম্মদ ইবন হাব্বান তামিমী। সহীহ্ ইবনে হাব্বানে তার কথা বর্ণিত হয়েছে। সে ইতিহাস-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এরূপ বর্ণনা আছে ঃ

بَابُ ذِكْرِالْحُبِّ عَلٰى لُزُوْمِ سُنَنِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ خَالِدُ الْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ الْمَدِيْنِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا (ثَوْرُ) بْنُ يَزِيْدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مُعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍ والسُّلَمِىُّ وَحَجَرُ بْنُ حَجَرٍ الْكُلَاعِىُّ قَالَ اَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَض وَهُوَمِمَّنْ نَزَلَه فِيْهِ وَ لاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَاَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ" فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَ قُلْنَا اَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ وَعَائِدِيْنَ وَمُقْتَبِسِيْنَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّ بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ

مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا فَاِنَّه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ (بَعْدِيْ) فَسَيَرى اِخْتِلافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنِ الْمَهْدِيِّيْنَ فَتَمسكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ـ

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাতকে ভালবাসা ঃ

আহমদ ইবন মুকাররাম খালিফ আল্ বাররী, 'আলী ইবন মাদানী, ওলীদ ইবন মুসলিম, ছাত্তর ইবন ইয়াযীদ, খালিদ ইবন মা'আদান, 'আব্দুর' রহমান ইবন আমর সুলামী ও হাজর ইবন হাজর কালায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, 'আমরা 'ইরবায ইবন সারিয়ার নিকট উপস্থিত হই এবং তিনি ঐ সব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের শানে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَ مَا اَتَوْكَ لِحَمِلِ هُم، قُلْتَ لاَاَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ـ

"ওদেরও কোন অপরাধ নেই যারা তোমার কাছে বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে, 'আমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না।"

আমরা তাঁকে সালাম করি এবং নিবেদন করি, আমরা আপনার নিকট যিয়ারত, ইয়াদত এবং উপকার গ্রহণের জন্য এসেছি। তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। একবার তিনি আমাদের দিক মুখ ফিরিয়ে এমন মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন, যাতে লোকদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে এবং অন্তর ভারাক্রান্ত হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনার আজকের ভাষণ বিদায়ী ভাষণ বলে মনে হচ্ছে, আপনি আমাদের ব্যাপারে কি বলেন? তখন তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের এ ওসীয়ত করছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে এবং নিজের নেতার কথা শুনবে ও মানবে, যদিও সে হাব্শী কান-কাঁটা

গোলাম হয়। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতানৈক্য-মতভেদ দেখবে। তখন তোমরা আমার সুন্নত ও আমার হিদায়ত প্রাপ্ত খুলায়ফায়ে রাশিদীনের সুন্নতের অনুসরণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে তা ধরে থাকবে। আর তোমরা নতুন উদ্ভাবিত জিনিস থেকে পরহেজ করবে। কেননা, দীনের ব্যাপারে প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিসই বিদ্আত এবং সব বিদ্আত-ই গুমরাহী।

আল্-ইরশাদ ফী মা'রিফাতিল মুহাদ্দিসীন ঃ আবূ 'ইয়ালা

রাভীদের অবস্থা বর্ণনায় গ্রন্থটি অতি উত্তম এবং অনবদ্য। ইনি ঐ আবূ 'ইয়ালা নন, যার মু'জাম ও মসনাদের কথা আগে আলোচিত হয়েছে। প্রথম জন হলেন মুসেলের অধিবাসী এবং দ্বিতীয় জন হলেন কাভবিনীর বাশিন্দা। তাঁর নাম হলো, খলীল ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন আহমদ। তিনি কাযভিনীর অধিবাসী। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মাঝে এই একটি কিতাব "ইরশাদ ফী মারিফাতুল মুহাদ্দিসীন" খুবই প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি এ কিতাব দেখে, সে তার এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত হলো, এই গ্রন্থে সন্দেহজনক অনেক কিছু বর্ণিত আছে। যতক্ষণ না অন্য গ্রন্থের সমর্থন পাওয়া যায়, ততক্ষণ এর উপর ভরসা করা যাবে না। এতদসত্ত্বেও তিনি 'ইলালে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তার সময়ের উন্নত সনদ হাসিলকারী ছিলেন। আলী ইবন আহমদ ইবন সালিহ কাযভিনী, আবূ হাফ্স কাতানী, হাকিম প্রমুখ বুযুর্গদের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। তিনি আবূ হাফ্স ইবন শাহীন, আবূ বকর মাক্‌রী হতে হাদীসের ইজাযত হাসিল করেন। আবূ বকর ইবন লাল (যিনি তার উস্তাদ ও শায়খ), তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার পুত্র আবূ 'ইয়ালা আবূ যায়দ ইবন আবূ 'ইয়ালা হাদীসের 'আলিম এবং তার শাগরিদ ছিলেন। হিজরী ৪৪৬ সনে আবূ 'ইয়ালা ইনতিকাল করেন।

হুলিয়াতুল আউলিয়া ঃ আবূ না'য়ীম ইস্পাহানী

এ গ্রন্থটি হাফিয আবূ না'য়ীম ইস্পাহনী কর্তৃক রচিত। তাঁর মুস্তাখরিজে, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত ঃ ঐ ঘটনা, যা ইমাম মালিক (রহঃ) সম্পর্কে "হুলিয়াতুল আউলিয়া" গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তা আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আল-ইস্তি'আব ফী মা'রিফাতিল আস্‌হাব ঃ ইবন আব্দুল বার

এটি আবু 'আমর ইবন "আব্দুল বারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের ভূমিকাতে ইবন সীরীন থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে ঃ

اَلسَّا بِقُوْنَ الاَ وَّ لُوْ نَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الا نْصَارِ هُمُ الَّذِيْنَ صَلُّوْا اَلْقِبْلَتَيْنِ

"মুহাজির ও আনসারদের থেকে তাঁরাই হলেন অগ্রগামী ও প্রথমদিকের, যারা দুই কিব্‌লার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছিলেন।" আর সুফইয়ান থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ بَايِعُوْا بَيْـعَةَ الرِضْوَان

"এঁরা হলেন তাঁরা, যাঁরা বায়'আতুর রিয্‌ওয়ানের সময় বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।"

অর্থাৎ ইবন সিরীন তো এরূপ বলেন যে, মুহাজির ও আনসারদের থেকে তারাই হলেন প্রথম দিকের ও অগ্রগামী, যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও মক্কা মুয়াযযামা—এ দুই কিবলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সালাত আদায় করেন। আর সুফইয়ান বলেন ঃ এঁরা হলেন ঐ সব ব্যক্তিরা, যারা বায়'আতুর রিয্‌ওয়ানে শরীক ছিলেন। সুফ্‌ইয়ান ছিলেন পাশ্চাত্যের একজন প্রখ্যাত আলিম।

তাঁর নাম হলো—ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল বার ইবন 'আসিম নাম্‌রী কুরতুবী। তিনি হিজরী ৩৬৮ সনে, রবিউল আউয়াল মাসে, জুম' আর দিনে-ইমাম যখন খুত্‌বা দিচ্ছিলেন, তখন জন্ম গ্রহণ করেন। যদিও খাতীব বাগদাদী তার সমকালীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তবুও তিনি খাতীবের জন্মের আগে হাদীসের-জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। তিনি খালফ ইবন কাসিম, আব্দুল ওয়ারিছ ইবন সুফ্‌ইয়ান, আবূ সায়ীদ নসর, 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মুমিন এবং তাঁদের সমকালীন 'আলিমদের থেকে 'ইলম হাসিল করেন। দূর-দূরান্তরের 'উলামারাও তাকে 'ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়ার ইজাযতনামা লিখে দেন। যেমন, মিসর থেকে" তারগীব ও তারহীব" গ্রন্থে প্রণেতা হাফিয আব্দুল গণী মুন্‌যিরী এবং মক্কার আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ ইবন সুক্‌তী।

হাফিয 'আব্দুল বার হিফ্‌য ও ইত্‌কানে তার সময়ের নেতা ছিলেন। ফিক্‌হে হাদীস শাস্ত্রে তার প্রণীত গ্রন্থ "কিতাবুত্ তামহীদ" একটি অতুলনীয়, উত্তম গ্রন্থ, যা

মুজতাহিদদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে এই একটি গ্রন্থই মালিকী মাযহাবের জন্য যথেষ্ট, যা ১৫ খন্ডে সমাপ্ত। তিনি পাশ্চাত্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন, তবে তিনি অধিকাংশ সময় আন্দালুসে বসবাস করতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি আন্দালুসের বাইরে গমন করেননি। আর তিনি সেই সময়ের বিশিষ্ট ৭০ জন আলিমের নিকট ইলম হাসিল করেন, যারা ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত জ্ঞানী-গুণী। তাঁর 'ইলম খাতীব, বায়হাকী ও ইবন হাযামের চাইতে কম ছিলনা। বরং তাঁর কাছে এমন কিছু জিনিস ছিল, যা অন্যের কাছে ছিলনা। তার চরিত্রে সততা, সত্যবাদিতা, সঠিক বিশ্বাস ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের যে বাস্তবায়ন ছিল, তা অন্য 'উলামাদের চরিত্রে খুব কমই দেখা যায়। তারই সনদ দিয়ে সুনানে আবূ দাউদ তৈরি হয়েছে, যা তিনি 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মুমিন থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ইবন দাসা থেকে এবং তিনি তার প্রণেতা আবূ দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

প্রথমে জীবনে তিনি আস্হাবে-জাত্তাহিরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরে তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী হন। এতদসত্ত্বেও তিনি শাফীয়ী ফিক্হের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর লিখিত কিতাব "আল ইস্তিয্কার" মুয়াত্তার অন্যতম শরাহ্ এবং তিনি মুয়াত্তার অধ্যায় সন্নিবেশকরণে পারদর্শিতা দেখান। এ কিতাবটি অনেক বড়। যদি এটি "জালী অক্ষরে" লিপিবদ্ধ করা হয়, তবে এটি ৩০ খণ্ড হবে। আর যদি "খফী অক্ষরে" লেখা হয়, তবে এর খণ্ড হবে ১৫টি। তিনি 'ইল্মে আদব ও বর্ণনার ফযীলত সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করেছেন, যা খুবই উপকারী। এছাড়া তাঁর লি-খিত কিতাবের মধ্যে কিতাবুদ্ দুরার ফী ইখ্তিসারীল মাগাযী ওয়াস্ সায়ের, কিতাবুল 'আকল ওয়াল 'উকালা-মা জাআ ফী আওসাফী হিম, কিতাবু জাম্হারাতিল আনসার এবং কিতাবু বাহ্জাতিল মাজালিস খুবই প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত কিতাবাদি ছাড়া তিনি আরো অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিজরী ৪৬৩ সনে, রবিউস-সানী মাসে, শাতিবা নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। উল্লেখ্য যে, খাতীব বাগদাদীও এ বছর ইনতিকাল করেন।

'আল্লামা ইবন 'আব্দুল বার-এর কয়েকটি কবিতা

কবিতা রচনার প্রতিও তার আকর্ষণ ছিল। তার রচিত কয়েকটি কবিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

تَذَكَّرْتُ مَنْ يَبْكِي عَلَيَّ مُدَاوِمًا

فَلَمْ أَرَ إِلَّا الْعِلْمَ بِالدِّيْنِ وَالْخَبَرْ

عُلُوْمِ كِتَابِ اللّٰهِ وَالسُّنَنِ الَّتِىْ

اَتَتْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ مَعَ صَحَّةِ الْاَثَرِ

وَعِلْمُ الْاُوْلٰى مِنْ نَاقِدِيْهِ وَفَهْمُنَا

لِمَا اخْتَلَفُوْنِى الْعِلْمِ بِالتَّرَأىِ وَالنَّظَرُ ـ

"আমি সেই সব জিনিসকে স্মরণ করেছি, যা আমার জন্য সব সময় ক্রন্দন করে। আর এ জন্য আমি ইল্‌মে দীন ও হাদীস ব্যতীত আর কিছুই পাইনি। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং ঐ সব হাদীসের ইল্‌ম, যা সঠিক বর্ণনার সংগে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে কথিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আর সেই সব ব্যক্তিদের ইলম, যারা এর যাচাইকারী। আর আমাদের সমক (বোধ) সেই জ্ঞানের মধ্যে, যার মধ্যে তারা অভিমত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা মতানৈক্য করেছেন।

তিনি আরো বলেন ঃ

مَقَالَةُ ذِىْ نُصْحٍ وَذَاتِ فَوَائِدٍ

اِذَا هِنْ ذَوِى الْاَلْبَابِ كَانَ اسْتِمَاعُهَا

عَلَيْكُمْ بِاٰثَارِ النَّبِىِّ فَاِنَّهُ

مِنْ اَفْضَلِ اَعْمَالِ الرَّشَادِ اتِّبَاعُهَا ـ

"নসীহতপূর্ণ ও উপকারী কথা মেনে নেও, যখন তুমি তা জ্ঞানীদের কাছ থেকে শুনেছ। নবী (স.)-এর পায়রাভীকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কেননা, তাঁর (স.) অনুসরণ আমলের মাঝে সব চাইতে উত্তম।"

পাশ্চাত্যের শহরের মধ্যে 'আশবিলা' শহরটি খুবই প্রসিদ্ধ। যখন ইউসূফ সেখানে যান এবং তাদের আচার-আচরণের ভদ্রতা ও শিষ্ঠতার অভাব অনুভব করেন, তখন তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। তা হলো ঃ

تُنْكِرُ مَنْ كُنَّا نَسَرُّ بِقُرْبِهِ

وَصَارَزُ عَاقًا بَعْدَ مَاكَانَ سَلْسَلاً

وَحَقٌّ لِجَارٍ لَمْ يُوَا فِقْهُ جَارُهُ

وَلاَ لاَ يَمَتْهُ الدارُ اَنْ يَتَّحَوَّلاَ

بَلَيْتُ بِحِمَّصٍ والمُقَامَ بِبَلْدَةٍ

طَوِيُلاً لَعَمُرِىْ مُخْلَّقٌ يُوْرِثُ الْبِلى

اِذَا هَانَ حُرٌّ عِنْدَ قَوْمٍ اَتَاهُمْ

وَلَمْ يَنْأ عَنْهُمْ كنَ اَعْمى وَاَجْهَلاَ

وَلَمْ تُضْرَبِ الامْثَالُ اِلأَلِعَالِمٍ

وَمَا عُوْتِبَ الاِنْسَانُ اِلاَّ لِيَعْقِلاَ ـ

"যার নৈকট্য আমাদের জন্য খুশীর কারণ বলে মনে করা হতো, তিনি অপরিচিত হয়ে গেছেন। সুপেয় সুস্বাদু পানীয় হওয়ার পর, তা ময়লাযুক্ত ও লবণাক্ত হয়ে গেছে। যদি কারো প্রতিবেশী তার সাথে ভাল আচরণ না করে এবং ঘরও তার বসবাসের উপযোগী না হয় তবে তার জন্য সেখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম। আমি হিম্‌স এবং ঐ সব শহরে এত অধিক সময় অতিবাহিত করেছি, যা আমার জীবনকে পুরাতন করে দিয়েছে এবং আমার মাঝে বার্ধক্য সৃষ্টি করেছে। যখন কোন শরীফ লোক, কোন কাওমের কাছে এসে লাঞ্ছিত হয়, এরপরও তাদের থেকে দূরে যায় না, সে অন্ধ এবং নিরেট মূর্খ। কথা এবং উদাহরণ যারা জ্ঞানী তাদের জন্যই বলা হয়। আর মানুষের শাস্তি এ জন্যই দেওয়া হয় যেন তার বুদ্ধি হয়।

তারিখে বাগদাদ

এটি খাতীব বোগদাদী রচিত গ্রন্থ। এর দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে বাগদাদের প্রশংসা এবং সে শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কথা এবং শহরবাসীদের উত্তম চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর বাগদাদের পাশে প্রবাহিত দুটি নদী দাজলা ও ফুরাতের কথা 'বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারীর পূর্ণ জীবনালেখ্য এতে আলোচিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আবূ যিবের আলোচনা শেষে, এ কিতাবের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে। ঐ তারিখের (ইতিহাসের) প্রথমে যে সনদ লিখিত আছে, তা এরূপ ঃ

يَقُوْلُ قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ يَايُوْنُسْ دَخَلْتَ بَغْدَادَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ مَارَأَيْتَ الدُّنْيَا ـ

"আমাকে ইমাম শাফী (রহঃ) বলেন, হে ইউনুস, তুমি কি কখনো বাগদাদে গিয়েছ? রাভী বলেন, আমি বল্লাম, 'না।' এ কথা শুনে ইমাম শাফীয়ী (রহঃ) বলেন, তা হলে তো তুমি দুনিয়াই দেখনি।

খাতীব বলেন, আবূ সায়ীদ মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন খাল্ব হামদানী এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

فِدًى لَكَ يَابَغْدَادُ كُلُّ قَبِيْلَةٍ

مِنَ الاَرْضِ حَتَّى خِطَّتِيْ وَدِ يَارِيَا

فَقَدْ طُفْتُ فِي شَرْقِ الْبِلاَدِ وَ غَرْبِهَا

وَسَيَّرْتُ رَحْلِيْ بُيْنَهَا وَرِكَا بِيَا

فَلَمْ أَرْفِيْهَا مِثْلَ بَغْدَادَ مَنْزِلاً

وَلَمْ أَرَ فِيْهَا مِثْلَ دَجْلَةَ وَادِيَا

وَلاَ مِثْلِ اَهْلِيْهَا اَرَقُ شَمَائِلاً

وَاَعذَبُ اَلْفَاظًا وَاَحْلَى مَعَانِيَا

وَكَمْ قَائِلٍ كَوْ كَانَ وُدُّكَ صَادِقًا

لِبَغْدَادَ لَمْ تَرْحَلْ فَكَانَ جَوَابِيَا

يُقِيْمُ الرِّجَالُ الاَغْنِيَاءُ بِاَرْضِهِمْ

وَتَرْمِي النَّوى بِالْمُقْتَرِيْنَ الْمَرَامِيَا ـ

"হে বাগদাদ, তোমার উপর যমীনের সব সম্প্রদায় কুরবান হোক, এমনকি আমার এলাকা ও ঘর-দুয়ার। আমি পূর্ব ও পশ্চিমের শহর পরিভ্রমণ করেছি এবং আমার বাহন ও সওয়ারী তথায় চালিয়েছি। কিন্তু আমি বাগদাদের মত কোন জায়গা

দেখিনি সেখানকার বাসিন্দাদের মত নরম-স্বভাবের, মিষ্টভাষী ও অমায়িক লোক আর কোথাও পাইনি। অনেকেই বলে থাকে, যদি বাগদাদের সাথে তোমার মহব্বত খাঁটি হতো তবে তুমি সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে না। এর জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, মালদার ব্যক্তিরা তাদের দেশে বসবাস করে এবং গরীবদের তার ধ্বংস পাহাড়ে ও ময়দানে নিক্ষেপ করে।

খাতীবের কুনিয়াত হলো আবু বকর। তার নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ আহমদ ইবন 'আলী ইবন ছাবিত ইবন আহমদ ইবন মাহদী। তিনি হিজরী ৩৯২ সনে. জিল-ক্বাদ মাসে, বৃহস্পতিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। এ জন্য তিনি তার পুত্রকে এ শাস্ত্র শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মাত্র এগার বছর বয়সে 'ইলম-শিক্ষা করা ও শ্রবণ করা শুরু করেন। এরপর তিনি হাদীসের অন্বেষণে বসরা, কূফা, নিশাপুর, ইস্পাহান, দীনুর, হামাদান রায় ও হিজাজ সফর করেন। তিনি "হুলিয়াতুল আউলিয়া" গ্রন্থের প্রণেতা হাফিয আবূ নায়ীম, আবূ সায়ীদ মলিনী, আবুল হাসান ইবন বাশ্‌রান ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস "ইবন মাকূলা" তাঁর শাগরিদ ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন মারযূক জাফরাণী এবং এ শাস্ত্রের অন্যান্য বুযুর্গরা তারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধণ্য হন। তিনি মক্কা মুয়াযযামায়ে বুখারী শরীফ, সিত্তী কারীমা (বিন্‌তে আহমদ মারুযীয়া)-এর নিকট যিনি বুখারী শরীফের বিশিষ্ট রাভীদের অন্যতম-মাত্র পাঁচ দিনে খতম করেন। একই রূপে তিনি আবূ আব্দুর রহমান ইসমাঈল ইবন আহমদ যারীর হীরী নিশাপুরীর খিদমতে থেকে তিন বৈঠকে সহীহ বুখারী খতম করেন এবং তিনি কুশ্‌মিনীর নিকট থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণ করেন। তিনি মাগরিবের সময় বুখারী শরীফ পড়া শুরু করতেন এবং ফজরের নামাযের সময় শেষ করতেন। দুই রাত তিনি এভাবে শেষ করেন। তৃতীয় দিন চাশতের সময় থেকে মাগরিব পর্যন্ত এবং মাগরিবের সময় থেকে শুরু করে সকালে তিনি বুখারী শরীফ পড়া খতম করেন।

যাহাবী বলেন, তাঁর অনুরূপ স্মৃতিশক্তি ও লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। সফর শেষ করে তিনি বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি হাদীস বর্ণনা ও কিতাব রচনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা ষাটেরও অধিক, যা থেকে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো ঃ জামি, তারীখে বাগদাদ, কিফায়েত, শারফু আসহাবিল-হাদীস, আস-সাবিক ওয়াল লাহিক, আল-মুত্তাফিক ওয়াল্ মুফ্‌তারিক, আল-মুত্তালিফ, তালখীসুল মুশাবা, কিতাবুর রুয়াত আন্ মালিক, গুনিয়াতুল

মুক্তাবিন ফিল, মুল্তাবিস, তামীযুল মুত্তাছিলিল আসানিফ, রুয়াতুল আবনা আনীল আবা। এছাড়া তিনি আরো অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যা মুহাদ্দিসদের জ্ঞানের ব্যাপারে সাহায্য করে।

হাফিয আবূ তাহির সালাফী তার রচনা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

تَصَانِيْفُ ابْنِ ثَابِتِ الْخَطِيْبِ
اَلَذُّ مِنَ الْجَنَى الْغَضِ الرَّطِيْبِ
يَرَاهَا اِذَارَوَاهَا مَنْ حَوَاهَا
رِيَاضًا لِلْفَتَى الْيَقْظِ اللَّبِيْبِ
وَيَاخُذُ حُسْنُ مَا قَدْ صَاغَ مِنْهَا
بِقَلْبِ الْحَافِظًا لِفِطْنِ الاَرِيْبِ
فَاَيَّةُ رَاحَةٍ وَنَعِيْمِ عَيْشٍ
يُوَازِى عَيْشَهَا بَلْ اَىُّ طِيْبِ

ইবন ছাবিত খাতীবের গ্রন্থাবলী তরতাজা ফলের চাইতেও অধিক মিষ্টি। যখন এর সংগ্রহকারীরা এটা বর্ণনা করবে, তখন জ্ঞানী-জাগ্রত যুবকরা এটাকে বাগানের মত পাবে। আর যে খোশ্বু এসব গ্রন্থ থেকে বিচ্ছুরিতহয়, এর সুগন্ধি হাফিয, সমঝদার ও জ্ঞানী লোখের দিলকে আপ্লুত করবে। তাই কোন ধরনের আরাম, কোন্ যিন্দেগীর নি'মাত বরং কোন খোশ্বু এর সমকক্ষ হতে পারে?

তিনি হজ্জের সফরে প্রত্যহ তরতীলের সাথে ও তাজবীদ সহকারে একবার কুরআন খতম করতেন, যা শ্রোতারা শব্দে শব্দে শোনতেন। সফরের কষ্ট সত্ত্বেও তিনি তেলাওয়াত জারী রাখেন।আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অনেক পার্থিব সম্পদ দান করেন, যা তিনি জ্ঞানের চর্চার সন্ধানে দু হাতে ব্যয় করতেন।

'আল্লামা খাতীব বাগদাদীর দু'আ এবং তা কবূল হওয়া

হজ্জের সময় তিনি যখন যমযম কূপের নিকট পৌঁছান, যেখানে দু'আ কবুল হয়-তখন তিনি তিনবার পানি পান করে আল্লাহ্ তাআলার নিকট তিনটি জিনিসের জন্য দু'আ করেন ঃ প্রথম দু'আ ছিল, তারিখে বাগদাদ যেন এরূপ মাকবূল হয়, যা থেকে লোকেরা বর্ণনা করবে। দ্বিতীয় দু'আ ছিল 'আমি জামি মানসুর, যা বাগদাদের

শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ, এখানে যেন হাদীস শিক্ষা দেওয়ার কাজে মশগুল থাকতে পারি।' তৃতীয় দু'আ ছিল, 'আমার কবর যেন বিশর হাফী (রহঃ)-এর কবরের পাশে হয়।"

আল-হাম্‌দুলিল্লাহ! তাঁর তিনটি দু'আই কবুল হয়। বাগদাদে তাঁর প্রভাব এতো বৃদ্ধি পায় যে, সে সময়ের বাদশাহ এই মর্মে হুকুম জারী করেন যে, কোন ওয়ায়িয, কোন খাতীব এবং কোন 'আলিম কোন হাদীস ততক্ষণ বর্ণনা করতে পারবে না, যতক্ষণ না সেটি খাতীবের সামনে পেশ করে তা বর্ণনা করার ইজাযত না নেয়।

একবার খায়বারে বসবাসকারী কিছু ইহুদী-যারা হযরত উমর (রা)-এর যামানায় সেখান থেকে উঠে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছিল, খলীফার সামনে রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি চিঠি পেশ করে, যা হযরত 'আলী (রা)এর হাতের লেখা ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সিল মোহরের চিহ্নও তাতে বিদ্যমান ছিল, এবং কয়েকজন সাহাবীর সইও তাতে স্বাক্ষীরূপে সম্পৃক্ত ছিল। চিঠির মর্ম এরূপ ছিল 'খায়বারের অমুক, অমুক গোত্রের জিযিয়া আমি মাফ করে দিলাম।'

খলীফা চিঠি খানি খাতীবের কাছে পাঠিয়ে দেন। খাতীব চিঠি খানির প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে দেখে বললেন ঃ চিঠিখানি ধোকাপূর্ণ এবং জাল। কেননা, এতে মু'আভিয়া এবং সা'আদ ইবন মু'আয-এর সইও স্বাক্ষীরূপে দেওয়া আছে। বস্তুতঃ খায়বার যখন বিজিত হয়েছিল, তখন মু'আবিয়া ইসলাম কবুল করেননি এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র সুহবাতও হাসিল করেননি। আর সা'আদ ইবন মুআয (রা) খন্দকের যুদ্ধের সময় তীরের আঘাতে যখম হয়েছিলেন এবং বণূ কুরায়শদের সাথে যুদ্ধের সময় তিনি ইন্‌তিকাল করেন। অর্থাৎ তিনি খায়বার বিজয়ের সময় জীবিত ছিলেন না।

খাতীব যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তিনি বাদশাহের কাছে এরূপ খবর পাঠান যে, "আমার কোন ওয়ারিছ নেই, তাই আমার ইনতিকালের পর, আমার সমুদয় সম্পদ বায়তুল মালে যেন জমা করা হয়। আর বাদশাহ যদি ইজাযত দেন, তবে আমি আমার নিজের হাতে, আল্লাহর রাস্তায় আমার সমুদয় সম্পদ খরচ করে যেতে পারি।

এর জবাবে খলীফা বলেন ঃ খুবই মুবারক প্রস্তাব। এর-পর তিনি তাঁর সমুদয় কিতাব ওয়াকফ করে দেন এবং সব ধরনের মাল-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেন। তিনি হিজরী ৪৬৩ সনের ৭ই জ্বিলহাজ্জ ইন্‌তিকাল করেন।

শায়খ আবূ ইসহাক শিরাযী যিনি শাফী মাযহাবের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং জাহিরী ও বাতিনী 'ইলমের মহাসমুদ্র সদৃশ ছিলেন তাঁর জানাযা নিজের কাঁধে বহন করেন। তাঁর ইনতিকালের পাঠ বাগদাদের জনৈক বুযুর্গ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা

করেন, 'আপনি কেমন আছেন ?' জবাবে তিনি বলেন, 'আমি আরাম-আয়েশপূর্ণ শান্তিময় জান্নাতে অবস্থান করছি।'

একইরূপে, সে সময়ের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেন, 'আমি একদিন স্বপ্নে দেখি যে, আমি যেন বাগদাদে খাতীবের সামনে উপস্থিত এবং অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর সামনে "তারিখে বাগদাদী" পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করছি। এ সময় আমি দেখি যে, তাঁর ডান দিকে শায়খ নসর ইবন ইব্রাহীম মুকাদ্দাসী উপস্থিত এবং তাঁর বাম দিকে অত্যন্ত উঁচু স্তরের একজন বুযুর্গ বসে আছেন, যাঁর নূরের জ্যোতিতে চক্ষু বন্ধ হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ বুজর্গ কে? তখন কেউ একজন বললেন, সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তারিখে বাগদাদী' শোনার জন্য আগমন করেছেন। এটি ছিল একটি দুষ্প্রাপ্য ও উঁচু স্তরের সম্মান, যা খাতীব (রহ) লাভ করে ছিলেন।

আল্লামা খাতীব বাগদাদীর কয়েকটি কবিতা

খাতীব (রহ.)-এর কবিতার প্রতি ও আসক্তি ছিল। তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

إِنْ كُنْتَ تَبْغِي الرَّشَادَ مَحْضًا

لِأَمْرِ دُنْيَاكَ وَالْمَعَادِ

فَخَالِفِ النَّفْسَ فِي هَوَاهَا

إِنَّ الهوى جَامِعُ الْفَسَادِ ـ

اَلشَّمْسُ تُشْبِهُهُ وَالْبَدْرُ يَحْكِيهِ

وَالدُّرُّ يَضْحَكُ وَالْمَرْجَانُ مِنْ فِيهِ

وَمَنْ سَرَى وَظَلَامُ اللَّيْلِ مُعْتَكِرٌ

فَوَجْهُهُ عَنْ ضِيَاءِ الْبَدْرِ يُغْنِيهِ ـ

"যদি তুমি তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে একান্তভাবে হিদায়েতের প্রত্যাশা কর, তবে তুমি তোমার নাফ্সে-আম্মারার খাহিশাতের বিপরীত কাজ করবে। কেননা, খাহিশাতে-নাফ্স সব ধরনের খারাবী নিজের মাঝে ধারণ করে থাকে।

"আমার প্রশংসিত এতই উত্তম, যেন তিনি আকাশের সূর্য, যা থেকে আলো নিয়ে চাঁদ আলোকিত হয় এবং মূল্যবান মোতিও মারজান স্বরূপ তাঁর উজ্জল চেহারা। তিনি যদি রাতে সফর করেন, তবে রাতের আঁধার দূরীভূত হয়ে যায়। অতএব তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মুখাপেক্ষী নয়।

তিনি আরো বলেন ঃ

تَغَيَّبَ الْخَلْقُ عَنْ عَيْنِي سِوى قَمَرٍ
حَسْبِي مِنَ الْخَلْقِ طُرًا ذلِكَ الْقَمَر
مَحَلُّه فِي نُؤَادِي قَدْ تَمَلَّكَه
وَجَارُ رُوْحِي وَمَالِي عَنْهُ مُصْطَبَر
فَا الشَّمُسُ اَقْرَبُ مِنْهُ فِي تَنَاوُلِهَا
وَغَايَةُ الْحَظٍّ مِنْهَا لِلْوَزى النَّظَر
وَدَدِتُّ تَقبِيْلَه يَوْمًا مُخَالَسَةً
فَصَارَ مِنْ خَاطِرِيْ فِي خَدِّه اَثَر
وَكَمْ حَكِيْمٍ رَاه ظَنَّة مَلَكًا
وَرَوَّدَ الْفِكْرَفِيْهِ اَنَّه بَشَر -

"আমার দৃষ্টি হতে চাঁদ ব্যতীত আর সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে, যা আমার কাছে সমস্ত মাখ্লূকের মধ্যে শ্রেয়। তাঁর স্থান হলো আমার হৃদয়ে এবং সে তার মালিক হয়ে গেছে। আর সে হলো আমার রূহের প্রতিবেশী। আর আমি তার বিহনে শান্তি পাই না। তার সাথে মিলনের চাইতে সূর্যের সংগে মিলিত হওয়া সহজ এবং তাঁকে এক নযর দেখা সমস্ত মাখলূকের জন্য সব চাইতে বড় ভাগ্যের ব্যাপার। একদিন আমি আলস্য ভরে তাকে চুম্বন করতে চাই, তখন আমার শুধু আমার এই ইচ্ছার কারণে তার নরম চিবুকে দাগ পড়ে যায়। অনেক জ্ঞানীরা তাদের জ্ঞানের কারণে এরূপ ধোকায় পড়ে গেছেন যে, তিনি হলেন-ফিরিশ্তা। কিন্তু বুদ্ধি ও বিবেচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি হলেন, বাশার, অর্থাৎ মানুষ।

তিনি আরো বলেন ঃ

لَاتَغْبِطَنَّ اَخَا الدُّنْيَا لِزُخْرُفِهَا
وَلَا لِلَذَّةِ وَقْتٍ عَجَّلَتْ فَرَحًا
فَالدَّهْرُ اَسْرَعُ شَيْئٍ فِيْ تَقَلُّبِه
وَفِعْلُه بَيِّنٌ لِلْخَلْقِ قَدْ وَضَحَا
كَمْ شَارِبٍ عَلَلًا فِيْهِ مَنِيَّتُه
وَكَمْ تَقَلَّدَ سَيْفًا مَنْ بِه ذُبِحَا ـ

"দুনিয়া-দারদের চাকচিক্যে মোহিত হয়োনা, আর সে মিষ্টতার প্রতি আকৃষ্ট হয়োনা, যা ক্ষণিকের জন্য খুশী আনয়ন করে। সময় তার পরিবর্তনে সব কিছুর চাইতে বেগ ময় এবং তার ক্রিয়া সৃষ্টি জগতের উপর সর্বদা প্রকাশমান। অনেক মদপান কারী এমন যে, মদ পানের ফলেই তার মৃত্যু হয় এবং অনেক তরবারীর অধিকারী এমন যে, তার নিজের তরবারি দিয়েই তাকে যবাহ করা হয়।

আমালী মাহামিলী

এটি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যা ষোল খণ্ডে সমাপ্ত। এ গ্রন্থের প্রথমে এ হাদীসের উল্লেখ আছে ঃ

حَدَّثَنَا السِرِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا وَّسُلَيْمَانَ يُحَدِّثَانِ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ لَايَدْرِىْ ثَلَاثًا صَلَّى اَوْخَمْسًا ـ

'সিররী, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর শু'বা, হাকাম, ইব্রাহীম, 'আলকামা (র).... হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী (স.) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি (স.) জুহরের সালাত পাঁচ রাকআত আদায় করেন, এরপর (ডানদিকে) সালাম ফিরিয়ে আরো দুটি সিজদা করেন।

শো'বা বলেন, আমি হাম্মাদ' ও সুলায়মান (র) কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, ইব্রাহীমের স্মরণ ছিল না, নবী (স.) কি তিন রাক'আত আদায় করেছিলেন, না পাঁচ রাক'আত।

মাহামিলী বাগদাদের মুহাদ্দিসদের অন্যতম এবং এ মুবারক শহরের বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ আবদুল্লাহ এবং নাম হুসায়ন ইবনে ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ তাইয়িবী বাগদাদী। যেহেতু তিনি ষাট বছর পর্যন্ত কুফায় কাযী ছিলেন, যে জন্য তাকে কাযী হুসায়ন ও বলা হয়। তিনি হিজরী ২৩৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৪৪ সনে বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন। তিনি আবূ হুযাফা সাহ্মী (র) থেকে ইলম হাসিল করেন-যিনি মুয়াত্তা গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদ ছিলেন। এছাড়াও তিনি 'আমর ইবন 'আলী ফালাস, আহমদ ইবন মিকদাম, 'ইয়াকূব ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী, মুহাম্মদ ইবন মুছান্না 'ইয্বী, যুবায়র ইবন বাককার প্রমুখ মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। দারু কুতনী, ইবন জামী, দা'লাজ ও অন্যান্য বড় বড় মুহাদ্দিসরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সুফইয়ান ইবন আইনিয়ার সাথীদের থেকে প্রায় সত্তর ব্যক্তি তাঁর হাদীসের শায়খ ছিলেন। ইম্‌লা নামক স্থানে তার মজলিসে প্রায় দশ হাজার লোক হাযির থাকতো। শেষ বয়সে তিনি কাযী পদ থেকে ইস্তাফা দেন। যতদিন তিনি কাযীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, ততদিন এমনি পূতঃ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, কেউ তাঁর সম্পর্কে আংগুল উঁচিয়ে কিছুই বলতে পারেনি, অর্থাৎ তাঁর ন্যায় বিচার সম্পর্কে কারো কোন অভিযোগ ছিল না। কূফাতে অবস্থিত তাঁর বাসস্থানকে তিনি "আহলে-'ইলমের" সম্মেলনস্থান' বানিয়েছিলেন। প্রত্যহ অসংখ্য মানুষ এ 'ইল্‌মী জলসায় হাযির হয়ে ফায়েদা হাসিল করত। মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন, যিনি সে যুগের একজন বুযুর্গ ছিলেন, বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন বলছে, আল্লাহ্ তাআলা মাহামিলীর তুফায়ল ও বরকতে বাগদাদের অধিবাসীদের উপর থেকে বালা-মসীবত দূর করেন।

হিজরী ৩৩০ সনের ২রা রবিউছ্-ছানী তিনি দারসে হাদীস থেকে ফারিগ হয়ে অভ্যাস মত উঠার সাথে-সাথেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এ অবস্থায়ই পনের দিন পরে ইন্তিকাল করেন।

ফাওয়ায়িদে আবূ বকর শাফিয়ী

যেহেতু শায়খ আবূ তালিব মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম ইবন গায়লানও এ কিতাব রেওয়ায়াত করেন, সেহেতু তাঁর দিকে সম্পর্কিত করে এ যাওয়াদিকে গায়লানীয়াতও বলা হয়। এ গ্রন্থের সর্বমোট খণ্ড হলো এগারটি। দারু কুতনী এর

এক চতুর্থাংশকে আলাদা করে একটি আলাদা কিতাব সংকলন করেছেন, যা খুবই মূল্যবান। গ্রন্থটি ইজাযত হাসিল এবং শোনার সময় পঠিত হয়। রুবাইয়্যাতের প্রথম হাদীসটি এরূপ ঃ

قَالَ الْحَافِظُ اَبُوْبَكْرِ الشَّافِعِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْاَزْرَقُ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّشِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ كُنَاسَةَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنف اَبِى خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِاَبِى حُجَيْفَةَ هَلْ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ يُشْبِهُهُ ـ

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَبُوْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوْسِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَلْقٰى صَدِيْقَهُ اَوْاَخَاهُ فَيَحْنِىْ لَهُ قَالَ لَاقَالَ فَيَلْزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَيُصَافِحُهُ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ قَالَ نَعَمْ ـ

"হাফিয আবু বকর শাফী, মুহাম্মদ ইবন ফারজ আল্ আযরাক, আহমদ ইবন 'আবদুল্লাহ রিশী, মুহাম্মদ ইরন কুনাসা, ইসমাঈল ইবন আবূ খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুজায়ফা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেখেছেন ? জবাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, 'হাসান ইবন-'আলী (রা)-এর সংগে তাঁর অনেক মিল ছিল।

মূসা ইবন ইসমাঈল আবূ 'ইমরান, ইসমাঈল ইবন 'উলাইয়্যা, হানযালা সাদূসী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (স.) কে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) যখন কেউ তার দোস্ত ও ভাইয়ের সংগে দেখা করবে, তখন সে কি তার দিকে ঝুকে যাবে ? জবাবে তিনি (স.) বললেন, না। তখন সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করলো, সে কি তার সাথে আলিংগন করবে এবং চুমো খাবে? জবাবে তিনি (স.) বললেন, 'না। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, সে কি তার হাত ধরে মুসা ফাহা করবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন 'আবদভিয়া' তিনি ইরাকের মুহাদ্দিসদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন এবং হিজরী ২৬০ সনে শহরে জাবল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

হিজরী ২৭৬ সনে বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন। তিনি কাপড় বিক্রেতা ছিলেন, তাই তাঁকে বায়যাযও বলা হয়। তিনি মূসা ইবন সাহল অশ্‌শা–যিনি ইসমাঈল ইবন আলিয়ার সর্বশেষ সাথী এবং মুহাম্মদ ইবন শাদ্দাদ-যিনি ইয়াহ্ইয়া কাত্তানের সর্বশেষ সাথী-থেকে এ বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করেন। তিনি আবু বকর ইবন আবূ দুনিয়া, আবূ কুলাবা রিকাশী এবং অন্যান্য বড়-বড় মুহাদ্দিসদের শাগরিদ ছিলেন। এই 'ইল্‌ম হাসিলের জন্য তিনি জাযীরা, মিসর ও অন্যান্য দেশ সফর করেন। দারু কুত্‌নী, 'আমর ইবন শাহীন, ইবন মুহামিলী, আবূ তালিব ইবন গায়লাম, ইবন বাশ্‌রান, আবূ 'আলী ইমন শায়ান প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁর শিষ্য ছিলেন। দারু কুতনী এবং খাতীব তাঁর বহু প্রশংসা করেছেন। তিনি হিজরী ৩৫৪ সনে ইনতিকাল করেন।

চেহেল হাদীস ঃ আবূল হাসান তুসী

আরবীতে একে 'আরবাউন' বলা হয়। কিতাবটি মুহাম্মদ ইবন আসলাম তূসী রচনা করেন। এ কিতাবের শুরুতে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبعدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنِ الْمُسْلِمُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ فَمَنْ الْمُؤْمِنُ قَال مَن اَمِنَهُ النَّاسِ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ قَالَ فَمَنِ الْمُهَاجِرُ قَالَ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ قَالَ فَمَنْ الْمُجَاهِرُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

"আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ, 'আব্দুর রহমান ইবন যিয়াদ, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র.)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! প্রকৃত মুসলমান কে? জবাবে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার হাত ও মুখ দিয়ে অন্যের নিরাপত্তা প্রদান করে। এরপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, মুমিন কে? জবাবে তিনি বলেন, যার থেকে লোকদের জান-মালের নিরাপত্তা থাকে। এরপর সে জিজ্ঞাসা করে, মুমিন কে ? জবাবে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ পরিত্যাগ করেছে। তারপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, মুজাহিদ কে? জবাবে তিনি (স.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ-তায়ালার জন্য নিজের নাফসের সংগে জিহাদ করে।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূল হাসান। নামও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ মুহাম্মদ ইবন আসলাম ইবন সালিম কিন্দী। তিনি বিলার সংগে সম্পর্কিত ছিলেন এবং ভূস শহরে বসবাস করতেন। তিনি ইয়াযীদ ইবন হারূন, জাফর ইবন 'আওন এবং 'ইয়ালা ইবন 'আবীদ থেকে যিনি খুরাসানের প্রসিদ্ধ মাশায়েখদের অন্যতম ছিলেন ইলম হাদীস হাসিল করেন। তাঁর সব চাইতে বড় শায়খ হলেন নযর ইবন শামীল, ইবন খুযায়মা। আর আবু বকর ইবন আবু দাউদ ছিলেন তাঁর শাগরিদ যিনি বিশিষ্ট আলিম ও কামিল ওলী ছিলেন। তিনি তার সময়ের আবদাল ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন রাফি' বলেন, 'আমি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁকে নবী (স.)-এর সাহাবীদের মত মনে হয়েছে। একদিন জনৈক ব্যক্তি ইসহাক ইবন রাহ্ভিয়ার নিকট ঃ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ অর্থাৎ, "তোমারা মহৎ নেতাদের অনুসরণ করবে,"-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, জবাবে তিনি বলেন ঃ এ যামানায় এঁরা হলেন মুহাম্মদ ইবন আসলাম এবং তাঁর অনুসারীগণ। আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তাকে দেখছি। এ সময়ে সুন্নাতের খিলাফ একটি কাজও তার থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর ওফাতের পর দশ লাখ লোক তার জানাযার নামাযে শরীক হয়। লোকেরা তাঁকে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সংগে তুলনা করতো। তিনি হিজরী ২৪২ সনের মহরম মাসে ইনতিকাল করেন।

চেহেল হাদীস ঃ উস্তাদ আবূল কাশিম কুশায়রী

উস্তাদ আবুল কাসিম আব্দুল করীম আল্-কুশায়রী "তালাবুল-ইলম" অধ্যায়ে বলেন ঃ সাইয়িদ আবূল হাসান মুহাম্মদ ইবন হাসান, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আলী, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ সুলামী, হাফস ইবন আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক, হিশাম ইবন উরওয়া (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এরূপ বলতে শোনেন যে, আল্লাহ আমার নিকট এরূপ ওহী পাঠিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি 'ইলম শিক্ষা করার জন্য কোন রাস্তা ইখ্তিয়ার করবে, এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাতের রাস্তার উপর পরিচালিত করব। আর আমি যার দুচোখের আলো ছিনিয়ে নিয়েছি, আমি এ দুটির বিনিময়ে তাঁকে জান্নাত দান করব। আর 'ইলমের ফযীলত, 'ইবাদতের ফযীলতের চাইতে বেশী। আর দানের মূল বিষয় হলো পরহেযগারী।

আবূল কাসিমের প্রসিদ্ধ রচনা হলো 'রিসালায়ে কুশায়রীয়া'। এটি একটি বৃহৎ তাফসীর, যা শ্রেষ্ঠ তাফসীর সমূহের অন্যতম। কিতাব লাতায়েফিল ইশারাত, কিতাবুল জাওয়াহির, কিতাব আহকামিস্ সিমা', কিতাবু আদারিস সূফীয়া, কিতাব উয়ূনুল আজভিয়া ফী ফুনুনিল আসইলা, কিতাবুল মুনাজাত, কিতাবুল মুনতাহী ফী নিকমাতী উলিন্নাহী। আবুল কাসিম এমনই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, যার পরিচয় দেওয়ার দরকার-ই হয়না।

তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ আব্দুল করীম ইবন হাওয়াযিম ইবন আব্দুল মালিক ইবন তাল্‌হা ইবন মুহাম্মদ আল-কুশায়রী নিশাপুরী। তিনি যুহ্‌দ ও তাসাউফের ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের সরদার ছিলেন। যখন তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই কম। তিনি বাল্যকালে আবুল কাসিম ইয়ামাযীর (যিনি ইলম, আদব এবং আরবীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন), সাহচর্যে থেকে ইলম, আদব ও আরবীর জ্ঞান হাসিল করেন। এরপর তিনি শায়খ আবূ আলী দাক্কাকের মজলিসে হাযির হতে থাকেন এবং আল্লাহ্‌প্রাপ্তির শায়খ সৃষ্টি হয়। উক্ত শায়খ তাকে বলেন, 'আগে দীনের 'ইল্‌মে তোমার সীনা পরিপূর্ণ কর। নির্দেশ মত তিনি' আবূ বকর তূসীর মজলিসে শিক্ষা গ্রহণের জন্য হাযির হতে থাকেন এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর আবূ বকর ইবন ফুরাকের (যিনি দার্শনিক ছিলেন), শিক্ষার মজলিসে আসা-যাওয়া শুরু করেন। বস্তুতঃ এ দুই বিষয়ে জ্ঞান লাভের পর তিনি আবু ইসহাক ইস্পাহানীর মজলিসে গমন করেন এবং তার নিকট হতে কাযী আবূ বকর বাকিলানীর গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন। সমস্ত স্তর অতিক্রমের পর, শায়খ আবূ আলী দাককার তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমাকে তাঁর সংগে বিবাহ দেন এবং নিজের সোহ্‌বতে রাখেন। আবূ 'আলীর ইনতিকালের পর তিনি শায়খ আবূ আব্দুর রহমান সুলামীর সাহচর্যে থেকে যাহিরী ও বাতিনী শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। উঁচু মর্যাদা, মুজাহাদা, মুরীদদের তারবীয়াত, মধুর সুরে ও স্বরে ওয়ায-নসীহতের যোগ্যতা হাসিল করে, তিনি তার সময়ের অন্যতম ইমাম হন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অশ্বারোহন ও যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদান করেন, যে জন্য তাকে এ বিদ্যায় পারদর্শী মনে করা হতো। তিনি বড় বড় মুহাদ্দিসদের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। যেমন ঃ আবুল হাসান ইবন বিশ্‌রান, আবূ নায়ীম ইস্পাহানী, আবুল হুসায়ন খাফ্‌ফাফ এবং আলী ইবন আহমদ আহ্‌ওয়াযী। তিনি 'ইল্‌মে তাফসীর, 'ইলমে কালাম, উসূল, ফিক্‌াহ, নাহ্‌ৎ, কবিতা ও কিতাবতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আবূ বকর খাতীব, মুহাদ্দিস বাগদাদী ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর পুত্র আব্দুল মুন্‌ইম এবং তার প্রপৌত্র আবুল আসাদ হিবাতুর রহমান তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

তিনি হিজরী ৩৭৬ সনের রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৪৬৫ সনের ১৬ই রবিউচ্ছানী রবিবার দিন সকাল বেলা ইনতিকাল করেন। তাঁর হালত সম্পর্কে সহীহ বর্ণনা ধারায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি সুস্থাবস্থায় যে নফল সালাত আদায় করেন, অন্তিম রোগের সময় ও তা পরিত্যক্ত হয়নি। তিনি সব সালাত-ই দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। তাঁর ইনতিকালের পর আবূ তুরাব মুরাগী তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি খুবই সুখে-শান্তিতে আছি।' কবিতা রচনা ও আবৃত্তিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

'আল্লামা কুশায়রীর কয়েকটি কবিতা

তাসাউফের কিতাবে, তাঁর এ দুটি বিখ্যাত কবিতার, উল্লেখ আছে ঃ

سُقَى اللّٰهُ وَقْتَا كُنْتُ اَخْلُوْ بِوَجْهِكُمْ

وَثَغْرُ الْهَوٰى فِى رَوْضَةِ الاُنْسِ ضَاحِكٌ

اَقَمْنَا زَمَانًا وَالْعُيُوْنُ قَرِيْرَةٌ

وَاَصْبَحْتُ يَوْمًا وَالْجُفُوْنُ سَوَابِكٌ ـ

"আল্লাহ্ তাআলা সে সময়কে পরিতৃপ্ত করুন, যখন আমি তোমাদের সাথে একান্তে থাকি এবং মুহাব্বতের দাঁত, প্রেমের বাগানে হাস্যময়ী দেখা যায়।

বিশেষ এক সময় পর্যন্ত আমি এ অবস্থায় থাকি যে, একে অন্যকে দেখে আমাদের চক্ষু শীতল থাকে। কিন্তু আজ এমন অবস্থা যে, চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করছে।

নীচের কবিতাটিও 'আল্লামা কুশায়রীর রচিত ঃ

اَلْبَدْرُ مِنْ وَجْهِكَ مَخْلُوْقٌ

وَالسِّحْرُ مِنْ طَرْفِكَ مَسْرُوْقٌ

يَا سَيِّدًا يَتَمَنَّى حُبُّهُ

عَبْدُكَ مِنْ صَدِّكَ مَرْزُوْقٌ ـ

"চাঁদ তোমার চেহারা থেকে পয়দা করা হয়েছে, আর যাদু তোমার দৃষ্টি থেকে চুরি করে নেওয়া হয়েছে। হে ঐ নেতা, যার মহব্বত আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছে। তোমার গোলাম, তোমার প্রত্যাখ্যান থেকে সুরক্ষিত।"

চেহেল হাদীস ঃ আবূ বকর আজুররী

গ্রন্থের এগার নম্বর হাসীসে এরূপ উল্লেখ আছে ঃ

اَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّمْىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَاعِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي اَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَاَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدلاً ـ

"খাল্ফ ইবন 'আমর 'আকবরী, মুহাম্মদ ইবন তালহা তামী, 'আব্দুর রহমান ইবন সালিম ইবন 'আব্দুর রহমান ইবন সাঈদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আমার জন্য আমার সাহাবীদের বাছাই করেছেন। এঁদের কাউকে আমার উজির বানিয়েছেন, কাউকে সাহায্যকারী এবং কাউকে জামাই করেছেন। তাই যে ব্যক্তি তাদের গালাগালি করবে, তার উপর আল্লাহর ফিরিশতাদের এবং সব মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। কিয়ামতের দিন, এ ধরনের লোকের কোন ফরয বা নফল ইবাদত আল্লাহ্ কবুল করবেন না।"

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ বকর এবং নাম হলো মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন ইবন 'আবদুল্লাহ্ বাগদাদী। তিনি কিতাবুশ শরীয়া ফিস্-সুন্নাত এবং চেহেল হাদীসের (চল্লিশ হাদীস) প্রণেতা। এছাড়া তাঁর রচিত আরো অনেক কিতাব আছে। তিনি আবূ মুসলিম কাজ্জী, খাল্ফ ইবন 'আমর আকবরী, জাফর ইবন মুহাম্মদ ফিরইয়াবী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় 'আলিমদের শিষ্য ছিলেন। হাফিয আবূ 'নায়ীম, আবূল হুমায়ন ইবন বিশ্রাম এবং আবূল হাসান হাম্মামী প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁর শাগরেদ ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কা মু'য়াযযামায় বসবাস শুরু করেন। হাজ্জাজ এবং মুগারিবা তাঁর থেকে অশেষ ফয়েয হাসিল করেন। তিনি আমলদার আলিম ছিলেন এবং সুন্নাতের বিশেষ অনুসারী ছিলেন। তিনি ৩৬০ হিজরী মুহাররাম মাসে মক্কা মু'য়ায্যামায় ইনতিকাল করেন।

নুয্হাতুল হুফ্ফায ঃ আবূ মূসা মাদিনী

এ কিতাবটি আবূ মূসা মাদিনী কর্তৃক রচিত। তাঁর কিতাবে এমন একটি আশ্চর্য সনদের উল্লেখ আছে, যাকে আহমদিয়ীন বলা হয়। কেননা, এই সনদে আহমদ নামের ছয় ব্যক্তির পরম্পর উল্লেখ আছে। হাদীসটি হলো ঃ

اَخْبَرَنَا اَبُوْرَجَاءِ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكِسَائِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْوَزَّانِىُّ ثَنَا اَبُوْ

بَكْرٍ اَحْمَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحَقَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الاَنْصَارِىّ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الرَّمَلِىُّ قَالَ حَدَّثَانَ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ مُعِزٍّ ثَنَا مُجَالِدٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ الْعِلْمِ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْقَطْرِ مَخُذْ مِنْ كُلِّ شَيْىءٍ اَحْسَنَهُ ثُمَّ قَرَأَ :

"আবূ রাজা আহমদ ইবন মুহাম্মদ কিসায়ী, আবুল 'আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম, আবু বকর আহমদ ইবন মূসা, আহমদ ইবন ইসহাক, আহমদ ইবন হুসায়ন, আহমদ ইবন সিনান (র)...'আব্দুর রহমান ইবন মুইয্ মুজালিদ বলেন, আমি শা'বী (রা) কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, 'ইলম বৃষ্টির ধারা ও পানির ফোঁটার চাইতে ও অধিক। কাজেই, সব জিনিস থেকে উত্তম বস্তুকে গ্রহণ করবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَه -

"আপনি আমার সে সব বান্দাকে সুসংবাদ দিন, যারা কথা শোনে এবং তা অনুসরণ করে, যা উত্তম।"

আবূ মূসার নাম এবং বংশ পরিচয় হলো ঃ মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর 'উমর ইবন আবু ঈসা আহমদ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ মাদিনী। প্রকৃতপক্ষে তিনি ইস্পাহানের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত খ্যাতনামা মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা হাদীস শাস্ত্রে অনেক উপকারী গ্রন্থ রচনা করেন! তিনি হিজরী ৫০১ সনে, যুলক্বাদা মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। যেহেতু তাঁর পিতা তাকে আবূ সায়ীদ মুহাম্মদ মাতরাব এর হাদিসের মজলিসে তবারক হিসাবে সাথে করে নিয়ে যেতেন, এ জন্য তিন বছর বয়স থেকে তিনি আবূ সায়ীদ (র) থেকে হাদীস শোনার সৌভাগ্য হাসিল করেন। যখন তার বয়স অধিক হয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, তখন তিনি আবূ আলী হাদ্দাদ, হাফিয আবূল ফযল মুহাম্মদ ইবন তাহির মুকাদ্দাসী এবং হাফিয আবূল কাসিম ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ ইবন ফযল তায়মী থেকে 'ইল্ম হাদীস শিক্ষা করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি আবূল কাসিমেরই শাগরিদ ছিলেন এবং তাঁরই নিকট থেকে তিনি এ শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বাগদাদ ও হামদানে অবস্থানকালে হাফিয ইয়াহইয়া ইবন আব্দুল ওহাব ইবন মান্দা থেকেও 'ইল্ম হাসিল করেন।

তিনি বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। তিনি অশুদ্ধ হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং এগুলোর অধ্যায়, বর্ণনাকারী ব্যক্তি ও বর্ণনা প্রসংগে সমধিক অবহিত ছিলেন। তিনি তার সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এ শাস্ত্রে যারা তাঁর শিষ্য ছিলেন তাদের মধ্যে হাফিয আব্দুল গণী মুকাদ্দাসী, হাফিয আব্দুল কাদির রূহাদী, হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন মূসা হাযিমী প্রমুখ প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের রচিত কিতাবাদির চাইতেও তাঁর যে সমস্ত রচনা অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করে, তা হলো, (১) কিতাবু তাতমিমী মারিফাতিম সাহাবা এ কিতাবটি যেন আবু নায়ীমের কিতাবের শেষাংশ (২) কিতাবুত তাওয়ালাত। এ গ্রন্থটি আশ্চর্য ধরনের এবং পূর্ববর্তী লেখকদের কেউ-ই এ ধরনের কিতাব রচনা করতে সক্ষম হননি। তবে এ কিতাবে অনেক মাউযূ ও বানোয়াট বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যাঁচাই-বাছাই করা ছাড়া এগুলির উপর ভরসা করা ঠিক নয়। (৩) কিতাব তাতিম্ মাতিল গারীবায়ন। এ গ্রন্থের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আরবী ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল এবং তিনি একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন (৪) কিতাবুল লাতায়িফ এবং (৫) কিতাবু 'আত্তালিত্ তাবিয়ীল।'

তাঁর স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তিনি হাকিম রচিত কিতাবু 'উলুমিল হাদীস মাত্র একবার দেখেই মুখস্থ বলে যেতে শুরু করেন। তিনি অমুখাপেক্ষী ছিলেন এবং কারো নিকট কিছু চাইতেন না। এমন কি হাদীয়া তোহ্ফাও কবুল করতেন না। সামান্য কিছু মাল ছিল, যা দিয়ে তিনি ব্যবসা করতেন এবং এর লভ্যাংশ দিয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করতেন। একবার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাকে অনেক সম্পদ দিয়ে বলেন, 'আমি এ সম্পদের উপর আপনার ইখ্তিয়ার দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর পর আপনার ইচ্ছামত এর হকদারদের মাঝে এ সম্পদ বিলি বণ্টন করে দেবেন। জবাবে তিনি বলেন, 'আমি তো এ সম্পদ আদৌ কবুল করব না। তবে আমি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির খবর দিতে পারি যে, আমার চাইতেও উত্তমভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে।'

তিনি খুবই বিনয়ী ছিলেন। তিনি যখন কোথাও যেতেন, তখন সংগে কাউকে নিতেন না। হাফিয আব্দুল কাদির রুহুদী বলেন, 'আমি দেড় বছর যাবৎ দুবেলা তাঁর কাছে যাওয়া আসা করেছি এবং এ সময়ে আমি তাঁর যবান থেকে কোনদিন শরীয়তের খিলাফ ও মানবতা-বিরোধী কোন কথা শুনিনি।

তিনি হিজরী ৫৮১ সনের ৯ই জমাদিউল উলা ইনতিকাল করেন। সেদিন হঠাৎ এ অবস্থা হয় যে, তার দাফন কাফন সম্পন্ন হওয়ার আগেই মুষলধারে বারিবর্ষণ শুরু হয়। এ সময় ছিল গ্রীষ্মকাল, আর ইস্পাহানে তখন পানির খুবই কষ্ট ছিল।

সে যুগে দুষ্প্রাপ্য ছিল। হাফিয ইয়াহ্ইয়া ইবন মান্দা এসব গ্রন্থের কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানী হাদীসের 'ইলম শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। তিনি দীর্ঘ তিরিশ বছর তাঁর জীবনের আরামকে হারাম করে চাটাইয়ের উপর শয়ন করেন। উস্তাদ ইবন আমীদ, যিনি প্রসিদ্ধ দায়ালিমী উযীর ছিলেন এবং আরবী পদ্য-সাহিত্য ও লুগাতে যার অসাধারণ জ্ঞান ছিল, তিনি তাবারানীর শিষ্য ছিলেন। এছাড়া ইবশ উববাদ, যিনি দায়ালিমীর অন্যতম উযীর ছিলেন, তিনি ও তাবারানীর শিষ্য ছিলেন।

তাব্‌রানী ও জি'আবীর মধ্যে হাদীসের আলোচনা

ইবন 'আমীদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমার ধারণা ছিল যে, দুনিয়াতে ওযারতির চাইতে বড় আর কোন পদমর্যাদা নেই। আমি এর মধ্যে দুনিয়ার যে মজা পাই তা অন্য কিছুর মধ্যে পায়নি। আর এর কারণ এই ছিল যে, এ সময় আমি ছিলাম সব মানুষের ঠাঁই স্বরূপ। বিভিন্ন ধরনের লোকেরা আমাকে তাদের আশ্রয়স্থল বলে মনে করতো। আমি সব সময় আত্মগরিমায় লিপ্ত থাকতাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার সামনে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বকর জি আবী ও আবুল কাসিম তাব্‌রানীর মধ্যে হাদীসের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় কখনো তাব্‌রানী তাঁর অসংখ্য হাদীস মুখস্থ থাকার কারণে জিআবীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করছিলেন, আবার কখনো জিআবী তাঁর মেধা ও প্রতিভার কারণে তাবারানীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করছিলেন। দুপক্ষের লোকজন এ আলোচনায় মুগ্ধ হয় এবং আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে, তখন আবূ বকর জিআবী বলেন ঃ

حَدَّثَنَا اَبُوْخَلِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وسَلَيْمَا اِبْنَ اَيُّوْبَ

অর্থাৎ আবূ খালীফা সুলায়মান ইবন আইয়্যূব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন- তখন আবুল কাসিম তাবারানী বলেন ঃ আমিই হলাম সুলায়মান ইবন আইয়্যূব এবং আবূ" খালীফা আমারই ছাত্র এবং সে আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। কাজেই তোমার উচিত, এ হাদীসের সনদ আমার থেকে হাসিল করা, যাতে তোমার বর্ণিত হাদীস উঁচু সনদ যুক্ত হয়। ইবন 'আমীদ বলেন, একথা শোনার পর আবূ বকর জি'আবী লজ্জায় মাথা নীচু করেন। এ সময় তিনি যে লজ্জা পান, এরূপ লজ্জা দুনিয়াতে সম্ভবত আর কেউ পায়নি। এ সময় আমি মনে মনে বলছিলাম, আমি যদি তাবারানী হতাম এবং বিজয়ের যে স্বাদ তাবারানী পেয়েছে তা যদি লাভ করতে পারতাম। কেননা, আমি উজির হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের মর্যাদা লাভ করতে পারিনি। গ্রন্থকার বলেন ঃ ইবন 'আমীদের এরূপ আকাংখার কারণ ছিল তাঁর রিয়াসাত এবং

فِى الْحَدِيْث بِظُهُوْرِ كِذْبِه اَوْ اِتِّهَامه بِه اَوْ خُرُوْجِه عَنْ جُمْلَة اَهْلِ الْحَدِيْث لِلجَهْلِ بِه وَالذهَاب عَنْهُ فَمَنْ كَانَ عِنْدِىْ مِنْهُمْ ظَاهِرَ الْحَالِ كَمْ تحرجْهُ فِيْمَا صَنَّفْتُ مِنْ حَدِيْثِىْ وَاَثْبْتُ اَسَامِىْ مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ فِى صَغرِىْ اَمْلاَهُ بِخَفِىْ سَنَة ثَلاَث وَّ ثَمَانِيْنَ وَمِأتَيْنِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ اِبْنُ ستِ سِنِيْنَ فَضَبَطُّه ضَبْطَ مَثَلِىْ مَنْ يُّدْرِكُهُ الْمُتَامِّلُ لَه مِنْ خَطِىْ ذٰلِكَ عَلى اَنِىْ لَمْ اَخْرُجْ مِنْ هذِهِ الْبَابَةِ شَيْئًا فِيْمَا صَنَّفْتُ مِنَ السُّنَنِ وَاَحَادِيْث الشُّيُوْخِ وَاللّٰهُ اَسَالُ التَّوْفِيْقَ لاِسْتِتْمَامِه فِىْ خَيْرٍ وَّ عَافِيَةٍ وَاَنْ يَنْفَعَنِي بِه وَغَيْرِى وَ افْتَتَحْتُ ذٰلِكَ بِاَحْدَ لِيَكُوْنَ مَفْتَحْد بِاسم النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ تَيمُّنًا بِه وَلِيَصِحَّ لِى بِه الابْتِدَاءُ بِالاَلِف مِنَ الْحُرُوف الْمُعجِمَة وَاذَا كَانَ مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ يَرْجِعَان اِلى اِسْمٍ وَاحِدٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فِىْ كِتَابِه فِىْ بَشَارَةِ عِيْسى وَمُبَشِرًا بِرَسُوْلٍ يَاتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُه اَحْمَدُ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلا رَسُوْلٌ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اِنَّ لِى اَسْمَاءَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَقَدْ كَانَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ نَاجِيَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيْد بْنِ السِّرِّىِّ فَاقُوْلُ مُحَمَّدٌ اَيُّهَا الشَّيْخُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَاحِدٌ وَابْتَدَأتُ بِهَذَا الْجَمْعِ فِى الْجُمَادَى الاُوْلى مِنْ سَنَة اِحْدى وَسِتِيْنَ وَثَلاثٍ مَائَةٍ عَصَمَنَا اللّٰهُ مِنَ الذَّلَلِ فِى الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ـ

আল্লাহর জন্য সব ধরনের প্রশংসা, যিনি তার সম্পূর্ণ যোগ্য। আর যিনি তাঁর মেহেরবানী ও রহমত সদা-সর্বদা প্রত্যাশা করেন, সেই নবীয়ে রহমত মুহাম্মদ (স.)-

এর উপর আল্লাহর রহমত সদা-সর্বদা নাযিল হোক। আর তাঁর আওলাদের উপরও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আল্লাহ পাকের নিকট এই সব শায়েখদের নামের উপর এবং তাঁদের তাখরীজের উপর ইস্তখারা করি, যাদের নিকট হতে আমি হাদীস শুনি, লিখি এবং শোনাইও। আর এ গ্রন্থ সংকলনে আমি আরবী বর্ণমালার ক্রমধারা এজন্য গ্রহণ করেছি, যাতে পাঠকরা সহজে তা আয়ত্ত্ব করতে পারে। আর যদি কোন নামের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ হয়, তবে তা সহজে নিরসন করতে পারে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তি হতে কেবলমাত্র একটি করে হাদীস নিয়েছি, যাকে গরীব "মনে করা হয়, অথবা যা থেকে কোনরূপ নতুন কায়দা হাসিল হয় অথবা তা উত্তম মনে হয়। অথবা তার কোন কিস্‌সা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি, যাতে আমি যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করতে চেয়েছি, তাদের সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তিদের প্রসংগও আলোচিত হবে, যাতে কিছু ফায়দা আছে। আমি যার হাদীস বর্ণনার নিয়মকে খারাপ মনে করেছি, চাই তা তার মিথ্যা বলার কারণে হোক, আর অভিযুক্ত হওয়ার কারণে হোক, মুহাদ্দিসীনদের দল থেকে তার বহিষ্কৃত হওয়ার কারণে হোক, বা তার বৃদ্ধ হওয়ার কারণে হোক, তাদের হাদীস আমার সংকলনে গ্রহণ করিনি। হিজরী ২৮৩ সনে, যখন আমার বয়স ছিল মাত্র দু বছর, এ সময় আমি যাদের থেকে হাদীস শুনে লিখেছিলাম, আমি তাদের নাম ও এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। আর আমি তাদের নামও মনে রেখেছি, যারা আমার মত অল্প বয়সে হাদীস বর্ণনা করেছে। আর তারা হলেন ঐ সব ব্যক্তি, যাদেরকে আমার এ চিঠির প্রতি লক্ষ্যকারী ব্যক্তি চিনতে পারে। এছাড়া আমি যে সমস্ত কিতাব হাদীসের মাশায়েখদের থেকে রচনা করেছি, তাদের কিছুই আমি এখানে উল্লেখ করিনি।

আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করি, তিনি যেন সুষ্ঠভাবে এ কিতাব রচনার কাজ শেষ করার তাওফীক দেন এবং আমাকে অন্যকেও এর উপকার প্রদান করেন।

আমি তিনটি কারণে এই কিতাবটি "আহমদ" নাম দিয়ে শুরু করেছি। প্রথমতঃ যাতে গ্রন্থের শুরু হয় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর "আহমদ" নাম দিয়ে, যা পূর্ণ বরকতময়। দ্বিতীয়তঃ আরবী ভাষার প্রথম বর্ণ "আলিফ" দিয়ে আমার কাজ শুরু করার জন্য। তৃতীয়তঃ মুহাম্মদ (স.) ও আহমদ (স.) একই নাম ও ব্যক্তিত্ব। বস্তুত আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اَللّٰهِ

অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ

অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। এভাবে ঈসা (আ.) এর বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লেখ আছে ঃ

ومبشر ابرسول يا تى من بعد ى اسمه احمد

অর্থাৎ আমি সুসংবাদাতা এমন রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন এবং তাঁর নাম হলো আহমদ (স.)। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার কয়েকটি নাম। আমি মুহাম্মদ (স.) এবং আমি আহমদ (স.)। আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন নাজীয়া বলতেন ঃ

حد ثنا احمد ابن الوليد السرى

অর্থাৎ আহমদ ইবন ওলীদ সারী (র) বলেন।

আমি তাকে বলতাম ঃ হে শায়খ! মুহাম্মদ বল। তখন তিনি বলতেন ঃ মুহাম্মদ এবং আহমদ একই ব্যক্তি। আমি এ গ্রন্থের রচনা কাজ শুরু করি হিজরী ২৬১ সনের জমাদিউল উলা মাসে। আল্লাহ আমাকে কথা ও কাজের ভুলত্রুটি হতে হি-ফাযত করুন! আমীন!!

'মুহাদ্দিসীন' অধ্যায়ে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন সালিহ ইবন শুআয়েব নামাযের অধীনে এরূপ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে বর্ণিত সনদটি তাঁর উৎকৃষ্ট সনদসমূহের অন্য-তম যে কারণে এখানে এটি বর্ণনা করা হলো ঃ

ইবনে সালিহ ইবন শুআয়েব, নসর ইবন আলী, ইয়াযীদ ইবন হারুণ (র) থেকে 'আসিম আহ্ওয়াল বর্ণনা করেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিক (রা) এর নিকট, তাঁর মৃত পুত্রের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলি, "হে আবু হামযা, আমি তার জন্য জান্নাতের প্রত্যাশা করি।" তখন তিনি জবাবে বলেন, 'আমি এর চাইতেও উত্তম কথা রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে শুনেছি।' তিনি বলেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্য মৃত্যু হলো কাফ্ফারা স্বরূপ।

কিতাবুয্ যুহ্দ ওয়ার রাকায়িক ঃ ইব্নুল মুবারক

এ গ্রন্থটি 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক কর্তৃক রচিত। এই নামে যে গ্রন্থটি আজ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত, তা তিনি চয়ন করেন। হাফিয যিয়াউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান সূফী যারারী গ্রন্থটি সর্ব প্রথমে রচনা করেন, যা সর্ব সাধারনের নিকট গ্রহণীয় ছিল। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থটি হুসায়ন ইবন মারুয়ীর বর্ণনা থেকে প্রচারিত এবং খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁর নিকট থেকে তাঁরই ছাত্র আবূ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া মুহাম্মদ ইবন সায়িদ বর্ণনা করেন। এখানে অনেক বাহুল্য বর্ণনা আছে। বাহুল্য বর্ণনার মধ্যে

ইমাম ইব্নুল মুবারকের পিতার আমানতদারী ও সততা

তাঁর সম্মানিত পিতা ছিলেন হারান শহরের একজন তুর্কী ব্যবসায়ীর গোলাম। আর ঐ ব্যবসায়ী ছিলেন হানযালা গোত্রের লোক, যা তামীম গোত্রের একটি শাখা। তারিখে আমিরীতে উল্লেখ আছে ঃ তাঁর পিতা মুবারক খুবই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মালিক তাঁকে, আপন বাগানের পাহ্বারদার নিযুক্ত করেন। একদিন তিনি তাকে বলেন ঃ হে মুবারক, বাগান হতে একটি কটু আনার নিয়ে এসো। সে বাগান থেকে যে আনার আনলো, তা ছিল খুবই মিষ্টি। মালিক বললো ঃ আমি তো তোমাকে একটা কটু আনার আনবার জন্য বলেছিলাম। মুবারক জবাবে বললো ঃ আমি কেমন করে জানব যে, কোন বৃক্ষের আনার কটু এবং কোনটির আনার মিষ্টি। যে ব্যক্তি এর ফল খেয়েছে, কেবল সে-ই বলতে পারে কোনটির স্বাদ কেমন।

মালিক জিজ্ঞাসা করলো ঃ তুমি এতদিনে কোন আনার-ই খাওনি ? জবাবে মুবারক বললো ঃ আপনি তো আমাকে এ বাগানের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন, ফল খাবার এবং স্বাদ গ্রহণের অনুমতি তো দেননি। আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি কেবল সেটাই পালন করি। মালিক তাঁর বিশ্বস্থতা ও আমানত দারীতে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ তুমি তো আমার দরবারে থাকার যোগ্য। অতঃপর বাগান দেখা শোনার ভার অন্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়। একদিন মালিক তার যুবতী কন্যার বিবাহের ব্যাপারে মুবারকের সংগে পরামর্শ করলে, সে বলে ঃ জাহিলিয়া যুগে আরবরা তাদের মেয়ের বিয়ে বংশ মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে দিত। য়াহুদীরা অর্থ গৃধু। খ্রীষ্টানরা সৌন্দর্যের পাগল। কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলাম দীনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ চারটি বিষয়ের যেটি আপনি পছন্দ করেন, সেটা করুন। মালিক তার এ বুদ্ধি দৃপ্ত কথায় মুগ্ধ হয়। ঘরে ফিরে গিয়ে এ পরামর্শের কথা সে তার স্ত্রীর নিকট বর্ণনা করে এবং বলে ঃ আমার মন চায়, আমি আমার মেয়ের বিবাহ মুবারকের সঙ্গে দেই। যদিও সে গোলাম, তবে তাক্ওয়া, পরহেযগারী এবং দীনদারীর দিক দিয়ে সে এ যুগের সর্দার। মেয়ের মাও এ প্রস্তাবে রাযী হয়। ফলে, শেষ পর্যন্ত, তাদের মেয়ের বিবাহ মুবারকের সাথেই হয়। এই মেয়ের গর্ভজাত সন্তান হলেন আবদুল্লাহ। এই ব্যবসায়ীর উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি বহু ধন-সম্পদ লাভ করেন। 'আবদুল্লাহ হিজরী ১১৮ বা ১১৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইমাম ইব্নুল মুবারকের ইবাদত

'আবদুল্লাহ্র সমস্ত জীবন সফরে অতিবাহিত হয়। তিনি কখনো হজ্জের জন্য যেতেন, আবার কখনো ব্যবসা ও জিহাদের জন্য বের হতেন। এভাবেই তিনি মুস-

'আব্দুল্লাহ ইবন হাম্মাদ স্বীয় রচিত "তারিখে মুখতাসির আল-মাদারিকে" এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে "তাবাকাতে কুফুবীতে" ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণিত আছে। তিনি বাগানের বর্ণনা, শরাব পান এবং বেহুশ হওয়ার ঘটনার বর্ণনার পর লেখেন, "ইব্‌নুল মুবারক-এরূপ স্বপ্নে দেখেন যে, একটি মধুর কণ্ঠের জানোয়ার, তার নিকটবর্তী একটি গাছের উপর বসে ঐ আয়াত তিলাওয়াত করছে। এ দুটি ঘটনার মাঝে এভাবে সামনঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায় যে, হক তা'আলা তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে কোন একটি পাখীর সূরে তাকে খবর দেন এবং পরে ঘুম থেকে উঠলে সেতারের মাধ্যমেও তাকে এ ব্যাপারে তাকীদ দেন। ঘটনা যাই-ই-হোক না কেন, তিনি তার মুল লক্ষ্যে পৌঁছে যান। সর্ব প্রথম তিনি ইমাম আযম (রহঃ) এর শাগরিদ হন এবং তাঁর থেকে ফিক্‌াহের জ্ঞান অর্জন করেন। যখন ইমাম আযম (রহঃ) ইনতিকাল করেন, তখন তিনি মদীনা মনাত্তওরায় হাযির হয়ে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইলম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এজন্য তাঁর ইজতিহাদ দুভাবে বিভক্ত। হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত বলে দাবী করেন এবং মালিকী মাযহাবের লোকেরা তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত বলে দাবী করেন এবং মালিকী মাযহাবের লোকেরাও তাঁকে তাদের দলের বলে মনে করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এ অভ্যাসের উপর কায়েম থাকেন যে, এক বছর হজ্জ করতে যেতেন এবং পরের বছর জিহাদে ব্যস্ত থাকতেন। নিম্নোক্ত দুটি কবিতার লাইন তিনি সব সময় পাঠ করতেন ঃ

وَاِذَا صَاحَبْتَ فَاصْحَبْ مَاجِدًا

ذَا عِفَافٍ وَّحَيَاءٍ وَكَرَمْ

قَوْلُه لِلشَّئِ لاَ اِنْ قُلْتَ لاَ

وَاِذَا قُلْتَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ

যখন তুমি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, তখন এমন শরীফ লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে যে পবিত্র, লাজুক এবং সম্মানিত।

সে এমন হবে যে, যদি তুমি কোন ব্যাপারে না বল, তবে সেও না বলবে। আর যখন তুমি হ্যাঁ বলবে, তখন সেও বলবে-হ্যাঁ।

ইমাম ইব্‌নুল মুবারকের কবিতা এবং নসীহত

ইবনুল মুবারকের নসীহত মূলক কথাগুলো এরূপ ঃ তালিব-ই-'ইল্‌মের নিয়ত সহীহ হতে হবে, উস্তাদের কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শোনতে হবে, পঠিত বিষয়

সন্তানটি তোমার ঔরষজাত। এ কারণে তারা তার হুজ্‌রা ভেঙে দেয় এবং তাকে নানানভাবে অপমান ও অপদস্থ করে। জুরায়জ বুঝতে পারেন যে, এ সব তার মায়ের বদ্‌-দু'আর কারণে ঘটছে। তিনি এরূপও খেয়াল করলেন যে, আমি তো আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে মশ্‌গুল ছিলাম, তাই নিশ্চয়ই তিনি এ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। এ সময় তিনি বলেন, এই দুগ্ধ-পোষ্য শিশু, যে আজই ভূমিষ্ট হয়েছে, সে যদি বলে, সে কার বীর্যে তৈরী হয়েছে, তবে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলে জবাবে বলে, হ্যাঁ। তখন তিনি সে বাচ্চাটির পেটের উপর আংগুল রেখে বলেন, বলতো শিশু, তুমি কার ঔরষজাত? তখন আল্লাহ্‌র কুদরতে সে শিশুর যবান খুলে যায় এবং সে বলে, আমার মা অমুক রাখালের সাথে যীনা করে, যার ফলে আমার জন্ম। আমি সেই রাখালের সন্তান। তার এ কেরামত দেখে লোকেরা তার ভক্ত হয়ে যায় এবং বলতে থাকে, আপনি চাইলে আমরা আপনার হুজ্‌রা সোনা-রূপা দিয়ে বানিয়ে দেব। তিনি বলেন, দরকার নেই, মাটি দিয়েই বানিয়ে দাও।

পরের ঘটনা এরূপ যে, জনৈক মহিলা তার শিশু পুত্রকে দুধ পান করাচ্ছিল, আর তার সামনে দিয়ে একজন অশ্বারোহী যাচ্ছিল। মহিলা মনে করে যে, লোকটি ধনী, সম্পদশালী এবং সম্মানিত। তাই সে এরূপ দু'আ করে, আল্লাহ্, আমার সন্তানকে এরূপ অশ্বারোহীর মত করে দিও। তখন ছেলেটি দুধ পান করা বাদ দিয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ ! আমাকে এরূপ করো না।'

তার কুনিয়াত হলো আবূ বকর এবং নাম হলো—'আবদুল্লাহ। তার নসব হলো 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন সুফইয়ান ইবন কায়স-যিনি ইবন আবূ দুনিয়া নামে অধিক পরিচিত। আবু বকরকে কুরশী এবং উমুভী ও বলা হয়। কেননা, তার পিতা ছিল বনী উমাইয়াদের মাওয়ালী। তিনি বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং সেখানেই লালিতপালিত হন। তিনি হিজরী ২০৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী ইবন জা'আদ, খালাফ ইবন হিশাম, সায়ীদ ইবন সুলায়মান ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের নিকট হতে 'ইল্‌ম হাসিল করেন। তার নিকট হতে আবূ বকর শাফী, 'গায়লা নীয়াত" গ্রন্থের রচয়িতা এবং হারিছ ইবন আবূ উসামা, যিনি "মুসনাদ" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—হাদিস শিক্ষা করেন। এছাড়া আবূ বকর নাজ্জার, হামদ ইবন খাযীমা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলিমরা তার নিকট হতে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ আব্বাসীয় খলীফা মু'তাযিদের সভাসদ ছিলেন। এর আগের খলীফাদের ও তিনি পরিষদ ছিলেন। ইবন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমি এবং আমার পিতা আবু বকর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি এবং তিনি খুবই সত্যবাদী ছিলেন। কথিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা ইবন আবূ দুনিয়াকে এরূপ যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, তিনি চাইলে এক কথায় লোকদের হাসাতে পারতেন, আবার ইচ্ছা করলে কাঁদাতেও

"হাফিয আন্‌নাকিদ ইয়াহ্‌ইয়া ইবন মু'য়ীন বলেন, ইবন আবু মারইয়াম, ইবন লুহায়'আ, আবুল আসওয়াদ, 'উরওযা ইবন যুবায়ব, মিসওয়ার ইবন মাখ্‌রামা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন মক্কার অধিকাংশ লোক ইসলাম কবুল করে। নামায ফরয হওয়ার আগে এ অবস্থা হয়। এমন কি তিনি (স.) যখন সিজদার আয়াত পড়ে সিজ্‌দা করতেন এবং মুসলমানরাও সিজ্‌দা করতেন, তখন অধিক ভীড়ের কারণে এবং জায়গার অভাবে কিছু লোক সিজ্‌দা করতে পারতনা। এ অবস্থা চলাকালে ওলীদ ইবন মুগীরা, আবু জেহেল ও অন্যান্য কুরায়েশ নেতারা যারা তায়েফে তাদের খেত-খামারের কাজে ব্যস্ত ছিল- মক্কায় ফিরে আসে এবং লোকদের বলে, তোমরা কি তোমাদের দীন, তোমাদের বাপ-দাদাদের দীন পরিত্যাগ করবে?—এ কথা শুনে তারা কাফির হয়ে যায়।

এ ইতিহাস গ্রন্থের শেষে এরূপ উল্লেখ আছে ঃ

عَنِ الْجَرْجُسى عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الزَّبَيدِىّ عَنْ الزُّهْرِىّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضَىَ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه سَلَّمَ تَسْلِيْمَةً -

"জারজুসী, বাকীয়া ইবন ওলীদ, যুবায়দী, যুহরী, সালিম, 'আবদুল্লাহ্‌ ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী (স.) থেকে বর্ণিত যে, "তিনি (স.) এক সালাম ফিরিয়ে সিজদা করেন।

ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'মুয়ীন এর বিবরণ

তার কুনিয়াত ছিল আবু যাকারিয়া। তিনি বনু মুরবার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, যে জন্য মনিবের সম্পর্কে তাকেও মুররী বলা হয়। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন এবং হিজরী ১৫৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মু'য়ীন সরকারী দফতরের দক্ষ মুন্‌শী ছিলেন। রচনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। কথিত আছে যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইবন মুয়ীন তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে এক লাখ দিরহাম প্রাপ্ত হন, যে জন্য তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি হাশিম, ইব্‌নুল মুবারক, মুতামির ইবন সুলায়মান ইবন তারখাস এবং তার সময়ের অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আবূ দাউদ তার নিকট হতে উপকৃত হন। তিনি এই ইলমের অন্যতম নেতা। আবু যাকারিয়া বর্ণনার সমালোচনায় এবং হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের পরিচয়ে ইমাম

جَعَلْتَ شَيَاطِيْنَ الْحَدِيْثِ مَرِيْدَةً

اَلاَ اِنَّ شَيْطَانَ الضَّلاَلِ مَرِيْد

وَجَرَحْتَ بِالتَّكْذِيْبِ مَنْ كَانَ صَادِقًا

فَقَوْلُكَ مَرْدُوْدٌ وَاَنْتَ عَنِيْد

وَذُو الْعِلْمِ فِى الدُّنْيَا نُجُوْمُ هِدَايَةٍ

اِذَا غَابَ نَجْمٌ لاَحَ بَعْدُ جَدِيْد

بِهِمْ عِزُّ دِيْنِ اللّٰهِ طُرًّا وَهُمْ لَه

مَعَاقِلُ مِنْ اَعْدَائِه وَجُنُوْد

"হে ইল্‌মে হাদীসের উপর অভিযোগকারী, তুমি চুপ থাক। তুমি যা প্রকাশ করছ এবং বারবার বলছ, তা পরিহার কর। তুমি মুহাদ্দিসদের বিদ্রোহী শয়তান মনে করেছ। তবে তুমি জেনে রাখ যে, গুম্‌রাহ্‌কারী শয়তানই বিদ্রোহী। তুমি সত্যের উপর মিথ্যার কালিমা লেপন করেছ। কাজেই, তোমার কথাই পরিত্যক্ত এবং তুমিই হিংসুক। আহ্‌লে-ইল্‌ম দুনিয়াতে হিদায়াতের সূর্য স্বরূপ। যখন একটা তারা অস্তমিত হয়ে যায়, তখন আরেকটি আলোকিত হয়। তাদের দ্বারাই আল্লাহ্‌র দীনের ইয্‌যত পরিপূর্ণ রয়েছে; তাঁরা হলেন দীনের আশ্রয়স্থল এবং আল্লাহ্‌র সৈনিক।"

কিতাবুল কিনা ওয়াল আসামী লিন্‌ নাসায়ী

এ গ্রন্থটিও একটি সংকলন। এর নাম হলো মুন্‌তাকী। মুন্‌তাকীর শেষে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে ঃ

اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِىُّ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْد
قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ
اَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ اَقْرِئْنِىْ سُوْرَةَ

وَحَقٌّ لِجَارٍ لَمْ يُوَا فِقْهُ جَارُهُ

وَلاَ لاَ يُمَتِّهُ الدارُ اَنْ يَّتَحَوَّلاَ

بَلَيْتُ بِحِمْصٍ والمُقَامَ بِبَلْدَةٍ

طَوِيْلاً لَعَمْرِىْ مُخْلَقٌ يُوْرِثُ الْبِلى

اِذَا هَانَ حُرٌّ عِنْدَ قَوْمٍ اَتَاهُمْ

وَلَمْ يَنْأَ عَنْهُمْ كن اَعْمى واَجْهَلاَ

وَلَمْ تُضْرَبِ الامْثَالُ اِلاَّلِعَالِمٍ

وَمَا عُوْتِبَ الاِنْسَانُ اِلاَّ لِيَعْقِلاَ ـ

"যার নৈকট্য আমাদের জন্য খুশীর কারণ বলে মনে করা হতো, তিনি অপরিচিত হয়ে গেছেন। সুপেয় সুস্বাদু পানীয় হওয়ার পর, তা ময়লাযুক্ত ও লবণাক্ত হয়ে গেছে। যদি কারো প্রতিবেশী তার সাথে ভাল আচরণ না করে এবং ঘরও তার বসবাসের উপযোগী না হয় তবে তার জন্য সেখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম। আমি হিম্‌স এবং ঐ সব শহরে এত অধিক সময় অতিবাহিত করেছি, যা আমার জীবনকে পুরাতন করে দিয়েছে এবং আমার মাঝে বার্ধক্য সৃষ্টি করেছে। যখন কোন শরীফ লোক, কোন কাওমের কাছে এসে লাঞ্ছিত হয়, এরপরও তাদের থেকে দূরে যায় না, সে অন্ধ এবং নিরেট মূর্খ। কথা এবং উদাহরণ যারা জ্ঞানী তাদের জন্যই বলা হয়। আর মানুষের শাস্তি এ জন্যই দেওয়া হয় যেন তার বুদ্ধি হয়।

তারিখে বাগদাদ

এটি খাতীব বোগদাদী রচিত গ্রন্থ। এর দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে বাগদাদের প্রশংসা এবং সে শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কথা এবং শহরবাসীদের উত্তম চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর বাগদাদের পাশে প্রবাহিত দুটি নদী দাজলা ও ফুরাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারীর পূর্ণ জীবনালেখ্য এতে আলোচিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আবূ যিবের আলোচনা শেষে, এ কিতাবের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে। ঐ তারিখের (ইতিহাসের) প্রথমে যে সনদ লিখিত আছে, তা এরূপ ঃ

দেখিনি সেখানকার বাসিন্দাদের মত নরম-স্বভাবের, মিষ্টভাষী ও অমায়িক লোক আর কোথাও পাইনি। অনেকেই বলে থাকে, যদি বাগদাদের সাথে তোমার মহব্বত খাঁটি হতো তবে তুমি সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে না। এর জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, মালদার ব্যক্তিরা তাদের দেশে বসবাস করে এবং গরীবদের তার ধ্বংস পাহাড়ে ও ময়দানে নিক্ষেপ করে।

খাতীবের কুনিয়াত হলো আবু বকর। তার নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ আহমদ ইবন 'আলী ইবন ছাবিত ইবন আহমদ ইবন মাহদী। তিনি হিজরী ৩৯২ সনে. জিল-ক্বাদ মাসে, বৃহস্পতিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। এ জন্য তিনি তার পুত্রকে এ শাস্ত্র শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মাত্র এগার বছর বয়সে 'ইলম-শিক্ষা করা ও শ্রবণ করা শুরু করেন। এরপর তিনি হাদীসের অন্বেষণে বসরা, কূফা, নিশাপুর, ইস্পাহান, দীনুর, হামাদান রায় ও হিজাজ সফর করেন। তিনি "হুলিয়াতুল আউলিয়া" গ্রন্থের প্রণেতা হাফিয আবূ নায়ীম, আবূ সায়ীদ মলিনী, আবুল হাসান ইবন বাশ্‌রান ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস "ইবন মাকূলা" তাঁর শাগরিদ ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন মারযূক জাফরাণী এবং এ শাস্ত্রের অন্যান্য বুযুর্গরা তারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধণ্য হন। তিনি মক্কা মুয়াযযামায়ে বুখারী শরীফ, সিত্তী কারীমা (বিন্‌তে আহমদ মারুযীয়া)-এর নিকট যিনি বুখারী শরীফের বিশিষ্ট রাভীদের অন্যতম-মাত্র পাঁচ দিনে খতম করেন। একই রূপে তিনি আবূ আব্দুর রহমান ইসমাঈল ইবন আহমদ যারীর হীরী নিশাপুরীর খিদমতে থেকে তিন বৈঠকে সহীহ বুখারী খতম করেন এবং তিনি কুশ্‌মিনীর নিকট থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণ করেন। তিনি মাগরিবের সময় বুখারী শরীফ পড়া শুরু করতেন এবং ফজরের নামাযের সময় শেষ করতেন। দুই রাত তিনি এভাবে শেষ করেন। তৃতীয় দিন চাশতের সময় থেকে মাগরিব পর্যন্ত এবং মাগরিবের সময় থেকে শুরু করে সকালে তিনি বুখারী শরীফ পড়া খতম করেন।

যাহাবী বলেন, তাঁর অনুরূপ স্মৃতিশক্তি ও লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। সফর শেষ করে তিনি বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি হাদীস বর্ণনা ও কিতাব রচনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা ষাটেরও অধিক, যা থেকে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো ঃ জামি, তারীখে বাগদাদ, কিফায়েত, শারফু আসহাবিল-হাদীস, আস-সাবিক ওয়াল লাহিক, আল-মুত্তাফিক ওয়াল্ মুফ্‌তারিক, আল-মুত্তালিফ, তালখীসুল মুশাবা, কিতাবুর রুয়াত আন্ মালিক, গুনিয়াতুল

শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ, এখানে যেন হাদীস শিক্ষা দেওয়ার কাজে মশগুল থাকতে পারি।' তৃতীয় দু'আ ছিল, 'আমার কবর যেন বিশর হাফী (রহঃ)-এর কবরের পাশে হয়।"

আল-হাম্‌দুলিল্লাহ! তাঁর তিনটি দু'আই কবুল হয়। বাগদাদে তাঁর প্রভাব এতো বৃদ্ধি পায় যে, সে সময়ের বাদশাহ্ এই মর্মে হুকুম জারী করেন যে, কোন ওয়ায়িয, কোন খাতীব এবং কোন 'আলিম কোন হাদীস ততক্ষণ বর্ণনা করতে পারবে না, যতক্ষণ না সেটি খাতীবের সামনে পেশ করে তা বর্ণনা করার ইজাযত না নেয়।

একবার খায়বারে বসবাসকারী কিছু ইহুদী-যারা হযরত উমর (রা)-এর যামানায় সেখান থেকে উঠে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছিল, খলীফার সামনে রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি চিঠি পেশ করে, যা হযরত 'আলী (রা)এর হাতের লেখা ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সিল মোহরের চিহ্নও তাতে বিদ্যমান ছিল, এবং কয়েকজন সাহাবীর সইও তাতে স্বাক্ষীরূপে সম্পৃক্ত ছিল। চিঠির মর্ম এরূপ ছিল 'খায়বারের অমুক, অমুক গোত্রের জিযিয়া আমি মাফ করে দিলাম।'

খলীফা চিঠি খানি খাতীবের কাছে পাঠিয়ে দেন। খাতীব চিঠি খানির প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে দেখে বললেন ঃ চিঠিখানি ধোকাপূর্ণ এবং জাল। কেননা, এতে মু'আভিয়া এবং সা'আদ ইবন মু'আয-এর সইও স্বাক্ষীরূপে দেওয়া আছে। বস্তুতঃ খায়বার যখন বিজিত হয়েছিল, তখন মু'আবিয়া ইসলাম কবুল করেননি এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র সুহবাতও হাসিল করেননি। আর সা'আদ ইবন মুআয (রা) খন্দকের যুদ্ধের সময় তীরের আঘাতে যখম হয়েছিলেন এবং বণূ কুরায়শদের সাথে যুদ্ধের সময় তিনি ইন্‌তিকাল করেন। অর্থাৎ তিনি খায়বার বিজয়ের সময় জীবিত ছিলেন না।

খাতীব যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তিনি বাদশাহের কাছে এরূপ খবর পাঠান যে, "আমার কোন ওয়ারিছ নেই, তাই আমার ইনতিকালের পর, আমার সমুদয় সম্পদ বায়তুল মালে যেন জমা করা হয়। আর বাদশাহ্ যদি ইজাযত দেন, তবে আমি আমার নিজের হাতে, আল্লাহর রাস্তায় আমার সমুদয় সম্পদ খরচ করে যেতে পারি।

এর জবাবে খলীফা বলেন ঃ খুবই মুবারক প্রস্তাব। এর-পর তিনি তাঁর সমুদয় কিতাব ওয়াকফ করে দেন এবং সব ধরনের মাল-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেন। তিনি হিজরী ৪৬৩ সনের ৭ই জ্বিলহাজ্জ ইন্‌তিকাল করেন।

শায়খ আবূ ইসহাক শিরাযী যিনি শাফী মাযহাবের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং জাহিরী ও বাতিনী 'ইলমের মহাসমুদ্র সদৃশ ছিলেন তাঁর জানাযা নিজের কাঁধে বহন করেন। তাঁর ইনতিকালের পাঠ বাগদাদের জনৈক বুযূর্গ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা

শো'বা বলেন, আমি হাম্মাদ' ও সুলায়মান (র) কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, ইব্‌রাহীমের স্মরণ ছিল না, নবী (স.) কি তিন রাক'আত আদায় করেছিলেন, না পাঁচ রাক'আত।

মাহামিলী বাগদাদের মুহাদ্দিসদের অন্যতম এবং এ মুবারক শহরের বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ আবদুল্লাহ এবং নাম হুসায়ন ইবনে ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ তাইয়িবী বাগদাদী। যেহেতু তিনি ষাট বছর পর্যন্ত কুফায় কাযী ছিলেন, যে জন্য তাকে কাযী হুসায়ন ও বলা হয়। তিনি হিজরী ২৩৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৪৪ সনে বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন। তিনি আবূ হুযাফা সাহ্‌মী (র) থেকে ইলম হাসিল করেন-যিনি মুয়াত্তা গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদ ছিলেন। এছাড়াও তিনি 'আমর ইবন 'আলী ফালাস, আহমদ ইবন মিকদাম, 'ইয়াকূব ইবন ইব্‌রাহীম দাওরাকী, মুহাম্মদ ইবন মুছান্না 'ইয্‌বী, যুবায়র ইবন বাককার প্রমুখ মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। দারু কুতনী, ইবন জামী, দা'লাজ ও অন্যান্য বড় বড় মুহাদ্দিসরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সুফইয়ান ইবন আইনিয়ার সাথীদের থেকে প্রায় সত্তর ব্যক্তি তাঁর হাদীসের শায়খ ছিলেন। ইম্‌লা নামক স্থানে তার মজলিসে প্রায় দশ হাজার লোক হাযির থাকতো। শেষ বয়সে তিনি কাযী পদ থেকে ইস্তাফা দেন। যতদিন তিনি কাযীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, ততদিন এমনি পূতঃ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, কেউ তাঁর সম্পর্কে আংগুল উঁচিয়ে কিছুই বলতে পারেনি, অর্থাৎ তাঁর ন্যায় বিচার সম্পর্কে কারো কোন অভিযোগ ছিল না। কূফাতে অবস্থিত তাঁর বাসস্থানকে তিনি "আহলে-'ইলমের" সম্মেলনস্থান' বানিয়েছিলেন। প্রত্যহ অসংখ্য মানুষ এ 'ইল্‌মী জলসায় হাযির হয়ে ফায়েদা হাসিল করত। মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন, যিনি সে যুগের একজন বুযুর্গ ছিলেন, বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন বলছে, আল্লাহ্ তাআলা মাহামিলীর তুফায়ল ও বরকতে বাগদাদের অধিবাসীদের উপর থেকে বালা-মসীবত দূর করেন।

হিজরী ৩৩০ সনের ২রা রবিউছ্-ছানী তিনি দারসে হাদীস থেকে ফারিগ হয়ে অভ্যাস মত উঠার সাথে-সাথেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এ অবস্থায়ই পনের দিন পরে ইন্‌তিকাল করেন।

ফাওয়ায়িদে আবূ বকর শাফিয়ী

যেহেতু শায়খ আবূ তালিব মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন গায়লানও এ কিতাব রেওয়ায়াত করেন, সেহেতু তাঁর দিকে সম্পর্কিত করে এ যাওয়াদিকে গায়লানীয়াতও বলা হয়। এ গ্রন্থের সর্বমোট খণ্ড হলো এগারটি। দারু কুতনী এর

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূল হাসান। নামও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ মুহাম্মদ ইবন আসলাম ইবন সালিম কিন্দী। তিনি বিলার সংগে সম্পর্কিত ছিলেন এবং ভূস শহরে বসবাস করতেন। তিনি ইয়াযীদ ইবন হারূন, জাফর ইবন 'আওন এবং 'ইয়ালা ইবন 'আবীদ থেকে যিনি খুরাসানের প্রসিদ্ধ মাশায়েখদের অন্যতম ছিলেন ইলম হাদীস হাসিল করেন। তাঁর সব চাইতে বড় শায়খ হলেন নযর ইবন শামীল, ইবন খুযায়মা। আর আবু বকর ইবন আবু দাউদ ছিলেন তাঁর শাগরিদ যিনি বিশিষ্ট আলিম ও কামিল ওলী ছিলেন। তিনি তার সময়ের আবদাল ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন রাফি' বলেন, 'আমি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁকে নবী (স.)-এর সাহাবীদের মত মনে হয়েছে। একদিন জনৈক ব্যক্তি ইসহাক ইবন রাহ্ভিয়ার নিকট ঃ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ অর্থাৎ, "তোমারা মহৎ নেতাদের অনুসরণ করবে,"-সম্পর্কে। জিজ্ঞাসা করলে, জবাবে তিনি বলেন ঃ এ যামানায় এঁরা হলেন মুহাম্মদ ইবন আসলাম এবং তাঁর অনুসারীগণ। আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তাকে দেখছি। এ সময়ে সুন্নাতের খিলাফ একটি কাজও তার থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর ওফাতের পর দশ লাখ লোক তার জানাযার নামাযে শরীক হয়। লোকেরা তাঁকে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সংগে তুলনা করতো। তিনি হিজরী ২৪২ সনের মহরম মাসে ইনতিকাল করেন।

চেহেল হাদীস ঃ উস্তাদ আবূল কাশিম কুশায়রী

উস্তাদ আবুল কাসিম আব্দুল করীম আল্-কুশায়রী "তালাবুল-ইলম" অধ্যায়ে বলেন ঃ সাইয়িদ আবূল হাসান মুহাম্মদ ইবন হাসান, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আলী, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ সুলামী, হাফস ইবন আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক, হিশাম ইবন উরওয়া (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এরূপ বলতে শোনেন যে, আল্লাহ আমার নিকট এরূপ ওহী পাঠিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি 'ইলম শিক্ষা করার জন্য কোন রাস্তা ইখ্তিয়ার করবে, এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাতের রাস্তার উপর পরিচালিত করব। আর আমি যার দুচোখের আলো ছিনিয়ে নিয়েছি, আমি এ দুটির বিনিময়ে তাঁকে জান্নাত দান করব। আর 'ইলমের ফযীলত, 'ইবাদতের ফযীলতের চাইতে বেশী। আর দানের মূল বিষয় হলো পরহেযগারী।

আবূল কাসিমের প্রসিদ্ধ রচনা হলো 'রিসালায়ে কুশায়রীয়া'। এটি একটি বৃহৎ তাফসীর, যা শ্রেষ্ঠ তাফসীর সমূহের অন্যতম। কিতাব লাতায়েফিল ইশারাত, কিতাবুল জাওয়াহির, কিতাব আহকামিস্ সিমা', কিতাবু আদারিস সূফীয়া, কিতাব উয়ূনুল আজভিয়া ফী ফুনুনিল আসইলা, কিতাবুল মুনাজাত, কিতাবুল মুনতাহী ফী নিকমাতী উলিন্নাহী। আবুল কাসিম এমনই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, যার পরিচয় দেওয়ার দরকার-ই হয়না।

এ সময়ের জনৈক নেক্‌কার ব্যক্তি বলেন, ঃ আমি তাঁর ইনতিকালের দিন স্বপ্নে দেখি যেন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্‌তিকাল-হয়েছে। আমি জনৈক স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারী লোকের নিকট এর অর্থ জানতে চাইলে, তিনি বলেন, তোমার স্বপ্ন সত্য। আজ মুসলমানদের পথিকৃতদের মধ্যে কেউ না কেউ ইন্‌তিকাল করবেন, যিনি তার সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। কেননা, এ ধরনের স্বপ্ন-যখন ইমাম শাফী (রহ.) সুফইয়ান ছাওরী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) ইন্‌তিকাল করেন, তখন কেউ কেউ দেখেছিল। যিনি এরূপ স্বপ্ন দেখেন, তিনি বলেন, এখনও সন্ধ্যা হয়নি, হঠাৎ শহরের অলিতে-গলিতে এ খবর বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ে যে, হাফিয আবূ মুসা ইনতিকাল করেছেন।

হিস্‌নে হাসীন ঃ ইবনুল জায্‌রী

এ দুটি কিতাব এবং দুটি সংক্ষিপ্ত কিতাব "ইদ্দা এবং জিন্নাহ্," শামসুদ্দীন মুহাম্মদ জাযারী কর্তৃক রচিত। যেহেতু কিতাবটি খুবই মাশহুর, তাই এর থেকে কোন লেখার উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এ বুযুর্গের অন্যতম আর একটি বিশেষ গ্রন্থ হলো, 'কিতাবু 'উকুদিল লালী-ফিল-আহাদিছিল মুসাল সিলাতি ওয়াল আওয়ালী। কিতাবটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যার ভুমিকাটি এরূপ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُعِيْنِ لِنَقْلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاشْهَدُ اَنْ لا
اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَه ذُو الْفَضْلِ وَالْمِنَّةِ وَاَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُهُ الْهَادِى اِلى طَرِيْقِ الْجَنَّةِ - وَالْمُرْسَلُ
اِلى النَّاس وَالْجِنَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى اله وَصَحبه صَلٰوةَ
تَكُوْنُ عَنِ النَّار نِعْمَ الجُنَّةِ وَسَلَّمَ وَ شَرَّفَ وَسَرَّمَ وَبَعدُ فَهذِه
اَحَادِيثُ مُسَلْسَلاتٌ صِحَاحٌ وَحِسَانٌ وَعَوَالِى صَجَيْحَةٌ
عِشَارِيَّةٌ عَالِيَةُ الشَّانِ لاَ يُوْجَدُ فِىْ الدُّنْيَا اَعْلى مِنْهَا
وَلاَيُحْسَنُ بِمُؤْمِنٍ اَلاعْرَاضُ فِيْهَا اِذَ قُرْبُ الاِسْنَادِ وَعُلُوُّهُ قَرْبُ
مِنَ اللّٰهِ تَعَالى وَرَسُوْلِه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اِنِّى جَعْتُهَا
بِاتِصَلِ تِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اِلى النَّبِىْ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ

এ সময়ের জনৈক নেক্কার ব্যক্তি বলেন, ঃ আমি তাঁর ইনতিকালের দিন স্বপ্নে দেখি যেন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকাল-হয়েছে। আমি জনৈক স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারী লোকের নিকট এর অর্থ জানতে চাইলে, তিনি বলেন, তোমার স্বপ্ন সত্য। আজ মুসলমানদের পথিকৃতদের মধ্যে কেউ না কেউ ইন্তিকাল করবেন, যিনি তার সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। কেননা, এ ধরনের স্বপ্ন-যখন ইমাম শাফী (রহ.) সুফইয়ান ছাত্তরী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) ইন্তিকাল করেন, তখন কেউ কেউ দেখেছিল। যিনি এরূপ স্বপ্ন দেখেন, তিনি বলেন, এখনও সন্ধ্যা হয়নি, হঠাৎ শহরের অলিতে-গলিতে এ খবর বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ে যে, হাফিয আবূ মুসা ইনতিকাল করেছেন।

হিস্নে হাসীন ঃ ইবনুল জায্রী

এ দুটি কিতাব এবং দুটি সংক্ষিপ্ত কিতাব "ইদ্দা এবং জিন্নাহ্," শামসুদ্দীন মুহাম্মদ জাযারী কর্তৃক রচিত। যেহেতু কিতাবটি খুবই মাশহুর, তাই এর থেকে কোন লেখার উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এ বুযুর্গের অন্যতম আর একটি বিশেষ গ্রন্থ হলো, 'কিতাবু 'উকুদিল লালী-ফিল-আহাদিছিল মুসাল সিলাতি ওয়াল আওয়ালী। কিতাবটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যার ভূমিকাটি এরূপ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُعِيْنِ لِنَقْلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ذُو الْفَضْلِ وَالْمِنَّةِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ الْهَادِيْ اِلٰى طَرِيْقِ الْجَنَّةِ ـ وَالْمُرْسَلُ اِلَى النَّاسِ وَالْجِنَّةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ صَلٰوةً تَكُوْنُ عَنِ النَّارِ نِعْمَ الْجُنَّةِ وَسَلَّمَ وَ شَرَّفَ وَسَرَّمَ وَبَعْدُ فَهٰذِهٖ اَحَادِيْثُ مُسَلْسَلَاتٌ صِحَاحٌ وَحِسَانٌ وَعَوَالِى صَحِيْحَةٌ عِشَارِيَّةٌ عَالِيَةُ الشَّانِ لَا يُوْجَدُ فِى الدُّنْيَا اَعْلٰى مِنْهَا وَلَايَحْسُنُ بِمُؤْمِنِ الْاَعْرَاضُ فِيْهَا اِذْ قُرْبُ الْاِسْنَادِ وَعُلُوُّهُ قُرْبٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اِنِّىْ جَعْتُهَا بِاتِّصَلِ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اِلَى النَّبِىِّ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ

الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ ثُمَّ بِاتِّصَالِ الصُّحْبَةِ وَلَبْسِ خِرْقَةِ
التَّصَوُّفِ الْعَالِيَةِ الرُّتْبَةِ ولقبتها بِرَسْمِ سُلْطَانَ الاِسْلاَمِ
رَئِيْسِ مُلُوْكِ الاَنَامِ مُعْلِى كَلِمَةِ الاِيْمَانِ مُعَيْنِ المِلَّةِ
وَالشَّرِيْعَةِ وَالدِّيْنِ شَاه رُخْ بَهَادُرْ نَصَرَ اللّٰهُ بِهِ الاِسْلاَمَ عَلٰى
مَمَرِّ الزَّمَانِ اَلْحَدِيْثُ الاَوَّلُ اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الصَّالِحُ الرِّحْلَةُ
المُحَدِّثُ الثِّقَةُ اَبُو الثَّنَاءِ مَحْبُوْدُ بْنُ خَلِيْفَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
خَلْفِ المَنْجِيُّ قِرَاءَةً مِنِّى عَلَيْهِ يَوْمَ الاَحَدِ العَاشِرِ مِنْ صَفَرَ
سَنَةَ سَبْعٍ وَّسِتِّيْنَ وَسَبْعِ مِائَةٍ بِدَمِشْقَ المَحْرُوْسَةِ وَهُوَ اَوَّلُ
حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ قَالَ اَنَا شَيْخُ الشُّيُوْخِ الْعَارِفِيْنَ شِهَابُ
الدِّيْنِ اَبُوْحَفْصٍ عُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبِكْرِيُّ الشُّهْرَ
وَرْدِيُّ وَهُوَ اَوَّلُ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ اَخْبَرَنَا الشَّيْخَةُ
الصَّالِحَةُ سِتُّ الدَّارِ شَهْدَهُ بِذْتُ اَحْمَدَ الكَرْتَبَةِ وَهُوَ اَوَّلُ
حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَتْ اَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرِ الشَّحَمِيُّ
هُوَ اَوَّلُ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ بِسَنَدِهِ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ
العَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِرْحَمُوْنَ
يَرْحَمُهُم الرَّحْمٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الاَرْضِ
يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ اَخْرَجَهُ اَبُوْدَفِى
سُنَنِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কিতাব-ওয়াস্-সুন্নাত রচনায় আমার সাহায্যকারী। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, যিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি বিশেষ ফযল ও অনুগ্রহকারী। আর আমি এরূপ স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি জান্নাতের রাস্তার

হিদায়াত দানকারী এবং জ্বীন্ ও ইনসানের কাছে প্রেরিত। তাঁর উপর, তাঁর সাহাবীদের উপর এবং তাঁর আওলাদদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যা জাহান্নামের আগুনের মুকাবিলায় ঢাল স্বরূপ। তাঁর উপর সালামতী ও শরফ ও করম বর্ষিত হোক।

হাম্‌দ ও সালাতের পর উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি সহীহ্, হাসান ও সঠিক সনদ বিশিষ্ট হাদীসের একটি বিরাট কিতাব। দুনিয়াতে এর সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। কোন মুসলমানের পক্ষে উচিত নয় যে, সে একটি শোনা এবং মুখস্থ করা থেকে আলস্য করবে। কেননা, সনদের নিকটবর্তী হওয়া, যেন আল্লাহ্ ও রাসূল (স.) -এর নিকটবর্তী হওয়া। বস্তুতঃ আমি তাসাওউফের খিরকা (পোশাক) পরিধান করার পর এবং কুরআন মজীদ সম্পর্ক নবী (স.) ও সাহাবীদের সংগে সংযুক্ত করার পর এ হাদীস গুলো, সংগ্রহ করেছি। আমি আমার কিতাবটির নামকরণ, ঐ ইস্‌লামের বাদশাহের নামানুক্রমে করেছি, যিনি দুনিয়ার বাদশাহ্দের নেতা এবং ঈমানের কালিমাকে বুলন্দকারী, আর দীনও শরীয়তের রক্ষা কর্তা। তিনি হলেন শাহরুখ বাহাদুর। আল্লাহ্ তার দ্বারা দীর্ঘ দিন ইসলামের খিদমত নিন।

প্রথম হাদীস, যা শায়খ মাহমূদ ইবন খালীফা মানহী, শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ার্দী, বিনতে আহমদ কবিতা, যাহির ইবন তাহির শাহামী, আবূ সালিহ ইবন আব্দুল মালিক ও অন্যান্য রাভিদের বর্ণনা পরম্পরায় হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন আস (রা) পর্যন্ত পৌছেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ আল্লাহ রহমকারী ব্যক্তিদের উপর রহ্‌ম করেন। তোমরা যমীনে বসবাসকারীদের উপর রহম কর, আসমানের মালিক তোমাদের উপর রহম করবেন।

হাদীসটি হাসান। ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানে এবং তিরমিযী স্বীয় জামে গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, হাদীসটি হাসান এবং সাহীহ।

ইমাম জায্‌রীর পরিচয়

হিসনে হাসীন গ্রন্থের লেখকের কুনিয়াত হলো আবুল খায়র এবং লকব হলো কাযী-উল্-কুয্‌যাত। তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন ইউসুফ ইবন উমর। আসলে তিনি দামিশকের অধিবাসী ছিলেন, পরে তিনি সিরাজে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি ইবনুল জাযারী হিসাবে খ্যাত ছিলেন। মুসেলের নিকটবর্তী, মুলকের দিয়ারে বকর নামক স্থান, যেখানে ইবন উমরের উপত্যকা অবস্থিত তিনি সে স্থানের দিকে

সম্পর্কযুক্ত। এটি দরিয়ায়ে শুর-এর একটি জাযীরা, যা দজলা ও ফুরাতের মাঝখানে অবস্থিত তাঁর পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তার কোন সন্তানাদি হয়নি, তিনি খানায়ে কার্বায় পৌঁছে, যমযমের পানি পান করার পর যখন দু'আ করেন, তখন আল্লাহ তাকে বুজুর্গ সন্তান দান করেন। তিনি হিজরী ৭৫১ সনে, রমযানের ২৫ তারিখে, শনিবারের রাতে, তারাবীর নামাযের পর দামিশকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং এই শহরেই লালিত-পালিত হন। তিনি হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীরের নিকট হতে ফিক্‌হ ও হাদীসের 'ইলম হাসিল করেন। তিনি হাদীসের 'ইলম অর্জনে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেননি। তিনি 'ইল্‌মে কিরআত ও তাজভীদের প্রতিও খুব আগ্রহী ছিলেন। ফলে, তিনি ইবন আবু লায়লা, সালাহ ইবন আবু 'উমর ইবন কাছীর ছাড়াও অনেক ব্যক্তির নিকট হতে এ দুটি শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন। এছাড়াও 'ইয্‌যুদ্দীন ইবন জামা 'আ এবং মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারীর নিকট হতে ইজাযত হাসিল করেন। কায়রো (মিশরের রাজধানী), ইস্কান্দারীয়া এবং পশ্চিমের অনেক দেশ সফর করেন এবং 'ইল্‌মে কিরআতে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অবশেষে তিনি মিশরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম রাখেন "দারুল কুরআন।" এরপর তিনি রোম শহরে গমন করেন এবং এ বিরাট দেশে 'ইলমে কিরআত ও হাদীস শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর লোকদের জন্য বিরাট উপকারের ব্যবস্থা করেন। সমস্ত মুসলিম দেশে তিনি ইল্‌মে কিরআতের ইমাম হিসেবে খ্যাত। তিনি ছিলেন সুদর্শন, সুন্দর পোশাক পরিধানকারী, স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধ বক্তব্যদানকারী ব্যক্তিত্ব। রোম দেশে তাঁকে "ইমামে আযম" খিতাব দেওয়া হয়। তিনি বারবার সফরে নির্গত হন এবং সব শেষে সিরাজে বসবাস শুরু করেন। কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস শ্রবণ ও 'ইবাদতের মাঝে তিনি তাঁর সময় অতিবাহিত করতেন। এছাড়া ও তিনি বিভিন্ন কিতাব রচনার কাজে লিপ্ত থাকেন। তাঁর সময়ের মধ্যে বরকত হতো। হাদীস ও তাজবীদের শিক্ষার্থীগণ সব সময় তার দরবারে ভীড় করতো। এতদসত্বেও তিনি 'ইবাদতের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত রাখতেন। এর মধ্যেও তিনি গ্রন্থ রচনায় মশগুল থাকতেন। প্রত্যহ তিনি এইপরিমাণ লিখতেন, যে পরিমাণ কোন সুদক্ষ কাতিব (লেখক) লিখতে পারে। সফরে এবং স্থায়ীভাবে অবস্থানের সময়ও তিনি সারারাত জেগে ইবাদত করতেন। সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন, যা কোন সময়ই কাযা হতো না। এছাড়াও প্রতি মাসে তিনি তিনটি রোযা রাখতেন। তাঁর রচিত সব কিতাবই খুব উপকারী। তাঁর বিখ্যাত কিতাব হলো, 'আন-নাশ্‌র ফি কিরআতুল আশার। এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্তরূপ "তাক্‌রীরুন নাশর" গ্রন্থটিও খুব প্রসিদ্ধ। "মানজূমাহ্ নাসার", যা "তায়্যিবা নাশর" নামে প্রসিদ্ধ তাও পাঠকদের কাছে খুবই প্রিয়।

তার যে কিতাব গুলি প্রসিদ্ধ নয় তা হলো ঃ আউলাতুল ওয়াযিহা ফী তাফসীরে সুরাতিল ফাতিহা, আল-জামাল ফী আসমাইর রিজাল, বিদায়াতুল হিদায়া ফী 'উলুমিল হাদীস-অর-রাত্তায়া, তাওযীহুল মাসাবীহ। এটি মসাবীহ গ্রন্থের শরাহ। এটি বড় বড় তিন খণ্ডে সমাপ্ত, আল-মুসনাদ ফীমা ইতা আল্লাকু বে-ম্‌সনাদে আহমদ, আত্-তারীফ বিল মুয়াল্লাদ শরীফ, যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো "শরীফ" বলে, আসনীল মাতালিব ফী মানাফিরে আলী ইবন আবূ তালিব, আল জাও হারাতুল উলিয়া ফী উলূমিল 'আরাবীয়া। এসব ছাড়াও তাঁর রচিত আরো অনেক কিতাব আছে। আল্লামা আবূল কাসিম 'আমর ইবন ফাহ্‌দ, তার পিতা হাফিয তাকি উদ্দীন ইবন ফাহদ-এর "মু'জামে শূয়ুখে" ঐ বুজুর্গের ৩৯টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। হিজরী ৮৩৩ সনে, শুক্রবার দিন তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি একটি কবিতার বই ও রচনা করেন। কাসীদায়ে নবভীয়ার দুটি পংতি আমার মনে আছে ঃ

اَلا اَىْ شَوَّدَ الْوَجَهَ الخَطَايَا

وَبَيَّضَتِ السِّنُوْنَ سَوادَ شَعْرِى

فَمَا بَعْدَ التُّقى اِلا المُصَلَّى

وَمَا بَعْدَ المُصلّى غَيْر قَبْرى

"জেনে রাখ, আমার চেহারাকে আমার গুনাহ্ কাল করে দিয়েছে এবং আমার কেশের কৃষ্ণতাকে আমার অধিক বয়স শুভ্র করে দিয়েছে। তাক্ওয়ার পর মুসাল্লা ব্যতীত আর কিছুই নেই, আর মুসাল্লার পর আমার কবর ছাড়া আর কিছুই নেই। হাদীসে রহমতে এ দুটি কবিতার উদ্ধৃতি আছে।

تَجَنَّبِ الظُّلْمَ عَنْ كُلِ الْخَلاَئِق فِى

كُلّ الاُمُوْرِ ذَيَاوَيْلَ الَّذِىْ ظَلَمَا

وَارْحَمُ بِقَلْبِكَ خَلْقَ اللّهِ كُلِهِم

فَاِنَّمَا يَرْحَمُ الرَّحْمنُ مَن رَحِمَا

"সব কাজে, সব মাখ্লুক থেকে জুলুম দূরে রাখ। আক্ষেপ সে ব্যক্তির জন্য, যে জুলুম করে। আল্লাহ্‌র সব মাখ্লুকের উপর হৃদয় দিয়ে রহম কর; কেননা, আল্লাহ্ তার উপর রহম করেন, যে অন্যের উপর রহম করে।

একদিন যখন তাঁর মজলিসে "শামায়িলে তিরমিযী" খতম হয় এবং ছাত্ররা তা পড়া শেষ করে তখন তিনি এ'দুটি কবিতার লাইন রচনা করেন ঃ

اَخِلاَّئ اِنْ شَطَّ الْحَبِيْبُ وَرَبْعُه
وَعَزَّ تَلاَقِيْهِ وَنَاءَتْ مَنَازِلُه
فَاِنْ فَاتَكُمْ اَنْ تُبْصِرُوْهُ بِعَيْنِه
فَمَا فَاتَكُمْ بِالسَّمْعِ هٰذِىْ شَمَائِلُه

"হে আমার বন্ধুরা, যদিও হাবীব এবং তাঁর গৃহ দূরে অবস্থিত, তাঁর সংগে দেখা করাও কষ্টকর, তার দূরত্বও অনেক এবং যদিও তোমরা তাঁকে দেখতে পাওনা, কিন্তু তাঁর খবর থেকে তোমরা তো বঞ্চিত নও। এই হলো তার চরিত্র।

পবিত্র মক্কার শানে তিনি এ দুটি পংক্তি রচনা করেন ঃ

اَخِلاَّئ اِنْ رُمْتُمْ زِيَارَةَ مَكَّةَ
ووَاَنَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ حَجٍّ بِعُمْرَةٍ
فَعُوْجُوْا عَلٰى جِعْرَّانَةٍ وَاسْئَلُنَّ لِى
وَاَوْفُوْا بِعَهْدٍ لاَتَكُوْنُنَّ كَالَّتِىْ

"বন্ধুরা আমার, যদি তোমরা মক্কা যিয়ারতের ইচ্ছা কর এবং হজ্জের পর 'উমরা আদায় কর তবে ফেরার সময় "জি'রানা" নামক স্থানে থামবে এবং আমার জন্য দু'আ করবে এবং এভাবে ওয়াদা পূরণ করবে এবং ঐ স্ত্রীলোকের মত হবেনা (যে সূতা ছিঁড়ে ফেলে এবং সূঁচ ভেঙে ফেলে।)

পবিত্র মদীনার শানে তিনি এদুটি লাইন রচনা করেন ঃ

مَدِيْنَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ تَجْنُوْ لِنَاظِرِىْ
فَلاَ تَعْذُلُوْنِى اِنْ تُتَلَّتَ بِهَا عِشْقًا
وَقَدْ قِيْلَ فِى زُرْقِ الْعُيُوْنِ شَامَةٌ
وَعِنْدِى اَنَّ الْيُمْنَ فِى عَيْنِهَا الزَّرْقَا

"সর্বোত্তম ব্যক্তির মদীনা আমার সামনে। এখন যদি আমি তার মুহাব্বতে কতল ও হয়ে যাই, তবু তোমরা আমাকে দোষারূপ করবে না। কথিত আছে, নীল চোখে বে-বরকতী আছে। কিন্তু আমার নিকট তো তার "যুরকা নামক কূপটি" বরকতময়।

কিতাবুল্ জাম্'আ বায়নাস্ সাহীহায়ন লিল্-হুমায়দী

এ গ্রন্থে তিনি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীস সাহাবাদের সনদ-সহ বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় স্তরে, যা সর্বনিম্ন স্তর, তা হলো আনাম ইবন মালিক (রা.)-এর সনদ। গ্রন্থকারের দৃষ্টি এ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তিনি ভূমিকাতে একটি দীর্ঘ খুত্বা লিখেছেন।

হুমায়ী-এর কুনিয়াত হলো ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ এবং নামও বংশ পরিচয় হলো, মুহাম্মদ ইবন আবু নসর ফতূহ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন হুমায়দ আযদী, হুমায়দী উন্দূলুসী। তাঁর বর্তমান বাসস্থানের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে মায়সিরীনি বলা হয় এবং মাযহাবে যাহিরের সহিত সম্পর্কিত করে তাঁকে যাহিরীও বলা হয়। তিনি আন্দালুস (স্পেন) মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হেরেম শরীফে অবস্থান করে হাদীস শ্রবণ করেন এবং শেষ বয়সে বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি আল্লামা ইবন হায্ম যাহিরীর প্রিয় শাগরিদ ছিলেন। আবূ 'আব্দুল্লাহ কুরবায়ী', আবূ 'উমর ইউসুফ ইবন বার, আবু বকর খাতীব ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র মক্কাতে কারীমা মারুযীয়ার সংগে সাক্ষাত করেন যিনি বুখারীর রাভী ছিলেন। একদা আবূ বকর ইবন মায়মূন তার হুজরার দরওয়াজায় উপস্থিত হন এবং কড়া নাড়েন, যাতে তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পান। হুমায়দী কোন কারণে গাফিল ছিলেন, সে কারণে কোন জবাব দেননি। আবূ বকর ইবন মায়মূন এই কথা মনে করে ভিতরে প্রবেশ করলেন যে, তিনি তো ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করছেন না। এ সময়ে হুমায়দীর রান খোলা অবস্থায় ছিল, যে জন্য তিনি খুবই মর্মাহত হন এবং অনেক ক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকেন, এরপর বলেন, 'আমার জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আজ অবধি কেউ আমার রাণ খোলা অবস্থায় দেখেনি। আমীর ইবন মাকুলা, যিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিন ছিলেন এবং হুমায়দীর বন্ধু ছিলেন, বলেন ঃ আমি পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা, পরহেযগারী ও ইলম চর্চায় গভীর মনোনিবেশকারী ব্যক্তিদের মাঝে হুমায়দীর ন্যায় আর কাউকে দেখিনি। তিনি দুর্বল হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। আরবী ইল্ম, আদব, কুরআন মজীদের তারকীব ও বালাগত সম্পর্কে আল্লাহ তাকে গভীর জ্ঞান দিয়েছিলেন। এ কিতাব ছাড়া তিনি আরো অনেক কিতাব প্রণয়ণ করেন। যার বর্ণনা নীচে দেওয়া হলো ঃ (১) তারিখে আন্দালুস। কিতাবটি খুবই প্রসিদ্ধ। এর পূরা নাম হলো—জায্ওয়াতিল মুক্তাবিস ফী তারীখে 'উলামায়ে আন্দালুস। (২) জামালে তারিখে ইসলাম, (৩) কিতাবুয্ যাহাব আল মাসবূক ফী ওয়ালজুল (২) জামারে তারিখে ইসলাম, (৩) কিতাবুয্ যাহাব আল-মাস্বূক ফী ওয়াযুল মুলুক, (৪) কিতাব মুখাতিবাতিল আস্দিকা' ফী মুকাতিবাতিল লিকা, (৫) কিতাব হিকযিল বিহার, (৬) কিতাবু যুফরিন নামী মাহা কবিতা রচনায়ও তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, তবে তিনি

ওয়ায-নসীহতের ঢংয়ে এগুলি রচনা করতেন। অনেক লোক তাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে পরীক্ষা করেছে, কিন্তু দুনিয়ার পার্থিব বিষয় সম্পর্কে তিনি কিছু বলতেন না। হিজরী ৪৮৮ সনে, ১৭ই জিলহাজ্জ হুমায়দী ইনতিকাল করেন। আবূ বকর শামী, যিনি শাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন, তাঁর জানাযার নামায পড়ান। শায়খ আবূ ইসহাক শিরাযীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর আগে কয়েকবার তিনি মুযাফফরকে, (যিনি বাগদাদের শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন এবং বিরাট সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন), এরূপ ওসীয়ত করেন যে, আমাকে বিশ্‌রে হাফী (রহ্)-এর পাশে দাফন করবে। সাময়িক অসুবিধার কারণে তিনি এ ওসীয়ত পূরণ করতে সক্ষম হননি। ফলে, তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, হুমায়দী তাকে এজন্য দোষারূপ করেছেন। পরে হিজরী ৪৯১ সনে, সফর মাসে, সে স্থান থেকে তার লাশ উঠিয়ে বিশ্‌রে হাফীর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। এটি ছিল হুমায়দীর কারামত। এ সময় তাঁর কাফন এবং দেহ অবিকৃত অবস্থায় ছিল, এবং বহু দূর পর্যন্ত তাঁর খোশবু ছড়িয়ে পড়েছিল। নিম্নোক্ত কবিতা খণ্ড গুলো তাঁর রচিত-যা খুবই উপকারী।

আল্লামা হুমায়দীর কয়েকটি কবিতা

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيْدُ شَيْئًا
سِوَى الْهَذَيَانِ مِنْ قِيْلٍ وَقَالَ
فَاقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ اِلاَّ
لاَخْذِ الْعِلْمِ اَوْ اِصْلاَحِ حَالِ

"লোকের সাথে দেখা সাক্ষাতে, আজে-বাজে গল্প-গুজব ছাড়া আর কোন ফায়দা নেই। কাজেই, মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত কম করবে। কিন্তু 'ইল্‌ম হাসিল ও অবস্থার ইসলামের জন্য দেখা সাক্ষাত করবে।"

তিনি আরো বলেন ঃ

كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلِىْ
وَمَا صَحَّتْ بِهِ الاٰثَارُ دِيْنِىْ
وَمَا اتَّفَقَ الْجَمِيْعُ عَلَيْهِ بَدْءًا
وَعَوْدًا فَهُوَ عَنْ حَقٍّ مُبِيْنِ
فَدَعْ مَا صَدَّ عَنْ هٰذَا وَخُذْهَا
تَكُنْ مِنْهَا عَلَى عَيْنِ الْيَقِيْنِ ـ

"মহান আল্লাহর কথাই আমার কথা। আর সহীহ্ হাদীসই আমার দীন। যে বিষয়ে আগে বা পরে সকলে একমত হয়েছে সেটাই স্পষ্ট হক। কাজেই যে সব বস্তু এ থেকে তোমাকে বিরত রাখে তুমি তা পরিহার কর এবং সে সব হাদীস গ্রহণ কর যা তোমাকে আয়নুল য়াকীন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

উপরোক্ত কবিতার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি দীনের ছোট-খাট ব্যাপারে ও যাহিরী ছিলেন। তাঁর জীবনী কাররাও এ কথা স্পষ্টভাবে লিখেছেন। অবশ্য তারা এও বলেছেন, তিনি তাঁর যাহিরী মতবাদকে মোটামুটিভাবে গোপন করতেন।

শায়খ শিহাবুদ্দীন মাক্‌রী তাঁর গ্রন্থ "নাফলুত-তাইয়্যিবে" উল্লেখ করেছেন যে, নিম্ন বর্ণিত কিতাবগুলো হুমায়দীর রচিত। যথা ঃ কিতাবু মান আদ্দাআল আমান মিস্ আহ্‌লির ইমাম, কিতাবু-তাস্‌হীলিল সাবীল ইলা 'ইল্‌মিত তারসীল, কিতাবুল আমানী আস-সাদিকা। নিম্নোক্ত কবিতা গুলি তাঁর রচিত ঃ

اَلنَّاسُ نَبْتٌ وَاَرْبَابُ الْقُلُوْبِ لَهُمْ
رَوضٌ وَاَهْلُ الْحَدِيْثِ الْمَاءِ وَالزَّهْرُ
فَمَنْ كَانَ قَوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَاكِمُه
فَلاَ شُهُوْدُلَهُ اِلاَّ الاُلٰى ذُكِرُوْا ـ

"লোকেরা হলো ঘাসের মত, আর উদার মনের অধিকারী লোকেরা হলো তাদের জন্য বাগান স্বরূপ এবং হাদীসের জ্ঞানীরা হলো পানি এবং ফুলের মত। সুতরাং যার উপর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথার আধিপত্য আছে, তার স্বাক্ষী হলো এসব লোকেরা, যাদের কথা আগে উল্লেখ করা হলো।

তিনি আরো বলেন ঃ

اِنَّ الْفَقِيْهَ حَدِيْثٌ يُسْتَضَاءُبِه
عِنْدَ الْحِجَاجِ وَاِلاَّ كَانَ فِى الظُّلَمِ
اِنْ تَاهُ ذُوْمَذْهَبٍ فِىْ قَفْرِ مُشْكِله
لاَحَ الْحَدِيْثُ لَه فِى الْوَقْتِ كَالْعَلَمِ ـ

"নিশ্চয়ই ফাকীহ এমন হাদীস, যার থেকে আলো গ্রহণ করা হয়ে থাকে-ঝগড়া ঝাটি ও মতানৈক্যের সময়, অন্যথায় সে অন্ধকারে থাকবে। যদি কোন মাযহাবের অনুসারী তার মুশকিলের প্রান্তরে হয়রান পেরেশান হয়ে ঘোরাফেরা করে তবে হাদীস তার জন্য সে সময় চিহ্নিত নিদর্শনের ন্যায় প্রকাশ পায়।

তিনি আরো বলেন ঃ

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعِلْمِ عِنْدَ فَنَائِهِ
أَرَجٌ فَإِنَّ بِضَقَاءِهِ كَفَنَائِهِ ـ
لِلْعِلْمُ يُحْيِي الْمَرْءَ طُوْلَ حَيَاتِهِ
فَإِذَا انْقَضَا أَحْيَاهُ حُسْنُ ثَنَائِهِ ـ

"যে ব্যক্তির মাঝে তার মৃত্যুর সময় 'ইল্মের দ্যুতি থাকবে না, তার যিন্দেগী তার মৃত্যুর মত হবে। 'ইল্মই মানুষকে সারা জীবন জীবিত রাখে। আর যখন সে মারা যায়, তখন সে তার উত্তম স্মরণের মধ্যে জীবিত থাকেন।"

তিনি আরো বলেন ঃ

أَلِفْتُ النَّوى حَتَّى انِسْتُ بِوَنِ خَشْيَتِهَا
وَصِرْتُ بِهَذَا فِي الصَّبَابَةِ مُوْلَعَا
فَلَمْ أُحْصِ كَمْ رَافَقْتُهُ مِنْ مُرَافِقٍ
وَلَمْ احْصِ كَمْ خَتَيَمْتُ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَا
وَمِنْ بَعْدِ جَوْبِ الأَرْضِ شَرْقًا وَمَغْرِبًا
فَلاَبُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُوَانِيْ مَصْرَعًا ـ

'আমি বিচ্ছেদে অভ্যস্থ এবং এর ভয়ের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছি। আমি ভীতির কারণে 'ইশ্কের মধ্যে লোভাতুর হয়েছি। আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করোনা যে, আমি কত বন্ধুর সংগে বন্ধুত্ব করেছি। আর আমাকে তাদের মত মনে করোনা, আমি যমীনের কত স্থানে তাবু স্থাপন করেছি তাই পূবের ও পশ্চিমের যমীন অতিক্রম করার পর আমার জন্য জরুরী যে, আমি এখন কোন প্রান্তর পাব।"

আশ্ শিহাবুল্ মাওয়ায়িয ওয়াল্ আদাব লিল্ কুযায়ী

এ গ্রন্থের ভূমিকা এরূপ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الْقَادِرِ الْفَرْدًا لْحَكِيْمِ الْفَاطِرِ الصَّمَدِ الْكَرِيْمِ
بَاعِثِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِجَوَامِعِ الْكَلْمِ

وَبَدَائِعِ الْحِكَمِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا
مُّنِيْرًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ
وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيْرًا اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ فِى الْاَلْفَاظِ النَّبَوِيَّةِ وَالْاٰدَابِ
الشَّرْعِيَّةِ جَلَاءً لِقُلُوْبِ الْعَارِفِيْنَ وَشِفَاءً لِاَدْوَاءِ الْخَائِفِيْنَ
يَصْدُرُهَا عَنِ الْمُؤَيَّدِ بِالْعِصْمَةِ وَالْمَخْصُوْصِ بِالْبَيَانِ
وَالْحِكْمَةِ الَّذِىْ يَدْعُوا اِلَى الْهُدٰى وَيُبَصِّرُ مِنَ الْعَمٰى وَلَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلَ مَا صَلّٰى عَلٰى
اَحَدٍ مِّنْ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ـ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি একক, কুদরতওয়ালা, হিকমতওয়ালা, সৃষ্টিকারী, অমুখাপেক্ষী এবং অনুগ্রহকারী। যিনি তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.) কে পরিপূর্ণবাণী ও হিকমত সহ সুসংবাদদাতা, ভীতি-প্রদর্শনকারী, আল্লাহর দিকে আহ্বান কারী এবং তাঁরই নির্দেশে উজ্জল আলোক বর্তিকা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর আওলাদদের উপরও, যাদের থেকে পাপ-পংকিলতা দূর করে তাদেরকে পবিত্র করেছেন। হাম্‌দ ও সালাতের পর বক্তব্য হলো, নবীর বক্তব্য ও শরীয়তের আদাবের মাঝে আল্লাহর সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের দিলের জন্য আলো আছে এবং তাঁকে ভয়কারী ব্যক্তিদের দিলের অসুখের জন্য ঔষধ আছে। কেননা, তাদের দিলের সম্পর্ক তো আল্লাহর-ই সংগে, যাঁর পবিত্রতার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হিক্‌মতের বর্ণনার সংগে সম্পৃক্ত, যা হিদায়েতের দিকে আহ্বান করে এবং অন্ধদের চুক্ষুষ্মান করে। যারা রিপুর তাড়নায় বা নিজেদের ইচ্ছা মত কোন কথা বলেন না। তাদের উপর আল্লাহর খাস রহমত বর্ষিত হোক, যা তিনি তার পছন্দনীয় বান্দাদের উপর নাযিল করেন।

তিনি কিতাবটি "বাবে-দুআ" অর্থাৎ দু'আর অধ্যায়ে শেষ করে এরূপ দুআ লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ
لَّا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ اَعُوْذُبِكَ « مِنْ شَرِّ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ اِلٰى اٰخِرِ
الْبَابِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلٰى تَعَوُّذَاتٍ كَثِيْرَةٍ نَافِعَةٍ ـ

"ইয়া আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট এমন 'ইল্ম হতে পানাহ চাই, যা কোন উপকার করেনা এবং এমন কল্ব থেকে পানাহ চাই, যাতে খুশু-খুযু (বিনয়) নেই। আমি এমন দু'আ থেকে পানাহ্ চাই, যা কবুল করা হয়না, এমন নাফ্স থেকে পানাহ চাই, যা পরিতৃপ্ত হয়না। ইয়া আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট এ চারটি বিষয় হতে পানাহ্ চাই। অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এ ধরনের অনেক দু'আর উল্লেখ আছে।

তার কুনিয়াত হলো আবূ 'আব্দুল্লাহ। নামও বংশ পরিচয় হলো, মুহাম্মদ ইবন সালামা ইবন জা'ফর ইবন 'আলী। তার লকব হলোর কাযীউল কুযাত। তিনি শাফী 'মাযহাব ভুক্ত ফকীহ ছিলেন। বনূ কাযাআর দিকে সম্পৃক্ত করে তাকে কাযায়ী'ও বলা হয়। তিনি মিসরের কাযী ছিলেন।

তিনি আবুল হাসান ইবন জাহ্যাম, আবূ মুসলিম মুহাম্মদ ইবন আহমদ কাতিব এবং আবূ মুহাম্মদ ইবন নাহ্হাস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হুমায়দী-যিনি "আল জামউ বায়নাস্ সাহীহায়নের" প্রণেতা ছিলেন, তাঁরই ছাত্র ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন বারাকাত আস সা'দী এবং আবূ সা'আদ আব্দুল জলীল সাভী ও তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে "কিতাবুশ্ শিহাব" ছাড়াও একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থও আছে, যা "তারাজিমুল্ কাযায়ী" নামে প্রসিদ্ধ। যদিও কিতাবটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত, তবুও এতে সৃষ্টির উৎস থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত সব অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিতাবু আখবারিশ্ শাফয়ী মু'জাম শূয়ূখ খোদ এবং কিতাব দাস্তুরিল হিকামও তাঁর রচিত। আবু বকর খাতীব এবং আবু নসর ইবন মাকূলাও তাঁর ছাত্র। তিনি হিজরী ৪৫৪ সনের জিলহাজ্জ মাসে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

'কিতাবুশ্ শিহাব' গ্রন্থের প্রশংসায় কিছু কবিতা

খাতীব আবূ হাতিম 'আমর ইবন মুহাম্মদ ফারজ "কিতাবুশ্ শিহাব' গ্রন্থের প্রশংসায় অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। যেমন—

شُهُبُ السَّمَاءِ خِبَاؤُهَا مَسْتُوْرٌ
عَنَّا اِذَا اَفَلَت تُوَارِى النُّوْرُ
فَافْرَغْ هُدِيْتَ اِلَى شِهَابٍ نُوْرِهِ
مُتَأَلِّقٌ اَبَدًا لَهُ تَبْصِيْنَ

يَشْفِيْ جَوَاهِرُهُ الْقُلُوْبَ مِنَ الْعَمٰى
وَلَطَالَمَا انْشَرَحَتْ لَهُنَّ صُدُوْر
فَاِذَا اَتٰى فِيْهِ حَدِيْثُ مُحَمَّدٍ
خُذْ فِي الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ يَا نَحْرِيْرُ
وَتَرَحَّمَنْ عَلَى الْقُضَاعِيِّ الَّذِيْ!
جَمَعَ الشِّهَابَ فَسَعْيُهُ مَشْكُوْرُ ـ

"আসমানের তারকার তাবু আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন। যখন সে ডুবে যায় তখন তার আলোও বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তোমাকে সে আলোক রশ্মির হিদায়াত দান করুন, যার আলো সব সময় চমকায় এবং যাতে রশ্মি আছে। তার মুক্তা সদৃশ দিল, রোগ গ্রস্থ দিলের শিফা দেয়। আর অনেকবার তাঁর শরহে-সদর (বক্ষা বিদীর্ণ) হয়েছে। এ কিতাবে যখনই মুহাম্মদ (স.)-এর কোন হাদীস আসে, তখন হে জ্ঞানী, তুমি তাঁর উপর দরূদ পেশ করবে। আর এর কুযায়ীর জন্য রহমত প্রার্থনা' করবে, যিনি 'শিহাব'কে সংকলন করেছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।"

একইরূপে অন্য একজন কবি কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন। সেগুলোর উল্লেখ ও এখানে করা হলো। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কবি তার কবিতায় সততা ও সত্যবাদিতার মনি-মুক্তার সমাহার ঘটিয়েছেন ঃ যেমন–

كِتَابٌ عَلَى السَّبْعِ الْاَقَالِيْمِ نُوْرُهُ
هُدًى حِكْمٌ مَأْثُوْرَةٌ وَّبَيَانَ
تَطَلَّعَ مِنْ اُفُقِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
بِاَلْفِ حَدِيْثٍ بَعْدَهَا مِائَتَانِ
اِذَا لَاحَ فِيْ جَوِّ النُّبُوَّةِ نُوْرُهُ
اَشَارَ بِتَصْدِيْقٍ لَهُ الثَّقَلَانِ ـ

"এটি এমন এক কিতাব, যার নূর সপ্ত-ইক্লীমের উপর চমকায়, যা হিদায়ত, হিকমত ও বর্ণনায় পরিপূর্ণ। যা নবী মুহাম্মদ (স.)-এর উপর হতে উদিত হয়েছে এবং এ গ্রন্থে বার শত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যখন— নুবুওয়াতের ময়দানে তার নূর প্রকাশ পেয়েছে, তখন জ্বিন ও ইনসান তার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য ইশারা করেছে।

সহীহ্ ইবন খুযায়মা

তাঁর কুনিয়াত হলো আবু বকর এবং নাম ও বংশ পরিচয় হলো, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক্ ইবন খুযায়মা (আস-সুলামী নিশাপুরী) তিনি এ গ্রন্থে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث بْنُ عَبْدِ الصَّمَدُ بْنِ عَبْدِ الْوَارِث قَالَ ثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّم عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرِيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ الْمُزَنِىْ حَدَّثَه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ نِى صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَاَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَّحْسِبِهَا النَّاسُ سُنَّةً ـ

'আব্দুল ওয়ারিছ ইবন আব্দুস সামাদ ইবন আব্দুল ওয়ারিছ, হুসায়ন আল মুআল্লিম, 'আবদুল্লাহ্ ইবন বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর থেকে আবদুল্লাহ্ মুযানী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) মাগরিবের আগে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি লোকদের বলেন, 'তোমরাও মাগরিবের আগে দু'রাকআত সালাত আদায় কর।' এরপর তৃতীয় বারে তিনি বলেন, 'যার মনে চায়, সে যেন এ সালাত আদায় করে।' আর তিনি এরূপ এজন্য বলেন, যাতে লোকেরা এ সালাতকে সুন্নাত মনে না করে।"

কিতাবুল মুন্‌তাকা ঃ লি-ইব্‌নিল্ জারূদ

এ কিতাবটি সহীহ ইবন খুযায়মার মুস্তাখরাজ। এ গ্রন্থে কেবল মাত্র উসূলে হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যে জন্য এর নাম হয়েছে—

মুন্‌তাকা।

এ গ্রন্থটি আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আলী ইবন জারূদ কর্তৃক রচিত। মুন্‌তাকা গ্রন্থের শেষে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে ঃ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيْمِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰه بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَاهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَاجًا جَاءَه عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ

مُعَابِيَةُ مَاحَاجَتُكَ يَا ابَا عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ حَاجَتِى عَطاء الْمحَرَّرِيْنَ فَانِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِيْنَ جَاءَهُ شَيْئٌ لَم يَبْدَءُ بِاَوَّلِ مِنْهُم -

"মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন আব্দুল হাকীম, 'আবদুল্লাহ্ ইবন নাফি, হিশাম ইবন 'উরওয়া, যায়দ ইবন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। মু'আভিয়া হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসলে 'আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) তাঁর কাছে আসেন। তখন মুআভিয়া তাঁকে জিজ্ঞেসা করেন, "হে আবূ আব্দুর রহমান, আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?

তখন তিনি বলেন, আমার প্রয়োজন হলো, আযাদকৃত দাসদের অনুদান দেওয়া হোক। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেখেছি যে, যখন তাঁর কাছে কোন জিনিস আসতো, তখন তিনি তা থেকে তাদেরকে সর্ব প্রথমে দিতেন।

কিতাবুল আদাবিল্ মুফ্রাদ লিল্-বুখারী

এ কিতাবটি নয় খণ্ডে সমাপ্ত। এর সবশেষে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে ঃ

"ইমামুল হুজ্জাত আবূ 'আব্দুল্লাহ বুখারী" لا يكن بغضك تلفا অধ্যায়ে বলেন, 'সায়ীদ ইবন আবু মারইয়াম, মুহাম্মদ ইবন জাফর, যায়দ ইবন আসলাম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, 'উমর ইবন খাত্তাব (র) বলেন ঃ কাউকে তোমার ভালবাসা যেন বানোয়াট না হয় এবং তোমার কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ যেন ক্ষতিকর না হয়। তখন আমি বললাম, এটা কিরূপে সম্ভব? তিনি বললেন, যখন তুমি কাউকে ভালবাসবে তখন ছোট শিশুর মত স্নেহপরায়ন হবে, আর যখন তুমি কারো প্রতি শত্রুতাপোষণ করবে, তখন তার ক্ষতি করতে চাইবে।

কিতাব 'রাফ্য়িল' ইয়াদায়ন লিল্ বুখারী এবং কিতাবুল জুম'আ লিন্ নিসায়ী—এ দুটি গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায়নি।

কিতাব—'আমালিল্ ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ্ লিন্ নাসায়ী

এ কিতাবে " قُلْ هُوَ اللّه اَحَدٌ -এর ফযীলত সম্পর্কে এরূপ লিখা হয়েছে ঃ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُهَاجِرِ ابِى الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرأُ -

"কুতায়বা ইবন সায়ীদ, আবূ 'উয়ায়না, মুহাজির আবুল হাসান (র) নবী (স.)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার নবী (স.)-এর সংগে সফরে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে—

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ

এই সূরা পড়তে শোনেন। যখন সে ব্যক্তি উক্ত সূরা পাঠ করা শেষ করে, তখন তিনি (স.) বলেন, এ ব্যক্তি শিরক হতে মুক্ত হয়েছে। অতঃপর আমরা আরো সফর করতে থাকি। তখন তিনি অন্য ব্যক্তিকে—"

قُلْ هُوَ اللّٰه اَحَدٌ

-এ সূরা পড়তে শুনেন। তখন তিনি (স.) বলেন, এ ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

মুসনাদে হুমায়দী

ইনি ঐ হুমায়দী নন, যিনি "আল-জামউ" বায়নাস্ সাহীহায়ন" গ্রন্থের প্রণেতা। বরং তিনি ওঁর অনেক আগের লোক। কেননা, তিনি ইমাম বুখারী (রহ)-এর অন্যতম উস্তাদ এবং সুফইয়ান ইবন উয়ায়নার শাগরিদ ছিলেন। তিনি ফুযায়ল ইবন আইয়ায এবং মুসলিম ইবন খালিদ থেকে ইলম হাসিল করেন। তার মাসনাদের প্রারম্ভে এ হাদীসের উল্লেখ আছে ঃ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِّي بْنِ الرَّبِيْعِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِي يَا جَابِرُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَحْيَا اَبَاكَ وَ قَالَ لَهُ تَمَنَّ قَالَ اُحْيِيْ نَاُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَرَّةً اُخْرٰى فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا اِنِّيْ قَضَيْتُ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ -

"সুফইয়ান, মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন রাবী' সুলামী 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আকীল ইবন আবু তালিব, জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বলেন, হে জাবির, তুমি কি জান আল্লাহ তাআল

তোমার পিতাকে (দ্বিতীয়বার) জীবিত করে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তোমার আকাংখা পেশ কর। তখন সে বলে ঃ আমাকে জীবিত করা হোক, যাতে আমি দ্বিতীয়বার আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে পারি। তখন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ এটা আমার ফয়সালা যে, মৃত ব্যক্তিদের দ্বিতীয়বার জীবিত করে (দুনিয়াতে) ফিরিয়ে আনা হবে।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবু বকর এবং নাম হলো 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র কুরায়শী, আসদী, হুমায়দী, যিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি শাফয়ী মাযহাবের বড় বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর দারসের হালকায় বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইবন আব্দুল হাকীম এবং অন্যান্যরা হিংসার কারণে তাকে বাঁধা দেন। ইমাম বুখারী (রহঃ), যাহ্লী এবং আবূ যুব'আ তাঁর শাগরিদ ছিলেন। আবূ হাতিম তাঁর সম্পর্কে এরূপ বলেছেন ঃ

اثبت الناس فى سفيان ابن عيـنـيـة الحمد ى

সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়নার মজলিসে হুমায়দী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলতেন, হুমায়দী আমাদের ইমাম। তিনি হিজরী ২১৯ সনে মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন।

মু'জামে ইবন জুমায়ই

তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন 'আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া ইবন জুমায়ই। তাঁকে সায়দাবী এবং গাস্সানী ও বলা হয়। তিনি অত্যধিক সফর করতেন। তিনি অনেক শহরে পরিভ্রমণ করেন। তিনি আবূ সায়ীদ ইবনুল আরাবী, আবূল 'আব্বাস ইবন 'আকদা, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহামিলী এবং সে সময়ের অন্যান্য আলিমদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর রচিত "মুজাম' গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি মক্কা মুয়াযযামা, বসরা, কূফা, বাগদাদ, মিসর এবং দামিশকের অধিকাংশ 'উলামাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। হাফিয আব্দুল গণী ইবন সায়ীদ, ফাওয়ায়িদ গ্রন্থের রচয়িতা তাম্মাম রাবী, মুহাম্মদ ইবন আলী সূরী তাঁর ছেলে হাসান ইবন জামি এবং আরো অনেক আলিম তাঁর শাগরিদ ছিলেন।

তিনি হিজরী ৩০৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ৪০৬ সনে ইনতিকাল করেন। '৮ বছর বয়স হতে মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ অভ্যাস ছিল যে, তিনি দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে ইফতার করতেন এ দীর্ঘ সময়ে কোনদিন তাঁর কোন রোযা বাদ যায়নি। আবূ বকর ইবন খাতীব এবং হাদীসশাস্ত্রের অন্যান্য 'উলামারা তাঁকে নির্ভরশীল মুহাদ্দিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

খাতীব তাঁর প্রশংসায় বলেন, সিরিয়ায় যে সব মুহাদ্দিস অবশিষ্ট আছেন তিনি তাদের সবার মধ্যে শক্তিশালী সনদের অধিকারী। তাঁর রচিত "মু'জাম" গ্রন্থে এ হাদীসটির উল্লেখ আছে ঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى بْنِ عَمَّارِ الْعَطَّارِ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى غَرْزَةَ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَا التُّجَارِاتِ بَيْعَكُمْ يَحْضُرَهُ الْحَلْفُ وَالْكِذْبُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَهُ ـ

"মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, ইসমাঈল, কায়স ইবন আবূ 'আয্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কাছে আসেন এবং বলেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তোমাদের ব্যবসাতে বার-বার কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, আর সন্দেহের অবকাশও থাকে। কাজেই, তার মধ্যে সাদাকা মিশিয়ে নাও। (অর্থাৎ ব্যবসায় টাকা হতে কিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে এর ক্ষতিপূরণ করে নাও।)

মু'জামে ইবন কানী

তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ হাসান এবং নাম ও বংশ-পরিচয় হলো, আব্দুল বাকী 'ইবন কানী' ইবন মারযূক ইবন ওয়াছিক। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সম্পর্কের দিক দিয়ে তাকে উমুভীও বলা হয়। তিনি হারিছ ইবন আবূ উসামা, মুজাম হারবী গ্রন্থের প্রণেতা-ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা, ইসমাইল ইবন ফযল বাল্‌খী, ইব্‌রাহীম ইবন হারছাম বাল্‌দী এবং এ স্তরের অন্যান্য মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে দারু-কুত্‌নী, আবূ 'আলী ইবন সাযান, আবুল কাসিম ইবন বাশ্‌রান এবং অন্যান্যরা হাদীছ বর্ণনা করেন। বুরকাণী বলেন, আমার নিকটতো তিনি দূর্বল কিন্তু বাগদাদের উলামারা তাঁর বর্ণনাকে বিশ্বস্থ বলে মনে করেন। দারু-কুত্‌নী বলেন, যদিও তাঁর থেকে মাঝে মাঝে ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তাঁর মেধা শক্তি ছিল খুবই প্রখর।

খাতীব বর্ণনা করেন যে, শেষ বয়সে তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায় এবং মুখস্থ শক্তিতে দুর্বলতা দেখা দেয়। তিনি হিজরী ২৬৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী

৩৫১ সনের শাওয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর মুজামে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْم بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْصَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعوِيَت بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَيَاضٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ اُمَّتِيْ الْمَالُ ـ

"ইবরাহীম ইবন হায়ছাম বাল্‌দী, আবূ সালিহ মুআভিয়া ইবন সালিহ, আব্দুর রহমান ইবন জুবায়র, জুবায়র, কা'আব ইবন আইয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ সব নবীর উম্মতের জন্য একটি ফিত্‌না আছে এবং আমার উম্মতের জন্য ফিত্‌না হলো ধন-সম্পদ।

শাবহু মাআনিল আছার লিত্-তাহাবী

এ কিতাবের শুরুতে এরূপ বর্ণনা আছে ঃ

قَالَ الامَامُ الْحَافِظُ اَبُوْ جَعْفَرٍ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلاَمَةَ (الاَزْدِيُّ) الطَّحَاوِيُّ سَأَ لَنِيْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ اَضَعَ لَهُمْ كِتَابًا اَذْكُرُ فِيْهِ الاثَارَ الْمَاثُوْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فِى الاَحْكَامِ الَّتِى يَتَوَهَّمُ اَهْلُ الاِلْحَادِ وَالضَّعَفَةُ مِن اَهْلِ الاِسْلاَمِ اَنَّ بَعْضَهَا يَنْقُضُ بَعْضًا لِقِلَّةِ عِلْمِهِمْ بِنَاسِخِهَا مِنْ مَنْسُوْخِهَا وَمَا يَجِبُ بِه الْعَمَلُ مِنْهَا لَمَا يَشْهَدُ لَه مِنْ الْكِتَابِ النَّاطِقِ وَالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا وَاَجْعَلُ لِذلِكَ اَبْوابًا اَذْكُرُ فِى كُلِّ بَابٍ مِّنْهَا مَا فِيْهِ مِنَ النَّاسِخِ والمنسوخ وَتَاوِيْلِ الْعُلَمَاءِ وَاحْتِجَاجِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ وَاِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِمَنْ صَحَّ عِنْدِيْ قَوْلُه مِنْهُمْ بِمَا يَصِحُّ بِه مِثْلُه مِنْ كِتَابٍ اَوْسُنَّةٍ اَوْ اِجْمَاعٍ اَوْ تَوَاتُرٍ مِنْ اَقَاوِيْلِ

الصَّحَابَةِ أَوْتَابِعِيْهِمْ اَنِّى نَظَرتُ فِى ذَلِكَ وَبَحَثْتُ عَنْهُ بَحْثًا
شَدِيْدًا فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا اَبْوَابًا عَلَى النَّحْوِالَّذِى اُسْأَلُ
وَجَعَلْتُ ذلِكَ كُتُبًا ذَكَرْتُ فِى كُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا جِنْسًا مِنْ تِلْكَ
الاَجْنَاسِ فَاَوَّلُ مَاابْتَدَأْتُ بِذِكْرِهِ مِنْ ذلِكَ مَارُوِىَ عَنْ رَسُوْلِ
اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الطَّهَارَاتِ فَمِنْ ذَلِكَ بَابُ الْمَاءِ
يَقَعُ فِيْهِ النَّجَاسَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ رَاشِدٍ
البَصَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الحُجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ
بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمنِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ فَقِيْلَ يَارَسُوْلُ اللّهِ
اِنَّه يُلْقِى فِيْهَا الجِيَفُ وَالْمَحَائِضُ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَايَنْجَسُ ـ

"আমার কাছে আমার কিছু 'আলিম বন্ধু এরূপ ফরমায়েশ করে যে, আমি যেন তাদের জন্য এরূপ একটা কিতাব প্রণয়ন করি, যাতে ঐ সমস্ত হাদীস থাকবে যা রাসূলুল্লাহ (স.) শরীয়তের হুকুম আহকাম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর ঐসব হাদীসও থাকবে, যেগুলো সম্পর্কে মনে করি যে, এগুলোর একটি অন্যটির বিপরীত। তাদের এরূপ ধারণার কারণ এই যে, 'নাসিখ্-মানসূখ্' এবং ঐসমস্ত করণীয় হুকুম আহ্কাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই কম, যা কুরআনে বর্ণিত আছে এবং সর্বসম্মত হাদীসেও যেগুলোর উল্লেখ আছে। আমার কাছে এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করা হয় যে, আমি যেন কিতাবটিকে কয়েক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করি, যাতে প্রত্যেক অধ্যায়ে ঐ সমস্ত 'নাসিখ্-মানসূখ্'-এর উল্লেখ থাকবে, যা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর ঐ সঙ্গে 'উলামাবৃন্দের ব্যাখ্যা এবং তাদের দলীল, যা তারা একে অপরের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন, তারও উল্লেখ থাকবে। আর এদের থেকে যার কথা আমার দৃষ্টিতে সঠিক বলে বিবেচিত হবে, আমি যেন তার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের সঠিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দলীল পেশ করি। এ ব্যাপারে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করি এবং অনেক গবেষণার পর আমি কয়েকটি অধ্যায় ঐভাবে বিন্যস্ত করি, যেভাবে করার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। এরপর আমি এ কিতাবকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করি এবং প্রত্যেক খণ্ডে এক একটি

বিষয়ের সন্নিবেশ করি। আমি সর্বপ্রথম ঐ সমস্ত রেওয়ায়াতের উল্লেখ করি, যা রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে "তাহারাত" (পবিত্রতা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম অধ্যায় ঐ পানি সম্পর্কে, যাতে কোন "নাজাসত" (অপবিত্র জিনিস) পড়ে। আবু সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) 'বুযা'আ'[১] নামক একটি কূপের পানি দিয়ে ওযু করতেন। তখন তাঁকে বলা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! ঐ কূপে তো মৃত জানোয়ার এবং অপবিত্রতা মিশ্রিত কাপড় ধোঁয়া হয়, (এর ফলে ঐ কূপের পানি নাপাক হয় কি?) তখন জবাবে তিনি বলেন ঃ ঐ পানি নাপাক হয় না।[২]

তাঁর পুরা নাম ও নসব নামা (বংশ লতিফা) এরূপ ঃ আবু জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামা ইবন আব্দুল মালিক আয্দী, হাজ্রী, মিসরী, তাহাবী যা মিসরের একটি গ্রাম। তিনি হারুন ইবন সা'য়ীদ ইলী, ইউনুস ইবন 'আবদুল্লাহ 'আলা, মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন আব্দুল হাকীম, নযর ইবন নসর এবং ইবন ওহাবের শিষ্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আহমদ ইবন কাসিম খাশ্শার, ইবন আবুবকর মিক্রী তারারাণী মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন মাত্রুহ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসরা তাঁর শাগরিদ ছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম তাহাভী এবং মাযানী-এর ঘটনা

হিজরী ২৩৯ সনে তাঁর জন্ম। তিনি খুবই পরহেযগার, বিখ্যাত ফকীহ এবং জ্ঞানী ছিলেন। মিসরের হানফিয়া 'রিয়াসাতের' তিনিই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম তিনি শাফয়ী মাযহাবভুক্ত ছিলেন এবং মাযানী (যিনি ইমাম শাফিয়ীর শাগরিদ ছিলেন)-এর শিষ্য ছিলেন। একদিন পড়ার সময় মাযানী তাঁকে ভোঁতা স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলেন লজ্জা দেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। মাযানীর এরূপ মন্তব্যে তিনি খুবই ব্যথিত হন। ফলে, তিনি মাযানীর সাহচর্য পরিত্যাগ করে আবূ জাফর আহমদ ইবন 'ইমরান হানাফীর দারসে হাদীসে শরীক হন এবং আমৃত্যু হানাফী মাযহাব করেন। যার ফলে, তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি "মুখ্তাসার আত্-তাহাবী" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেটি রচনার পর তিনি বলতেনঃ আল্লাহ আবু ইব্রাহীম মাযানীর উপর রহম করুন। যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন, তবে তিনি তাঁর কৃত কসমের কাফফারা আদায় করতেন।

---

১. মদীনার একটি কূপের নাম।
২. নাপাক জিনিস বুযাআ কূপে পড়া সত্ত্বেও তা অপবিত্র না হওয়ার কারণ এই যে, সেটি ছিল প্রবাহমান। পানি একদিক থেকে এসে অন্যদিকে চলে যেত।

গ্রন্থকার বলেন, মাযানীর উপর তাঁর মাযহাবের আলোকে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়, তাহাভীর মাযহাব অনুসারে নয়। কেননা, হানাফীদের দৃষ্টিতে এধরণের কসম বেহুদা এবং এতে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে, শাফিয়ী মাযহাবের দৃষ্টিতে এধরণের কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়। বেহুদা কসম ঐগুলো, যা হঠাৎ অভ্যাসের খিলাফ মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। ইমাম তাহাভী ছিলেন ইমাম মাযানীর ভাগ্না। 'আলিমরা তাঁর মাযহাব পরিবর্তনের অন্য একটি কারণও বর্ণনা করেছেন।[১] হানাফী মাযহাবের জন্য তিনি অনেক কিতাব রচনা করেন এবং তার সাধ্যমত এ মাযহাবের সাহায্যের জন্য তিনি চেষ্টা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থে, তাঁর জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর কোন কোন রচনা উলামাদের মতভেদের কারণ ও কুরআনের আহকামের সাথে সম্পর্কিত। তিনি হিজরী ৩২১ সনে বিরাশী বছর বয়সে জ্বিলক্বাদ মাসের শুক্ল পক্ষে ইনতিকাল করেন। 'মুখ্‌তাসার আত্-তাহাভী' পড়লে মনে হয়, তিনি কেবল হানাফী মাযহাবপন্থী ছিলেন না, বরং তিনি হানাফী মাযহাবের একজন মুজতাহিদও ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর রচিত 'মুখ্‌তাসার' গ্রন্থে এমন অনেক মাস্‌আলা লিপিবদ্ধ করেছেন যা হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী। এজন্য হানাফী মাযহাবের ফকীহ্‌দের নিকট তাঁর রচিত 'মুখ্‌তাসার' গ্রন্থের তেমন পরিচিতি নেই। কাফুভী তাঁর রচিত "তাবাকাতুল হানফীয়া"তে লিখেছেন যে, তাহাভীর রচিত গ্রন্থ "আহকামূল কুরআন" বিশের ও অধিক খণ্ডে সমাপ্ত।

এছাড়াও তিনি শারহে জামে কাবীর, শরহে জামি সাগীর, কিতাবুল শুরুত কাবীর, কিতাবুল শুরুত সাগীর, কিতাবুল শুরুত আওসাত, কিতাবুল সাজলাত, কিতাবুল ওসায়া ও কিতাবুল ফারায়িব রচনা করেন। তিনি অনেক ইতিহাস গ্রন্থও রচনা করেন। যেমন ঃ তারীখে কাবীর, কিতাবু মানাকীবে আবু হানীফা, কিতাবুন্ নাত্তাদিবুল ফাকীহ, কিতাব নাত্তাদিরুল হিকায়াত ও কিতাব ইখ্‌তিলাফির রেওয়ায়াত আলা মাযহাবিল কুফীয়ান।

কিতাবুল মিয়া'তায়ন লিস্ সাবূনী

এ গ্রন্থে দু'শ হাদীস দু'শ ঘটনা ছাড়াও এমন দু'শ কবিতার লাইন বর্ণিত আছে, যা প্রত্যেক হাদীসের ভাষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইমাম সাবূনীর কুনিয়াত হলো আবু উসমান এবং তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ ইসমাইল ইবন আব্দুর রহমান ইবন আহমদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইব্‌রাহীম ইবন 'আবিদ ইবন আমির আস সাবূনী।

তিনি নিশাপুরের অধিবাসী এবং ওয়ায ও তাফসীর বর্ণনায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি হিজরী ৩৭৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যাহির ইবন আহ্মদ সারখী, আবু সা'য়ীদ 'আবদুল্লাহ ইবন-মুহাম্মদ রাটী, আবু বকর (ইবন মিহ্রাম) মাক্রী আবু তাহির ইবন খুযামা, আবুল হুসায়ন খাফ্ফাফ, 'আব্দুর রহ্মান ইবন আবু শুয়ারহ এবং এ ধরণের অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের কাছ থেকে 'ইল্ম হাসিল করেন। তাঁর থেকে 'আব্দুল আযীয কাত্তানী, 'আলী ইবন হুসায়ন (ইবন মিসর) সাফরাভী আবু বকর বায়হাকী ছাড়াও অন্যান্য অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ শাগরিদ হলেন আবু 'আবদুল্লাহ ফারাবী।'

আল্লামা সাবূনীর জ্ঞানের গভীরতা

ইমাম বায়হাকী তাঁকে 'ইমামুল মুসলিমীন এবং শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করে বলেন,

اَخْبَرَنَا اِمَامُ اَلْمُسْلِمِيْنَ حَقًّا وَشَيْخُ اَلاِسْلَامِ صَدْقًا اَبُوْ عُثْمَانَ الصَّابُونِىْ

অর্থাৎ আমাদের কাছে ইমামুল মুসলিমীন ও শায়খুল ইসলাম আবু 'উসমান আস-সাবূনী সত্য ও সঠিক তথ্য বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

'ইল্মে তাফসীরে তাঁর পূর্ণ যোগ্যতা এবং 'ইল্মে হাদীসে তাঁর মেধাশক্তির কথা সে যুগের সব আলিমের কাছে স্বীকৃত ছিল। তিনি একাধারে সত্তর বছর পর্যন্ত ওয়ায নসীহতে মশগুল থাকেন। নিশাপুরের জামি মসজিদের ইমাম ও খতীব পদে তিনি দীর্ঘ বিশ বছর বহাল থাকেন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। তিনি জ্ঞান-অন্বেষণের জন্য নিশাপুর, হিরাত, সারাখ্স, সিরিয়া, হিজায এবং কুহিস্তান পরিভ্রমন করেন এবং এ কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে দীন ও দুনিয়ার সবধরণের কল্যাণ ও মঙ্গল দান করেন। নিশাপুরের অধিবাসীরা তাঁকে তাদের শহরের সৌন্দর্য হিসাবে মনে করত। তাঁর পক্ষেরও বিপক্ষের সব লোকই তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। বস্তুত সে যুগে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হতো। তিনি বিদ'আতপন্থীদের মোকাবেলায় উলঙ্গ তরবারীস্বরূপ ছিলেন। রাতদিন সর্বক্ষনই তিনি চিন্তায় নিমগ্ন সুন্নাতে নবভী (স.)-কে যিন্দাহ করার চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। 'ইবাদত ও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আনুগত্যে তিনি তার সময়ে তুলনাহীন ছিলেন। একবার তিনি সালামাস শহরে অনেক দিনব্যাপী ওয়াজ নসীহত করেন।

যখন তিনি সে শহর ত্যাগ করার ইরাদা করেন, তখন তিনি সেখানকার লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ আমি বিগত কয়েকটি মাস তোমাদের সামনে কেবলমাত্র একটি আয়াতেরই তাফসীর বর্ণনা করেছি, কিন্তু তা এখনো শেষ হয়নি। আমি যদি পূর্ণ বছর তোমাদের এখানে থাকতাম, তবে ঐ একটি আয়াতেরই তাফসীর বর্ণনা করতাম এবং দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীর করার সুযোগ আমার হ্তো না।

গ্রন্থকার বলেন ঃ শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন তায়মিয়া থেকে বিশ্বস্তসূত্রে ও বিশেষভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাত্র সূরা নূহের তাফসীরে একবছরের বেশি সময় ব্যয় করেন। ইমাম যাহাবী, যিনি ইসলামের ইতিহাসবিদদের মধ্যে সবচাইতে বড় মুফাস্‌সির, তিনি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

সুবহানাল্লাহ! এই উম্মতের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তিগত হয়েছেন, যাঁদের দু'আ ছিল ঃ رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا

(অর্থাৎ "হে আমার রব! আমার 'ইল্‌ম আরো বাড়িয়ে দিন।) তাঁরা এমন পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, যা কল্পনারও বাইরে।

মোদ্দাকথা এই যে, ইমাম সাবূনী ছিলেন তাঁর সময়ের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ 'আলিম। তাঁর ইন্তিকালের ঘটনাটি তাঁর বুযুর্গীর জন্য স্পষ্ট দলীল স্বরূপ। এরূপ কথিত আছে যে, একদিন তিনি ওয়ায করছিলেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর হাতে, বক্তৃতা দেওয়ার সময়, 'রুসূল ইম্‌লা ফী কাশফিল বালা' নামক গ্রন্থটি প্রদান করেন। ওয়াজ শেষে তিনি সেটি পাঠ করেন। যার ফলে, তাঁর অন্তরে ভীষন ভীতির সৃষ্টি হয়। জনৈক ক্বারীকে তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে বলেন ঃ

اَفَـاَمِنَ الَّذِ يْـنَ مَكَرُو السـيـئَـاتِ اَنْ يَخْـسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الاَرْضَ (الى اخره)

যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ্ ওদের ভূগর্ভে বিলীন করবেন না। তিনি ক্বারীসাহেবকে দিয়ে এ ধরণের আরো কিছু আয়াত তেলাওয়াত করান। অবশেষে তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে আল্লাহর গযব ও কহর-এর ভীতি প্রদর্শন করেন। এ অবস্থা তাঁর উপর এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, তিনি বেহাল হয়ে পড়েন। তখন তাঁর পেটে ব্যথা শুরু হয়। শ্রোতারা তাঁকে তাঁর বাসায় নিয়ে যায় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ব্যথা এতই অসহনীয় হয়ে উঠে যে, তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি বিদূরিত হয়ে যায়। ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁকে হাম্মাম নামক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান করেন। কিন্তু ব্যথার কোনই উপশম হয়নি। ফলে অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি

কাতরাতে থাকেন এবং এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন। ক্রমাগত সাতদিন তিনি এ অবস্থায় কাটান। এ কঠিন অবস্থার মাঝেও তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের ওসীয়ত ও নসীহত করতে থাকেন। অবশেষে, এ রোগে তিনি হিজরী ৪৪৯ সনের ৪ঠা মহরম জুম'আর দিন ইন্তিকাল করেন। আসরের সালাতের পর জানাযার নামাজ পড়ে তাঁকে দাফন করা হয়। ইমামুল হারমায়ন (আবু মু'আলী আল-জুয়ায়নীর) স্বপ্ন তাঁর ব্যাপারে খোশ-খবর স্বরূপ। এ স্বপ্নের আগে উক্ত ইমাম দার্শনিক, মু'তাযিলা ও আহলে সুন্নাতের মাযহাব সম্পর্কে চিন্তান্বিত ছিলেন এবং সকলপক্ষের দলীল দেখে ছিলেন। অবশেষে কাদের কথা গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে স্বপ্নে এরূপ নির্দেশ দেন ঃ

عَلَيْكَ بَاعِتِقَادِ الصَّابُوْنِى

"অর্থাৎ তুমি ইমাম সাবুনীর আকীদা গ্রহণ কর"।

'আল্লামা সাবূনীর মৃত্যুতে আবুল হাসান দাউদীর শোক প্রকাশ

আবুল হাসান 'আব্দুর রহমান দাউদী, যিনি শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের অন্যতম, হযরত সাবূনীর ইন্তেকালে নিম্নোক্ত শোকগাঁথা রচনা করেন ঃ

أَوْدَى الاِمَامُ الْحَبْرُ اِسْمَعِيْلُ
لَهفِى عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْهُ بَدِيْلُ
بَكَتِ السَّمَاءِ وَالاَرْضُ يَوْمَ وَفَاتِه
وَبَكى عَلَيْهِ الْوَحِىُ وَالتَّنْزِيْلُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ الْمُنِيْرُ تَنَاوَحَا
حُزْنًا عَلَيْهِ وَلِلنُّجُوْمِ عَوِيْلُ
وَلاَرضُ خَاشِعَةٌ تَبْكِي شَجُوْهَا
وَيْلاً تُوْلُولُ اَيْنَ اِسْمَاعِيْلُ
اَيْنَ الاِمَامُ الْفَرِدُنِى اَقْرَانِه
مَا اِنْ لَهُ فِى الْعَالِمَيْنَ عَدِيْلَ

لَاتَخْدَعَنْكَ مُنَى الْحَيوةِ فَانَّهَا
تَلْهِي وَتُنْسِي وَالْمُنى تَضْلِيْلُ
وَتَاهَّبَنْ لِلْمَوتِ قَبْلَ نُزُولِه
فَالْمَوْتُ حَتْمٌ وَالْبَقَاءُ قَلِيْلُ

জ্ঞানী ইমাম ইসমা'য়ীল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, আমার খুব আপেক্ষ (এখন তাঁর) স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ কেউ নেই।

তাঁর ইন্তেকালে আসমান ও যমীন অশ্রু বিসর্জন করেছে, আর চন্দ্রসূর্যও তাঁর বিরহে ক্রন্দন করেছে এবং তারকারাও। আর যমীনও তাঁর বিচ্ছেদে বাকশূন্য ছিল এবং কাঁদছিল। আর দুঃখ ও আফসোস করে বলেছিলো 'ইসমাঈল কোথায় গিয়েছে?

ঐ ইমাম তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের মাঝে অতুলনীয় ছিলেন, (হায় আফসোস!) সারা জগতে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

(ওহে ব্যক্তি!) পার্থিব দুনিয়ার আশা-আকাঙ্খা তোমাকে যেন ধোকায় নিক্ষেপ না করে। কেননা তা মানুষকে খেলা-ধূলা, ভুল-ভ্রান্তি ও গুম্‌রাহীর দিকে নিয়ে যায়।

আর মৃত্যু আসার আগে (আখিরাতের সামান) যোগাড় কর। কেননা, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং দুনিয়ার জীবনের মেয়াদ খুবই কম!

কিতাবুল মাজালিসাহ্ লিদ্ দীনাওরী

এ গ্রন্থটি খুবই প্রসিদ্ধ। অনেক পুরাতন গ্রন্থে, এ থেকে অনেক হাওয়ালা (Reference) দেওয়া হয়েছে। দীনাওরীর আসল নাম হলো আবুবকর আহমদ ইবন মারওয়ান।[১] এ কিতাবে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا اِسْمعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرمِيٌّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُوْنِ الانْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النضر بِن اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنس بْنُ مَالِك اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُوَيْدِمُكَ اَنَسٌ اِشْفَعْ لَه يَوْمَ الْقِيَامَة

১। তিনি মালিকী মাযহাব ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সনে সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা যায়। যেমন কারো মতে হিজরী ২৯৩ সনে করো মনো হিজরী ৩১০ সনে এবং কারো মতে হিজরী ৩৩৩ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

قَالَ اَنَا فَاعِلٌ قَالَ فَايْنَ اَطْلُبُكَ قَالَ طْلُبْنِى اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِى عِنْدَ الصِّرَاطِ فَاِنْ وَجَدْتَّنِى وَاِلاَّ افَاَنَا عِنْدَ حَوْضِى وَلاَاُخْطِى هذِهِ الثَّلثَةِ الْمَوضِعِ اِنْتَهى -

ইসমাঈল ইবন ইসহাক হারামী ইবন হাফস, হারব ইবন মায়মুন আনসারী, নযর ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আনাস ইবন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি এই অধম গোলাম আনাসের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন ?' জবাবে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। এ রকম আনাস (রা) জিজ্ঞাসা করেন, আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করবো? জবাবে তিনি বলেন, প্রথমে পুলসিরাতের কাছে তালাশ করবে। যদি সেখানে পেয়ে যাও, তবে খুবই ভাল। অন্যথায় আমাকে মীযানের কাছে পাবে। যদি আমাকে সেখানে পাও, তবে খুবই ভাল। অন্যথায় আমি হাওযে কাওছারের পাশে থাকবো। মোটকথা আমি এই তিন স্থান থেকে অন্য কোথাও যাব না।

এই হাদীস সম্পর্কে কোন কোন 'আলিম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, আমল ওযন হওয়ার পর পুলসিরাতে অতিক্রম করতে হবে এবং পুলসিরাত অতিক্রমের আগেই হাওসে কাওছারের পানি পানের সুযোগ থাকবে। কেননা, হাশরের ময়দানে অবস্থানের সময় এ সুযোগ আসবে। কাজেই, বর্ণিত হাদীসে প্রথম পুলসিরাতের উপর দেখা এবং পরে মীযানের পাশে এবং সবশেষে হাওস-কাওছারের পাশে নবী (স.) কে দেখার অর্থ কি? যদি এটা বিপরীতভাবে বর্ণনা করা হতো, তবেই সঠিক হতো! গ্রন্থকার বলেন, প্রকৃতপক্ষে বর্ণিত হাদীসে মতভেদের কোন কারণ নেই। কেননা, সব লোক একসঙ্গে পুলসিরাত অতিক্রম করবে না, বরং দফায় দফায় এক এক দল তা অতিক্রম করবে। যখন একদল হাশরের ময়দানে অবস্থানের পর হাওসে-কাওছারের পানি পান করে পুল-সিরাতের কাছে যাবে তখন অপর দল হাশরের ময়দানে খুব পিপাসায় কাতর থাকবে এবং ঐ সময়ে অপর কোন দল হাওসে কাওছারের পাশে উপস্থিত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতিনিধি, যেমন হযরত 'আলী (রা) এর অন্যান্য সাহাবীরা পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর উম্মতের মহব্বতে কখনো ঐ দলের কাছে যাবেন যারা হাশরের ময়দানে পিপাসায় কাতর থাকবে, আর কখনো ঐ দলের কাছে যাবেন, যাদেরকে তাঁর প্রতিনিধিরা পানি পান করাচ্ছেন এবং কখনো পুল-সিরাতের কাছে অগ্রবর্তী ঐ দলের চিন্তা ও হতাশা দূর করার জন্য যাবেন যারা পুলসিরাত অতিক্রম করছে।

এ ব্যাখ্যায় স্পষ্ট জানা গেল যে, হাশরের ময়দানে অবস্থান, হাওসে কাওছারের পানি পান এবং পুলসিরাতের উপর দিয়ে গমণ এক দলের আগে অন্য দলের হবে। কাজেই, বর্ণিত হাদীসে কোনরূপ জটিলতা নেই। কাজেই হযরত নবী করীম (স.) যে বলেছেন, 'তুমি আগে আমাকে পুলসিরাতের পাশে দেখবে'। এটা এজন্য যে, পুল-সিরাতের উপর দিয়ে তাঁর উম্মতদের গমণ শুরু হওয়ার আগে তিনি (স.) হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবেন, যেখানে লোকদের আমল ওজন করা হবে। তাঁর (স.) সমস্ত উম্মত সেখানে জমায়েত হবে এবং তিনি আমল ওজন করতে ব্যস্ত থাকবেন এবং এ সময়ে সকলে তাঁর (স.) অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে। তাঁকে অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন হবে না। এরপর উম্মতরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কোন দল পুল-সিরাতের পাশে পৌঁছে যাবে, কোনদল মীযানের পাশে থাকবে এবং কোন দল হাওযে-কাওছারের পাশে পৌঁছে 'হায় পিপাসা, হায় পিপাসা' বলে চিৎকার করতে থাকবে। এ প্রেক্ষিতেই তিনি বলেন, (হে আনাস) তুমি আগে আমাকে পুলসিরাতের পাশে অন্বেষণ করবে। সেখানে আমি যদি অনুপস্থিত থাকি, তবে আমাকে মীযানের পাশে অন্বেষণ করবে। আর যদি সেখানে অনুপস্থিত থাকি, তবে হাওয-কাওছারের পাশে তালাশ করবে। আল্লাহ্-ই এ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

সালাহুল মুমিন ঃ ইবন ইমাম 'আসকালানী

এ গ্রন্থের রচয়িতা হলো তাকীউদ্দীন 'আসকালানী, যিনি ইবন ইমাম উপাধিতে সু-পরিচিত ছিলেন। এ কিতাব রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকায় বলা হয়েছে!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه الْمُنْعِمِ عَلٰى خَلْقِهِ بِجَمِيْلِ اٰلائِهِ الْمُحْسِنِ اِلَيْهِمْ بِلَطِيْفِ رِفْدِهِ وَجَزِيْلِ عَطَا ئِهِ الْمُحِقِّ لِمَنْ اَمَلَهَ حُسْنَ ظَنِّهِ وَرَجَائِهِ الَّذِىْ مَنَّ عَلٰى عِبَادِهِ بِاَنْ فَتَحَ لَهُمْ بَابَه وَاَهَرَ هُمْ بَالدُّعَاءِ وَ وَعَدَمَمْ بِالاِجَابَةِ وَ فُّقَ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ بِلُطْفِهِ وَحِكْمَتِهِ لِلتَّعَرُّضِ لِنَفُحَاتِ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَهَدَاهُ السَّبِيْلَ اِلَيهِ وَاَلْهَمَه الطَّلَبَ تَكَرُّ مًا مِّنْهُ عَلَيهَ اَحْمَدُه وَالحَمْدُ هِنِ نِعمِهِ وَاَسْأَلُهُ الْمَزِيْدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحدَه لاَشَرِيْكَ لَه مُجِيْبُ الدُّعَاءِ وَكَاشِفُ الاَسْوَاءِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه خَاتِمُ الانبِيَاءِ وَمُبَلِّغُ الاَنْبَاءِ صَلَّى اللّٰه عَلَيهِ وَعَلٰى اٰلِه وَصَحْبِهِ الاَتْقِيَاءِ البَرَرَةِ صَلوةً هِىَ لَنَا فِى القِيَمَةِ مُدَّخَرَةً

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا وَشَرَّفَ وَمَجَّدَ وَعَظَّمَ وَكَرَّمَ ـ اَمَّا بَعدُ فَانَّ أُولى
مَا انْصَرَفتَ الى حِفْظِ عِنَايَتِه أُولى لَهِمَمٍ وَاحَقَّ مَا اهْتُدِى بِانْوَارِه
فى عَيَاهِبِ الظُّلَمِ وَانفعَ مَا اسْتُدِرتْ بِه صُنُوْفُ النِّعَمِ وَاَمْنَعَ
اِسْتُدِرَتْ بِه صُرُوْفَ النَّقَمِ مَاكَانَ بِفَضْلِ اللّه تَعَالَى لاَبْوَابِ
الخَيْرَ مِفْتَاحًا وَبِنَصْرِ رَسُوْلِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لِلْمُؤمِنِ
سِلاَحًا وَذَلِكَ التَّحميدُ وَالتَّحْمِيْدُ وَا لثَنَاء وَاتَّمْجِيدُ وَالدُّعَاءُ بِه
اَمَرَا للّه تَعَالى فِى كِتَابِه لعَظِيم وَفِيّه رَغَّبَ رَسُوْلُهُ الكَرِيْمُ وَلَيْه
جَنَّح المُرسَلُوْنَ وَالاَنبِيَاءُ وَعَلَيْه عَوَّلَ الصَّالِحُوْنَ وَالاَوْلِيَاءُ وَاِنَّ
اَحْسَنَ مَا تَوَخَّاهُ المرءُ لِدُعَائِه فِى كُلِ اَمرٍ وَتَحَرَّاهُ لِكَشْفِ كُلِ خُطْبٍ
مُدْ لَهِمِّ مَا يَعْصِلُ بِه مَقْصُودًا الدُّعَاءِ مَعَ بَرَكَةِ التَّاَسِّىَ وَالاقتِدَاءِ لَه
وَيَكُوْنُ لَفظَه وَسِيْلَةَ لِقَبُولِهَا وَهُوَ مَاجَاءَ فِىْ كِتَابِ اللّه وَسُنَّةَ رَسُولِه
وَقَدُ اَنكَرَا لاَئِمَّةُ الاِعْرَاضَ عَنِ الاَدعِيَةِ السُّنِّيَّةِ وَالعُدُولِ عَنْ اِكتِفَاءِ
اثَارِهَا السُّنِّيَّةِ الخ ـ

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি তাঁর মাখলূককে উত্তম নি'মাত দান করেছেন এবং মেহেরবানী ও অনুকম্পা দিয়ে আপন বান্দাদের উপর ইহ্সান করেছেন। তিনি আশাবাদীদের আশা এবং তাদের মাকসূদ পূর্ণকারী। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর ইহ্সান করেছেন এবং তাদের জন্য তাঁর রহমতের দরজাগুলো খুলে দিয়েছেন। তিনি তার বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। তিনি যাকে ইচ্ছা আপন অনুগ্রহ দান করেছেন এবং তাঁর রহমত ও ফযল এনায়েত করেছেন। তিনি তার বান্দাদের তাঁর নিকট পৌছার রাস্তা বাতলে দিয়েছেন এবং সে রাস্তায় চলার জন্য তাদের হৃদয়ে আসক্তির সৃষ্টি করেছেন।

আমি সেই আল্লাহর-ই প্রশংসা করছি, আর এটি তাঁর প্রদত্ত নি'মাতেরই একটি অংশ। আমি তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থী। আমি এ স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই : তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি-ই দু'আ কবুলকারী এবং বিপদাপদ বিদূরণকারী। আমি এ স্বাক্ষ্যও দিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

সাল্লাম তাঁরই বান্দা এবং সেই রাসূল, যাঁর আগমণের মাধ্যমে নবুওয়াতের সিলসিলা পরিসমাপ্ত হয়েছে। তিনি আল্লাহর নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর উপর, তাঁর আওলাদ ও আসহাবদের উপর এবং মুত্তাকী ও পবিত্র বান্দাদের উপর আল্লাহর খাস রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাঁর হাবীব (স.)-এর সম্মান ও মর্যাদা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করুন।

হামদ ও সালাতের পর বক্তব্য হলো, সেটিই উত্তম জিনিস যা সংরক্ষণের জন্য সাহসী ব্যক্তিরা সদা-তৎপর থাকে এবং তারাই এর উত্তম হকদার। গুমরাহীর অতল অন্ধকারে তাদের থেকেই হিদায়াতের নূরের প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে যা, সব ধরণের নি'মাত হাসিলের জন্য অধিক ফলপ্রসু, যা আযাব দূরকারী এবং যা আল্লাহর ফযলে সব ধরণের কল্যাণের দরজার চাবি স্বরূপ। আর এটি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর তোফায়লে মুমিনের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। এই নি'মাত হলো আল্লাহর গুণ গানও প্রশংসা করা এবং তাঁরই কাছে দু'আ করা, যা করার জন্য আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) ও দু'আ করার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। নবী-রাসূলগণও আল্লাহর কাছে সব সময় দু'আ করতেন। আল্লাহর প্রিয়বান্দা ও ওলীরা দু'আর উপরই ভরসা করে থাকেন।

বস্তুতঃ মানুষ তাঁর মাকসূদসমূহ পূরণের জন্য এবং সাফল্য লাভের জন্য যে দু'আগুলো বেঁছে নেয় এবং কঠিন বিপদাপদ দূর করার জন্য যেগুলোর অনুসন্ধান করে তার মধ্যে ঐ গুলোই উত্তম যেগুলোর মাধ্যমে মনের মাকসূদও হাসিল হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করারও সুযোগ ঘটে। আর এ ধরনের দু'আ হলো সেগুলো যেগুলো কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসে রয়েছে। সুন্নাত দু'আ পরিত্যাগ করা এবং এর উপর সন্তুষ্ট না থাকা 'উলামাদের কাছে খুবই অপছন্দীয়।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবুল ফাত্হ এবং নাম ও বংশ পরিচয় হলো, তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন তাজ-উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন হাম্মাম ইবন রাজীউল্লাহ ইবন সারায়া ইবন নাসির ইবন দাউদ। মূলের দিক থেকে তিনি 'আসকালীন এবং জন্মস্থানের দিক থেকে মিসরী। তিনি হিজরী ৬৭৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে 'ইলম অর্জন করেন এবং কুরআন অধ্যয়ন করেন। এরপর হাদীস লেখা এবং অর্জনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি দিমইয়াতী এবং ইবনুস্ সাওয়াফ থেকে অধিক উপকার হাসিল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সালাহুল মুমিন' খুবই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। তাছাড়া তিনি আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো, কিতাবুল ইহ্তিদাফীল্ ওয়াক্ফ্ ওয়াল ইব্তিদা এবং কিতাবুল মুতাশাবহুল কুরআন।

তিনি হিজরী ৭৪৫ সনে ইনতিকাল করেন। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় তাঁর রচিত ঐ গ্রন্থগুলো খ্যাতি অর্জন করে, যা তাঁর উত্তম কবুলিয়াতের দলীল। বিজ্ঞ 'আলিমরা তাঁর কিতাবটি খুবই পছন্দ করেন। ইমাম যাহাবী, যিনি সে সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন, তাঁর এ কিতাবটি সংক্ষেপে করে মুখস্থ করে ফেলেন। তিনি নিজ হাতে এর কয়েকটি কপিও তৈরি করেছিলেন। শিহাব উদ্দীন আল গিরয়ানীও এটি সংক্ষেপ করেছিলেন। এ সংক্ষিপ্ত সংকলনটি ছিল ইমাম যাহাবীর সংকলনের চাইতে উত্তম। কেননা, এতে আসল মাকসুদের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছিল।

আহাদীসুল হুনাফা ঃ আল-বায্যারী

এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন হাসান ইবন 'আবদুল্লাহ আল বায্যারী।

ফাওয়ায়িদ ঃ তাম্মাম রাযী

রাযীর কুনিয়াত হলো আবুল কাসিম। তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় হলো তাম্মাম ইবন মুহাম্মদ আবুল হুসায়ন ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন জুনায়দ মাহাল্লী আল-রাযী। অতঃপর দামেশকী। তিনি তাঁর কিতাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

اَخْبَرَنَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرَئِيْلُ فَامَرَنِىْ اَنْ امُرَا اَصْحَابِىْ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالاِهْلاَلِ -

"খায়ছামা ইবন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইবন ঈসা, সুফইয়ান ইবন 'উযায়না, 'আবদুল্লাহ ইবন আবুবকর, খাল্লাদ ইবন সাই'ব, খাল্লাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমার নিকট জিব্রাইল (আ) এসে বলেন, যেন আমি আমার সাহাবীদের তালবীয়া পাঠের সময় তাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতে বলি।

তাম্মাম রাবী হিজরী ৩৩০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মুহ্তারাম পিতা আবুল হুসায়ন মুহাম্মদ হাফিযে হাদীস ছিলেন। রাবী তাঁর থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি খায়ছামা ইবন সুলায়মান তারাবিলিসী, আহমদ ইবন হাযলাম কাযী, হাসান ইবন

সালাত হাযায়েরী, আবু মায়মূন ইবন রাশিদ এবং অন্যান্য প্রখ্যাত 'আলিমদের নিকট থেকে ইলমে হাদীস হাসিল করেন। পক্ষান্তরে, আবুল হাসান মায়দানী, আবু 'আলী আহওয়াযী, 'আব্দুল আযীয ইবন আহমদ কাত্তানী, আহমদ ইবন 'আব্দুর রহমান তারিকী এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসরা তাঁর শাগরিদ ছিলেন। রাযী রিজাল শাস্ত্রের অভিজ্ঞ আলিম ছিলেন। হাদীসের সঠিকতা ও দুর্বলতা বর্ণনায় তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হাদীসের সংরক্ষণ ও অন্যান্য কল্যাণময় কাজে ও কথায় তাঁর সময়ের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি হিজরী ৪১৪ সনে মুহাররম মাসের ৩০ তারিখে ইনতিকাল করেন। সিরিয়ায় তাঁর চাইতে অধিক হাদীসের হাফিয আর কেউ ছিলেন না।

মুসনাদ ঃ আল-'আদনী'

তাঁর নাম হলো ঃ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া 'আদনী।[১]

মু'জাম ঃ দিমইয়াতী

দিমইয়াত শব্দের 'দাল' অক্ষরটি 'যের'সহ পড়তে হবে। কেউ কেউ 'দাল' অক্ষরটিকে 'পেশ'সহ পড়ে থাকেন। কিন্তু তা শুদ্ধ নয়। দিমইয়াত নিজেই এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। দিমইয়াত একটি শহরের নাম, যা মিসরে অবস্থিত। দিমইয়াতী একটি প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থের রচয়িতা। অধিকাংশ সিরাত গ্রন্থে তার রেওয়ায়াতের উল্লেখ আছেন। তাঁর এ মু'জাম গ্রন্থটি শায়খদের মু'জাম। গ্রন্থটি চারখণ্ডে সমাপ্ত। এ গ্রন্থে এক হাজার তিনশত ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে।

দিমইয়াতীর কুনিয়াত হলো আবু মুহাম্মদ। তাঁর নামও বংশ পরিচয় হলো, আব্দুল মু'মিন খালফ ইবন আবূল হাসান দিমইয়াতী। তিনি শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি অনেক উপাদেয় গ্রন্থের প্রণেতা। এর মাঝে একটি হলো ঐ সীরাত গ্রন্থ, যা সমস্ত সীরাতের 'আলিমদের রাহবর ও পৃথিকৃৎ স্বরূপ। তিনি হিজরী ৬১৩ সনের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি দিমইয়াত থেকে ফিকাহ শাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন এবং এতে পারদর্শিতা হাসিল করেন। এরপর তিনি ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ইবন সুধীর, 'আলী ইবন মুখ্তার, আবুল কাসিম ইবন রাওয়াহ, 'ঈসা খাইয়াত এবং হাফিয যাকীউদ্দীন মুনযিরী ছাড়াও সে যুগের অন্যান্য 'আলিমদের থেকে ইলমে হাদীস হাসিল করেন। তিনি জ্ঞান আহরণের জন্য মিসর, ইস্কান্দারীয়া, বাগদাদ, হালব, হামাত, মারদীন, হারবান, দামিশক এবং ঐ অঞ্চলের

১। তাঁর পূরা নাম ও বংশ পরিচয় এরূপ ঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবূ আমর 'আদনী। তিনি হিজরী ২৪৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

অন্যান্য শহর সফর করেন। তিনি সত্যবাদীতা, আমনতদারী, হিফ্য ও বিশ্বস্ততায় সে যুগের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভাষা ও আরবী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বংশ লতিকার জ্ঞানেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বিশেষ দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। এজন্য লোকেরা তাঁকে 'ইবনুল মাজিদ' বলতো। দিমইয়াতে যখন কোন কনের সৌন্দর্যের আধিক্য বর্ণনা করা হতো, তখন বলা হতো ঃ

كانها ابن الماجد -

"অর্থাৎ সে যেন ইবনুল মাজিদের মত সুন্দরী।"

তিনি কিতাবুল হায়ল, কিতাবুস সালাতিল উস্তা এবং অন্যান্য বহু উপকারী গ্রন্থের প্রণেতা। প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থের প্রণেতা আবুল ফাত্হ ইবন সায়দুন্নাস, আবু হাইয়ান এবং তাকীউদ্দীন সুরবকী তাঁর শাগ্রিদ। একবার হাদীসের দারস দেওয়ার সময় তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ছাত্ররা তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করে যে, ইতোমধ্যে তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে। আরবীতে এ ধরণের মৃত্যুতে "মাউতে-ফাজা" বা "হঠাৎ মৃত্যু বলে। এ ঘটনা হিজরী ৭০৫ সনের জ্বিলক্বাদ মাসে সংঘটিত হয়। তাঁর নামাযে জানাযায় অসংখ্য লোক শরীক হয়।

একটি বিশেষ ঘটনা

তাঁর জীবনের রসিকতামূলক প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলোর একটি এই যে, একদা তিনি এমন একটি মজলিসে তাশরীফ নেন, যেখানে হাদীসের আলোচনা হচ্ছিল। একটি হাদীসে 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের নাম আসলে, মজলিসের কোন কোন ব্যক্তি 'সালামের' পরিবর্তে 'সাল্লাম' পড়তে থাকে। তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠেন, 'সালামু 'আলায়কুম, সালাম, সালাম।' তখন ঐ ব্যক্তিরা তাদের ভুল সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায়।

তিনি সাগানীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর রচিত বিশটি কিতাব তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেন। তিনি অধিকাংশ সময় 'সুনানে-শাফিয়ী' গ্রন্থটি পড়াতেন। তবে ইনসাফের খাতিরে একথাও তিনি মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে বলতেন, 'এ সুনানের অধিকাংশ বাক্য সহীহ (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)-এর বর্ণনার বরখেলাফ। তিনি যদিও শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তবুও তিনি ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রশংসা ও গুণগান এতো অধিক করতেন যে, লোকেরা মনে করতো, তিনি বুঝি

মালিকী মাযহাবের অনুসারী। তাঁর রচিত কবিতা থেকে কয়েকটি চরণের উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হলো ঃ

عِلْمُ الحَدِيْثِ لَه فَضْلٌ وَّ مَنْقِبَةٌ

نَالَ الْعَلاَءَ بِه كَانَ مُعْتَنِيَا

مَا حَازَه نَاقِص اِلا وَ كَمَّلَه

اَوْحَازه عَاطِلٌ اِلأَّ بِه حِلْيَا

وَمَا الْعِلْمُ اِلأَ فِى كَتَابِ وَّسُنَّةِ

وَمَا الجَهْلُ اِلا فِى كَلاَم وَّ مَنْطِقِ

وَمَا الخَيرُ اِلا فى سُكُوتِ بِحِسْبَةِ

وَمَا الشَّر اِلأَ فِى كَلاَمٍ وَّ مَنْطِقِ

'ইলমে হাদীসের ফযীলত এবং সৌন্দর্য আছে, যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, সে বুলন্দ কর্তব্য হাসিল করেছে। এমন কোন অপূর্ণ লোক নেই, যে এ জ্ঞান অর্জনের পর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়নি। কোন অলংকারই ফযীলত থেকে খালি নয় যা এটা দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করেছে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত 'ইল্‌ম ছাড়া আর কোন 'ইল্‌ম নেই। আর 'ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া আর কিছুতে অজ্ঞাত নেই। ছাওয়াব হাসিলের জন্য চুপ করে থাকার চাইতে উত্তম আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে, বেহুদা কথাবার্তা বলার চাইতে খারাপ আর কিছুই নেই।

গ্রন্থকার বলেন, 'কবিতার প্রথম দিকে 'মানতিক' ও 'কালাম' দ্বারা ঐ দুটি 'ইলমকেই বুঝানো হয়েছে, যা খুবই প্রসিদ্ধ। তবে কবিতার শেষ দিকে এ দুটি শব্দ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'আল্লামা দিমইয়াতী কর্তৃক 'ইল্‌মে মান্‌তিকের সমালোচনা

দিমইয়াতী সাধারণত 'ইল্‌মে-মানতিক' (তর্ক শাস্ত্র)-এর সমালোচনায় খুবই কঠোর ছিলেন। কিন্তু মিসরে যখন এ শাস্ত্রের চর্চা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায় তখন তিনি লোকদের মুকাবিলায় এ শাস্ত্রের বিরূপ সমালোচনা কঠোরভাবে শুরু করেন। তাদের

সমালোচনার ভাষা কিরূপ ছিল, পাঠকদের অবগতির জন্য তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

وَعَنِ الاَمْرِ الْمُنْكَرِ عَلَيْهِمْ وَا لنُّكْرا لِمَعْرُوْفِ لَدَيهِمْ تَدَرُّسهُمْ لِعِلْمِ الْفُضُوْلِ وَ تَشَاغُلِهِمِ بِالْمَعقُوْلِ عَنِ الْمَنْقُوْلِ فِىْ اَكْبَابِهِمِ عَلَى عِلْمِ الْمَنْطِقِ وَاعْتِقَادِهِمِ اَنْ مَنْ لاَّيُحسِنُه لاَ يُحسِنُ اَنْ يَنْطِقَ فَلَيْتَ شَعْرِىْ قَرَأهُ الشَّافِعِىُّ وَمَالِك اَوهُوَ اَضَاءَ لاَبِىْ حَنِيْفَةَ الْمَسَالِكَ اَوْهَل عَلِمَه اَحْمَدُ بْنُ حَنبلِ اَوْكَانَ الْثَورِىُّ عَلى تَعَلُّمِه قَد اَقْبَلَ وَهَلُ اَسْتَعَانَ بِه اِيَاسُ فِىْ ذُكَائِه اَوْ بَلَغَ بِه عَمُرٌ وَمَا بَلَغَ مِن دَهَائِه اَولَمَرَّسَ بِه قِسٌ وَسَحْبَانُ وَلَوْلاَه لَمَا اَفْصَحَ بِه اَحْدُ هُمَا وَلاَ اَبَانَ اثرى عُقُوْلَ الْقَومِ كَلِيْلَةٌ اِذْلَمْ تُشْحَذ عَلى سُنَّةِ اِفْتَرى فِطْنَتُهُم عَلَيْلَةٌ اِذْلَمْ تَكْرِمُ فِىْ اَجِنَّتِه كَلاَّهِىَ اَشْرَفُ مِنَ اَنْ يَّسْتَحَوذَ عَلَيْهَا طَارِقُ جَنَّةٌ بِاللّه لَقَد اَغْرَقَ الْقَوْمُ فِيْمَا لاَ يَغْنِيْهِمُ وَاَظْهَرُوآ الافْتِقَارَ اِلى مَا لاَيُغْنِيْهِم بَلْ يَتبَعُهُم مَعَ السَّامَات وَيُعَنِيْهِمَ وَالشَّيْطَانُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيْهِم اِمَّا انَّه كَانَ احَادُ مِنَ اَهْلِ الْعِلْمَ يُنْظُرُوَ فِيّه غَيْرَ مَجَاهِرِيْنِ وَيُطَالِحُوْنَه لاَمْتَظَاهِرِيْنَ لاَنَّ اَقَلَّ افَاتِه اَنْ يَّكُوْنَ شَغُلُ بِمَالايَغْنِى الانسَانُ وَاِظْهَارُ تَحَوُّجِ اِلى مَا اَغْنى عَنْهُ الرَّبُّ الْمَنَّانُ وَامَّا هَؤلاَء فَقَدْ جَعَلُوْهُ مِنْ اَكْبَرِ الْمُهِمَّاتِ وَاتَّخَذُوْهُ عِدَّةً لِلثَّوابِتِ وَالْمُسَلَّمَاتِ فَهُمْ يُكْثِرُوْنَ فِيهِ الايْضَاغُ وَيَنْفِقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنّهُمْ فِى تَحْصِيْلِه الْعُمْرَ الْمُضَاعِ وَيَحَهم اَمَا سَمِعُوا قَوْلَ دَاعِىَ الْهَدى لِمَنْ اَمَّه حِيْنَ رَأى عُمَرَ قَد كَتَبَ التَّورة فِى لَوْحٍ وَّضَمَّه فَغَضَبَ

وَقَالَ لِلْحَافِظِ الرَّاعِي لَوْكَانَ مُوْسَى حَيًّامًا وَسِعَه الاَّ اتِّبَاعِي فَلَمْ يُوْسِعه عُذْرًا فِي كِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِه مُوْسَى نُوْرًا فَمَا ظَنُّكَ بِمَا وَضَعَه الْمُتَخَبِّطُوْنَ فِيْ ظَالَمِ الشَّكِّ وَافْتَرَوا فِيْه كِذْبًا وَزُوْرا فَيَا لِلّه لِلْعُقُوْلِ الْخَرِفَةِ غَرَقَتْ فِي بِحَارِ ضَلاَلِ الْفَلْسِفَةِ الخ -

"ঐ বেহুদা ও অসুন্দর কথাবার্তা, যা তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে তা হলো ঃ তারা 'মান্তিক ও ফাল্ সাফার' মত বেহুদা ইলম পড়াও পড়ানোতে লিপ্ত থাকে। তারা ইল্মে-মানকূল (কুরআন-হাদীসের ইলম্) পরিত্যাগ করে ইলমে মা'কূল (দর্শন)-এর চর্চায় মশগুল থাকে। মনে হয় তারা তাতে হারিয়ে গেছে এবং তারা এরূপ ধারণা রাখে যে, যে ব্যক্তি এ 'ইল্ম ভালভাবে জানেনা, সে ভালভাবে কথাবার্তা বলতে পারে না। তাদের এ ধরণের 'আক্লের (জ্ঞানের) জন্য তাজ্জব লাগে! আমাকে কেউ কি বলতে পারে যে, ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম মালিক (রহ.) তা পড়েছিলেন? ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে কি তা পথের দিশা দিয়েছিল? ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল কি এ জ্ঞান হাসিল করেছিলেন? সুফইয়ান ছাওরী (রহ.) কি এ জ্ঞান হাসিলের দিকে ঝুঁকে ছিলেন ? আয়াস ইবন মু'আভিয়া কে মেধা অর্জনে এর সাহায্য নিয়েছিলেন? 'আমর ইবন আল-'আস (রা.) যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি কি এ জ্ঞানের সাহায্যে নিয়েছিলেন ? কিস ও সাহ্বান কি এর অংশ প্রাপ্তির জন্য কোন সময় ব্যয় করেছিলেন ? তারা যদি এ জ্ঞান হাসিল না করতেন তাহলে কি তারা তাদের ভাষার অলংকার ও মেধার পরিচয় দিতে পারতো না ? যারা এই জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হয়নি, তোমরা কি তাদেরকে ভোঁতা মেধার অধিকারী মনে করে? যেহেতু এঁরা মান্তিকের (দর্শনশাস্ত্রের) বাগানে পরিভ্রমণ করেননি, তাই বলে তাঁরা বিচক্ষণ ছিলেন না? কখনই নয়! তারা এর কয়েদখানায় নিজেদের বন্দী করেননি। তাঁরা এ জ্ঞানের আবিলতায় ও কলুষতায় নিজেদের আচ্ছন্ন করেননি। আল্লাহর শপথ, যারা এ জ্ঞানের পিছনে পড়ে আছে, তারা তো বেহুদা কথার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং অনাবশ্যক কাজে নিজেদের লিপ্ত রেখেছে। আর এজন্য তারা বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতেও পিছপা হয় না। শয়তান তাদের এ কাজের জন্য উত্তম বিনিময়ের ওয়াদা প্রদান করে এরবং তাদেরকে আশান্বিত করে।

অবশ্য কিছু কিছু জ্ঞানী ব্যক্তির এ বিদ্যার চর্চা করে, থাকেন, তবে সেটা এজন্য যে, আসলে সেটা কি ধরণের 'ইল্‌ম তা জানার জন্য। কেননা, এ জ্ঞান হাসিলের বিপদ এই যে, মানুষ অপকারী কথার পিছনে লেগে থাকে এবং এমন জিনিসের দিকে তার প্রয়োজনের হাত সম্প্রসারিত করে। যা থেকে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। কিন্তু আক্ষেপ, এ দার্শনিকরা একে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করে। যার জন্য তারা এ ব্যাপারে খুবই দৌড়াদৌড়ি করে এবং এ জ্ঞান হাসিলের জন্য তাদের জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করে। এদের জন্য আক্ষেপ তাঁরা কি হিদায়াতের দিকে আহ্বানকারী রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ঐ কথা শুনেনি? যখন তিনি (সা) উমার ফারুক (রা) কে দেখেন যে, তিনি তাওরাত লিখে তাঁর কাছে সংরক্ষণ করেছেন তখন তিনি (স.) অসন্তুষ্ট হন এবং 'উমর (রা) কে বলেন, 'জেনে রাখ, আজ যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, (যার উপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল); তবে তাঁর জন্য আমার অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। এখন তুমি লক্ষ্য কর যে, রাসূলুল্লাহ (স.) মূসা (আ.)-এর কিতাবের ব্যাপারে, যা নূর-ই নূর ছিল; 'উমর (রা) কে কোনরূপ সুযোগ-ই দেননি। কাজেই, এমন একটি বিষয়ের ব্যাপারে তোমাদের অবস্থান কিরূপ হওয়া উচিত, যে জিনিসটিকে সন্দেহের সাগরে হাবুডুবু খাওয়ার জন্য বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাতে আছে কেবল মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। সুতরাং ঐ নাফরমান জ্ঞানীদের জন্য আক্ষেপ, যারা দর্শনের গুমরাহকারী সমুদ্রে ডুবে গেছে।

দিমইয়াতীর রচনার মধ্যে কয়েকটি আরবায়ীনও রয়েছে। যথা ঃ আরবায়ীন মুতাবানিয়াতুল আসনাদ, আরবায়ীন সোগ্‌রা (এটি প্রথম আরবায়ীন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার), আরবায়ীন মুওয়াফিকাত আওয়ালী এবং আরবায়ীন তাসাইয়াতুল্ আস্‌নাদুল ইস্‌নাফে-ওয়াল আবদাল। তিনি যখন এ আরবায়ীনগুলো রচনার কাজ শেষ করেন, তখন নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

خُذْهَا اَحَادِيْثَ اَبَدَ الامُصَحَّحَةً

وَافَتْ تَسَاعِيَةُ الاسْنَادِ فِى الْعَدَدِ

فِىْ اَوَّلٍ وَتَعَةٌ فِيْهِ مُرَافَقَةً

لِاَحْمَدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَائِلِ السَّدَدِ

وَتَلْوهُ وَرَدتْ فِيْه مُصَافَحَةٌ

لِمُسْلِمٍ حَافِظِ الاَلْفَاظِ وَاسَنَدِ

وَمِثْلُه بَعْدَ عِشْرِيْنَ مُوَافَقَةٌ

لِلتُّرمِذِيِّ اَبِىْ عِيْسى حَمَاه رِدِ

"তুমি ঐ হাদীসগুলো গ্রহণ কর, যা আবদাল[১] এবং সহীহ এবং যার সনদ গণনার দিক দিয়ে সঠিক। তার প্রথম হাদীসের সাথে নিসায়ীর সম্পর্ক রয়েছে, যিনি সত্যবাদী ছিলেন। আর তার পরবর্তী হাদীসে মুসাফাহাত[২] হয়ে গেছে ইমাম মুসলিম থেকে' যিনি শব্দের ও সনদের হাফিয ছিলেন। আর এভাবে বিশটি হাদীসের পর, ইমাম আবু 'ঈসা তিরমিযীর সঙ্গে মুত্তাফিকাত[৩] হয়ে গেছে, যা সংরক্ষণের জন্য তুমিও এগিয়ে এসো।

তাঁর আরো একটি গ্রন্থ আছে, যা একশ' হাদীসের একটি ভাণ্ডার। গ্রন্থটি 'মিয়াতু তাসাইয়া ফীল্ মুত্তাফিকাত ও আব্দালিল 'আলীয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এছাড়াও তিনি 'তাসাইয়াতে মাতলাকা', আরবায়ীন জালিয়াহ ফীল আহকামিন নবভীয়া এবং যুদ্ধের ব্যাপারেও একটি আরবায়ীন গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো ছাড়াও তিনি মাজালিসে বাগদাদীয়া, মাজলিসে দামিশকীয়া, কাশ্ফুল মুগ্তী ফী তাবীয়ীনিস সালাতিল উস্তা, কিতাব ফযলি সাওম সিত্তাতা মিন শাওয়াল, কিতাব ফযলিল খায়ল, কিতাবুত্ তাস্লী ওয়াল ইগ্তিবাত বেছাওয়াবে মান্নতাকাদ্দামা মিনাল ইফ্রাত, কিতাবুয যিকর ওয়াত তাস্বীহ 'ইকামাস সালাত, কিতাবু যিকরি আয্ওয়াজিন্ নবী ওয়া আওলাফিহি ওয়া আসলাফিহি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও তাঁর রচিত আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

১। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায়, আবদালের অর্থ হলো ঃ কোন রাভী তাঁর সনদের ধারাকে হাদীস-সংকলকের শায়খের-শায়েখ পর্যন্ত পৌছে দেওয়া। যেমন– ইমাম বুখারী (রহঃ) কুতায়বা হতে বর্ণনা করেন এবং তিনি মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় কোন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় সনদের ধারা, কম সংখ্যক রাভীর মাধ্যমে, মালিক (র) পর্যন্ত পৌছানো।

২। মুসাফাহা হলো ঃ রাবীর সনদ, হাদীস সংকলকের শাহাহরদের সনদের সংগে সংখ্যার দিক দিয়ে সমান হয়ে যাওয়া, যা রাসূলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌছেছে। যেমন– হাদীছ সংকলকের শিষ্যের সনদ যদি পঞ্চাম স্তরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, তবে রাবীর সনদের সংখ্যা ও পাঁচ হবে।

৩। মুত্তাফিকাত-এর অর্থ হলো ঃ কোন রাভী তার সিলসিলাকে কম সংখ্যক সনদের মধ্যদিয়ে তার শায়েখের সংগে মিলানো। যেমন– বুখারীর শায়খ-কুতায়বা এবং কুতায়বার শায়খ মালিক (র)। এখন যদি কোন রাভী বর্ণনার ধারাকে কম সনদের মাধ্যমে কুতায়বা পর্যন্ত পৌছে দেয়, তবে এরূপ বর্ণনা, বুখারীর বর্ণনার সমতুল্য হবে।

কিরামাতুল আওলীয়া লিল্-খাল্লাল

খাল্লালের নাম ও বংশ পরিচয় হলো, আবু মুহাম্মদ হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন 'আলী বাগদাদী। তিনি হিজরী ৩৫২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবু বকর ওরবাক, আবু বকর ইবন সাযানী এবং এ ধরণের অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে ইলমে হাদীস হাসিল করেন। খাতীব বাগদাদী, আবূল হুমায়ন তুয়ূরী, জাফর ইবন আহমদ সাররাজ, 'আলী ইবন 'আব্দুল ওয়াহিদ দীনুরী-প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সমস্ত মুহাদ্দিসদের নিকট গ্রহণীয় ও নির্ভরশীলতা ছিলেন, তিনি হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে তার সময়ের সরদার ছিলেন। সহীয়াননের উপর তাঁর একটি মুসনাদ আছে, কিন্তু সেটি অসম্পূর্ণ। তিনি হিজরী ৪৩৯ সনে জামাদিউল-উলা- মাসে ইন্তিকাল করেন। হাফিয যাহাবী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে, তাঁর মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُنِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَافِظُ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى اسَّلَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْسَعِيْدٍ مُحَمَّد عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ الْخَلَّالِ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِى بْنُ اَحْمَدِ السرخَسِىُّ الْحَافِظُ مِنْ حَفْظِه قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْن عُثْمَانَ الوَاسِطِّى قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ بْنِ اَيُّوبِ بْنِ مُحَمَّدٍ خَطِيْبُنَا بُواسِطَةِ يَقُوْلُ سَمْعْتُ اَبَا عُثْمَانَ اَلمازِنِىُّ يَقُولُ حَدَّثَنَا سَيْبَوَيْهُ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ اَحْمَدَ عَنْ ذِرُّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْهَمدَانِىّ عن الْحَارِثِ عَنْ عَلّى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِهْلِ الْمَعْرُوْفِ فِى الدُّنْيَا اَهْلُ الْمَعْرُوُفْ فِى الاخِرَةِ وَاَهْلُ الْمَنْكَرفِى الدنيا هم اهل المنكر فى الاخِرَ-

"জা'ফর ইবন মুনীর, হাফিয আহমদ ইবন মুহাম্মদ আস-সালাফী, আবু সা'য়ীদ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক, আবু মুহাম্মদ আল-খাল্লাল, 'আলী ইবন আহমদ আত্-সারাখসী, হাফিয 'আবদুল্লাহ ইবন 'উসমান ওয়াসিতী, আবুল কাসিম ইবন

আইয়ূব ইবন মুহাম্মদ, আবু 'উসমান মাখিমী, সীবূয়া, খালীল ইবন আহমদ, যার ইবন 'আবদুল্লাহ্ হামদানী, হারিস, 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন ঃ যারা দুনিয়াতে ভাল কাজ করে, তারাই আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়াতে খারাপ কাজ করে, আখিরাতে তারা দুষ্কৃতিকারী দলভুক্ত হবে।

যুয্ ঃ ইবনে নুজায়দ

ইবন নুজায়দ তাঁর সময়ের সূফীদের শায়খ এবং যুহ্দ ও 'ইবাদতে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি খুরাসানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'যুয্'-এ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

حَدَّثَنَا اَبُوْمُسْلِمٍ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكَجِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ النُّبَيْلِ عَنِ الاَوْزَاعِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَى اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ـ

"আবু মুসলিম ইব্রাহীন ইবন 'আবদুল্লাহ্ কাজ্জী, আবু 'আসিম যাহ্হাক ইবন মাখলাদুন্-নাবীল, আওযায়ী, 'কুরবা ইবন আব্দুর রহমান, ইবন শিহাব, আবু সালামা, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ আমার কাছে আমার বান্দাদের থেকে ঐ ব্যক্তি অধিক প্রিয়, যে সময়মত ইফতারে জলদি করে।

ইবন নুজায়দের নাম ও বংশ লতিকা নিম্নরূপ ঃ আমর ইসমাঈল ইবন নুজায়দ ইবন আহমদ ইবন ইউসুফ ইবন খালিদ সালামী নিশাপুরী। তিনি 'তাসাওউফ, 'ইবাদত এবং মু'আমিলাতে তাঁর সময়ের শায়খ ছিলেন। তিনি তাঁর বাপ-দাদা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বহু ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সব সম্পদ 'উলামা-মাশায়িখকে দান এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেন। তিনি শায়খ জুনায়দ এবং আবু 'উসমান হিররীসহ অন্যান্য বুযুর্গদের সংসর্গ পেয়েছিলেন। তিনি ইব্রাহীম ইবন আবু তালিব, 'আবদুল্লাহ্ ইবন আহমদ ইবন হাম্বল, মুহাম্মদ ইবন আইয়ুব রাযী এবং আবু মুসলিম কাজ্জী থেকে হাদীসের ফয়য হাসিল করেছিলেন। তাঁর পৌত্র

আবু 'আব্দুর রহমান সুলামী (যিনি সূফীদের শায়খ), আবু 'আবদুল্লাহ্ হাকিম এবং অন্যান্য প্রখ্যাত বুযুর্গরা তাঁর থেকে হাদীস পড়ে যাহিরী ও বাতিনী ফয়েয হাসিল করেন। তাঁর সমকালীন লোকেরা তাঁকে 'আব্দাল' হিসাবে জানতো। তিনি ৯৩ বছর বেঁচে ছিলেন এবং হিজরী ৩৬৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

'আল্লামা ইবন নুজায়ফের খিদমত এবং নিজের পুণ্যকর্মকে গোপন রাখা

তাঁর পবিত্র জীবনে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। একবার তাঁর শায়খ আবু 'উসমান হীরী, কোন এক সীমান্তের যুদ্ধে মুজাহিদীদের সাহায্যের জন্য তৎপর হন। তিনি লোকদের নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু কোন ফল লাভ হয়নি। অবশেষে একদিন তিনি এ উদ্দেশ্যে মজলিসে আসেন যে, ইবন নুজায়দ হয়তো এ কাজে তাকে সাহায্য করবে। শায়খ খুবই বিনয় সহকারে এ জরুরী ব্যাপারটি সবার সামনে পেশ করেন। ইবন নুজায়দ তাঁর শায়খের এ অবস্থা দেখে আপন বাড়ী থেকে দু'হাজার দিরহামের একটি থলি নিয়ে আসেন এবং শায়খের পায়ের কাছে তা রেখে দেন। এতে শায়খ খুবই সন্তুষ্ট হন এবং মজলিসের সব লোকের সামনে তাঁর এ নেক-আমলে কথা-প্রকাশ করে দেন এবং বলেন ঃ বন্ধুগণ, তোমরা সন্তুষ্ট হও। আবু 'আমর তোমাদের সকলের পক্ষ হতে এ বোঝা বহন করেছে। আমি আশা করি, এ আমলের বিনিময়ে সে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য হাসিল করবে। ইবন নুজায়দও এ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর দানের কথা লোকদের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আমার প্রিয় শায়খ! আমি আমার মায়ের মাল এনেছিলাম। তিনি এ খবব জানার পর এখন আর দান করতে চাচ্ছেন না। কাজেই এ মাল এখন কিরূপে আল্লাহর রাস্তায় খরচ হতে পারে? আমি আশা করবো, আপনি এ মাল আমাকে ফিরিয়ে দেবেন, যাতে আমি তা আমার মায়ের কাছে ফেরত দিতে পারি এবং এ গুনাহ থেকে নাজাত পেতে পারি। শায়খ এ খবর শুনে সব মাল তখনই তাকে ফেরত দিলেন। আর তিনিও তা নিয়ে গেলেন। অবশেষে, রাত যখন গভীর হলো এবং লোকজন শায়খের দরবার থেকে চলে গেল, তখন ইবন নুজায়দ সেই মাল নিয়ে শায়খের খিদমতে পেশ করে বললেন, 'আপনি এগুলো গোপনে, এ মালের যারা হকদার তাদের মাঝে বিতরণ করুন। কারো কাছে আমার নাম আদৌ প্রকাশ করবেন না। শায়খ আবু 'উসমান কান্না শুরু করলেন এবং বললেন, তোমার এ সাহসিকতার জন্য শত ধন্যবাদ!

আল্লামা ইবন নুজায়দের কয়েকটি মাল্‌ফূযাত

ইবন নুজায়দের মাল্‌ফুযাতে আছে, তিনি বলেন ঃ মালিকের উপর যখন এমন কোন 'হাল'-এর সৃষ্টি হয়, যা ইলমের ফলাফলের দিক দিয়ে উপকারী নয় তখন তাতে তার উপকারের চাইতে অপকারই বেশি হয়। তিনি আরো বলেন ঃ 'মাকামে 'উবুদীয়ত' তখনই নসীব হয়, যখন মালিক তার নিজের সব কাজকে রিয়া মনে করে এবং নিজের সব কথাকে কেবল দাবী মনে করে। তিনি এরূপও বলেন, 'যে ব্যক্তি মাখ্‌লূকের সামনে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করে, তার জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়াদারকে পরিত্যাগ করা সহজ হয়ে যায়।

শায়খ আবু 'উসমান হীরী ইবন নুজায়েদ সম্পর্কে এরূপ বলতেন ঃ যারা এ যুবককে মহব্বত করার জন্য আমাকে দোষারূপ করে তারা জানে না, আমার তরীকার উপর এ ছাড়া আর কেউ চলে না। আর আমার মৃত্যুর পর এ ব্যক্তিই আমার খলীফা হবে।

জুয্'উল্ ফীল ঃ লি'আবু আমর ইবন সাম্মাক

হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে, হযরত আবুবকর (রা) ও যুবায়র (রা) সম্পর্কে যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীসটি এ কিতাবের প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِمْ كَانَ اَبُوْاكَ يَعْنِيْ اَبَابَكْرٍ وَالزُّبَيْرَ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلَّهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ قَالَتْ لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ اُحُدٍ وَاَصَابَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهٗ مَااَصَابَهُمْ خَافَ اَنْ يَّرْجِعُوْا مَنْ يَّنْتَدِبُ لِهٰؤُلَاءِ فِيْ خَبَائِهِمْ حَتّٰى يَعْلَمُوْنَ اَنَّ بِنَا قُوَّةً قَالَتْ فَانْتَدَبَ اَبُوْبَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ فِيْ سَبْعِيْنَ فَخَرَجُوْا فِيْ اٰثَارِ الْقَوْمِ فَسَمِعُوْابِهِمْ فَانْصَرَفُوْا قَالَتْ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ قَالَتْ لَمْ يَلْقُوا عَدُوًّا ـ

"আহমদ ইবন 'আব্দুল জব্বার 'উতারিদী-কূফী, আবু মু'আভীয়া, হিশাম ইবন 'উরওয়া, উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত 'আয়েশা (রা) তাকে বলেন ঃ হে আমার বোনের ছেলে, তোমাদের পিতা, অর্থাৎ আবু বকর এবং যুবায়র সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

"যখম হওয়ার পর যাঁরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

অতঃপর তিনি বলেনঃ ঘটনা এই যে, যখন মুশ্‌রিকরা উহুদের ময়দান থেকে ফিরে যায় এবং নবী (স.) এবং তার সাহাবীদের যে কষ্ট হওয়ার, তা হয়েছিল, (অর্থাৎ প্রকাশ্য পরাজয়); তখন নবী (স.) এরূপ আশংকা প্রকাশ করেন যে, কাফিররা আবার আক্রমণের জন্যে এবং তাদের খীমার মাঝে প্রবেশ করবে যাতে তারা জানতে পারে যে, আমাদের এখনও শক্তি আছে ? তখন আবু বকর এবং যুবায়র (রা) তাঁর এ হুকুম কবুল করেন এবং সত্তরজনের একটি বাহিনী নিয়ে কাফিরদের পশ্চাদাবন করেন। যখন কাফিররা এ খবর জানতে পারে, তখন তারা দ্রুত পালিয়ে যায়। (অতঃপর আয়েশা (রহ.) এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَظِيْمٍ ـ

"তারপর তারা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল। কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে রাজী থাকে তাই অনুসরণ করেছিল।" আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। 'আয়েশা (রা) আরো বললেন ঃ তাঁরা শত্রুদের সাক্ষাৎ পায়নি।

ইবন সাম্মাকের কুনিয়াত হলো আবু 'আমর এবং নাম ও বংশ পরিচয় হলো 'উসমান ইবন আহমদ ইবন ইয়াযীদ বাগদাদী দাককাক, যিনি ইবন সাম্মাকরূপে পরিচিত। তিনি মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দুল্লাহ্ মুনাদী, হাম্বল বিন ইসহাক, হাসান ইবন মুকাররম, ইয়াহ্ইয়া ইবন আবু তালিব এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে ইলমে হাদীস হাসিল করেন। তাঁর থেকে হাকিম, ইবন মুন্দা, ইবন কাত্তাম, আবু 'আলী ইবন যাযান এবং অন্যান্যরা হাদীস বর্ণনা করেন। খতীব বলেন, 'আমি ইবন রায্‌কাভীয়াকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, 'শাফা-বায আবু 'ইবন সামাক থেকে 'ইল্‌ম হাসিল কর। তিনি হিজরী ৩৪৪ সনে রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বাড়ী থেকে কবরস্তান পর্যন্ত তাঁর জানাযার প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক ছিল।

জুয' ফাযায়িলে আহলিল-বায়ত ঃ আবুল হাসান বায্যায্

এ গ্রন্থটি আবুল হাসান 'আলী ইবন মা'রূফ বায্যায্ কর্তৃক রচিত। তিনি এ কিতাবের শেষে "হাদীসুল বির্ ওয়াস সিলাহ্" নামক অধ্যায়ে নিম্নে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ

حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُوْسى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلّى بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الاِمَامُ عَنْ عَبْد الصَّمَدِ بْنِ عَلىّ بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىّ عَنْ جَدِىْ عَبْدِ اللّه قَالَ قَالَ النَّبِىْ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَنَّه كَانَ فِيْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ مَلَكَانِ اَخْوَانِ عَلى مَدِيْنَتَيْنِ وكَانَ اَحَدُهُمَا بَارًّ ابْرَحِمَه عُادِ لاً فِىْ رَعِيَّيْتِه وَكَانَ الاخَر عَاقًّا لِرَحْمَه جَابِرًا عَلى رَعِيْتِه وكَانَ فِىْ عَصْرِهِمَانَبِىُّ فَاَوْحَى اللّهُ اِلى ذلِكَ النَّبِىْ اَنَّه قَد بَقِيَ مِنْ عُمْرِ هَذَا البَارِ ثَلَثُ سِنِيْنَ وَمِنْ عُمْرِ هَذَا الْعَاف ثَلثُوْنَ سَنَةً فَاخْبَر ذلِكَ النَّبِىُّ رَعِيَّةَ هذَا وَرَعِيَّه هذَا فَاَحْزَنَ ذلِكَ رَعْيَّةَ الْعَادِلَ وَاَحْزَنَ ذلِكَ رَعِيَّةَ الْجَابِر قَالَ فَفَرّقُوْا بَيْنَ الاَطْفَالِ وَالاُمَّهَاتِ وَتَرَكُوْا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَخَرَجُوْا اِلى الصَّحْرَاءِ يَدْعُوْنَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ان يُمَتِّعَهُمْ بَالْعَادِلِ وَيُزِيْلَ عَنْهُم اِمْرَ الجَابِرِ فَاقَامُوْا بِثَلثًا فَاوُحِىَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلى ذلِكَ النَّبِىّ اَنْ اَخْبِرْ عِبَادِىْ اَنِى قَدْ رَحْمِتُهُمْ فَاجَبْتُ دُعَائَهُمْ فَجَعَلْتُ مَابَقِى مِنْ عُمْرِ هذَا الْبَارِ لِذَلِكَ الْجَابِر وَمَابَقِىْ مِنْ عُمْرِ ذلِكَ الْجَابِر لِهذَا الْبَارّ قَالَ فَرجَعُوْا اِلى بُيُوْتِهِم

وَمَاتَ الْجَابِرُ لِتَمَامِ ثلث سِنِيْنَ وَبَقِيَ الْعَادِلُ فِيْهِمْ ثَلْثِيْنَ سِنَةً ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ الاَّ فِيْ كِتَابٍ اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ -

"আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন 'আব্দুস সামাদ ইবন মূসা ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, বনী ইসরাঈলে দুই ভাই দুই শহরের বাদশা ছিল। এদের একজন তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতো এবং প্রজাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার করতো। অপরজন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতো এবং প্রজাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতো। সে যুগে একজন নবী ছিলেন। আল্লাহ সে নবীর উপর ওহী পাঠান যে, নেক-বখ্ত বাদশাহর আয়ু আর মাত্র তিন বছর বাকী আছে এবং নাফরমান বাদশার আর বাকী আছে ত্রিশ বছর। নবী দুই বাদশাহ্র প্রজাদের কাছে এ খবরটি প্রকাশ করে দেয়। এ খবর শুনে নেক্কার ও বদ্কার বাদশার প্রজারা খুবই মর্মাহত হয়। দুই বাদশাহর প্রজারা তাদের বাচ্চাদের মা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং খানা-পিনা পরিত্যাগ করে মাঠে গিয়ে এই মর্মে দু'আ করতে থাকে, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি এ জালিমের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহর জীবনকাল বাড়িয়ে দিন, (যাতে প্রজারা শান্তিতে থাকতে পারে)। এভাবে তারা তিন দিন দু'আর মধ্যে কাটিয়ে দেয়। অবশেষে আল্লাহ তার নবীর উপর এই মর্মে ওহী পাঠান যে, তুমি আমার বান্দাদের এ খবর দিয়ে দাও যে, আমি তাদের উপর রহম করেছি এবং তাদের দু'আ কবুল করেছি। আমি ঐ নেক্কার বাদশাহর যে আয়ু অবশিষ্ট ছিল, তা জালিম বাদশাহকে দিয়েছি এবং ঐ জালিম বাদশাহর যে আয়ূ বাকী ছিল, তা ঐ নেককার বাদশাহকে দিয়েছি। এ খবর শুনে লোকেরা খুশী মনে তাদের ঘরে ফিরে যায়। (বাস্তবে এরূপই ঘটেছিল) ঐ জালিম বাদশাহ্ তিন বছর পর মারা যায় এবং ঐ নেককার বাদশাহ্ ত্রিশ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স.) এ আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَيُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلاَّ فِيْ كِتَابٍ - اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ -

কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ূ বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে (লাওহে মাহফূযে)। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

এই ‘আলী ইবন মা‘রূফ, ‘আলী ইবন ফাররা (যিনি শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের অন্যতম)-এর উস্তাদ এবং ইব্‌রাহীম ইবন আব্দুস সামাদ হাশিমীর শাগরিদ। যেমন ঃ ইতিপূর্বেকার হাদীসের সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। খাতীব বলেন ঃ মুহাম্মদ ইবন বাগিন্দী, আবুল কাসিম বাগাবী এবং কাযী মাহামিলীও তাঁর শিষ্য ছিলেন। আমিও এক ধারায় তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করি। আবুল হাসান অনেক উপকারী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ওফাতের বছর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, তিনি হিজরী ৩৮৫ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কেননা, ইবন তও্যী এ বছরও তাঁর থেকে হাদীসের বর্ণনা শুনেছিলেন। সম্ভবতঃ এরপর কোন এক বছর তিনি ইন্তিকাল করেন।

আরবা‘য়ীন ঃ শাহ্‌হামী

এ গ্রন্থে চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের শেষে কবিতা ও ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। শাহ্‌হামীর নাম ও বংশ লতিকা নিম্নরূপ ঃ আবু মানসূর[১] ‘আব্দুল খালিক ইবন যাহির ইবন তাহির শাহ্‌হামী। এ গ্রন্থের ভূমিকায় এ খুত্‌বাটি আছে, “সব ধরণের নিয়ামতের উপর সমস্ত প্রশংসায় হকদার ঐ আল্লাহ্, যিনি সারা জাহানের রব। আমি তাঁর পরিপূর্ণ প্রশংসা করি, যিনি বুযুর্গী ও ‘ইয্‌যত জালালের যোগ্য। দরূদ ও সালাম সেই ব্যক্তির উপর, যাকে সমস্ত মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। যাঁর নাম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর দরূদ ও সালাম তাঁর পবিত্র আওলাদ, পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

হাম্‌দ সালাতের পর ‘আরয এই যে, ইতিপূর্বে আমি-রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চল্লিশটি হাদীস আমার ঐ চল্লিশজন শায়খ থেকে সংগ্রহ করি, যাদের সংসর্গ আমি পেয়েছি এবং তাদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছি। হাদীস সংগ্রহের সময় আমি এরূপ নিয়ত করি যে, আমি ঐসব মহৎ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হব, যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর এ মশ্‌হুর হাদীস আছে ঃ

من حفظ اربعين حديثا من امتى الخ -

অর্থাৎ “আমার উম্মত থেকে যারা চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে ....।” আমার অন্তরে এরূপ দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আমার শোনা হাদীস থেকে, আমি ঐ চল্লিশটি হাদীসের সংকলন বের করবো, যা আমার চল্লিশজন উস্তাদ, চল্লিশজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আমি এও চিন্তা করি যে, আমার প্রথম হাদীস

---

(১) তিনি হিজরী ৫৫০ সনে নিশাপুরে ইন্‌তিকাল করেন।

হবে ঐ ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, যিনি 'আশারায়ে মুবাশ্‌শিরার' অন্তর্ভুক্ত, যাতে মতনের সাথে সনদের বরকতও হাসিল হয়। আল্লাহ্ আমার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাঁর খাস ফযল ও বখ্‌শিশ আমাকে দান করুন।

তিনি তাঁর প্রথম হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

أَخْبَرَنَا جَدِّيْ أَبُوْعَبْدِ الرَّحْمٰنِ طَاهِرُبْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ أَخْبَرْنَا أَبُوْسَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ يُوْسُفَ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْا لَدَّرِدَا هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيُّ بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ يُكَنّٰى اَبَاسُلَيْمَانَ الْفَزَارِيُّ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ اَبِيْ نَصْرٍ عَنْ اَبِيْ رَجَاءِ الْعَطَرِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحِيَتْ ذُنُوْبُهُ وَخَطَايَاهُ فَاِذَا رَاحَ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عَمَلَ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ اُجِيْزَ بِعَمَلِ مِائَتَىْ سَنَةٍ .

"আবু আব্দুর রহমান তাহির ইবন মুহাম্মদ মুস্তামিলী, আবু সা'য়ীদ মুহাম্মদ ইবন মুসা ইবন ফযল সায়রাফী, মুহাম্মদ ইবন-ইয়াকূব ইবন ইউসুফ আসাম, আবু দারদা হাশিম ইবন মুহাম্মদ আনসারী, 'উত্‌বা ইবন সাকান আবু সুলায়মান ফাযারী হিম্‌নী, যিহ্‌াক ইবন আবু হাম্‌যা, আবু নসর, আবু রিজা' 'আতারুদী, 'ইমরান ইবন হুসায়ন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। এরপর যদি সে জুম'আর সালাত আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়, তবে আল্লাহ্ তার প্রতি পদক্ষেপের জন্য বিশ বছরের আমলের বিনিময় দান করেন। আর যখন সে সালাত শেষ করে তখন তাকে দু'শ বছরের আমলের সমান ছাওয়াব দেওয়া হয়।

জুনায়দ এবং একটি দাসীর কাহিনী

কাহিনীটি এরূপ ঃ

اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدِ الْمُوْذِنُ قَالَ اَخْبَرِنَا اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَاكُوِيَه قَالَ اَخْبَرَنَانَصَرُ بْنُ اَبِى نَصْرِ قَالَ اَخْبَرِنَا جَعْفَرُ بْنُ نُصَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْجَنَيْدَ يَقُوْلُ حَجْجَتُ عَلَى الْوَحْدَةِ فَجَاوَرَتُ بِمَكَّةَ فَكَنْتُ اِذَا جَنَّ اللَّيْلُ دَخَلتُ الْمَطَافَ فَاِذَا بِجَارِيَةٍ تَطُوْفُ فَتَقُوْلُ ـ

"আবুল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ মুয়ায্যিন, আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন বাকুয়াহ, নাসর ইবন আবূ নসর, জা'ফর ইবন নুসায়র (র) বলেন, আমি জুনায়দ (রা) কে এরূপ বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ একবার আমি একা হজ্জে যাই এবং মক্কায় স্থায়ীভাবে বসাবস শুরু করি। রাত অধিক হলে আমি মাতাফে প্রবেশ করতাম, (সেখানে তাওয়াফ করতাম)। একরাতে আমি গিয়ে দেখি জনৈকা দাসী তাওয়াফ করছে এবং এ কবিতা আবৃত্তি করছে ঃ

اَبَى الْحُبُّ اَنْ يَخْفِى وَكَمْ قَدْ كَتَمْتُه
فَاصْبَحَ عِنْدِى قَدْ اَنَاخَ وَطَنَّبَا

اِذَا اشْتَدَّ شَوْقِىْ هَامَ قَلْبِى بِذُكْرِه
فَاِنْ رُمْتُ قُرْبًا مِنْ حَبِيْبِى تَقَرَّبَا

وَيَبْدُوْ فَافْنِى ثُمَّ اُحيِى لَه بِه !
وَيُسْعِدُ نِىْ حَتّٰى اَلَذُّ وَاطْرَبَا

"আমি গোপন থাকতে চাইলাম, কিন্তু মুহাব্বত আমাকে গোপন থাকতে দিল না। এখন সে আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে এবং তাঁবু গেড়ে বসেছে। যখন আমার আসক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন আমার দিল (মাহবূবের) স্মরণে পাগল পারা হয়ে

উঠে। যখন আমার মাহবূবের নিকটবর্তী হতে চাই, তখন তাঁর স্মরণও নিকটবর্তী হয়। আর সে যখন প্রকাশ পায়, তখন তার জন্য আমি জীবিত হই এবং মৃত্যুবরণ করি; আর সে আমার সাহায্য করে, এমনকি আমি তার মিলনের স্বাদ আস্বাদন করি এবং সন্তুষ্ট হই।

জুনায়দ বলেন, আমি সে দাসীকে বললাম, হে দাসী! তুমি কি আল্লাহকে ভয় করনা? তুমি এই পবিত্র স্থানে এ ধরণের কথা বলছো! তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে জুনায়দ! 'যদি তাক্ওয়া বাঁধা না দিত, তবে আমি উত্তম স্বপ্ন পরিত্যাগ করতাম। নিশ্চয় তাক্ওয়া আমাকে আমার ঘর থেকে বের করেছে যা তুমি অবলোকন করছো। তাক্ওয়ার কারণে আমি আমার 'ইশ্ক থেকে দূরে অবস্থান করছি, অথচ প্রেমাষ্পদের মহব্বত আমাকে পাগল করে দিয়েছে।"

অতঃপর সে দাসী আমাকে বলে, 'তুমি কি বায়তুল্লাহর (আল্লাহর ঘর) তাওয়াফ করছো, না ঘরের রবের? আমি বললাম ঃ আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছি। তখন সে আসমানের দিকে মাথা উঠিয়ে তাজ্জব হয়ে বলতে লাগল, 'ইয়া আল্লাহ,! তুমি পবিত্র, তুমি পবিত্র মহান! তোমার ইচ্ছা ও ইরাদা মাখলূকের মাঝে কত বড়।' তুমি পাথরের মত মাখলূক সৃষ্টি করেছ। এরপর সে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করতে থাকে ঃ

يطوفون بالاحجار يبغون قربة

اليك وهم اقسى قلوبا من الصخر

وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم

وحلوا محل القرب في باطن الفكر

فاو اخلصوا في الود غابت صفاتهم

وقامت صفات الود للحق بالذكر

এরা পাথরকে তাওয়াফ করে তোমার কুরবত (নৈকট্য) অনুসন্ধান করে; অথচ তাদের দিল পাথর হতেও শক্ত। তারা হয়রান ও পেরেশান হয়েছে, আর এজন্য তারা জানলো না, 'তিনি' কে? অথচ তারা তাদের ধারণায় নৈকট্যের মঞ্জিলে অবতরণ করেছে। যদি তারা তাদের বন্ধুত্বে একনিষ্ঠ হতো, তাহলে তাদের এ ধারণা দূর হয়ে যেত এবং যিকিরের কারণে আল্লাহর মহব্বতের প্রভাব তাদের উপর পড়তো।

জুনায়দ বলেন ঃ তার এ কথা শুনে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ি। আর হুঁশ ফেরার পর আমি তাকে সেখানে আর দেখতে পায়নি।

আল-ইমতিনা 'বিল-আরবা'য়ীনুল মুতাবানিয়াহ বি-শরতিন সিমা ঃ ইবন হাজর 'আসকালানীহ্

এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন ইবন হাজ্‌র 'আস্‌কালানী।[১] তিনি হিজরী ৮৫২ সনে ইন্তিকাল করেন। গ্রন্থটি তার চল্লিশ হাদীসের সংকলন, যা তিনি তাঁর চল্লিশজন শায়খ থেকে বর্ণনা করেন। প্রত্যেক শায়খের সনদ আলাদা-আলাদা সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। সাহাবীদের চল্লিশজন এর বর্ণনাকারী। যাঁদের মাঝে "আশারা ই-মুবাশ্‌শিরা"-ও রয়েছেন। হাদীস বর্ণনার পর তিনি কবিতাও লিখেছেন। ঐ চল্লিশ হাদীসের দ্বিতীয় হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ

أَنَّ النَّاسَ لَمْ يُؤْتُوْا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الاخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ

"নিশ্চয় লোকদের কালিমকেই ইখলাসের (কলিমায়ে তাইয়্যিবার) পর শারীরিক সুস্থতার চাইতে অধিক বড় নি'মাত আর কিছুই দেওয়া হয়নি।

এরপর তিনি এই কবিতা লিখেছেন ঃ

أَمْرَانِ لَمْ يُوتَ اِمْرَءٌ عَاقِلٌ

مِثْلُهُمَا فِى دَارِنَا الْفَانِيَةِ

مَنْ يَسر اللّٰهُ تَعَالى له

شَهَادَةُ الاخْلَاصِ وَالْعَافِيَةْ

"দুই জিনিস এমন, যার মতো কোন জিনিস কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে এ নশ্বর দুনিয়ায় দান করা হয়নি। আর তা হলোঃ যাকে আল্লাহ এ দুনিয়াতে শাহাদাতে-ইখলাস (অর্থাৎ কালিমায়ে তাইয়্যিবা) নসীব করেন এবং শারীরিক সুস্থ্যতা দান করেন (সে বড়ই ভাগ্যবান)!

---

(১) উক্ত গ্রন্থে "ফাতহুলবারী শরহে বুখারী"-এর বর্ণনায়, আমি তার সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেছি। গ্রন্থগার।

তৃতীয় হাদীসটি এরূপ ঃ

أَنَّمَا الاَ عْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থাৎ 'আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যতের উপর।

'এরপর তিনি এ কবিতা লিখেছেন ঃ

اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

فِيْ كُلِّ اَمْرٍ اَمْكَنَتْ فُرْصَتُه

فَانُوا خَيْرًا وَافْعَلِ الْخَيْرَ وَاِن

لَمْ تُطِقْهُ اَجْزَءَتْ نِيَّتُه

"আমলের বিনিময় নির্ভর করে নিয়্যতের উপর, ঐ সমস্ত কাজে যা করার সুযোগ পাওয়া যায়। সহীহ নিয়্যত কর এবং ভাল কাজ কর। যদি ভাল কাজ করার তাওফীক না হয়, তবে ভাল কাজের নিয়্যত করাই যথেষ্ট।

চতুর্থ হাদীসটি এরূপ ঃ

مَامِنْ امْرَءٍ مُّسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلٰوةٌ مَّكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ طُهُوْرَهَا وَرُكُوْعَهَا وَخُشُوْعَهَا ـ

"প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যখন ফরয সালাতের সময় আসে, তখন সে ভালভাবে অযু করে, উত্তমভাবে রুকু করে এবং খুশু বা বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করে।

এরপর তিনি কবিতায় লিখেছেন ঃ

اَحْسِنِ التَّطْهِيْرَ وَاخْشَعْ قَانِتًا

مُطْمَئِنًا فِيْ جَمِيْعِ الرَّكْعَاتِ

فَهُرَ كَفَّارَةٌ مَا قَدَّمْتَه

مَنْ صَغِيْرُ الذَّنْبِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ

"উত্তমরূপে অযু করবে এবং সালাতের সমস্ত রাকা'আত একাগ্রচিত্তে, খুশু-খুযূর সাথে আদায় করবে। 'অযূ হবে পিছনের সমস্ত সগীরা গুণাহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। কেননা, নেক কাজ, খারাপ কাজকে ধ্বংস করে দেয়।

পঞ্চম হাদীসটি হলো ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান না করা সম্পর্কে। এরপর তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন ঃ

إِذَا رُمْتَ تَشْرَبُ فَاقْعُدْ تَفُزْ
تَشَبُّهُ صَفْوَةَ أَهْلِ الْحِجَازِ
وَقَدْ صَحَّحُوا شُرْبَهُ قَائِمًا
وَلٰكِنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ

"যখন তুমি পানি পান করার ইচ্ছা করবে, তখন বসবে, যাতে হিজাযের সম্মানিত ব্যক্তির (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর) অনুকরণ করতে পার। মুহাদ্দিসগণ নবী (স.) যে দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন, সে কথা সত্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আমলটি হলো, দাঁড়িয়েও যে পানি পান করা যায় তার পক্ষের বৈধতার দলীল। (অর্থাৎ বিশেষ কারণে দাঁড়িয়েও পানি পান করা যেতে পারে)।

ষষ্ঠ হাদীস বর্ণনার পর, যার বর্ণনাকারী হলেন যাম্মাম ইবন 'ছালাবা, তিনি এ কবিতাটি লিখেছেন ঃ

واظب عَلَى السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ تَكْتَسِبُ
أَجْرًا وَيَرْضَى اللّٰهُ عَنْكَ وَتَربَحُ
فَإِنِ اقْتَصَرْتَ عَلَى الْفَوَائِضِ فَلْيَكُنْ
مِنْ غَيْرِ زُهْدٍ فِي النَّوافِلِ تُفْلِحُ

"সঠিক হাদীসের উপর সব সময় আমল করবে। তুমি এর বিনিময়ে মহা-পুরুষ্কার পাবে, আল্লাহ তোমার প্রতি রাযী হবেন, আর তুমি এ থেকে উপকৃত হবে। যদি তুমি মাত্র ফরয-ই আদায় কর তবুও তুমি কল্যাণ ও মঙ্গলের অধিকারী হবে। কিন্তু শর্ত হলো, তুমি নফলকে অস্বীকার করবে না এবং এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না।

সপ্তম হাদীস বর্ণনার পর, যাতে দশজন সাহাবীকে এ দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি এ কবিতাটি লিখেছেন ঃ

لَقَدْ بَشَّرَ لِهَادِي مِنَ الصَّحْبِ زُمْرَةً
بِجَنَّاتِ عَدْنٍ كُلُّهُمْ فَضْلُهُ اشْتَهِر
سَعِيدُ زُبَيْرُ سَعْدُ طَلْحَةُ عَامِرُ
أَبُوبَكْرٍ عُثْمَانُ ابْنُ عَوْفٍ عَلِيٌّ عُمَرُ

"সাহাবীদের এক জামা'আতকে রাসূলুল্লাহ (স.) চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকের ফযল ও বুযুর্গী সুপ্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন, সা'য়ীদ, যুবায়র, সা'আদ, তাল্হা, 'আমির, আবূ-বকর, 'উসমান, ইবন 'আওফ, 'আলী এবং 'উমর (রা)।

মুসাল্ সিলাতে সুগ্‌রা

এ কিতাবের রচয়িতা হলেন, জালালুদ্দীন সাইয়ূতী, যিনি হিজরী ৯১১ সনে ইন্তিকাল করেন। এর একটি হাদীস হলো; ইয়াওমিল 'ঈদ সম্পর্কে। অপর হাদীসটি মুসাফাহা সম্পর্কে, যা আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এর অধিকাংশ হাদীস শায়খ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহ)-এর রচিত কিতাব "আল-মুসালসিলাতে" বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারের এ হাদীসগুলো তাঁর থেকে শোনার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! এ জন্য সেখানকার কোন হাদীস এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো না।

মুখ্‌তাসার হিস্‌নে হাসীন ঃ ইবনুল জায্‌রী

এ কিতাবের নাম হলো 'উদ্দাহ্ যা হিস্‌নে-হাসীনের মালিক শায়খ শামসুদ্দীন আবুল খায়র মুহাম্মদ আল-জায্‌রী (মৃত ৮৩৩ হিজরী) কর্তৃক রচিত। তিনি এর খুত্‌বায় (ভূমিকায়) বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ ذِكْرَه عُدَّةً مِّنَ الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ وَصَلٰوتُه وَسَلَامُه عَلٰى سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الْاُمِّىِ الْاَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِه الطَّيِّبِيْنَ (الطَّاهِرِيْنَ) وَاَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنَ وَبَعْدُ فَلَمَّا كَانَ كِتَابِى الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مِمَّا لَمْ اُسْبَقْ اِلٰى مِثْلِه مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَعَزَّ تَالِيْفَ نَظِيْرِه عَلٰى مَنْ سَلَكَ طَرِيْقَه مِنَ الْمُتَاخِّرِيْنَ لِمَا حوى مِنَ الاخْتِصَارِ الْمُبِيْنِ وَالْجَمْعِ الرَّمِيْنِ وَالتَّصْحِيْحِ الْمَتِيْنِ وَالرَّمْزِ الَّذِىْ هُوَ عَلٰى الْعِزِ وَمُعِيْنِ حَدَانِى عَلٰى اِخْتِصَارِ فِىْ هٰذِهِ الْاَوْرَاقِ مِنْ اَصْلِهِ الْمَذْكُوْرِ بَعْدُ اِنْ كُنْتُ سُئِلَتْ عَنْ ذٰلِكَ مِرَارًا فِىْ

سِنِيْنَ وَشُهُوْرٍ مِمَّنْ هُوانِسُ غُرْبَتِيْ وَكَشْفُ كُرْبَتِيْ فَاَوْجَبَ الْحَقُّ عَلىَّ مَكَافَاتِه وَلَمْ اَقْدِرِ عَلَيْهَا اِلاَّ بِالدُّعَاءِ لَه فَاسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالىٰ نَصْرَه وَمُعَافَاتَه الخ-

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর স্মরণকে সুরক্ষিত দূর্গের ন্যায় করেছেন। আর সালাত ও সালাম সমস্ত মাখ্লুকের সরদার মুহাম্মদ (স.)-এর উপর, যিনি উম্মী নবী এবং আল্-আমীন (সত্যবাদী)। দরুদ ও সালাম তাঁর পবিত্র আওলাদ, পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীদের উপর এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উপর, যারা কিয়ামত পর্যন্ত নেক কাজে তাঁর ইত্তেবা ও অনুসরণ করবে। এরপর আরজ এই যে, আমার এ কিতাব "আল-হিস্নুল-হাসীন" (সুরক্ষিত দূর্গ) সাইয়্যিদুল মুরসালীনের কালাম। এ কিতাবটি এমন যে, অগ্রবর্তী আলিমদের থেকে এ ধরনের কিতাব কেউ-ই রচনা করেননি এবং পরবর্তীদের থেকে এ ধরনের কিতাব খুব কমই রচিত হয়েছে। কেননা, কিতাবটি রচনায় স্পষ্ট বর্ণনা, সংক্ষিপ্ত সার ও মূলবান বিষয়ের অবতারণা এবং সঠিক তথ্যে পরিবেশনার দিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমি গ্রন্থের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে সংক্ষেপে এর কিছু বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছি। কেননা, আমার কাছে বারবার প্রতিমাসে ও বছরে এমন ব্যক্তির পক্ষ হতে এ ধরণের গ্রন্থ রচনার জন্য তাগিদ এসেছে, যা আমাকে এ কাজ করতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। এর প্রতিদানে আমি এ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছি। তার এ প্রেরণার হক আমার পক্ষে আদায় করা সম্ভব নয়। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাকে সাহায্য করেন এবং তাকে সুস্থ ও সুখে-শান্তিতে রাখেন'।

তাখ্রীজু আহাদীছিল আহ্ইয়া ঃ 'ইরাকী

এ গ্রন্থের নাম হলো ঃ আল-মুগ্নী 'আনহামলিল্ আসফার (ফিল্-আসফারে ফী-তাখ্রীজি মা-ফিল্ আহইয়ায়ে মিনাল্ আখ্বার)। গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন–শায়খ হাফিয যয়নুদ্দীন 'ইরাকী (মৃত্যু ৮০৬ হিজরী)। তাঁর কুনিয়াত হলো আবুল ফযল এবং নাম হলো আব্দুর রহীম ইবন হুসায়ন আল 'ইরাকী।

সহীহ বুখারী

এ কিতাব এবং এর রচয়িতার পরিচয় এতই প্রসিদ্ধ যে, তা বর্ণনা করতে যাওয়া বাহুল্য বৈ কিছুই নয়। তবে আমি এ নিয়্যতে আলোচনা করছি যে, সালেহীনের স্মরণে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। তাছাড়া, এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং সেগুলোর রচয়িতাদের জীবনী আলোচনা হয়েছে। সে কারণে এর (এ গ্রন্থের)

উপযোগী করে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনের কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কুনিয়াত হলো আবু 'আবদুল্লাহ। তাঁর নাম ও বংশ লতিকা এরূপ ঃ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইব্‌রাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদেযুবা।

বুখারার আঞ্চলিক ভাষায় "বারদেযুবা" বলা হয় কৃষককে। বুখারী (রহ.) কে তাঁর পূর্বসূরীদের দিকে সম্পর্কিত করে 'জু'ফীও বলা হয়। কেননা, সে সময়ের নিয়ম এরূপ ছিল যে, যে ব্যক্তি যার হাতে মুসলমান হতো তাকে ঐ কাবীলার সাথে সম্পর্কিত করা হতো। বুখারী (রহ.)-এর পিতামহ মুগীরা, যিনি বুখারার শাসনকর্তা ছিলেন, ইমান (বুখারী) জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) কে জু'ফীও বলা হয়ে থাকে।

ইমাম বুখারী (রহ.) হিজরী ১৯৪ সনে, ১৩ই শাওয়াল, জুম্'আর দিন, জুম'আর সালাতের পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দুর্বল দেহের অধিকারী ছিলেন। তার শরীরের গঠন বেশি লম্বা ছিল না এবং বেশি খাটোও ছিল না, বরং তিনি ছিলেন মাঝারী গঠনের অধিকারী।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়া

ইমাম বুখারী (রহ.) বাল্যকালে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। এ জন্য তাঁর মাতা খুবই মর্মাহত হন। তিনি ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আশায় খুবই কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। এক রাতে তাঁর মাতা স্বপ্নে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)কে দেখেন। তিনি তাকে বলেন ঃ তোমার কান্নাকাটির দরুণ আল্লাহ্ তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সকালে উঠে তিনি তাঁর আদরের পুত্রের চোখকে দৃষ্টিসম্পন্ন দেখতে পান। (আল-হামদু লিল্লাহ।)

ছোটবেলা থেকেই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীস মুখস্থ করার ইচ্ছা প্রবল ছিল। তাঁর বয়স যখন দশ বছর ছিল, তখন তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে, মক্তবের যেখানেই কোন হাদীস শুনতেন, তিনি তা তৎক্ষণাৎ মুখস্থ করে নিতেন। মক্তবের শিক্ষা জীবন শেষ করার পর তিনি জানতে পারেন যে, 'দাখিলী' নামক জনৈক ব্যক্তি একজন মুহাদ্দিস। তখন তিনি তাঁর খিদমতে যাতায়াত শুরু করেন। একদিনের ঘটনা এরূপ ঃ দাখিলী তাঁর কাছে সংরক্ষিত হাদীসের একটি পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস শোনাচ্ছিলেন। দারস দেওয়ার সময় তিনি বললেন ঃ

سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبْرَا هِيْمَ

অর্থাৎ সুফয়ান আবু যুবায়র হতে তিনি ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন।

তখন বুখারী সাথে সাথেই বলে উঠলেন ঃ হযরত, আবু যুবায়র তো ইব্‌রাহীম থেকে বর্ণনা করতে পারেন না। কিন্তু 'দাখিলী' যখন তাঁর কথা গ্রাহ্য করলেন না, তখন বুখারী বললেন, হাদীসের মূল পাণ্ডুলিপিটা দেখা দরকার। তখন 'দাখিলী' ভিতরে চলে যান এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর তিনি বাইরে এসে বলেন, ঐ ছেলেটাকে ডাক। বুখারী যখন উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বললেন, আমি সে সময় যা পড়েছি, তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখন তুমি বল সঠিক পঠন কি? তখন বুখারী বলেন ঃ

سُفْيَانُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

অর্থাৎ সুফয়ান যুবায়র থেকে, তিনি ইবন 'আদী থেকে, তিনি ইব্‌রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। একথা শুনে দাখিলী আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, আসল বর্ণনাটা এরূপই। এরপর তিনি কলম নিয়ে পাণ্ডুলিপির লেখা শুদ্ধ করেন।

এ ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন বুখারীর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। তার বয়স যখন ষোল বছর হয়, তিনি তখন 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারকের সমস্ত কিতাব মুখস্থ করে ফেলেন এবং ওকী'য়ের পাণ্ডুলিপিও হিফ্য করে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর আম্মা ও ভাই আহমদকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে যান। হজ্জ শেষে তাঁর মাতা ও ভ্রাতা দেশে ফিরে যান এবং তিনি নিজে হাদীস শিক্ষার জন্য হিজাযে থেকে যান। যখন তাঁর বয়স আঠার বছর হয়, তখন তিনি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। এ সময় তিনি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথাবার্তা সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন এবং বিরাট এক গ্রন্থ এর উপর প্রণয়ন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রওযা মুবারকে উপস্থিত হন এবং "কিতাবুত-তারীখ" রচনার কাজ শুরু করেন। তিনি রাতের বেলা চাঁদের আলোয় লিখতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলতেন ঃ এ ইতিহাস গ্রন্থে এমন কোন ব্যক্তির নাম নেই, যার ব্যাপারে একটা লম্বা ঘটনা আমার জানা নেই। যদি আমি এ গ্রন্থ অতি বড় হয়ে যাওয়ার আশংকা এবং ছাত্রদের কষ্টের কথা চিন্তা না করতাম তাহলে ঐসব ঘটনা এতেও লিপিবদ্ধ করতাম।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বিবরণ

হাশিদ ইবন ইসমাঈল (যিনি বুখারীর সমকালীন একজন মুহাদ্দিস ছিলেন) বলেন ঃ বুখারী হাদীস সংগ্রহের জন্য আমার সাথী মুহাদ্দিসদের খিদমতে যাতায়াত করতো, কিন্তু তার কাছে কলম দোয়াত অর্থাৎ লেখার কোন উপকরণ থাকতো না। আর সে সেখানে বসে কিছু লিখতও না। এ অবস্থা দেখে আমি একদিন তাকে বললাম, তুমি যখন হাদীস শুন তা লিখনা, তখন তোমার আসা-যাওয়ায় কী ফায়দা

হবে? এভাবে শোনা তো বাতাসের মত, যা এককানে ঢুকে আর অপর কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। এর ষোল দিন পর বুখারী আমাকে বলল, আপনারা তো আমাকে বেশ বিরক্ত করছেন। এবার আসুন, আপনাদের লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে আমার স্মরণ শক্তির পরীক্ষা নেন। হাশিদ বলেন, এ সময় পর্যন্ত আমি পনের হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলাম। বুখারী সঠিকভাবে সমস্ত হাদীস মুখস্থ শোনাতে লাগল, আর আমি আমার লিখিত পাণ্ডুলিপি তার থেকে শুনে শুদ্ধ করতে লাগলাম। এরপর বুখারী বলল, আপনি কি এখনো মনে করেন যে, আমি অযথা হাদীসের মজলিসে যাতায়াত করি?

হাশিদ ইবন ইসমাঈল বলেন, আমি সে দিন থেকেই বুঝতে পারি যে, সে অসাধারণ মেধার অধিকারী এবং ভবিষ্যতে কেউ-ই এক্ষেত্রে তাঁকে মুকাবিলা করতে পারবে না।

সহীহ বুখারী গ্রন্থের রচনার পটভূমি এরূপ ঃ একদিন তিনি ইসহাক ইবন রাহ্ভয়ের মজলিসে হাজির ছিলেন। এ সময় ইসহাক ইবন রাহ্ভয়ের বন্ধু-বান্ধব বলেন, কত ভাল হতো, যদি মহান আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে এ তাওফীক দিতেন যে, সে সুনামের উপর এমন কোন সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করত, যাতে কেবলমাত্র ঐসব সহীহ হাদীস থাকত যা মর্তবার দিক দিয়ে খুবই উন্নত পর্যায়ের। যাতে আমলকারীরা নিঃসন্দেহে এর উপর আমল করতে পারে। বুখারীর হৃদয়ে কথাটি খুবই গ্রহণীয় হয় এবং সে সময়েই তিনি জামি'এর সংকলনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর কাছে ছয় লক্ষ হাদীস সংরক্ষিত ছিল। তিনি এ বিশাল ভাণ্ডার থেকে সহীহ হাদীস বাছাইয়ের কাজ শুরু করেন এবং সেগুলো থেকে বিশুদ্ধতম হাদীসগুলো বেছে নিয়ে তাঁর গ্রন্থ সহীহ বুখারী সংকলন করেন। গ্রন্থ বড় হওয়ার আশংকায় বিশুদ্ধতম কিছু হাদীস তিনি এ থেকে বাদও দেন।

সহীহ বুখারী গ্রন্থ প্রণয়নে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সতর্কতা

ইমাম বুখারী (রহ.) যখন কোন হাদীস লেখার ইরাদা করতেন, তখন প্রথমে গোসল করতেন, এরপর দু'রাকা'আত নফল সালাত আদায় করতেন, এরপর হাদীসটি লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে দীর্ঘ ষোল বছরে তিনি তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি ইরাদা করেন যে, তাঁর সংকলিত হাদীসগুলোকে তিনি বিষয়ভিত্তিক সাজাবেন। (মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় এ কাজকে 'তরজমাতুল-বাব'বলা হয়)। এ মহৎ কাজটি তিনি মদীনায় গিয়ে রওযা পাক ও মিম্বরে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মাঝখানে বসে সম্পন্ন করেন। প্রত্যেক অধ্যায় রচনার আগে তিনি দু'রাকাআত নফল সালাত আদায় করতেন।

বস্তুতঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নেক-নিয়্যতের ফল এই ছিল যে, তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁর থেকেই, কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে নব্বই হাজার লোক তা শুনেছিল। যাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তিটি ছিলেন ফারাব্‌রী। আর বর্তমান কালেও তাঁর এ বর্ণনা উন্নতমানের সনদের কারণে প্রসদ্ধি হয়ে রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর দুষ্প্রাপ্য কথাগুলোর একটি এই যে, তিনি বলতেন ঃ আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন আমাকে কারো গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। কেননা, আল্লাহর ফযলে আমি কোন দিন কারো গীবত করিনি। সুবহানাল্লাহ, তিনি কতই না উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ! (মহান আল্লাহ সবাইকে এগুণে গুণান্বিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন)

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উপর আপতিত বিপদাপদ ও পরীক্ষা

নেককার ও সালেহীনদের তরীকা অনুযায়ী ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জীবনেও বিপদাপদ ও পরীক্ষা আসে। তৎকালীন বুখারীর আমীর খলিদ ইবন আহমদ যুহলী তাঁকে এই মর্মে কষ্ট দিতে চায় যে, তিনি যেন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর ছেলেদের জামি, তারিখ ও অন্যান্য কিতাবের 'ইলম শিক্ষা দেন। তখন বুখারী (রহঃ) বলেন, এ হলো হাদীসের 'ইলম, আমি এর অসম্মান করতে চাই না। যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আপনার ছেলেদের আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে পারেন, যাতে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে তারাও ইলম হাসিল করতে পারে। আমীর বলেন, যদি ব্যবস্থা এরূপ হয় তবে আমার ছেলেরা যখন 'ইলম অর্জনের জন্য আসবে, তখন অন্যান্য শিক্ষার্থীদের আপনার কাছে আসতে দিবেন না। আর এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আমার দারোয়ান ও চৌকিদাররা মুতায়েন থাকবে। আমার শ্রেষ্ঠত্ব আমাকে এ অনুমতি দেয় না যে, সেখানে আমার ছেলেরা উপস্থিত থাকবে, সেখানে জেলের ছেলে, ধোপার ছেলে ইত্যাদিরাও থাকুক। ইমাম বুখারী (রহঃ) আমীরের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, এ হলো পয়গম্বার (স) এর পরিত্যক্ত মীরাস। এতে সমস্ত উম্মতের হক আছে। এতে কারো কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এ ধরনের কথাবার্তায় বুখারার আমীর অসন্তুষ্ট হন এবং উভয়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। অবশেষে, বুখরার আমীর সে সময়ের দুনিয়াদার আলিম ইবন আবু তরকা ও অন্যানদের সাথে আঁতাত করে বুখারী (রহঃ)-এর মতামত সম্পর্কে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে থাকেন এবং তাঁর ইজতিহাদে ভুল আছে, এই মর্মে বানোয়াট যুক্তি খাঁড়া করে একটা ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করেই বুখারা (রহঃ) কে বুখারী থেকে বের করে দেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) সেখান থেকে বের

হওয়ার সময় আল্লাহর দরবারে এরূপ দু'আ করেনঃ ইয়া আল্লাহ! আপনিও তাদেরকেই বিপদে দেখুন, যাতে তারা আমাকে ফেলেছে। অতঃপর এক মাসও অতিবাহিত হতে পারেনি, এর মধ্যে খালিদ ইবন আহমদ বরখাস্ত হন এবং খলীফার তরফ থেকে এরূপ নির্দেশ আসে যে তাকে যেন গাধার পিঠে চড়িয়ে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। এভাবে আমীর অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়। হারীছ ইবন আবু ওরকাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। সে সময়ে বুখারার অনান্য আলিম, যারা খালিদ ইবন আহমদ যুহলির চক্রান্তের সাথে জড়িত ছিল, তারাও কোন না কোন বিপদে পতিত হয়।

সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রথমে নিশাপুর যান। সেখানকার আমিরের সাথে তাঁর সদ্ভাব না হওয়ায় তিনি সেখান থেকেও ফিরে আসেন এবং সমরখন্দের নয় মাইল দূরে অবস্থিত খরতংগ শরীফে চলে যান। এটি ছিল একটি গ্রাম। তিনি হিজরী ২৫৬ সনে শনিবার ঈদুল ফিতরের দিন 'ঈশার সালাতের সময় সেখানে ইন্তিকাল করেন। সেদিনই তাঁকে যুহরের সালাতের পর দাফন করা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বাষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। এরূপ বলা হয় যে, তিনি জন্ম নিয়েছিলেন ১৯৪ হিজরীতে বেঁচে ছিলেন ৬২ বছর এবং ইনতিকাল করেন হিজরী ২৫৬ সনে।

আব্দুল ওয়াহিদ তুসী সে সময়ের একজন বড় ওলী ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবীদের সংগে নিয়ে রাস্তার মধ্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি সালাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি কার জন্য অপেক্ষা করছেন ? তখন তিনি (স.) বলেন, আমরা মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারীর জন্য অপেক্ষা করছি।

তিনি বলেনঃ এরূপ স্বপ্ন দেখার কয়েক দিন পরেই আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ পাই। যখন আমি লোকদের নিকট তাঁর ইনতিকালের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি তখন জানতে পারি যে, তিনি ঐ সময়েই ইনতিকাল করেন যখন আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁর সাহাবীদের সংগে অপেক্ষামান দেখেছিলাম।

সহীহ বুখারীর ফযীলত

বিপদের সময়ে মারাত্মক রোগে এবং দুর্ভিক্ষে ও অন্যান্য অসুবিধার সময় যখন জামি সহীহ খতম করা হয় তখন সাথে সাথেই ভাল ফলা পাওয়া যায়। এবিষয়টি খুবই পরিক্ষিত। অনেক স্বপ্নে, নবী করীম (স.) এ কিতাবকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। এ ধরনের একটি স্বপ্ন এরূপঃ একবার মুহাম্মদ ইবন মারুযী, মক্কা শরীফে মাকামে ইব্রাহীম ও হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি স্থানে শুয়ে

ছিলেন। এ সময় তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলছেন ঃ হে আবূ যায়দ, শাফিয়ী-এর কিতাবের দারস আর কতদিন দেবে? আমার কিতাবের দারস কেন দিচ্ছ না? তখন মুহাম্মদ ইবন আহমদ জড়সড় হয়ে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লা (স.) আমার জীবন আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনার কিতাব কোনটি? তখন তিনি (স.)। বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈলের জামি[১] গ্রন্থটি। হারামায়ন শরীফের ইমাম সাহেবও এ ধরনের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছেন।

জনৈক ব্যক্তি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জন্ম. মত্য এবং বয়স সম্পর্কে এরূপ একটি কবিতা রচনা করেছেন ঃ

ইমাম বুখারী ছিলেন হাদীসের হাফিয এবং মুহাদ্দিস। তিনি এমন সহীহ হাদীস একত্রিত করেন, যা কামিল এবং পবিত্র। তিনি হিজরী ১৯৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাষট্টি বছর বয়সে হিজরী ২৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাবাকাতে (শাফীয়া) কুব্‌রাতে, সুব্‌কী কবিতার এ লাইন গুলোকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

ইমাম বুখারী রচিত কবিতার কয়েকটি চরণ

اِغْتَنِمْ فِي الْفَرَاغِ فَضْلَ رُكُوْعٍ

فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَوْتُكَ بَغْتَةً

كَمْ صَحِيْحٍ رَاَيْتُ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ

ذَهَبَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيْحَةُ فَلْتَةً

"অবসর সময়ের এক রাকআত নামাযকে গণীমত মনে কর। কেননা, তোমার মৃত্যু হঠাৎ এসে যেতে পারে। আমি সুস্থ-সবল লোককে দেখেছি যে, কোন অসুখ-বিসুখ ছাড়াই সুস্থাবস্থায় হঠাৎ সে মারা গেছে।"

আছীরুদ্দীন আবু হাব্বান বুখারী (রহঃ) এবং তাঁর জামি সম্পর্কে এরূপ প্রশংসা করেছেনঃ

اَسَامِعٌ اَخْبَارَ الرَّسُوْلِ لَكَ الْبُشْرٰى

لَقَدْ سُدْتَ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ فُزْتَ فِي الْاُخْرٰى

(১) জামি অর্থাৎ সহীহ বুখারী। যার পুরু নাম এরূপঃ জামি মুসনাদ সহীহ মুখতাসার মিন উমূরে রাসূলুল্লাহ (স.) ওয়া সুন্নাত ওয়া আয়ামাহু।

تَشَنَّفَ اذَانًا بِعِقْدِ جَوَاهِرِ

تَوَدُّ الْغَوَانِى لَوْتَقَلَّدْنَه النَّحْرًا

جَواهِرُ كُمْ حَلَّتْ نُفُوسًا نَفِيسَةً

فَحَلَّتْ بِهَا صَدْرًا وَحَلَّتْ بِهَا قَدْرًا

اَبِىَ الذِيْنُ اِلاَّ مَا رَوَتْهُ اَكَابِرُ

لَنَا نَقَلُواْ الاَخْبَارَ عَنْ طَيِّبٍ خَبرًا

وَاَدُّواْ اَحَادِيْثَ الرَّسُوْلِ مَصُوْنَةً

عَنِ الزَّيْفِ التَّصْحِيْفِ فَاسْتَوجَبُوا الشُّكر

وَاَنَّ البُخَارِىُّ الاِمَامُ لِجَامِعٍ

بِجَامِعِه مِنْهَا الْيَواقِيْتُ وَالنَّارًا

عَلى مَفْرَقِ الاِسلاَمِ تَاجٌ مُرَصَّعٌ

اَمَاءَبِه شَمْسًا وَنَارَبِه بَدُرًا

وَبَحْرُ عُلُومٍ تَلَفُظُ الدُّر لاَ الحطى

فَانْفَسَ بِه دُرًا وَاَعْظَمْ بِه بَحْرًا

تَصَايْنفُه نُوْرٌ وَنُوْرٌ انَاظِرِ

فَقَدْ اَشْرَقَتْ زَهْرًا وَقَد اِنْيعَتُ زَهْرًا

بِجَامِعِه الْمُخْتَارِ يَنْظِمُ بَيْنَهَا

يُلْخِصُهَا جَمْعًا وَيَخْلصُهَا تِبْرًا

وكَمْ بَذَلَ النَّفسَ المَصُوْنَةَ جَاهِدًا

فَحَازَلَهَا بَحْرًا وَجَازَلَهَا بِرًّا

وَطَـوْرًا عِـرَاقِـيًّا وَطَـوْرًا يَـمَـانِـيًّا

وَطَـوْرًا حِـجَـازِيًّا وَطَـوْرًا اَتـى مِـصـرا

الـى ان حَـوى مِـنْـهَا الـصَّحِـيْـحَ صَحِـيْـحَـةً

فَـوانِـي كِـتَـابًا قَـدْ عَـداً الايَـةَ الكُـبْـرى

"ওহে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শ্রবণকারী, তোমার জন্য সুসংবাদ।

কেননা, নিশ্চয় তুমি দুনিয়াতে সরদার। আর তুমি আখিরাতের জন্যও তোমার কাংখিত বস্তু লাভ করেছ। তুমি এমন রত্ন দিয়ে কানের দুল তৈরী করেছ, যা দিয়ে সুন্দরী মহিলারা তাদের গলার হার বানাতে চায়। যা দিয়ে পবিত্র আত্মার ব্যক্তিরা তাদের অলংকার তৈরী করে এবং তাদের পবিত্র বক্ষকে সুসজ্জিত করে নিজেদের মর্যাদা বাড়ায়। তিনি (বুখারী রহঃ) কেবল শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে দীনের (হাদীসের) বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে আমাদের নিকট পর্যন্ত হাদীস পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর ঐ সব হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে সুরক্ষিত। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র! বস্তুতঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ঐ সমস্ত হাদীস থেকেই তাঁর জামি গ্রন্থে–ইয়াকৃত ও মোতি একত্রিত করেছে। তাঁর রচিত ঐ জামি গ্রন্থটি ইসলামের শিরে সুসজ্জিত মুকুট সদৃশ, যা থেকে সূর্য আলো গ্রহণ করেছে এবং চন্দ্র গ্রহণ করেছে নূর। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইল্‌মের এমন সমুদ্র, যা কাকরের পরিবর্তে মনি-মুক্তা নিক্ষেপ করে। কত সুন্দর এ মুক্তা, আর কত বড় এ সমুদ্র! তাঁর রচিত গ্রন্থ কলিসদৃশ এবং চোখের জন্য আলোতুল্য যা নূরে নূরান্বিত হয়েছে, আর কলিতে এসেছে ফলের সমাহার। তিনি তাঁর রচিত জামি গ্রন্থে মনি-মুক্তার সমাহার ঘটিয়েছেন। তিনি তাতে হাদীসের সার একত্রিত করেছেন এবং খাঁটি সোনা বের করেছেন। এ সংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজের পবিত্র স্বত্মাকে কষ্ট দিয়েছেন, কখনো সাগরে সফর করেছেন, আবার কখনো স্তলভাগের রাস্তা অতিক্রম করেছেন। তিনি কখনো ইরাকে গিয়েছেন, আবার কখনো ইয়ামনে। কখনো সফর করেছেন হিজায, আবার কখনো মিশর। আর এভাবে সংগৃহীত হাদীস থেকে সহীহ্ হাদীসগুলো তিনি একত্রিত করেছেন এবং একটি গ্রন্থাকারে তা সংকলন করেছেন, যা তার ইনতিকালের পরও তাঁর স্মৃতি অম্লান রেখেছে। এ কিতাবটি এমন, যা থেকে আহমদ (স.)-এর শরীয়তের রাস্তা পাওয়া যায়। এটি অতি পবিত্র এবং মর্তবার দিক দিয়ে সামাকীন এবং নাস্‌র তারকার চাইতেও উর্ধ্বে।

এ প্রশংসা কবিতাটি খুবই দীর্ঘ। বাহুল্যতা বর্জনের লক্ষ্যে সংক্ষেপে শুধু উল্লেখিত উদ্ধৃতিটুকু দেওয়া হলো। শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী ও ইমাম বুখারী (রহঃ) এর গুণাগণ ও প্রশংসায় একটি লম্বা কবিতা রচনা করেছেন, যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

শায়খ তাজুদ্দীন সুব্‌কী কর্তৃক ইমাম বুখারী (রহ.) -এর প্রশংসায় রচিত কবিতা

عَلاَ عَنِ الْمَدْحِ حَتَّى مَا يُزَانُ بِهِ
كَأَنَّمَا الْمَدْحُ مِنْ مِقْدَارِهِ يَضَعُ
لَهُ الْكِتَابُ الَّذِىْ يَتْلُوا الْكِتَابَ هُدًى
نَدَىْ السِّيَادَةِ طَوْدًا لَيْس يَنْصَدِعُ
اَلْجَامِعُ الْمَانِعُ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ وَسُنَّةَ
الشَّرِيْعَةِ اَنْ تَغْتَالَهَا الْبِدَعُ
قَاضِي الْمَرَاتِبِ دَانِيْ الْفَضْلِ تَحْسَبُهُ
كَالشَّمْسِ يَدُوْ سَنَاهَا حِيْنَ تَرْتَفِعُ
ذَلَّتْ رِقَابُ جَمَاهِيْرِ الْاَنَامِ لَهُ
فَكُلُّهُمْ وَهُوَ عَالٍ فِيْهِمِ خَضَعُوْا
لاَتَسْمَعَنَّ حَدِيْثَ الْحَاسِدِيْنَ لَهُ
فَاِنَّ ذَلِكَ مَوْضُوْعٌ وَّ مُقْتَطَعُ
وَقُلْ لِمَنْ لاَمَ يُحْكِيهِ اِصْطَبَارُكَ لاَ
تَعْجَلُ فَاِنَّ الَّذِيْ تَبْغِيْهِ مُمْتَنِعُ
وَهَبْكَ تَأْتِيْ كَمَا يُحْكِي شِكَايَتَهُ
اَلَيْسَ يُحْكِى مَحْيَا الْجَامِعِ الْبِيَعُ

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মর্যাদা প্রশংসার উর্ধ্বে। সে জন্য মানুষের প্রশংসায় তাঁর মর্তবা বৃদ্ধি পায় না। মনে হয়, প্রশংসা তাঁর মর্তবার চাইতে নিম্নমানের। তাঁর রচিত কিতাব (বুখারী শরীফ), আল্-কুরআনের পরেই প্রথম মর্যাদার অধিকারী, যা

নেতৃত্বের বারিসদৃশ্য এবং ফাটেনা এমন পাহাড় তুল্য। তাঁর রচিত গ্রন্থ "জামি" সত্য ধর্মকে সুরক্ষিত রাখে এবং শরীয়তের বিধি-বিধানকে বিদ'আতের হামলা থেকে রক্ষা করে। এটা খুবই বুলন্দ মর্তবার অধিকারী ও সম্মানিত এবং সেই সূর্যের মত, যা উঁচুতে উঠে আলো বিকিরণ করে। সমস্ত লোকের সর্দার তাঁর সামনে অবনত হয়েছে এবং তারা তাদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছে। তিনি সবার মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁকে যারা হিংসা করে, তোমরা তাদের কথায় কর্ণপাত করো না। কেননা, তাদের এ সব কথা মনগড়া এবং বাজে। যারা এ সব কথা বলে, তাঁদের প্রতি দোষারূপ করে তাদের বলে দাও, জলদী করো না, সবর কর। তোমরা যা চাচ্ছ, অচিরেই তোমরা তা পেয়ে যাবে। ধরে নাও, তার বিরুদ্ধে শিকায়াত (অভিযোগ) করা যেন নাসারাদের উপাসনালয়কে জামে মসজিদের সাথে তুলনা করা।"

সহীহ মুসলিম

ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ কুশায়রী নিশাপুরী। কুনিয়াত হলো আবুল হাসান এবং লকব হলো আসাকারুদ্দীন। তাঁর দাদার নাম হলো মুসলিম ইবন ওরদ ইবন কুরশাদ। বনু কুশায়র আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। নিশাপুর, খুরাসানের একটি সুন্দর ও বড় শহর। এ জন্য তাঁকে নিশাপুরীও বলা হয়।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে হাদীস শাস্ত্রের একজন অন্যতম দিকপাল হিসাবে মনে করা হয়। আবূ যুর'আ রাযী এবং আবূ হাতিম এরূপ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি হাদীসে ইমাম ছিলেন। তাঁরা তাঁকে মুহাদ্দিসদের পুরোধা মনে করেন। আবূ হাতিম রাযীসহ সে সময়ের অন্যান্য বুযুর্গরা, যেমন–ইমাম তিরমিযী, আবূবকর ইবন খাযীমা (রহঃ) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) পুঙ্খানুপপুঙ্খরূপে যাচাই-বাচাই করে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত সহীহ মুসলিমে তিনি হাদীসের সনদ ও মতন বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, সেখানে কোন কথা বলার-ই সুযোগ নেই। গ্রন্থনা ও সনদ বর্ণনার দিক দিয়ে গ্রন্থটি অতুলনীয়।

সহীহ মুসলিম এবং সহীহ বুখারীর তুলনা

হাফিয আবু আলী নিশাপুরী, ইমাম মুসলিম রচিত-সহীহ মুসলিম শরীফকে ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে রচিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে উত্তম বিবেচনা করতেন, এবং তিনি বলতেন, ইলমে হাদীসের উপর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে এ বিশ্বে সহীহ মুসলিমের চাইতে বিশুদ্ধতম কোন কিতাব আর নেই–এটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের একদল লোকের

অভিমত। এ মন্তব্যের পক্ষে দলীল এই যে, ইমাম মুসলিম এরূপ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে কেবলমাত্র ঐ সব হাদীস বর্ণনা করেন, যা কমপক্ষে দু'জন নির্ভরশীল তাবিয়ী দু'জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ শর্তটির তাবিয়ী ও তাব্য়ে তাবিয়ীদের ক্ষেত্রে সর্বত্র লক্ষ্য করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর রচিত মুসলিম শরীফ রচনার কাজ শেষ করেন। দ্বিতীয়ত রাভীদের (বর্ণনকারীদের) গুণের মধ্যে তিনি কেবল "সততার" দিকেই দৃষ্টিপাত করেননি, বরং "শাহাদাতের" শর্তের দিকেও লক্ষ্য দেখেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এদিকে ততটা লক্ষ্য রাখেন নি।

গ্রন্থকার বলেন, অন্যান্য আলিমগণ এ ব্যাপারে আলোচনা সমালোচনা করেছেন।' কেননা, বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থাৎ সব আমলের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।

এ শর্তের বিপরীত। তবুও হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত আছে। সব ধরনের বর্ণনায় এ হাদীসের রাভী হলেন–হযরত ওমর (রা)। অথচ তাঁর থেকে হাদীসটি কেবল মাত্র আলকামা (রা) একাই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য 'আলকামা (রা)-এর পর বহু রাভী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মাগরিবের 'আলিমরা এর জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সংকলনে এ হাদীসটি 'তাবারক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ হাদীস বর্ণনার ধারাগুলো বিখ্যাত এবং এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত; এজন্য তিনি তাঁর গৃহীত শর্তের খেলাফ হলেও এ হাদীসটি তাঁর সংকলনে গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও বলা যায় যে, তাঁর প্রণীত শর্তও এতে রয়েছে–যদিও তিনি তাঁর সহীতে এটি উল্লেখ করেন নি। আর তাহলো সাবাহীদের মধ্যে এ হাদীসটি হযরত উমর (রা) ছাড়াও হযরত আয়শা (রা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, আর দু'জন সাহাবী থেকে অসংখ্য তাবিয়ী তা বর্ণনা করেছেন।

মোদ্দা কথা এই যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) অত্যন্ত সর্তকতার সাথে তাঁর শোনা তিন লাখ হাদীস থেকে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের সংকলন করেছেন। তাঁর জীবনের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁর সমস্ত জীবনে কোনদিন কারোর গীবত করেননি, কাউকে মারেননি এবং কাউকে গালিও দেননি। তাঁর সময়ের সমস্ত আলিমের মাঝে, তিনি সবল ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এর ব্যাখ্যা এরূপ যে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অধিকাংশ বর্ণনা আলে শাম থেকে তাদের

লিখিত গ্রন্থাদি থেকে নেওয়া হয়েছে, অথচ ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রণেতাদের কাছ থেকে তিনি সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেননি। সেজন্য তাদের রাভী সম্পর্কে, কখনো কখনো ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে, ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পায়। একই রাভীকে কখনো তার নামে এবং কখনো তার কুনিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই অবস্থায় তাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) দু'ব্যক্তি বলে ধারণা করেছেন। পক্ষান্তরে, এ ধরনের ভ্রান্তিতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) পতিত হননি। তাছাড়া তিনি তার হাদীসের 'মতন' (বচন) মুক্তার হারের মত এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন যে, সেখানে জটিলতা সৃষ্টির পরিবর্তে স্পষ্টতা প্রকাশ পায়।

সহীহ্ মুসলিম ছাড়াও ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরো অনেক উপকারী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যেমনঃ – কিতাব আল-মুসনাদ আল-কারীর 'আলার-রিজাল, কিতাবুল আস্‌মা ওয়াল কিনা, কিতাবুল আলাল, কিতাবুল অহ্‌দান, কিতাবু হাদীসে 'আমর ইবন শুআয়ব, কিতাবু মাশায়িখে মালিক, কিতাবু মাশায়িখে ছাওরী, কিতাবু যিক্‌র, আওহামিন মুহাদ্দিসীন, কিতাবু সাবাকাত (আত্‌-তাবেয়ীন)।

আবূ হাতিম রাযী, যিনি শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের অন্যতম, তিনি স্বপ্নে ইমাম মুসলিম (রহঃ) কে দেখেন এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর জান্নাত আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। আমি তথায় যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকি। (সুব্‌হানাল্লাহ্!)

আবূ 'আলী যাঘওয়ালীকে তাঁর ইনতিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করে, কোন আমলের কারণে আল্লাহ আপনাকে নাজাত দিয়েছেন? তখন তিনি সহীহ মুসলিমের কয়েকটি খণ্ডের দিকে ইশারা করে বলেন, এগুলোর বদৌলতে আল্লাহ আমাকে নাজাত দিয়েছেন। (সুব্‌হানাল্লাহ্!)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হিজরী ২০২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য কারো কারো মতে, তিনি হিজরী ২০৪ অথবা ২০৬ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইবন আছীর, তাঁর প্রণীত গ্রন্থ জামিউল উসূল গ্রন্থের ভূমিকায় এ মত গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ অধিক অভিজ্ঞ। তবে তাঁর মৃত্যু-তারিখ সম্পর্কে সবাই একমত। তিনি হিজরী ২৬১ সনে, ২৫ শে রজব, শনিবারের দিন, সন্ধ্যার সময় ইনতিকাল করেন এবং রবিবার দিন তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মৃত্যুর কারণ ঃ

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মৃত্যুর কারণটি আশ্চর্য ধরণের। কথিত আছে যে, একদিন হাদীসের আলোচনা সভায় তাঁর কাছে একটি হাদীস সম্পর্কে জানতে চাওয়া

হলে তিনি সে সম্পর্কে কিছু বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। এবং বাড়ীতে ফিরে এসে নিজের কিতাবের মধ্যে হাদীসটি খুঁজতে শুরু করেন। এক ঝুড়ি খেজুর এ সময় তাঁর পাশে ছিল। হাদীস খোঁজার সময় তিনি একটা করে খেজুর খেতে থাকেন। তিনি হাদীস অন্বেষনের ব্যাপারে এরূপ মশগুল ছিলেন যে হাদীস পাওয়ার সময় পর্যন্ত বেখেয়াল অবস্থায় তিনি সব খেজুরই খেয়ে ফেলেন এবং অতিরিক্ত খেজুর খাওয়ার ফলেই অবশেষে তিনি ইনতিকাল করেন।

হাফিয আব্দুর রহমান ইবন 'আলী রাবী' ইয়ামনী শাফিয়ী বলেন ঃ

تَنَازَعَ قَوْمٌ فِىْ الْبُخَارِى وَمُسْلِمُ

لَدَىَّ وَقَالُوْا اَىُّ ذَيْنِ يُقَدَّمُ

فَقُلْتُ لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِىُ صِحَّةً

كَمَا فَاقَ فِىْ حُسْنِ الصَّنَاعَةِ وَمُسْلِمُ

"কিছু লোক আমার সামনে বুখারী ও মুসলিমের মর্যাদার ব্যাপারে বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে এবং বলেছে, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে কে অগ্রগামী?

এর জবাবে আমি বলি, হাদীসের সেহেতের (সঠিকতার) দিক দিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর স্থান উর্ধ্বে। আর অধ্যায়ের বিন্যাসে ইমাম মুসলিমের (রহঃ) স্থান বুখারীর উপরে।"

সুনানে আবূ দাউদ

এই কিতাবের তিনটি নুসখা প্রসিদ্ধ। যথা, নুসখা-ই লুলুয়ী, নুসখা-ই ইবন দাসা এবং নুসখা-ই ইব্‌নুল আরাবী। প্রাচ্যের দেশ সমূহে নুসখা-ই লুলুয়ী প্রমাণ অধিক। পাশ্চোত্যের দেশ সমূহে নাসখা-ই দাসা" এর প্রচলন বেশী। এ দুটি নুসখার মাঝে মিল আছে। যদিও এগুলোর মধ্যে পূর্বাপর হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; তবে হাদীস কম বেশী বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। এ দুটি নুসখার চাইতে ইবনুল আরাবীর নুসখাটি বাহ্যতঃ নিম্নমানের।

লুলুয়ারী পুরা নাম হলো, আবূ 'আলী মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন 'আমর লুলুয়ী। ইবনে দাসার নাম হলো আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রাযযাক ইবন দাসা আত্-তামার আল-বস্‌রী। ইব্‌নুল আরাবীর নাম হলো, আবূ সায়ীদ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ ইবন বাশার ওরফে ইবনুল আরাবী।

আবু দাউদের নাম ও নসব এরূপ, সুলায়মান ইবন আল আছ ইবন ইসহাক ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন 'আমর ইবন ইমরান আয্‌দী সাজিস্তানী। ইবন খাল্লিক্কান বলেন, ওঁকে সাজিস্তান বা সাজিস্তার দিকে সম্পর্কিত করা হয়, যা বসরার একটি শহর। বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ বক্তব্যটি সঠিক নয়; যদিও তিনি ইতিহাসবিদ এবং বংশনামী বিদ হিসাবে খ্যাত।

বস্তুত ঃ শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী সম্পর্কে বলেন, এটা তার ধারণা মাত্র। সঠিক ব্যাপার এই যে, এ সম্পর্কটি ঐ স্থানের দিকে, যা হিন্দুস্থানের পাশে অবস্থিত, অর্থাৎ এটি মিস্তান নামক স্থানের দিকে সম্পর্কিত, যা সিন্ধু ও হিরাতের মধ্য খানে এবং কান্দাহারের নিকটবর্তী একটি স্থান বা দেশ। আর চিশ্‌ত নামক স্থান, যা চিশ্‌তীয়া খান্দানের বুযুর্গদের জন্মভূমি, তাও এ অঞ্চলে অবস্থিত। প্রথম দিকে বুস্‌ত নামক স্থানটি এ দেশের রাজধানী ছিল। আরবের লোকেরা এ দেশটিকে কখনো কখনো সাজযী নামে আখ্যায়িত করত।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) হিজরী ২০২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ ইসলামী দেশ সমূহে বিশেষ করে মিশর, সিরিয়া, হিজায, 'ইরাক, খুরাসান ও জাযীরা এলাকা সফর করে ইল্‌মে হাদীস হাসিল করেন। তিনি হাদীস সংরক্ষণে, বর্ণনার বিশ্বস্ততায়, ইবাদত ও তাক্‌ওয়ায় এবং অন্যান্য সৎকাজ ও সতর্কতায় উচু স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি তাঁর জামার একটি আস্তিন খুলে রাখতেন এবং অন্যটি গুটিয়ে রাখতেন। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, আমি একটি আস্তিন এজন্য প্রশস্ত করে রাখি, যাতে তার মাঝে কিছু কেতাব রাখতে পারি। আর দ্বিতীয় আর একটি প্রশস্ত রাখাকে আমি অপচয় হিসাবে ধারণা করি। তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল কানাবী এবং আবুল ওলীদ তায়ালিসীর শাগরিদ ছিলেন। এ দুজন ছাড়া আরো অনেক 'আলিম থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর থেকে ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর শাগরিদদের মধ্য হতে চার ব্যক্তি মুহাদ্দিসের মাঝে পথিকৃৎ সদৃশ। তাঁরা হলেন ঃ আবূ বকর ইবন আবূ দাউদ (তাঁর ছলে), লুলুয়ী, ইবনুল আরাবী এবং ইবন দাসা। তাঁর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, তাঁর থেকে "আতীরা" শীর্ষক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মূসা ইবন হারুন, যিনি তাঁর সময়ের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আবূ দাউদ সম্পর্কে বলেন ঃ আবূ দাউদ(রহ) কে দুনিয়াতে হাদীসের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আবূ দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, আমি মিশরের একটি কাঁকুড় দেখেছিলাম। যা দৈর্ঘ্যে তের বিঘত (সাড়ে ছয় হাত) ছিল।

আর সেখানে একটি তরমুজও দেখেছিলাম। যখন সেটি মাঝখান দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে উটের পিঠে রাখি, তখন দুটি অংশ দুটি বড় ঢোলের মত মনে হচ্ছিল।

যখন তিনি তাঁর সুনান রচনার কাজ সমাপ্ত করে সেটি তাঁর উস্তাদ আহমদ ইবন হাম্বল (রহঃ)-এর খিদমতে পেশ করেন, তখন তিনি সেটি দেখে খুবই খুশী হন। তিনি যখন এ সুনান সংকলন করেন, তখন তাঁর কাছে পাঁচ লক্ষ হাদীসের ভান্ডার সংরক্ষিত ছিল। তিনি এ বিরাট ভান্ডার থেকে বাছাই করে এ গ্রন্থে চার হাজার আট শত হাদীস সংকলন করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এরূপ অংগীকার করেছেন যে, আমি এ কিতাবে কেবল মাত্র ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করবো, যা সহীহ হবে অথবা হাসান।

সূনানে আবূ দাউদের ঐ চারটি হাদীস যা দীন সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট ঃ

কথিত আছে যে, আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে মাত্র চারটি হাদীস জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট। প্রথম হাদীস হলো ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"আমলের ফলাফল নির্ভরশীল নিয়্যতের উপর।"

দ্বিতীয় হাদীস হলো ঃ

مِنْ حُسْنِ اسلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ

"ইসলামের উত্তম বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ অপকারী জিনিস পরিহার করবে।"

তৃতীয় হাদীস হলো,

لاَيُوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَ خِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'

চতুর্থ হাদিস হলো ঃ

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَمُ بَيِّنٌ وبين هُمَا مُتَشَبِهَا تُ فَمَنْ اِتَّقِى الشُّبُهَا تِ اِسْتَبْرَءَ لِدِنْيه

"হালাল এবং হারাম দুটিই স্পষ্ট, আর এর মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় হতে পরহেয্ করলো, সে তার দীনকে হিফাযত করলো।"

গ্রন্থকার বলেন, এ চারটি হাদীস যথেষ্ট হওয়ার অর্থ হলো শরীয়তের মূল প্রসিদ্ধ বিধি-বিধান সম্পর্কে জানার পর, মাসলা-মাসায়েলের শাখা-প্রশাখা জানার জন্য কোন মুজতাহিদ বা মুর্শিদের আর প্রয়োজন থাকে না। যেমন, ইবাদত দুরস্ত হওয়ার জন্য প্রথম হাদীস, জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় হতে বাঁচানোর জন্য দ্বিতীয় হাদীস, প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়ের হক ও অন্যান্য পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের সংগে ব্যবহার কিভাবে করতে হবে সে জন্য তৃতীয় হাদীস এবং উলামাদের মাঝে সেন্দেহের কারণে যে সব বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে, তা দূরকরণের জন্য চতুর্থ হাদীসটি যথেষ্ট। মনে হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য এ চারটি মূল্যবান হাদীস উসতাদ এবং মুরশিদের পর্যায়ের।

ইব্‌রাহীম হারবী যিনি সে যুগের একজন বিশেষ মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি সুনানে আবূ দাউদ হাদীস এমন নরম (সহজ) করে দেন, যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-এর জন্য লোহা নরম ছিল। হাফিয আবূ তাহির সালাফী তাঁর এ মন্তব্যটি খুবই পছন্দ করেন এবং একটি কবিতা রচনা করে বলেন ঃ

لَانَ الْحَدِيْثُ وَعِلْمُهُ بِكَمَالِهِ
لِاِمَامِ اَهْلِيْهِ اَبُ دَاوٗدَ
مِثْلُ الَّذِيْ لَانَ الْحَدِيْدُ وَسَبْكُهُ
لِنَبِيِّ اَهْلِ زَمَانِهِ دَاوٗدَ

হাদীস এবং ইলমে হাদীস আবূ দাউদ (রহঃ)-এর জন্য এর পূর্ণতাসহ নরম হয়ে গেছে, যিনি আহলে হাদীসের ইমাম, যেমন– লোহা এবং তা গলানো সহজ হয়েছিল দাউদ (আঃ)-এর জন্য, যিনি তাঁর সময়ের নবী ছিলেন।

হাফিয আবূ তাহির তাঁর নিজস্ব সনদে হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্‌রাহীম ইয্‌দী থেকে বর্ণনা করেন যে, হাসান ইবন মুহাম্মদ আমাকে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে স্বপ্নে দেখি, তিনি (স.) বলতেন, যে ব্যক্তি সুন্নতের উপর আমল করতে চায়, তার সূনানে আবূ দাউদ পড়া উচিত। এছাড়া ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া, ইয়াইয়াহ ইবন সাজী থেকে এরূপ বর্ণনা করেন যে, ইসলামের মূল হলো–কিতাবুল্লাহ এবং এর স্তম্ভ হলো-সুনানে আবু দাউদ।

ইব্‌নুল আরাবী বলেন, যদি কারো কিতাবুল্লাহ এবং সূনানে আবূ দাউদের ইলম হাসিল হয়ে যায়, তবে দীনের সব ধরনের ব্যাপারে এটি তার জন্য যথেষ্ট। এজন্যই উসূলের কিতাবে, ইজতিহাদের মূল হাতিয়ার হিসাবে সুনানে আবূ দাউদকে পেশ করা হয়।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি শাফিয়ী মাযহারের অনুসারী ছিলেন, আবার কারো কারো মতে, তিনি হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করতেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

ইবন খাল্লিকানের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, শায়খ আবূ ইসহাক সিরাযী তাঁকে ফকীহ সিহাবে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের অনুসারী মনে করতেন। হাফিয আবূ তাহির (রহঃ) সুনানে আবূ দাউদের প্রশংসায় একটি উত্তম কবিতা রচনা করেছেন, যা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি বলেন ঃ

أَوْلَى كِتَابٌ لِذِيْ فِقْهٍ وَذِيْ نَظَرٍ
وَمَنْ يَّكُوْنُ مِنَ الْاَوْزَارِ فِيْ وِزْرٍ

مَا قَدْ تَوَلَّى اَبُوْدَاوُدَ مُحْتَسِبًا
تَالِيْفُهُ فَاقَ فِيْ الْاَضْوَاءِ كَالْقَمَرِ

لَايَسْتَطِيْعُ عَلَيْهِ الطَّعْنَ مُبْتَدِعٌ
وَلَوْتَقَطَّعَ مِنْ ضِغْنٍ وَّ مِنْ ضَجَرٍ

فَلَيْسَ يُوْجَدُ فِيْ الدُّنْيَا اَصَحُّ وَلَا
اَقْوٰى مِنَ السُّنَّةِ الْغَرَّاءِ وَلَاثَرِ

وَكُلُّ مَافِيْهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ وَمَنْ
قَوْلِ الصَّحَابَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْبَصَرِ

يَرْوِيْهِ عَنْ ثِقَةٍ عَنْ مِثْلِهِ ثِقَةً
عَنْ مِثْلِهِ ثِقَةٌ كَالَا نُجُمِ الزُّهَرِ

وَكَانَ فِيْ نَفْسِهِ فِيْمَا اَحَقُّ بِهِ
لَاشَكَّ فِيْهِ اِمَامًا عَالِيَ الْخَطَرِ

يَدْرِي الصَّحِيْحَ مِنَ الْاٰثَارِ يَحْفَظُهُ
وَمَنْ رَوٰى ذَاكَ مِنْ اُنْثٰى وَمَنْ ذَكَرٍ

مُحَقِّقًا صَادِقًا يَجِى بِه !

قَدْ شَاعَ نِى الْبَدْ وِعَنْه ذَاوَنِيَا الْحَضَرِ

وَالصِّدْقُ لِلْمَرْءِ فِى الدَّارَيْنِ مَنْقِبَةٌ

مَافَوْقَهَا اَبَدًا فَخَرٌ لِمُفْتَخِرِ !

"সমস্ত কিতাব থেকে ফকীহ, বিশেষ জ্ঞানী এবং ঐ ব্যক্তির জন্য, গুনাহ্ থেকে বাঁচতে চায়—এ কিতাবের অনুসরণ প্রয়োজন, যা আবূ দাউদ ছাওয়াবের আশায় রচনা করেছেন এবং যা আলো বিকিরণে পূর্ণ চাঁদের মত। কোন বিদ্‌আত পন্থী এর সমালোচনা করার সাহস করে না যদিও সে হিংসা-বিদ্বেষে ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়। উজ্জ্বল সুন্নাত এবং হাদীসে মাঝে এর থেকে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী আর কোন কিতাব নেই। আর যা কিছু এতে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো নবী (স.)-এর কথা বা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ সাহাবীদের বক্তব্য। তিনি সমস্ত নির্ভরশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন,আর তাঁরাও তাঁদের মত ছিকা (নির্ভরশীল) ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা করেছেন, যাঁরা ছিলেন চমকানো তারাকারাজির মত অর্থাৎ সাহাবীদের থেকে। আমার জানা মতে, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম। তিনি সহীহ হাদীসবিদ ছিলেন এবং হাদিসের হাফিয ছিলেন। তিনি সেই সব রাভীদের নামেরও হাফিয ছিলেন, যারা হাদীস বর্ণনা করেন—চাই তারা পুরুষ হন অথবা নারী। তিনি তাঁর বর্ণনায় সত্যবাদী এবং বিচক্ষণ এবং তাঁর এ কথা শহরে এবং গ্রামে অর্থাৎ সবখানেই প্রসিদ্ধ। মানুষের জন্য দো-জাহানে সত্যবাদিতা বিশেষগুণ। কোন গর্বিত ব্যক্তির জন্য এর চাইতে গৌরবের বস্তু আর কিছুই হতে পারে না।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) হিজরী ২৭৫ সনে, ১৬ শওয়াল ইনতিকাল করেন। তাঁকে বসরায় দাফন করা হয়। তিনি দীর্ঘ ৭৩ বছরের আয়ু পেয়েছিলেন।

জামে কাবীর ঃ তিরমিযী

গ্রন্থকারের নাম হলো আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরা ইবন মূসা ইবন যিহাক সাল্‌মী বুগী। বুগী। একটি গ্রামের নাম, যা তিরমিযীর এলাকায় অবস্থিত। বুগী থেকে ছয় ফরসাখ দূরে এটি অবস্থিত। তিরমিয ঐ পুরাতন শহরের নাম, যা আমু দরিয়ার কিনারায় অবস্থিত, যাকে জায়হুন বা বল্‌খের নহরও বলা হয়। মাওরাউন নাহার থেকেও নহর অর্থ নেওয়া হয়েছে। তিরমিয শব্দটির উচ্চারণে অনেক মতানৈক্য দেখা যায়। কেউ বলেন, 'তারমায", আবার কেউ বলেন 'তুরমুয"। তবে

সেখানকার অনেকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা বলেন, "তিরমিয"। আর এ নামেই স্থানটি প্রসিদ্ধ। একটি দলের মতে স্থানটির নাম হলো"-তারমুয"।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সব চাইতে নাম করা ছাত্রদের অন্যতম। তিনি ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ এবং তাঁদের শয়খ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন। ইলমে-হাদীসের সন্ধানে তিনি বসরা, কূফা, ওয়াসিত, রয়, খুরাসান এবং হিজাযে বহু বছর অতিবাহিত করেন। হাদীস শাস্ত্রের উপর তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যা তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জামি তিরমিযী গ্রন্থটি তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে সব চাইতে প্রসিদ্ধ এবং সর্বজন কর্তৃক সমাদৃত।

জামি' তিরমিযীর কিছু বৈশিষ্ট্য

হাদীস শাস্ত্রের উপকারিতার প্রেক্ষিতে এ কিতাবটি সমস্ত গ্রন্থের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। প্রথমতঃ এ জন্য যে, এর বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর এবং এতে কোন তাক্‌রার (বার বার এই হাদীসের উল্লেখ) নেই।

দ্বিতীয়ঃ এতে ফকীহদের মাযহাব এবং সেই সাথে সকলের পেশকৃত দলীলের বর্ণনা আছে। তৃতীয়তঃ এ গ্রন্থে হাদীসের শ্রেণী বিভাগ তথা সহীহ, হাসান, যায়ীফ, গারীব, মুসআল্লাল, ইলাল ইত্যাদির বর্ণনা আছে। চতুর্থতঃ এতে রাভীদের নাম, তাদের লক'ব ও কুনিয়াত ছাড়াও এমন সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা "ইল্‌মুর-রিজালের" সাথে সম্পর্কিত।

হাদীস মুখস্থ রাখার দিক দিয়ে তিরমিযী অতুলনীয় কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি খোদাভীতি, পরহেযগারী ও যুহ্‌দের দিক দিয়ে এত উঁচু স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যা কল্পনাতীত। আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দৃষ্টি প্রায় লোপ পায়। তাঁর মুখস্থ-শক্তি সম্পর্কে একটি সত্য ঘটনা এরূপঃ তিনি একজন শায়খ থেকে হাদীসের দুটি অংশ লিখে নিয়েছিলেন, কিন্তু শায়েখকে তা পড়ে শোনাবার সুযোগ আর পাননি। একবার মক্কায় যাওয়ার পথে তিনি হঠাৎ শায়খের সাক্ষাৎ পান। তিরমিযী তখন তাঁকে হাদীসের ঐ দুটি অংশ পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। শায়খ এ প্রস্তাব মেনে নেন এবং বলেনঃ 'তুমি ঐ দুটি অংশ বের করে তোমার হাতে নাও। আমি পড়ে যাচ্ছি, তুমি সেটা মিলিয়ে নাও। ইমাম তিরমিযী সে দুটি অংশ তালাশ করলেন। কিন্তু পেলেন না। এতে তিনি খুবই ঘাবড়ে গেলেন। অতঃপর সাদা কাগজ হাতে নিয়ে শায়খের পড়া শুনতে লাগলেন। শায়েখ পড়া শুরু করলেন এবং হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তিরমিযী শাদা কাগজ হাতে ধরে আছে, যেখানে

কিছু লেখা নেই। এ দেখে শায়খ রাগান্বিত হন এবং বলেন, 'তুমি কি আমার সংগে ঠাট্টা করছো? 'তিরমিযী তখন আসল ঘটনা খুলে বলেন এবং আরয করেন, যদিও লিখিত অংশ দুটি আমার সংগে নেই, তবুও সেদুটি আমার হুবহু মুখস্থ আছে। তখন শায়খ বলেন, বেশ তো একটু পড়ে শোনাও।' তখন তিরমিযী তাঁকে হাদীসের সবটুকু অংশ হুবহু শুনিয়ে দেন।

শায়খ তখন তাজ্জবের সাথে বলেন, তুমি মাত্র একবার আমার থেকে শুনে সব মুখস্থ শুনিয়ে দিলে, এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তখন তিরমিযী বলেন, তা হলে আপনি আমার পরীক্ষা নিয়ে দেখুন। তখন শায়খ তাঁর থেকে আরো চল্লিশটি হাদীস পড়লেন। এরপর তিরমিযীকে তা শোনাতে বললেন। তিরমিযী কোন ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াই তখনই সেগুলো শায়খকে হুবহু শুনিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ছাড়া, তার স্মৃতি শক্তির বর্ণনায় আরো অনেক ঘটনা আছে।

ইমাম তিরমিযী বলেন, 'যখন আমি আমার জামি গ্রন্থ সংকলনের কাজ সমাপ্ত করি, তখন প্রথমে এর পাণ্ডুলিপির কপি হিজাযের আলেমদেরকে দেখাই, যা তাঁরা খুবই পছন্দ করেন। এরপর আমি তা ইরাকের আলিমদের কাছে নিয়ে যাই। তাঁরা সবাই এক বাক্যে এর প্রশংসা করেন। এরপর আমি তা খুরাসানের আলিমদের সামনে পেশ করি। তাঁরাও এতে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তারপর আমি সেটি প্রচার ও প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, যে ঘরে এ কিতাব থাকবে, সে ঘরে যেন রাসূলুল্লাহ্ (স.) থাকবেন এবং কথা বলবেন। আন্দালুসের জনৈক 'আলিম এ কিতাবের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন, যা নীচে পেশ করা হলো।

জামে' তিরমিযীর প্রশংসায় আন্দালুসের আলিমের কবিতা

كِتَابُ التِّرْمَذِي رِيَاضُ عِلْمٍ
حَكَتْ أَزْهَارُهُ زَهْرًا النُّجُوْمِ

بِهِ الْآثَارُ وَاضِحَةٌ أُبِيْنَتْ
بِأَلْفَاظٍ أُقِيْمَتْ كَالرُّسُوْمِ

وَأَعْلَاهَا الصِّحَاحُ وَقَدْ أَنَارَتْ
نُجُوْمًا لِلْخُصُوْصِ وَلِلْعُمُوْمِ

وَمِنْ حَسَنٍ يَلِيْهَا اَوْ غَرِيْبُ

وَقَدْ بَانَ الصَّحِيْحُ مِنَ السَّقِيْمِ

فَعَلَّلَه اَبُوْ عِيْسٰى مُبَيِّنًا

مَعَالِمَه لاَرْبَابِ الْعُلُوْمِ

وَطَرَّزَه بِاٰثَارٍ صِحَاحٍ

تَغَيَّرَهَا اُوْلُوا نَظَرِ السَّلِيْمِ

مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ قِدْمًا

وَاَهْلُ الْفَضْلِ وَالنَّهْجِ الْقَوِيْمِ

فَجَاءَ كِتَابُه عِلْقًا نَفِيْسًا

تَنَفَّسَ فِيْهِ اَرْبَابُ الْعُلُوْمِ

وَيَقْتَبِسُوْنَ مِنْهُ نَفِيْسَ عِلْمٍ

يَفِيْدُ نُفُوْسُهُمْ اَسْنَى الرُّسُوْمِ

كَتَبْنَاهُ رَوَيْنَاهُ لِنَرْدِى

مِنَ التَّسعنِيْمِ فِىْ دَارِ النَّعِيْمِ

وَغَاصَ الْفِكْرُفِىْ بَحْرِ الْمَعَانِىْ

فَاَدْرَكَ كُلَّ مَعْنًى مُسْتَقِيْمٍ

جَزَى الرَّحْمٰنُ خَيْرًا بَعْدَ خَيْرٍ

اَبَا عِيْسٰى عَلَى الْفِعْلِ الْكَرِيْمِ

"তিরমিযী কিতাবটি যেন 'ইলমের এমন একটি বাগান, যার ফুলগুলো উজ্জল নক্ষত্রের মত। এ কিতাবের স্পষ্ট দলিলগুলো এমন শব্দের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন তা স্পষ্ট নির্দেশন। গ্রন্থনার দিক দিয়ে কিতাবটি খুবই সহীহ,যা সাধারণ ও বিশিষ্ট

লোকদের জন্য উজ্জল নক্ষত্রের মত। এর মাঝে কিছু হাদীস আছে যা হাসান এবং কিছু হাদীস আছে, যা গরীব যেন সুস্থ, অসুস্থ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আবূ ঈসা (তিরমিযী) সাকীম (অসুস্থা) কে চিহ্নিত করে, তার নিদর্শনাবলী জ্ঞানীদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর তিনি একে এমন সহীহ্ হাদীস দ্বারা সজ্জিত করেছেন, যা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা পছন্দ করেছেন। অর্থাৎ আগের যামানার 'উলামা, ফুকাহা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সঠিক পথের পথিকরা (সবাই একে পছন্দ করেছেন)। তাঁর এ কিতাব এমন সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে যে, এর প্রতি জ্ঞানীরা খুবই আকৃষ্ট। তাঁরা এ থেকে উত্তম ইলম হাসিল করেন, যা তাদের নাফসের জন্য মহা উপকারী প্রমাণিত হয়। আমি এটা লিখে এজন্য বর্ণনা করেছি, যাতে জান্নাতে আবে তাসনীম'– পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারি। যখন চিন্তা, অর্থের সমুদ্রের অনুসন্ধান করে, তখন তা সঠিক অর্থ বের করে আনে। মহান আল্লাহ আবূ 'ঈসা (তিরমিযী)-কে তাঁর নেক কাজের বিনিময়ে বার বার উত্তম প্রতিদান দিন। আ-মীন।

আবূ 'ঈসা কুনিয়াত রাখার উপর সমালোচনা

হিজরী ২৭৯ সনে, ১৭ই রজব সোমবার দিন ইমাম তিরমিযী (রহঃ) খাস তিরমিয শহরে ইনতিকাল করেন।

ইবন আবূ শায়বা তাঁর রচিত গ্রন্থে একটি বাব (অধ্যায়) বর্ণনা করেছেন, যার নাম হলোঃ

مايكره لرجل اكتنى به

(কোন লোকের কুনিয়াত এভাবে রাখা মাকরূহ)। এরপর তিনি এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ مُوْسَىْ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اِكْتَنى بِاَبِىْ عِيْسى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَنَّ عِيْسى لاَ اَبَ لَه ـ حَدَّثَنَا الْفَضَلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىْ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهُ ضَرَبَ اِبْنًا لَه اِكْتَنِى بِاَبِىْ عِيْسى فَقَال اَنَّ عِيْسى لَيْسَ لَه اَبٌ ـ

"মূসা ইবন 'আলী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি তার কুনিয়াত রেখেছিল আবূ ঈসা। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে বলেন, ঈসা (আঃ)-এর তো কোন পিতা ছিল না। ফযল ইবন দুকায়ন, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন হাফ্স, যায়দ ইবন আসলাম, আসলাম (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাঁর পুত্রকে এজন্য মেরেছিলেন যে, সে তার কুনিয়াত রেখেছিল "আবু ঈসা।" আর তিনি বলেন, ঈসা (আ.)-এর কোন পিতা ছিল না।

সুনানে আবূ দাউদের 'কিতাবুল আদবে'

باب الرجل يتكنى بابى عيسى -

এ ধরনের একটি অধ্যায় (যে ব্যক্তি তার কুনিয়াত আবূ ঈসা রাখে) আছে। তাতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ زَيْد بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ اِبْنَالَه تُكْنِى اَبَا عِيْسى وَاَنَّ الْمُغِيْرَةَ بعنَ شُعْبَةَ يُكَنّى بِاَبِى عِيْسى فَقَال لَه عُمَرْ رَضِى اللّهُ تَعَالى عَنْه اَمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تُكْنى بَابِىْ عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِىُ فَقَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأخَّرَ وَاِنَّافِىْ جَلَجَتِنَا فَلَمْ يَزَلْ يُكَنِى بِاَبِىْ عَبْدِ اللّهِ حَتّى هَلَكَ ـ اِنْتَهى اَلْجَلْجَةَ بِجِيْمَيْنِ بَيْنَهُمَا لاَمُ مَفْتُوْحَةٌ اَلامْرُ الْمُضْطَرِبُ ـ

যায়দ ইবন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) তাঁর পুত্রকে এজন্য মারেন যে, সে তার কুনিয়াত রেখেছিল 'আবূ ঈসা'। আর মুগীরা ইবন শুবার কুনিয়াতও ছিল আবূ 'ঈসা।' হযরত 'উমর (রা) তাঁকে বলেন, 'কি ব্যাপার, আবূ আব্দুল্লাহ কুনিয়াত তোমার পছন্দ হয়না? তখন মুগীরা জবাবে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ কুনিয়াতে ডেকেছিলেন। তখন উমর (রা) বলেন, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আগের পরের সমস্ত ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন, আর আমরা তো পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত আছি! একথা শোনার পর আজীবনের জন্য শুবা তার কুনিয়াত রাখেন 'আবূ 'আবদুল্লাহ'।

"রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাকে এ কুনিয়াতে ডাকেন"–এর অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাকে আবূ 'ঈসা বলে আহ্বান করেন। এতে তিনি একথা বলেন নি যে, তোমার কুনিয়াত হলো আবূ ঈসা। হযরত উমর (রা)-এর কথার অর্থ হলো, আবূ 'ঈসা কুনিয়াত রাখা মাকরূহ। এ কুনিয়াত রাখা উচিত নয়। যদিও রাসূলুল্লাহ্ (স.) কাউকে এ কুনিয়াতে একবার ডেকেছেন, তবুও তোমাদের জন্য উচিত নয়–এ কুনিয়াত রাখা। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (স.) কোন কোন সময় জায়েয হিসাবে বর্ণনা করার লক্ষ্যে কোন উত্তম জিনিসকে পরিত্যাগ করতেন, আর এটি ছিল তাঁর জন্য খাস এবং বৈধ। দীনের তাবলীগের প্রয়োজনেই তিনি এরূপ করতেন। তাঁর আগের পরের সব ত্রুটি মাফ ছিল"–এর অর্থও তাই।

সুনানে সুগ্‌রা ঃ নাসায়ী'

এ কিতাবটি মুজ্‌তাবা' নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন সুন্নী-এর রাভী। তাঁর নাম ও কুনিয়াত হলো, আবূ বকর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন সুন্নী দায়নাওরী। (মৃত্যুঃ ৩৬৪ হিজরী।)

সুনানে কুব্‌রা ঃ নাসায়ী'

এ সংকলনটি ইবনে-আহমর থেকে বর্ণিত। তাঁর নাম ও কুনিয়াত হলো, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন মু'আতিয়া। তিনি ইবনে আহমদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এ দুটি গ্রন্থ (সুনানে সুগরাও সুনানে কুব্‌রা) আবূ 'আব্দুর রহ্‌মান আহ্‌মদ ইবন শুআয়ব ইবন আলী ইবন বাহ্‌র ইবন সিনান ইবন নাসায়ী রচনা করেন। নাসায়ী শব্দের সম্পর্ক নাসায়ের সাথে, যা খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। আরবের লোকেরা কখনোও কখনো এটাকে নিসউয়ী বলে থাকে। কিয়াস হিসাবে উচ্চারণ এভাবেই হওয়া উচিত। তবে নাসায়ী উচ্চারণটি মাশ্‌হুর। তিনি ইলমে হাদীসের একজন স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি হিজরী ২১৪ সনে (অন্যমতে ২১৫ সনে) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি খুরাসান, হিজায, ইরাক, জাযীরা, শাম, মিশর এবং এর আশে পাশের শহরে পরিভ্রমণ করে অনেক বড় বড় শায়খের সান্নিধ্য লাভ করেন। সর্ব প্রথম তিনি কুতায়ক ইবন সায়ীদ বাদালানী বালখীর খিদমতে হাযির হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল পনের বছর। তাঁর খিদমতে এক বছর দু'মাস থেকে তিনি ইলমে হাদীস হাসিল করেন। তাঁর আকীদার দিকে খেয়ার করলে জানা যায় যে, তিনি শাফিয়ী মায্‌হাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি দাউদ (আঃ)-এর অনুসরণে রোযা রাখতেন। এতদসত্ত্বের তিনি সহবাসে খুবই সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। একই সাথে তাঁর চার জন স্ত্রী ছিল এবং সকলের সাথে তিনি এক এক রাত কাটাতেন। এছাড়া তার অনেক দাসীও ছিল।

মুজ্‌তাবা গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ

তিনি যখন সুনানে কুব্‌রা প্রণয়নের কাজ শেষ করেন, তখন সেখানকার আমীর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কিতাবে বর্ণিত সব হাদীস কি সহীহ?' জবাবে তিনি বলেন 'না, এ গ্রন্থে হাসান এবং সহী সব ধরনের হাদীসই আছে। তখন আমীর বলেন, 'এ সব হাদিস থেকে যে হাদীসগুলো অধিক সহীহ, আপনি সেগুলো একত্রিত করে আমার জন্য একটি বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করুন। সে প্রেক্ষিতেই তিনি "মুজতাবা গ্রন্থ" প্রণয়ন করেন।

'মুজতাবা' শব্দটি মাশহুর, তবে কেউ কেউ 'মুজতানা' পড়াকেও সঠিক মনে করেন। সর্বাবস্থায় দুটি শব্দের অর্থ কাছাকাছি। 'মুজতাবা' শব্দের অর্থ হলো বাঁছাই কৃত, সম্মানিত এবং 'মুজতানা' শব্দের অর্থ হলো, গাছের পাকা ফল চয়ন করা।

ইমাম নাসায়ী'র মৃত্যুর ঘটনা

ইমাম নাসায়ীর মৃত্যুর ঘটনা এরূপঃ তিনি যখন মানাকিবে মুরতাযাভী (কিতাবুল খাসায়িস) রচনা করার কাজ সমাপ্ত করেন, তখন সেটি দামিশকের জামি মসজিদে সকলকে পড়ে শুনাবার ইচ্ছা করেন, যাতে বনূ উমাইয়া শাসনের ফলে সাধারণ লোকদের মাঝে যে ঈমানী দূর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এর সামান্য অংশ পড়ার পর এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেঃ আপনি কি আমীরুল মুমেনীন মুআবিয়া (রা)-এর প্রশংসায় কিছু লিখেছেন?ইমাম নাসায়ী জবাবে বলেনঃ মুআবিয়ার জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, সে এ থেকে সব সময় বাদ পড়ুক। তাঁর প্রশংসায় লেখার তো কিছু নেই।

কেউ কেউ বলেন, তিনি একথা ও বলেছিলেন ঃ আমি তাঁর প্রশংসায় এ হাদীস لا اشبع الله بطنه (তাঁর পেট আল্লাহ পরিতৃপ্ত করবেন না) এ হাদীস ছাড়া আর কোন সহীহ হাদীস পাইনি। একথা শোনার সাথে সাথেই লোকেরা তাঁর উপর হামলা চালায় এবং শিয়া শিয়া বলে তাঁকে মারধর করতে থাকে। তখন তার দুটি আন্ডাকোষে খুবই আঘাত লাগে। ফলে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেন। খাদিম তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে বাড়ীতে নিয়ে যায়। এরপর তিনি বলেনঃ আমাকে এখন মক্কা শরীফে পৌঁছিয়ে দাও, যাতে আমার মৃত্যু মক্কা শরীফে বা মক্কার রাস্তায় হয়। কথিত আছে যে, মক্কা শরীফে পৌঁছার পর তিনি ইনতিকাল করেন। সেখানে সাফা এবং মারওয়ার মাঝখানে তাঁকে দাফন করা হয়। হিজরী ৩০৩ সনের ১৩ই সফর মংগল বার দিন তিনি ইনতিকাল করেন।

অন্যমতে, মক্কায় যাওয়ার পথে ফিলিস্তিনের রামলা নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। এরপর সেখান থেকে তাঁর লাশ মক্কা শরীফে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ অধিক অবহিত।

সুনানে ইবন মাজা

এ কিতাবটি আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন মাজা কায্‌ভিনী রাবয়ী' কর্তৃক রচিত। ইবন খাল্লিকান বলেন, রাবীয়া' আরবের কয়েকটি সম্প্রদায়ের নাম। তবে একথা জানা যায় না যে, এ বুজুর্গের সম্পর্ক কোন সম্প্রদায়ের সাথে ছিল। কাযভীন ইরাকে আজমের একটি প্রসিদ্ধ শহর। ইমাম ইবন মাজা অনেক উপকারী ও মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। যার মাঝে তাঁর এ সুনান গ্রন্থটি খুবই প্রসিদ্ধ। যা সিহাহ-সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ। তিনি যখন এ কিতাব রচনার কাজ শেষ করেন, তখন তা আবূ যুবআ রাযী (রহঃ)-এর খিদমতে পেশ করেন।তিনি এ কিতাব দেখে বলেনঃ আমি মনে করি, যদি এ কিতাব মানুষের হাতে আসে, তবে হাদীসের উপর রচিত বর্তমান গ্রন্থগুলো বা এর অধিকাংশ গ্রন্থ অচল হয়ে পড়বে।

বস্তুতঃ তিনি তাঁর হাদীসগুলো তাক্‌রার পুনরাবৃত্তি ছাড়াই বর্ণনা করেন। সুন্দর বিন্যাস এবং সংক্ষেপনের দিক দিয়ে এর সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। হাফিয আবূ যুবআ এ গ্রন্থের সহীহ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার ধারণা মতে এ কিতাবে ত্রিশটির অধিক হাদীস নেই, যার সনদে কিছুটা ক্রুটি আছে। এ সুনানে বত্রিশটি কিতাব, এক হাজার পাঁচ শত বাব এবং সর্বমোট চার হাজার হাদীস রয়েছে। মাজা ছিল তাঁর মায়ের নাম। গঠনের সংগে আলিফ শব্দটি যোগ করতে হবে, যাতে জানা যায় যে, ইবন মাজা, মুহাম্মদের সিফাত আবদুল্লাহর নয়। যেমন আব্দুল্লা ইবন মালিক ইবন বুহায়না ইয়্দী, যিনি মাশহুর সাহাবী ছিলেন এবং ইসমাঈল ইবন ইব্‌রাহীম ইবন উলয়্যা, যিনি ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এর সমসাময়িক ছিলেন।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মাঝে কিতাবুল্লাহর তাফসীর এবং একটি ইতিহাস গ্রন্থ খুবই প্রসিদ্ধ। ইবন মাজা হিজরী ২০৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেন ঃ তিনি ইরাক, বসরা, কুফা, বাগদাদ, মক্কা, হিরাত, মিশর, ওয়াসিত, রায় এবং অন্যান্য স্থানে ইলমে-হাদীসের সন্ধানে ব্যাপকভাবে সফর করেন। তিনি হাদীসের সব ধরনের ইলমে পারদর্শী ছিলেন। তিনি জাবারা ইবন মুগ্‌লিস, ইবরাহীম ইবন মুনযির, ইবন নুমায়র, হিশাম ইবন 'আম্মার এবং এ স্তরের অন্যান্য মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা থেকে অধিক উপকৃত হন। আবুল হাসান তাঁর সুনানের একজন রাভী এবং তিনি তাঁরই বিশেষ শাগরিদ। কিন্তু আবূ ঈসা আব্‌হরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিসরা আবুল হাসানকে বড় মুহাদ্দিসের

পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন না। তিনি হিজরী ২৭৩ সনে, সোমবার দিন ইনতিকাল করেন এবং বুধবার দিন তাঁকে দাফন করা হয়।

মাশারিকে[১] কাযী 'আয়্যায

এ কিতাবটি মুয়াত্তা এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফের শারাহ্। এর গ্রন্থকার হলেন কাযী 'আয়্যায, আবুল ফযল 'অ্যায়ায ইবন মূসা ইবন 'আয়্যায ইয়াহ্বী, সাবৃতী। (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরী)।

হাফিয আবূ আমর ইবন সালাহ এ গ্রন্থের প্রশংসায় এ কবিতাটি রচনা করেছেন ঃ

مَشَارِقُ اَنْوَار سُنَّت بِسَبْتَةٍ
وَذَا عَجَبٌ كَوْنُ الْمَشَارِقِ بِالغَرْبِ

মাশারিক নামের সুন্নতের নূর সাব্তা[২] নামক স্থানে উদিত হয়েছে। মাশারিকের (পুবের) মাগরিবে (পশ্চিমে) হওয়াটা আশ্চর্যের ব্যাপার বটে।"

আবূ 'আবদুল্লাহ শরীফও এ কতিবাটি রচনা করেছেনঃ

وَمَرعى خُصَيْبٌ فِىْ جَدِيْبِ خِلالِهَا
اَلاَّ فَاعْجُبُوآ لِلخُصَيْبِ فِىْ مَنْزِلِ الْجَدبِ

"এ শুকনো এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত যমীনে সবুজ-শ্যামল চারণভূমি আছে। জেনে রাখ এবং আশ্চর্যবোধ কর ঐ সবুজ-শ্যামলীমার জন্য, যা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থানে অবস্থিত।

শরহে কিরমানী ঃ বুখারীর ব্যাখ্যা

এ কিতাবটি আল্-কাওয়া কিবুদ দুরারী" নামে প্রসিদ্ধ। এর লেখক হজ্জের তাওয়াফ শেষ করার পর মাতাফ শরীফে এ নামের ইল্হাম প্রাপ্ত হন। তাঁর নাম হলো মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন 'আলী ইবন আব্দুল করীম কিরমানী এবং তাঁর লকব (উপাধি) হলো শায়াখ শামসুদ্দীন। তিনি শেষ জীবনে বাগদাদে অবস্থান করেন। তিনি হিজরী ৭১৭ সনে, ১৬ই জমাউদিল আখীর জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর বুযুর্গ পিতা বাহাউদ্দীন থেকে ইল্ম শিক্ষা শুরু করেন। পরে তিনি কাযী 'আযদুদ্দীন ইয়াহইয়া থেকে বিদ্যার্জন করেন এবং অনেক দিন তাঁর সংসর্গে কাটান। বার বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর সংগে অবস্থান করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন শহরে

(১) এর পূরা নাম হলো ঃ "মাশারিফুল্ আনওয়ার আলা সিহাহিল্ আছার।"
(২) সাবতা হলো পাশ্চেত্যের একটি শহর।

পরিভ্রমণ শুরু করেন। তিনি মিশর, সিরিয়া, হিজায ও ইরাকে আলিমদের থেকে ইল্‌ম হাসিলের পর বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসাবস করতে থাকেন এবং দীর্ঘ ৩০ বছর ব্যাপী সেখানে লেখা-পড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি দুনিয়াদারদের খুবই অপছন্দ করতেন এবং জ্ঞান চর্চাকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন। সৎচরিত্র ও বিনয়ের দিক দিয়ে তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একবার তার উপর ছাঁদ ধ্বসে পড়ার কারণে তিনি চলনশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ফলে, লাঠির সাহায্য ছাড়া তিনি চলতে পারতেন না। শেষ জীবনে তিনি হজ্জ করার ইচ্ছা করেন। হজ্জ শেষে তিনি বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন, যেখানে তিনি বসবাস করতেন। ফেরার পথে তিনি "রাওয মাহনা" নামক স্থানে পৌঁছবার পর হিজরী ৭৮৬ সনে, ১৬ই মহরম ইনতিকাল করেন। সেখান থেকে তাঁর লাশ বাগদাদে আনা হয়। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজের কবর এবং আরামগাহ্ হযরত শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজী (রহঃ)-এর মাযারের পাশে বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং এর উপর একটি গম্বুজও তৈরী করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

ফাত্হুল বারী শারহে বুখারী ঃ ইবন হাজার 'আস্কালানী

এ কিতাব এবং মুকাদ্দিমা-ই-ফাত্হুল বারী এর ভূমিকার রচয়িতা হলেন–কাযীউল কুয্যাত, খাতিমুল হুফ্ফায, আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন মাহমুদ ইবন আহ্মদ ইবন হাজার কিনানী, আসকালানী, মিশরী, শাফিয়ী।

আবুল ফজল হিজরী ৭৭৩ সনে, ২৩ শে শাবান মিশরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ইস্কান্দারিয়ায় গমন করেন। তিনি প্যারিস, সিরিয়া, হলব, হিজায এবং ইয়ামন পরিভ্রমণ করে ইলমের নহর থেকে জ্ঞান আহরণ করে পরিতৃপ্ত হন। তিনি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, দূর-দূরান্তরের লোকেরা তা সংগ্রহ করতে থাকে। উস্তাদ ও শায়খগণ ইল্‌মে হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতেন এবং তাঁকে নিজেদের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

আবুল ফযল হিজরী ৮৫২ সনে, ২৮ শে যিল্হজ্জ, শনিবার রাতে মিশরের কায়রোয় ইন্তিকাল করেন। বনু খারুবীর নিকট, কিরাফা সুগরা নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর সালাতে জানাযায় অসংখ্য লোক শরীক হয়। সে সময়কার বাদশা বরকত হাসিলের জন্য তাঁর জানাযার খাটিয়া নিজ কাঁধে বহন করেন। আমীর-উমারা, উযীর-নাযীর ও শহরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা হাতে ধরে তাঁর জানাযাকে মাযারের কাছে নিয়ে যান।

হাদীস পাঠের ক্ষেত্রে আল্লামা ইবন হাজারের বিস্ময়কর ঘটনাবলী

হাদীস পাঠের ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে হাজার থেকে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। তিনি সুনানে ইবন মাজাকে চার বৈঠকে পড়ে শেষ করতেন। সহীহ মুসলিমকে মজলিশ শেষ না করে, চার মজলিসে অর্থাৎ দুই দিন এবং কয়েক ঘন্টায় পড়ে শেষ করেন। কামুস গ্রন্থের প্রণেতা এবং ইবন হাজারের শায়খ মাজদুদ্দীন লাগ্‌বীতও সহীহ মুসলিম দ্রুততার সাথে পড়ে শেষ করতেন। তিনি দামিশকে নাসিরুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন জুহলকে সহীহ মুসলিম শোনাবার জন্য, "বাবুন নস্‌র ও বাবুল ফারহে" এর মাঝখানে যা মাযারে নালে শরীফ এর সামনে অবস্থিত–সেখানে তিন দিনে সহীহ মুসলিম খতম করেন। এজন্য তিনি গর্ব করে বলেনঃ

আল্লাহর শোকর যে, আমি জামি মুসলিম পড়েছি সিরিয়ার দামিশক শহরে, যা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র এবং ইমাম নাসরুদ্দিন ইবন জাহবলের মত হাফিযের সামনে, যিনি উলামাদের প্রয়োজনের কেন্দ্র বিন্দু। আল্লাহর ফযল ও তাওফীকে তিন দিনে এ কিতাব সম্পূর্ণরূপে পড়া শেষ হয়েছে।

সুনানে কাবীর নাসায়ী'কে ও , শায়খ ইবন হাজার, শারফুদ্দীন ইবন কুবাকের সামনে দশ মজলিসে পড়ে শেষ করেন। প্রত্যেকটি মজলিস দশ ঘন্টার সামান ছিল। তিনি তাবারানীর রচিত মু'জাম সাগীর গ্রন্থটি, যার মাঝে এক হাজার পাঁচ শত হাদীস আছে, যুহর থেকে 'আসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক মজলিসেই সনদসহ পড়ে শেষ করেন। তিনি সহীহ বুখারী দশ মসজিলে পড়ে শেষ করেন। এর প্রত্যেকটি বৈঠক ছিল চার ঘন্টার। মোটকথা, তাঁর সমস্ত সময় তিনি হিসাব করে ব্যয় করতেন। কোন সময় তিনি নিষ্কর্মা বসে থাকতেন না, বরং তিনটি কাজের কোন একটি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। হয় কিতাব পড়তেন, নয়ত কিতাব রচনা করতেন, নয়ত ইবাদতে মশ্‌গুল থাকতেন। তিনি দামিশকে দুই মাস দশদিন অবস্থান করেন এবং এ সময় জনসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে হাদীসের কিতাবের এক শত খন্ড পাঠ করেন। এছাড়া বাকী সময় তিনি গ্রন্থ রচনা, ইবাদত ও অন্যান্য কাজে ব্যয় করেন। তাঁর ইল্‌ম ও সময়ের বরকত এবং তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি সকলের কাছে গ্রহণীয় হওয়ার মূলে ছিল হযরত শায়খ সানা কবরী (রহ)-এর দুআ। তিনি একজন কারামত সম্পন্ন ওলী ছিলেন।

কথিত আছে যে, শায়খ ইবন হাজরের পিতার ঔরসের সন্তানাদি জীবিত থাকতো না। তিনি একদিন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শায়খের কাছে গমন করেন।

তখন শায়খ তাকে বলেন, তোমার ঔরসে এমন একটি সন্তান জন্ম নেবে, যে তার ইলমের বরকতে সারা দুনিয়াকে মাতোয়ারা করে তুলবে।

আল্লামা ইবন হাজারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

শায়খ ইবন হাজারের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তিনি প্রধান কাযীর পদ থেকে বরখাস্ত হন এবং শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন 'আলী কাযানীকে তার স্থানে প্রধান কাযী নিয়োগ করা হয়, তখন উভয়ে এক স্থানে বসে খাওয়ার সময় তিনি কবিতার এ অংশটি পাঠ করেনঃ

عِنْدِي حَدِيْث ظَرِيْف بِمِثْلِه تَلْقِي

مِنْ قَاضِيَيْنِ يُعْزَى هَذَا وَهَذَا يُهَنَّا

يَقُوْلُ ذَا اكْرَهُوْنِي وَذَا يَقُوْلُ اسْتَرَحْنَا

وَيَكْذِبَانِ جَمِيْعًا فَمَنْ يُصَدِّقُ مِنَّا

"আমার কাছে একটি আজব ধরনের কথা আছে যে, দু'জন কাযী একত্রিত হলো, যার একজনের সামনে আক্ষেপ করা হচ্ছে এবং আরেক জনকে মুবারকবাদ দেওয়া হচ্ছে। সে বলছে, আমাকে কাযী হতে বাধ্য করা হয়েছে, আর ও (পদচ্যুত হয়ে) বলছে, আমি শান্তি পেয়েছি। অথচ এরা দুজনই মিথ্যাবাদী; আমাদের মাঝে সত্যবাদী কে?"

তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন সুলতান 'মুয়াইয়াদা মাদ্রাসা' বানানোর কাজ শেষ করেন এবং এর উত্তর দিকের গম্বুজটি ভেংগে পড়ার উপক্রম হয় তখন বাদশাহ নির্দেশ দেন, যেন ওটাকে ভেঙে ফেলে নতুন ভাবে তৈরী করা হয়।

অথচ সহীহ বুখারীর টিকাকার, ইমাম 'আয়নী ঐ মিনারে নীচে বসেই হাদীসের দারস দিতেন। হাফিয ইবন হাজার এ সময় নিম্নোক্ত কবিতা লিখে বাদশাহর সামনে পেশ করেন।

আল্লামা ইবন হাজার রচিত কয়েকটি কবিতা

আমাদের নেতা মুয়াইয়িদের জামি মসজিদের মিনার জৌলুশ পূর্ণ সুন্দর জামা পরিধান করেছে। দৃঢ়তা পরিহার করে ঝুকে পড়ার সময় বলছেঃ আমাকে সময় দাও। কেননা, আমার দেহের উপর আয়নীর চাইতে ক্ষতিকর আর কিছু নেই।

লোকের, ঘটনাটি আয়নীর গোচরীভূত করে বলে যে, হাফিয ইবন হাজার আপনার সমালোচনা করেছেন। বদরুদ্দীন আয়নী এ কথা শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করতে পারতেন না, এজন্য তিনি বিশিষ্ট কবি নাওয়াজীকে ডেকে পাঠিয়ে ইবন হাজারের সমালোচনায় একটি কবিতা রচনা করিয়ে নেন এবং সেটি প্রচার করে দেন। সে বিশেষ কবিতাটি ছিল এরূপ ঃ

مَنَارَةٌ كَعَرُوس الْحُسْنِ قَد حُلِيَتُ
وَهَدْمُهَا بِقَضَاءِ اللّهِ وَالْقَدْرِ
قَالُوْا اصَلبَتْ بِعَيْنِ قُلْتُ ذَاغَلَطٌ
مَا اَوْجَبَ الْهَدْمَ اِلاَّ خِطَّةُ الْحَجَرِ

"আরুস মিনারকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। আর সেটি পড়ে যাওয়া নির্ভর করে আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর নির্ধারিত বিধানের উপর। লোকেরা বলে আয়নীর কারণে এটি ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে। আমি বলি, এটি ভুল কথা; বরং এটি ভেঙে পড়ার কারণ হলো, পাথরের গাথুনী আলাদা হয়ে যাওয়া।

ইবন হাজার দেড় শতেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার সব রচনাই জালালুদ্দীন সাইয়ুতীর রচনার চেয়ে উত্তম ও নির্ভরযোগ্য। জালালুদ্দীন সাইয়ুতীর রচনাবলী সংখ্যার দিক দিয়ে যদিও অধিক, কিন্তু ইবন হাজারের রচনাবলী অনেক বড় ধরণের এবং এতে নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও উপকারী জিনিস রয়েছে। জ্ঞানী 'আলিমদের দৃষ্টিতে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। হাফিয ইবন হাজার জালালুদ্দীন সাইয়ুতীর চেয়ে সুন্দরভাবে তাঁর গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করেন। যদিও জালালুদ্দীন জ্ঞানের গভীরতায় তাঁর চাইতে অধিক পারদর্শী ছিলেন। ইবন হাজার রচিত উত্তম গ্রন্থ বলে বিবেচিত কিতাবটি হলো, ফাত্হুল বারী ফী শারহে সাহীহিল বুখারী। এ গ্রন্থ রচনার পর তিনি আনন্দ উৎসব পালন করেন এবং তাতে পাঁচ শ দীনার খরচ করেন। বুখারীর উপর তিনি 'হাদিউস সারী" নামক আরেকটি শরাহ লিখেন, যা ফাত্হুল বারীর চেয়েও বড়। তিনি এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বের করার পদক্ষেপ নেন। কিন্তু এ গ্রন্থ দুটি রচনার কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হলো ঃ তালীকুত্ তালীক, আল লাবাক ফি শারহে কাউলিত তিরমিযী ফীল-বাব, ইত্তিহাফুল মাহরা বি-আত্রাফিল আসানিদুল আশারাহ্, আতরাফুলা মুসনাদিল মুতালা বি-আত্রাফিল মুসনাদি হাম্বলী। তাহযীবুত তাহযীব, তাক্রীব, ইহতিকাল বি-বয়ানে আহত্তাদির রিজাল, তাবাকাতুল হুফফায, আল-কাফ্

আশ-শাফ্ ফী তাখরীজে আহাদিসিল কাশশাফ, আদ-দিরায়া ফী মুনতাখাবে তাখীজে আহাদীসুল হিদায়া, হিদায়াতুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদিছিল মাসাবীহ ওয়াল মিশকাত, তাখরীজু আহদিসিল আযকার আল ইসাবা ফী তামীযুয সিহাবা, আল-আহ্কাম লি-বয়ানে মা-ফিল কুরআন মিনাল ইব্হাম, নুখ্বাতুল ফিক্র ফী মুসতালাহে আহলিল্ আছর, শরহন নুখবা, আল্-ইফসাহ্, তাক্মীলুন নাকতে আলা ইবনিস্ সালাহ্, লিসানুল মীযান, তাব্সীরুল মুনতাবাহ্ ফী তাহরীরিল মুশতাবাহ্, নুয্হাতুস সামিয়ীন ফী রিওয়াতিস সাহাবা আনিত্ তাবেয়ীন, আল-মাজমুউল আম ফী আদাবিশ্ শারাব ওয়াত তাআম ওয়া দুখুলিল হাম্মাম, আল-খিসালুল মুকাফ্য়ারাহ্ লিয যুনুবিল মুকাদ্দিমা ওয়াল মোআখ্খিরা, তাওয়ালীত্ তানীস বি-মানাকিবে ইবনে ইদরীস, ফিহ্রিসুল মারভিয়াত, নিমাস সুলুহ্ ওয়াল আনওয়ার বি-খাসাইসিল মুখতার, আনবাউল গুমার ফী-বিনাইল উমার, আদ্-দুরারুল কামিনা ফী আয়ানে আল-মিয়াতুছ ছামিনা, বুলুগুল মুরাম ফী আহাদি সিল আহ্কাম, কুওয়াতুল হুজ্জাজ ফী উমুমিল মাগফিরাতে লিল্ হুজ্জাজ, আল-খিসালুল মুসিলা লিয্-যিলাল, বায্লুল মাউন ফী ফযলে মান্ সাবারা ফীত্ তাউন, আল-ইমতিনা; বিল-আরবা'য়ীন আল-মুতাবায়িনা বি-শারতিস সিমা, মানাসিকুল হজ্জ, আল-আহাদীসুল অশারীয়া, আল-আরবাউনুল 'আলীয়া-লি-মুসলিম আলাল বুখারী, দীওয়ানুশ শার, দিওয়ানুল খুতুবিল আয্হারীয়া এবং আমালী হাদীসিয়া, যা সংখ্যায় হাজার বৈঠক থেকেও অধিক। নিজের ইনতিকালের আগে এ কিতাব সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

يَقُوْلُ رَاجِي اِلٰهِ الْخَلْقِ اَحْمَدُ مِنْ

اَهْلِ الْحَدِيْثِ نَبِيِّ الْخَلْقِ مُنْتَقِلاً

يَدْنُوْا مِنَ الاَلْفِ اِنْ عُدَّتْ مَجَالِسُه

تَخْرِيْجُ اَذْكَارِ رَبٍّ فَاقِدٍ وَّعَلاَ

دنى بِرَحْمَتِه لِلْخَلْقِ يَرْزُقُهُمْ

كَمَا عَلاَ عَنْ سِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ عَلاَ

فِيْ مُدَّةٍ نَحْوكَجِ قَد مَضَتْ هَمَلاً

وَلِى مِنَ الْعُمْرِ فِيْ ذَا الْيَوْمِ قَد كَمَلاً

سِتٌّ وَسَبْعُوْنَ عَامًا رُحْتَ أَحْسِبُهَا

مِنْ سُرْعَةِ السَّيْرِ سَاعَاتٍ وَّيَا خَجِلًا

اِذَا رَأَيْتُ الْخَطَايَا أَوْ بَقَتْ عَمَلِى

فِى مَوْقَفِ الْحَشْرِ لَوْلَا أَنَّ لِى أَمَلًا

تَوْحِيْدُ رَبِّى يَصُنْهُ وَالرَّجَاءُ لَه

وَخِدْمَتِى وَاِكْثَارُ الصَّلٰوةِ عَلٰى

مُحَمَّدٍ صَبَاحِى وَالْمَسَاءُ وَفِىْ

خَطَبِى وَنُطْقِىْ عَسَاهَا تَمْحَقُ الزَّلَلَا

فَاَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ فِىْ قِيَامَتِه

مَنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ كَانَ مُشْتَغِلَا

يَارَبِّ حَقِّقْ رَجَائِى وَلِاُوْلِى سَمِعُوْا

مِنِّى جَمِيْعًا بِعَفْوٍ مِنْكَ قَدْ شَمَلًا

"আহমদ, যিনি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, মাখলুকের নবীর হাদীস সংকল্প কারীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করছে। যদি বৈঠক গণনা করা হয়, তবে তা হবে হাজারের কাছাকাছি, যেখানে তিনি মহান রবের যিক্‌র করেছেন। (ঐ রব) যিনি তাঁর রহমতের সংগে মাখলুকের নিকটবর্তী, যিনি তাদের রিয্‌ক দেন। তিনি ধ্বংসের নিশানা মুক্ত, উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন। এ কিতাব রচনা করতে গিয়ে আমি আমার জীবনের তেত্রিশ বছর সময় ব্যয় করেছি, আর আজ আমি আমার জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। ছিয়াত্তর বছর শেষ হয়ে গেল, যা দ্রুত অতিবাহিত হয়েছে দ্রুতগামী কুমীরের মত, হায় আফসোস! যখন আমি আমার গুনাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন মনে হয়, হাশরের ময়দানে তা আমার নেকীর পাল্লা হালকা করে দেবে। আমার এ আশা রয়েছে যে, আমার রবের একত্ববাদ ঘোষণা আমাকে সেদিন বাঁচাবে। আর এ আশাই আমি করি। এ ছাড়া দীনের জন্য আমার খিদমত এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও আমার কথা-বার্তায় মুহাম্মদ (স)-এর উপর আমার দরূদ প্রেরণ– আশা করি আমার গুণাহ মাফের জন্য যথেষ্ট হবে। কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর

নিকটবর্তী হবে, যে সব সময় তাঁর উপর দরুদ পাঠে নিয়োজিত থাকে। হে আমার রব! আমার এবং ঐ সমস্ত লোকের আশা পূরণ করুন, যারা আমার থেকে হাদীস শুনেছে এবং আপনি আপনার ক্ষমার মধ্যে সকলকে শামিল করুন।

শায়খ শামসুদ্দীন মিসরী, হাফিয ইবন হাজারের খিদমতে প্রশ্ন করে নিম্নোক্ত একটি কবিতা লিখে পাঠান ঃ

يَاحَافِظَ الْعَصْرِ وَيَامَنْ لَه

تُشَدُّ مِنْ اَقْصَى الْبِلَادِ الرِّحَالِ

وَيَا اِمَامًا لِلْوَرٰى بَابُه

مُحَطُّ اٰمَالِ الثِّقَاتِ الرِّجَالِ

اِبْنُ الْعِمَادِ الشَّافِعِيُّ ادَّعٰى

وُرُوْدُ مَافَاهُ بِه فِىْ الْمَقَالِ

شَرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ اِنَّه مِنَ

الْخَبْعَرِ الْمَرْدِىِّ حَقًّا يُقَالِ

فَهَلْ فِىْ مُسْنَدٍ مَا ادَّعٰى

اَوْثَرٍ يَّرْوِيْهِ اَهْلُ الْكَمَالِ

بَيِّنْ رَعَاكَ اللّٰهُ يَاسَيِّدِىْ

جَوَابَ مَا ضَمَّنْتُه فِىْ السُّوَالِ

لَازِلْتَ يَامَوْلٰى لَنَا دَائِمًا

فِىْ الْحَالِ وَالْمَاضِىْ كَذَا فِىْ الْمَالِ

"ওহে, এ সময়ের হাফিয এবং ঐ ব্যক্তি, যার খিদমতে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে। আর হে মাখ্‌লুকের ইমাম , যার দরজা নির্ভরশীল লোকদের জন্য ঠিকানা স্বরূপ। ইবন ইমাদ শাফিয়ী এরূপ দাবী করেন, যে, আপনার মুখ থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ। অর্থাৎ এ হাদীস তোমাদের মাঝে অবিবাহিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট'–সহীহ সনদযুক্ত হাদীসে উক্ত আছে। কিন্তু কোন সনদে এ দাবীকৃত (বর্ণিত) হাদীস কি মওজুদ আছে? অথবা এটা কি এমন কোন সুন্নাত, যা বুযুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেন। হে আমার নেতা, আল্লাহ আপনার হিফাযত করুন।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সুখী করবেন। আপনি চির শান্তিতে থাকুন–অতীতে, বর্তমানে এবং আখিরাতেও।

হাফিয ইবন হাজার (রহ)-এর জবাবে তৎক্ষণাৎ কবিতা লিখে পাঠান যা নিচে উদ্ধৃত করা হল ঃ

أَهْلاً بِهَا بَيْضَاءَ ذَاتَ الْكحَالِ

بِالنَّقْشِ يَزْهُوْ ثَوْبُهَا بِالصِّقَالِ

مَنَّتْ بِوَصْلٍ بَعْدَ فَضْلٍ شَفَى

مِنْ اَلَمْ الْفُرْقَه بَعْدَ اِعْتِلاَلِ

تَسْأَلُ هَلْ جَاءَ لَنَا مُسْنَدًا

عَمَّنْ لَهُ الْمَجْدُ سَمَاءُ الْكَمَالُ

ذَمَّ اِلَى الْعُزْبَةِ قُلْنَا نَعَم

مِنْ بَالِ اَلْفٍ وفِىْ الْكَفِّ مَالْ

اَرَاذِلُ الاَمْوَاتِ عُزَّابُكُمْ

شَرُّكُمْ عُزَّابُكُمْ يَارِجَالُ

اَخْرَجَهُ الاَحْمَدُ وَالْمُوْصِلِىُّ

وَالطَّبْرَانِىْ الثِّقَاتُ الرِّجَالُ

مِنْ طُرُقٍ فِيْهَا اِضْطِرَابٌ وَلاَ

يَخْلُوْا مِنَ الضُّعْفِ عَلَى كُلِّ حَالِ

"আমি এ মাস'আলাকে স্বাগত জানাচ্ছি, যা ডাগর চোখ বিশিষ্ট, সুন্দর কাপড় পরিহিত স্ত্রীলোকের ন্যায়। আপনি আমাকে বিরহের পর মিলনের স্বাদে তৃপ্ত করেছেন। ফলে বিচ্ছেদের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে। আপনার প্রশ্ন ঃ সেই হাদীস কোন মাস্নাদে কোন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হয়েছে কিনা, যাতে অবিবাহিত থাকাকে নিন্দা করা হয়েছে? এর জবাবে আমার বক্তব্য ঃ যার হৃদয়ে ভালবাসা আছে এবং হাতে ধন সম্পদ আছে, তার বিবাহ করা উচিত। কেননা ঐ হাদীসটি এরূপ ঃ ঐ মৃত্যু পথযাত্রী নিকৃষ্ট যে তোমাদের মাঝে অতিবাহিত। হে

লোকেরা, তোমাদের মধ্যে অবিবাহিত লোকেরাই নিকৃষ্ট। এ হাদীস আহ্‌মদ, মুসিলী এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন, যাঁদের সবাই ছিকা তথা নির্ভরযোগ্য। তবে তাঁরা এটাকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তা দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়।

তান্‌কীহুল আল্‌ফাযিল জামিইস্ সাহীহ্ ঃ যারাক্‌শী

এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বাহাদুর ইবন 'আব্দুল্লাহ খারাক্‌শী। তিনি হিজরী ৭৪৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাফিয 'আলাউদ্দিন মুগ্‌লতায়ী' (রহঃ)-এর অন্যতম শাগরিদ ছিলেন। তিনি জামালুদ্দীন আস্‌নুভী (রহঃ) থেকেও হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। ইবন কাছীর (রহঃ) এবং আযরায়ী (রহঃ) থেকে ও তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের জ্ঞান হাসিল করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিশেষত ঃ তিনি ফিকহে শাফিয়ী এবং কুরআনের বিরাট খিদমত আনজাম দেন। তার রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাখরীযুল আহাদীসিল রাফী, যা পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত। আর আল-খাদিমুর রাফী বিশ খন্ডে সমাপ্ত। তিনি বুখারীর উপরও একটি দীর্ঘ শরাহ লিখেছেন, যা শরাহ ইবন মূলকান সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং এতে অনেক মাস'আলার সংযোজন করেছেন। তিনি দুই খন্ডে "জামউল জাওয়ামি' "গ্রন্থের শরাহ লিখেছেন। তিনি "মিনহাজ" কিতাবের শরাহ্ দশ খন্ডে এবং এর সংক্ষিপ্ত খণ্ডের শরাহ্ দুই খণ্ডে লিখেছেন। "তাজ্‌রীদ" নামে উসূলে ফিকহের একটি কিতাবও তিনি রচনা করেন, যা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এর উপর তিনি মাঝারী ধরনের একটি শরাহ লিখেছেন। তিনি হিজরী ৭৯৪ সনের ৩ রা রজব, কায়রোতে ইন্‌তিকাল করেন।

তা'লীকুল মাসাবীহ আব্‌ওয়াবুল জামিউস্ সাহীহ্ ঃ বদরুদ্দীন দামামীনী

এ কিতাবটি প্রণয়ন করেন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর ইবন 'আমর ইবন আবূ বকর কারশী, মাখযুমী ইসকান্দারী। তাঁর লকব হলো বদরুদ্দীন। তিনি দামামীনী বা ইবনুদ্ দামামীনী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তিনি এ হাদীসের ব্যাখ্যায় (যাতে হযরত সুফিয়া (রা)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (স.) মসজিদে ই'তিকাফরত ছিলেন। সে সময় হযরত সুফিয়া (রা) তাঁকে দেখার জন্য মসজিদে গমন করেন। ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় রাত অধিক হওয়ার কারণে নবী (স.) তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসেন। পথিমধ্যে জনৈক আনসার সাহাবী, নবী (স.) কে হযরত সুফিয়া

(রা)-এর সংগে দেখে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে যান। তখন নবী (স.) তাকে বলেন ঃ চলে এসো, চিন্তা করো না, এতো সুফিয়া। تعال শব্দের লাম অক্ষরটি সর্বাবস্থায় যবর চিহ্নযুক্ত হয়ে থাকে। চাই একজনকে সম্বোধন করা হোক বা একাধিক স্ত্রীলোককে সম্বোধন করা হোক অথবা পুরুষকে। পক্ষান্তরে, আবূ ফারাস ইবন হামদানের উত্তম কবিতায় স্ত্রীলোককে সম্বোধন করার সময় লাম অক্ষরটির উপর যের-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তম হওয়ার কারণে কবিতাটি আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি। তিনি যখন তার পাশে একটি স্ত্রী কবুতরকে বাক্-বাকুম করতে দেখেন, তখন এ কবিতা রচনা করেন ঃ

اَقُوْلُ وَقَدْنَاحَتْ بِقُابِى حَمَامَةٌ

اَيَاجَرَةٌ هَلْ تَشْعِرِيْنَ بِحَالِى

مَعَاذَا النَّوى مَا ذُقعتِ طَارِقَةَ النُّوى

وَلاخَطَرَتْ مِنْكِ الْهُمُوْمُ بِبَالِ

اَيَا جَارَةٌ مَا انْصف الدَّهْرُ بَيْننَا

تَعَالى اُقَاسِمْكِ الْهُمُوْمَ تَعَالى

تَعَابى تَرى رُوْحًا لدَىَّ ضَعِيْفَةً

تَرْدُدُ فِىْ جِسْمٍ يُعْذَّبُ بَالِ

اَيَضْحَكُ مَا سُوْرٌ وَتَبْكِىْ طَائِيْقَةٌ

وَيَسْكُت مَحْزُوْنٌ وَيَنْدُبُ مَالِى

لَقَدْ كُنْتُ اَدْنى مِنْكِ بِالدَّمِعِ مُقْلَةً

وَلكِنُّ ومْعِى فِى الْحَوادِثِ عَالِى

"আমি যখন আমার পাশে একটি কবুতরীকে ডাকতে দেখি, তখন আমি তাকে বলি 'হে আমার প্রতিবেশী, তুমি আমার অবস্থা কিছু জান ? বিরহের যন্ত্রণা থেকে পানাহ! আমার মনে হয়, তুমি কখনো বিরহ-বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করনি, আর তুমি কোন সময় বেদনাতুর হওনি। হে আমার প্রতিবেশী, তোমার এবং আমার মাঝে সময় ইনসাফ করেনি, যাতে আমরা উভয়ে চিন্তাকে ভাগ করে নিতে পারি। তুমি

এসো, যাতে তুমি আমার কাছে এমন এক দূর্বল রূহকে এমন শরীরে দেখতে পাবে, যা জীর্ণ হয়ে গেছে এবং তাকে আযাব দেওয়া হয়েছে। কী ব্যাপার! কয়েদী হাসে এবং স্বাধীন ব্যক্তি কাঁদে? কি ব্যাপার! চিন্তাক্লিষ্ট ব্যক্তি চুপচাপ থাকে এবং চিন্তামুক্ত ব্যক্তি চীৎকার করে? নিশ্চয় আমার চোখ অশ্রু প্রবাহের জন্য তোমার চাইতেও অধিক হকদার। কিন্তু আমার অশ্রু বিপদের সময় নির্গত হয় না।

বদরুদ্দীন (রহঃ) ৭৬৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই লেখা পড়ায় মশগুল থাকেন এবং এভাবেই বেড়ে উঠেন। তাঁর মেধা শক্তি ছিল খুবই প্রখর। বিশেষতঃ সাহিত্যে তথা গদ্যে, পদ্যে ও ব্যাকরণে তার গভীর জ্ঞান ছিল। ফিক্হ এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও তার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তিনি জামি আযহারে বহুদিন যাবৎ ব্যাকরণ পড়ান। অবশেষে ইস্কান্দারিয়াতে ফিরে আসেন। এ সময় সম্পদ আহরণের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং একটি বড় কারখানা খুলেন, যেখানে অনেক তাঁতীর সাহায্যে তিনি কাপড় তৈরী করাতেন। হঠাৎ কারখানায় আগুণ লেগে যায়, সেখানে রক্ষিত তূলা, সূতা কাপড় এবং মেশিনারী সব পুঁড়ে ছারখার হয়ে যায়। এ সময় তিনি অনেক দেনার কবলে পড়েন। পাওনাদাররা চাপ সৃষ্টি করলে, তিনি বাধ্য হয়ে ইস্কান্দারিয়া ছেড়ে সায়ীদ নামক স্থানে চলে যান। পাওনাদাররা তার পিছু নেয় এবং তাকে ধরে কায়রোতে নিয়ে আসে। তখন তাকীউদ্দীন ইবন হুজ্জা এবং নাসিরুদ্দীন বারুযী তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ফলে, তার আর্থিক অবস্থায় স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। তিনি সেখান থেকে ইয়ামনে চলে যান এবং পরে হিন্দুস্থানে চলে আসেন এবং গুজরাটের আহমদবাদে বসবাস শুরু করেন। এ সময় এ স্থানের নাম ছিল–হুস্নাবাদ। এখানে তার সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়। সে সময়ের সুলতানের কাছ থেকে তিনি আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেন এবং স্বচ্ছলতার মাঝে জীবন ধারণ করতে থাকেন। তিনি হিজরী ৮২৮ সনের শাবান মাসে হিন্দুস্থানে ইনতিকাল করেন। তিনি হঠাৎ মারা যান। লোকদের ধারণা, কেউ তাকে বিষ পানে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে অধিক অবহিত। তাকে দাক্ষিণাত্যের গুল-বারকা শহরে দাফন করা হয়।

হাদীস শাস্ত্রে এটিই তার একমাত্র শরাহ; কিন্তু ইলমে আদবে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে শারাহ তাস্হীল এবং শারহে খাযরাজীয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। অলংকার শাস্ত্রে তিনি জাওয়াহিরুল বুহুর নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মাকাতিউশ্ শারব এবং মুযুলুল গায়ছ ফীল ই'তিরায 'আলাল-গায়ব আল্লাযী ইল্তাহাসা ফী শারহে লামীয়াতিল 'আযম ওয়াল গায়ছ আল্লাযী ইন্ সাজামা নামক গ্রন্থদ্বয়ও রচনা করেন। শারহে লামিয়াতুল আজম গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন–'আল্লামা সাফ্দী, যিনি সালাহউদ্দিন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং 'ইলমে আদবেও একজন

অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি জাওয়াহিরুল বুহুর গ্রন্থের একটি শরাহ লিখেন। ইমাম বদরুদ্দীন তুহফাতুল গারীব ফী শারহে মুগ্নীউল লাবীব নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর লেখা কবিতা থেকে নিম্নোক্ত কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

أَيَا عُلَمَاءَ الْهِنْدِ إِنِّى سَائِلٌ

فَمُنُّوا بِتَحْقِيْقٍ بِهِ يَظْهَرُ السِّرُّ

أَرَى فَاعِلاً لِلْفِعْلِ أُعْرِيبَ لَفْظُهُ

بِجَرٍّ وَلاَ حَرْفٌ بِهِ يُمْكِنُ الْجَرُّ

وَلَيْسَ بِمُحْكِيٍّ وَلاَ بِمُجَاوِرٍ

لِذِي الْخَفْضِ وَالاِنْسَانُ بِالْبَحْثِ يَضْطَرٌّ للجرن

فَهَلْ مِنْ جَوَابٍ عِنْدَكُمْ أَسْتَفِيْدُهُ

فَمِنْ بَحْرِكُمْ مَازَالَ يُسْتَخْرَجُ الدُّرُّ

"হে হিন্দুস্থানের 'আলিমগণ, আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, গোপন তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তি এর উত্তর দানে আমাকে খুশী করবেন। একটি ফে'ল (কর্মের)-এর ফাইল (কর্তা) আছে, যাকে যের-চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, অথচ এমন কোন অক্ষর নেই যাকে 'যের দেওয়া যায়। সেটা মুহ্কীও নয় এবং কোন মাজরুরের নিকটবর্তীও নয় এবং মানুষ তাকে তাহ্কীক ও অনুসন্ধান করতে বাধ্য। তোমাদের কাছে এর কোন জবাব আছে কি, যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি? কেননা, তোমাদের সাগর থেকে কেবল মুক্তাই বের হয়ে থাকে।

অনুবাদক বলেন ঃ এ শব্দটি হলো ضمير যা নিম্নোক্ত কবিতায় هاج শব্দের ফাইল (কর্তা) হয়েছে। কবিতাটি তারাফা ইবন 'আবদের ঃ

بِجِفَانٍ تَعْتَرِى نَا دِيْنَا * وَسَدِيْفٍ حِيْنَ هَاجَ الضِّنَّبِرِ

নিম্নোক্ত কবিতাও তাঁর রচিত ঃ

رَمَانِىْ زَمَانِىْ بِمَا سَاءَ فِىْ

فَجَاءَتْ نُحُوْسٌ وَغَابَتْ سُعُوْدٌ

وَأَصْبَحْتُ بَيْنَ الْوَرَى بِالْمَشِيبِ

عَلِيلاً فَلَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ

"আমার যামানা আমাকে কষ্টদায়ক জিনিস দিয়ে ব্যথিত করছে। মনে হয় দুর্ভাগ্যের তারকা উদিত হয়েছে এবং সৌভাগ্যের তারকা অস্তমিত হয়ে গেছে। বৃদ্ধ হওয়ার কারণে আমি মাখ্‌লুকের মাঝে এখন অসুস্থ। হায়! আমার যৌবন যদি আবার ফিরে আসতো।"

নীচের কবিতাও তারাফা ইবন 'আব্‌দের রচিত ঃ

أَلاَ يَا عَذَارِيكَ هُمَا أَوْقَعَا

قَلْبُ الْمُعَنَّى الصَّبِّ فِيْ الْحَيْنِ

فَجُرْلَهُ بِالْوَصْلِ وَاسْمَحْ بِهِ

فَكَيْفَ قَدْ هَامَ بِلاَمَيْنِ

"হে আমার প্রেমিক! নিজের ক্ষতির খবর নাও। কেননা, তারা আমার বিপদগ্রস্ত হয়রান-পোরেশান অন্তরকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করেছে। তাই, তাকে মিলন দান করে, তার প্রতি অনুগ্রহ করো। আর তুমি কেন এরূপ করবে না, যখন সে সত্যি-ই হয়রান-পেরেশান!

তিনি তার বর্ণনায় একটি 'আজব ঘটনার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি ইস্কান্দারীয়াতে তার দারসে হাজির ছিলাম। তার একজন ছাত্র, তার লেখা কিতাব 'মুখ্‌তাসার' পড়ছিল। কিতাবুল হজ্জের দারস (পাঠ) চলছিল। সে মজলিসে এমন ছাত্ররাও উপস্থিত ছিল, যারা আলোচনা ও সমালোচনায় দক্ষ ছিল। হঠাৎ পাঠ চলাকালে সেখানে এমন একটি বাক্য আসলো, যেখানে مضاف اليه এর দিকে ضمير (সর্বনাম) ফিরে যায়। সে ছাত্রটি তখন বললো, ব্যাকরণবিদদের মতে مضاف اليه দিকে ضمير ফিরতে পারে না; কাজেই, এ বাক্যটি কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?

তখন শায়খ তার উত্তরে সাথে সাথেই এই আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

অর্থাৎ এখানে يَحْمِلُ ফেল এর যমীর حَمَار এর দিকে ফিরেছে, যা مضاف اليه হয়েছে। এ উত্তরের মধ্যে যে সুক্ষ্ম ভাষাজ্ঞান নিহিত রয়েছে, তা গোপন থাকার কথা নয়।

গ্রন্থকার বলেন ঃ مضاف اليه এর দিকে ضمير কে ফিরানো নিষেধ নয়। তবে যদি مضاف এবং مضاف اليه উভয়ের দিকে ضمير কে ফিরানো সম্ভব হয়, তবে তা উত্তম। উচিত হবে ضمير কে مضاف এর দিকে ফিরানো। কেননা, বাক্যের মূল উদ্দেশ্য হলো, مضاف অর্থাৎ যার সাথে সর্ম্পক করা হয়।

আল্-লামিউস্ সাহীহ্ ফী শারহে জামিউস্ সাহী ঃ শামসুদ্দীন বরমাভী

এ কিতাবের রচয়িতা হলেন আল্লামা মোহাক্কিক শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুদ দাউ'ম বরমাভী। তাঁর পুরা নাম ও বংশ পরিচয় হলো ঃ শামসুদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন'আব্দুদ দাই'ম ইবন মূসা ইবন আব্দুদ দাই'ম ইবন 'আবদুল্লাহ না'য়ীমী। না'য়ীমের দিকে সর্ম্পকিত হওয়ায় তাকে না'য়ীমী বলা হয়। আসলের দিক দিয়ে তিনি শাফিয়ী মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিজরী ৭৬৩ সনে ১৫ই যিলকা'দা জন্ম গ্রহণ করেন। তার প্রথম জীবনে জ্ঞান চর্চার মধ্যে কাটে। তিনি বুরহান ইবন জামা'আ, তাজুদ্দীন ইবন ফাসীহ, বুরহানউদ্দীন শামী, ইবন শায়খাহ্, সিরাজুদ্দীন বুল্কায়নী, খায়নুদ্দীন ইরাকী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে 'ইল্ম হাদীস শিক্ষা করেন। ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ ও আরবী ভাষায় তিনি বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বদরুদ্দীন যারাক্শীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর অন্যতম শাগরিদে পরিণত হন। তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক। অনেক গ্রন্থের টীকা ও পাদটীকাও লিখেন। ফতওয়া প্রদানে এবং সুন্দর হস্তাক্ষরেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। এ সব গুণাবলীর সাথে তিনি মিষ্টভাষীও ছিলেন। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং খুব কম কথা বলতেন। তিনি সাদামাটা, সহজ-সরল ভাবে জীবন যাপন করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাহবূবীয়াত ও মাক্বুলীয়াতের অংশ প্রদান করেন। তাঁর রচিত বুখারী শরীফের একটি শরাহ আছে, যা যিরাক্শী ও কিরমানী বাঁছাই করেন। তিনি মুকাদ্দামা শারহে ইবন হাজার থেকে কিছু ফাওয়ায়িদ সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি 'আল্ফিয়া' নামে উসূলে ফিকহের একটি কিতাব রচনা করেন, যা ছিল খুবই উচু স্তরের। পূর্ববর্তীদের রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে এটি একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

তিনি আলফিয়া গ্রন্থের একটি শরাহ্ লিখেন, যাতে সব শাস্ত্রের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরা হয়। এ শরহায় তিনি উসূলীদের মাযহাব সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এর অধিকাংশ বক্তব্যই যারাক্‌শীর আল-বাহ্‌রুল মুহীত থেকে সংগৃহীত। তিনি উম্‌দাতুল আহকাম গ্রন্থের একটি শরাহ্ লিখেন। এবং কবিতায় এর 'রিজাল' এর বর্ণনা দেন। পরে তিনি এ কবিতা গ্রন্থের ও একটি শরাহ্ লিখেন। তিনি শরহে লামীয়াতুল আফ্‌'আল নামক একটি সুন্দর তাহ্‌কীকের সাথে লিপিবদ্ধ করেন। সীরাত শাস্ত্রেও তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রয়েছে এবং ফারাযিয়ের উপরও পদ্যে তিনি তাঁর একটি কিতাব রচনা করেন। কিন্তু আক্ষেপ ! তাঁর ইন্‌তিকালের পর, তাঁর এসব গ্রন্থ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

তিনি হিজরী ৮৩১ সনের ২রা জমাদিউছ ছানী, বৃহস্পতিবার দিন ইন্‌তিকাল করেন। জুমু'আর দিন, জুমু'আর নামাযের পর মসজিদে আকসায় (বায়তুল মুকাদ্দাসে)। হযরত শায়খ আবূ 'আবদুল্লাহ্ কাবরাসীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইরশাদুস্ সারীঃ কুসতুলানী

কিতাবটি সহীহ্ বুখারীর শরাহ্। এর প্রণেতা হলেন, শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর ইবন আব্দুল মালিক ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন কুস্‌তুলানী, মিসরী, শাফিয়ী। তিনি হিজরী ৮৫১ সনের ১২ ই যিলকাদা মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ইল্‌মে কিরাআত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সাত কিরাআ'তের 'ইল্‌ম হাসিল করেন। এরপর অন্যান্য 'ইল্‌ম শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি আহমদ ইবন আব্দুল কাদির সাভীকে পাঁচটি বৈঠকে সহীহ্ বুখারী শুনিয়ে দেন এবং সারা জীবন শিক্ষাদানে ও ওয়াজ-নসীহতে কাটান। তাঁর ওয়ায শোনার জন্য লোকেরা দলে দলে সমবেত হতো। তিনি এ ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ছিল। বহুদিন পর তিনি গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অসংখ্য মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত সব চাইতে বড় শরাহ্ ঐ গ্রন্থটি, যাতে ফাত্‌হুল বারী এবং কিরমানীর সংক্ষিপ্তসার আছে। গ্রন্থটি আকারে' বেশী বড় নয় এবং একেবারে ছোট ও নয়। তিনি মাওয়াহিবে লাদুন্নীয়া নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা অধ্যায় বর্ণনার ক্ষেত্রে অনন্য। এছাড়া ও তিনি আল-উকুদুস সানীয়া ফী শারহিল মুকাদ্দামাতিল জাযরীয়া, লাতাইফুল ইশারাত ফী'আশারতিল কিবাআত, কিতাবুল কান্‌য ফী ওয়াক্‌ফে হাম্‌যা ওয়া হিশাম 'আলাল হাময়া' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি শাতিবিয়ার উপরও একটি শরাহ্ রচনা করেন, যা অন্য কোন কিতাবে দেখা যায় না।

তিনি "মাশারিকুল আনোয়ার আল-মাযীয়া" নামে "কাসীদাতুল বুরদার" একটি শরাহ রচনা করেন। "আদাবু সুহ্বাতিন্নাস" নামে একটি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ণ করেন, যেটি "তাকাদীসুল আনফাল" নামে প্রসিদ্ধ। "আর রাওযর যাহির" নামে শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর প্রশংসায়ও তিনি একটি কিতাব রচনা করেন। তাঁর আর একটি কিতাব হলো, তুহ্ফাতুস সামী' ওয়াল ক্বারী বি-খাতমে সহীহুল্ বুখারী।

'আল্লামা কুস্তুলানী ও 'আল্লামা সাইয়ুতীর মধ্যকার ঘটনা

কুস্তুলানী সম্পর্কে শায়খ জালালুদ্দীন সাইয়ূতী (রহঃ) এর গুরুতর অভিযোগ ছিল। তিনি বলতেন, "মাত্তয়াহবে লাদুন্নীয়া" গ্রন্থ রচনায় তিনি আমার গ্রন্থাবলীর সহযোগিতা নিয়েছেন; কিন্তু এ জন্য তিনি কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি। ব্যাপারটি খিয়ানত পর্যায়ের এবং খুবই দোষনীয়। এ অভিযোগটি শেষ পর্যন্ত বিচারের জন্য শায়খুল ইসলাম যায়নুদ্দীন যাকারিয়া আনসারী (রহঃ)-এর খিদমতে পেশ করা হয়। এ সময় শায়খ জালালুদ্দীন সাইয়ূতী (রহঃ) তাঁর নিকট কুসতুলানী সম্পর্কে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করেন। একটি অভিযোগ এরূপঃ"মাওয়াহিব' গ্রন্থে বায়হাকীর বরাতে কিছু বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ বায়হাকীর রচিত গ্রন্থ থেকে তা নেওয়া হয়েছে, তা দেখাতে কুস্তুলানী অপারগ হন। তখন সাইয়ূতী বলেন, আপনি আমার কিতাব থেকে নকল করেছেন, আর আমি সংগ্রহ করেছি বায়হাকী থেকে। কাজেই, আপনার এরূপ বলা উচিত ছিল যে, 'সাইয়ূতী বায়হাকী থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আপনি যে আমার থেকে উপকৃত হয়েছেন, তা স্বীকার করা হতো এবং নকলের অভিযোগ থেকেও আপনি মুক্ত থাকতেন। কুস্তুলানী অপরাধী হিসাবে মজলিস ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি সব সময় খেয়াল রাখতেন কিরূপে তিনি জালালুদ্দীন সাইয়ূতী (রহঃ) এর মনোবেদনা দূর করবেন। কিন্তু তিনি এতে ব্যর্থ হন। একদিন এ উদ্দেশ্যে তিনি মিসর শহর থেকে পদব্রজে 'রাওযা' অভিমুখে রওয়ানা হন, যার অবস্থান ছিল অনেক দূরে। তিনি শায়খ জালালুদ্দীন সাইয়ূতীর বাড়ীতে পৌঁছে দরজায় করাঘাত করেন। শায়খ ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে ? জবাবে কুস্তুলানী বলেন ঃ আমি আহ্মদ, খালি পায়ে, খালি মাথায় আপনার দরজায় উপস্থিত হয়েছি, যাতে আপনার মনের ব্যথা দূরীভূত হয় এবং আপনি আমার উপর রাযী হয়ে যান। একথা শুনে শায়খ জালালুদ্দীন ভিতর থেকেই বলেন, আমি আমার অন্তর থেকে সমস্ত ময়লা দূর করে ফেলেছি। তিনি দরজা খুললেন না এবং তাঁর সাথে দেখাও করলেন না।

হিজরী ৯২৩ সনের ৭ই মহরম, জুম'আর রাতে কুমৃতুলানী মিসরের কায়রোতে ইনতিকাল করেন। জুমা'আর সালাত আদায়ের পর জামে' আযহারে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে মাদ্রাসাতুল আয়নীতে, যা তাঁর বাসার নিকট অবস্থিত, দাফন করা হয়।

হাশিয়া শায়খ সাইয়িদী যারূরূক ফাসী 'আলাল বুখারী

ইনি হলেন শিহাবুদ্দীন আবুল 'আববাস আহমদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা বারলাসী ফাসী। যিনি যাররূক নামে প্রসিদ্ধ। হিজরী ৮৪৬ সনের বুধবার দিন সূর্যোদয়ের সময় তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তার বয়স যখন সাত বছর, তখন তার মা-বাবা উভয়েই ইনতিকাল করেন। মাগরিব অঞ্চলের আলিম, যথা-ফাওরী, মাহাজী, উস্তাদ আবূ 'আবদুল্লাহ সাগীর, ইমাম সা'আবী, ইবরাহীম নারী, সাইয়ূতী, সাখাভী মিসরী, ইরসা দাওমী প্রমুখের কাছ থেকে তিনি 'ইল্‌ম হাসিল করেন। তার শায়খ সাইয়িদী যায়তুন (রহঃ) তার সম্পর্কে এরূপ খোশ-খবর দেন যে, তিনি সাতজন আবদালের একজন। তিনি বাতিনী 'ইলমে উঁচু মর্তাবার অধিকারী ছিলেন এবং যাহিরী 'ইল্‌মের ক্ষেত্রেও তার রচিত গ্রন্থাবলী খুবই উপকারী বলে প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে এ হাশিয়া গ্রন্থটি অন্যতম, যা খুবই দরকারী গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। তার রচিত শারহে রিসালা ইবন আবিযায়দ গ্রন্থটি খুবই উপকারী, যা মালিকী ফিকহের উপর রচিত। তিনি মালিকী ফিকহের বিখ্যাত কিতাব-কিতাবু ইরশাদে ইবন আসকার এর শরাহ লিখেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থাদি হলো, শারহে কুরতুবীয়া, শরহে রাগিবীয়া, শারাহ 'আকীদায়ে কুদ্‌সীরা, শরহে শায়খ তাজ ইবন 'আতাউল্লাহ ইসকান্দারানী, শারহে হিযবুল বাহার, শারহে মিশকাত হিযবুল কাবীর, শারহে হাকায়িকে মুকরী, শারহে আসামা'-ই হুস্‌না, শারহে মারাসিদ, লসীহায়ে কাফীয়া, ইযানাতুল মুতাওয়াজ্জাহ, আল-মিসকীন আলাত্ তারীকিল কাউয়িম ওয়াত তাস্‌কীন, কাওয়া'ইদু' তাসাওউফ (যা খুবই উত্তম গ্রন্থ) হাত্তাদিছুল ওয়াকত (এ গ্রন্থটি ও বিশেষ উপকারী। এতে একশ অধ্যায়ে সে যুগের বিদআতী ফকীহদের সমালোচনা করা হয়েছে)। তিনি ইল্‌মে হাদীসের উপর ও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁর বন্ধু বান্ধবদের যে অসংখ্য পত্রলিপি করেন, তাতেও তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মোটকথা, তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উচু মর্তবা বর্ণনা করা খুবই কষ্টকর। তিনি পরবর্তী কালীন সুখীদের অন্যতম ছিলেন। যারা শরীয়ত ও হকিকতকে একত্রিত করেন, তার শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন, শিহাবুদ্দীন কুস্‌তুলানী,

শামসুদ্দীন লাকানী, তাহির ইবন যবাস রাওয়াদী প্রমুখ বড় বড় 'আলিমগণ। তার একটি কাসীদার অংশ এরূপ ঃ

أَنَا لِمُرِيْدِي جَامِعٌ لِشَتَاتِهِ

إِذَا مَا سَطَا جَوْرُ الزَّمَانِ بِنُكْبَتِهِ

وَإِنْ كُنْتَ فِي ضَيْقٍ وَكَرْبٍ وَوَحْشَةٍ

فَنَادِ بِيَا زَرُّوْقُ اٰتِ بِسُرْعَتِهِ

"আমি আমার মুরীদের পেরেশানীতে শান্তনা দান করে থাকি, যখন যামানার বিপদাপদ তার উপর হামলা করে। যদি তুমি কোনরূপ বিপদাপদ ও কষ্টের মাঝে থাক, তবে 'হে যাররূক' বলে, আমাকে আহবান করো, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব।

তিনি হিজরী ৮৯৯ সনের সফর মাসে তারাবুলাস শহরের পশ্চিমাংশে ইন্‌তিকাল করেন। (হঃ)

বাহ্‌জাতুন নুফূস ঃ ইবন আবূ জামরা

এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন আবু মাহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন সা'আদ ইবন আবূ জামরা। এ কিতাবে বুখারী শরীফ থেকে তেত্রিশ শত হাদীস চয়ন করা হয়েছে। এটা শরাহ সহ দু'খন্ডে রচিত। এতে গভীর জ্ঞান ও গোপন রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি সে সময়ের আরিফ এবং প্রসিদ্ধ ওলীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর থেকে অনেক কারামত প্রকাশ পায়। তার একটি প্রধান কারামত যা তিনি একদা বর্ণনা করেন ঃ

إِنَّنِي بِحَمْدِ اللهِ لَمْ أَعْصِ اللهَ

" অর্থাৎ আল্লাহর শুক্‌র! আমি কোন দিন আল্লাহর নাফরমানী করিনি।"

তাঁর অন্যতম শিষ্য হলেন আবূ আবদুল্লাহ ইব্‌নুল হাজ, যিনি মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-মাদ্‌খালের প্রণেতা। ইব্‌নুল হাজ তাঁর শায়খের কারামাতের কথা একটি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ইবন মারযূক খাফীদ, 'শরহে মুখ্‌তাসার খলীল গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করেছেন, 'ইবন আবূ জামরা এবং তাঁর শিষ্য ইবনুল হাজের উপর মাযহাবের বর্ণনার ভরসা করা উচিত নয়। একথার উদ্দেশ্য হলো, খলীল গ্রন্থের প্রণেতার উপর অভিযোগ উত্থাপন করা, যিনি মাদখাল-ইব্‌সুল হাজের উপর অধিক নির্ভর করেছেন।

তিনি হিজরী ৬৯৫ সনে ইনতিকাল করেন।

তাওশীহ্‌ ‘আলাল জামিউস্‌-সাহীহ্‌ ঃ লিস্‌ সাইয়ূতী

এ কিতাবের রচয়িতা হলেন সে যুগের হাফিয আবুল ফযল আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর সাইয়ূতী (রহঃ)। এ গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ লেখা আছে ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমার উপর ইহসান করেছেন এবং আমাকে হাদীস বহণ কারী হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এমন সাক্ষ্য দিচ্ছি যা দিয়ে আমি কঠিন কিয়ামতের দিন ঢালের কাজ নেব। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সরদার, আমাদের নবী মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তিনি সর্ব প্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবেন। তাকে সমস্ত জিন্‌ ও ইনসানের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর, তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর এবং তাঁর সাহাবীদের উপর, যাদের সংগে মুহাব্বত রাখা ঈমানের নিদর্শন স্বরূপ।

এরপর আরয হলো, এ কিতাবটি শায়খুল ইসলাম, আমীরুল মুমিনীন, আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (রহঃ) রচিত জামি গ্রন্থের উপর একটি হাশিয়া। যা শায়খের নামে চিহ্নিত। একটি বদ্‌রুদ্দীন যারাক্‌শীর পদ্ধতিতে রচিত। আমার রচনাটি বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত মানের, যা একজন পাঠক বা শ্রোতার জন্য খুবই উপকারী। যেমন ঃ শব্দের পরিচয়, বিশেষ বক্তব্যের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন মত পার্থক্যের বর্ণনা, ঐ ধরনের ব্যাখ্যা যা বুখারীর বর্ণনা ধারায় উক্ত হয়নি। সর্বোপরি ঐ অর্থ বর্ণনা করা, যাতে কোন হাদীস মারফূ তা বুঝা যায়, গোপন নাম প্রকাশ করা, কঠিন বিষয়কে পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা এবং বিভিন্ন ধরনের হাদীস একত্রিত করা, যাতে ব্যাখ্যার জন্য কোন কিছু বাদ না থাকে। আমি এরূপ ইরাদাও করেছি যে, সিহাহ সিত্তার সব গ্রন্থের উপর এ ধরনের হাশিয়া (টিকা) লিখব। যা সকলের জন্য উপকারী হয় এবং তারা বিনা কষ্টে অতি সহজেই হাদীসের মূল অর্থ জানতে পারে। আল্লাহ তাঁর ফযল ও করমে এর পূর্ণতা আমাকে প্রদান করুন। এরপর অধ্যায় শুরু হয়েছে এবং বুখারীর শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে।

মু‘আলিমুস সুনান শারহে সুনানে আবী দাউদ ঃ খাত্তাবী

এ কিতাবের রচয়িতা হলেন খাত্তাবী। তার নাম হলো, সুলায়মান আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন খাত্তাব, খাত্তাবী বুস্‌তী। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি পবিত্র মক্কায় ইবনুল আরাবী থেকে এবং বাগদাদে ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ সাফ্‌ফার এবং এ ধরনের অন্যান্য ‘আলিমদের থেকে ‘ইল্‌ম হাসিল করেন।

তিনি বসরায় আবূ বকর ইবন দামা থেকে এবং নিশাপুরে আবুল 'আববাস আসম থেকে হাদীসের সনদ হাসিল করেন। তাঁর থেকে হাকিম, আবূ হামিদ ইসফারায়িনী, আবূ মাসউদ হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ কারাবিসী এবং আবূ নমর মুহাম্মদ ইবন আহমদ বাল্খী জ্ঞানার্জন করেন।

আবূ মানসূর ছালাবী 'ইয়াতীমাতুদ দাহার' গ্রন্থে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর নাম ভুল উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তিনি হলেন আবূ সুলায়মান আহমদ। তাঁর এই ভুল নাম প্রসিদ্ধ লাভ করে। বাস্তব কথা হলো, তাঁর নাম-হামাদ। তিনি অধিকাংশ সময় নিশাপুরে অতিবাহিত করেন এবং এ শহরে থেকেই গ্রন্থ রচনায় মশগুল থাকেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি হলো ঃ গরীবুল হাদীস, মুআলিমুস সুনান, শারহে আসমাউল হুসনা, কিতাবুল 'আযলা, কিতাবুর গুনিয়া আনীল কালাম ওয়া আহলিহী ইত্যাদি। তিনি অভিধানের জ্ঞান আবু 'আমর যাহিদ থেকে এবং ফিক্হে 'ইল্ম হাসিল করেন আবূ আলী ইবন আবু হুরায়রা এবং কাফফাল (কাবীল) থেকে। তিনি হিজরী ৩৮৮ সনে, রবিউচ্ছানী মাসে, বুস্ত নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। কবিতার প্রতিও তাঁর ঝোঁক ছিল। নিম্নোক্ত কবিতা গুলো তাঁরই রচনা।

اِرْضَ لِلنَّاسِ جَمِيْعًا
مِثْلَ مَاتَرضى لِنَفْسِكَ
اِنَّمَا النَّاسُ جَمِيْعًا
كُلُّهُمْ اَبْنَاءُ جِنْسِكَ
فَلَهُمْ نَفْسٌ كَنَفْسِكَ
وَلَهُمْ حِسٌ كَحِسْكَ

"তুমি সবার জন্য সে জিনিসই পসন্দ কর, যা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ করে থাক। কেননা, সব লোকই তো তোমার সমপর্যায়ের। এদের নাফস তোমার নাফসের মতই এবং এদের অনুভূতিও তোমার অনুভূতির মতই।

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا غُرْبُةُ الانْسَانِ فِيْ شِعْةِ النَّوى
وَلِكِنَّهَا وَاللّهِ فِيْ عَدَمِ الشُّكِلِ
وَاِنِّى غَرِيْبٌ بَيْنَ بُسْتٍ وَاَهْلِهَا
وَاِنْ كَانَ فِيْهَا اُسْرَتِيْ وَبِهَا اَهْلِى

দূরে অবস্থান করার কারণে মানুষ মুসাফির হয় না; বরং কসম আল্লাহর, এক মনের না হওয়ার কারণে সে মুসাফির হয়। আমি বুসত এবং এর বাসিন্দাদের মাঝে মুসফির স্বরূপ, যদি ও আমার পরিবার পরিজন ও আত্মীয়স্বজন এখানে বসবাস করে।

তিনি আরো বলেন ঃ

تَسَامِحُ وَلاَ تَسْتَوْفِ حَقَكَ كُلَّه
وَاَبْقِ فَلَمْ يَسْتَوْفِ قَطُّ كَرِيْمُ
وَلاَتَغْلُ فِى شَيْءٍ مِنْ الاَمْرِ وَاقْتَصِدِ
كِلا طَرَفَى قَصْدِ الاُمُوْرِ ذَمِيْمُ

"মাফ করে দাও। নিজের পূর্ণ হক আদায় করো না, বরং তা থেকে কিছু ছেড়ে দাও। কেননা, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনোই তার পূর্ণ হক আদায় করে নেয়নি। কোন ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করো না। কেননা, মধ্যবর্তী পন্থার দুই দিকই (কমও বেশী) নিন্দিত।

তিনি আরো বলেন ঃ

مَادُمْتَ حَيًّا فَدَارِ النَّاسَ كُلُّهُم
فَاِنَّمَا اَنْتَ فِى دَارِ الْمُدَارَاةِ
وَلاَتَعَلَّقُ لِغَيْرِ اللّهِ فِى تَعَبٍ
اَنَّ الْمُهَيْمِنَ كَافِيْكَ الْمُهِمَاتِ

তুমি যতক্ষন বেঁচে আছ, ততক্ষণ লোকের সাথে সদ্ব্যবহার করো। কেননা, তুমি অস্থায়ী ঘরে বসবাস করছো। কোন দুঃখকষ্টে পড়ে গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করো না। কেননা, বিপদাপদে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট।

'আরিযাতুল আহওয়াযী ফী শারহে তিরমিযী ঃ ইবনুল 'আরাবী

এ কিতাবের রচয়িতা হলেন কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী মাগরিবী আন্দালুসী। তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ বকর এবং নাম ও বংশ পরিচয় হলো, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন আহমদ। তিনি ইবনুল 'আরাবী মু'আফিরী। আশবীলী নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি স্পেনের সর্ববেশ 'আলিম ও হাদীসের হাফিয। তিনি প্রাচ্যের দেশ সমূহ সফর করেন এবং প্রসিদ্ধ উলামার কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। তিনি ইলমে উসূল, কালাম ও অন্যান্য শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। এ সমস্ত গুণাবলীর সাথে তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী, কষ্ট সহিষ্ণু বন্ধু বৎসল এবং আমানতদার। তিনি হিজরী ৪৬৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। নিজের পিতার সংগে সিরিয়া সফর করেন। তিনি বাগদাদ, দামিশক মিসর, বায়তুল মুকাদ্দাস ও স্পেনে থেকে-তাররাদ ইবন মুহাম্মদ যায়বী, আবূল ফযল ইবন ফুরাত, কাযী আবূল হাসান খিল্‌যী 'ইবন মুশাররফ, হাফিয আবূল কাসিম মক্কী ইবন আব্দুস সালাম রুম্‌লী, আবূ আবদুল্লাহ হুসায়ন ইবন আলী তারার এবং সে যুগের অন্যান্য বুযুর্গদের নিকট থেকে 'ইলম হাসিল করেন। তিনি ইমাম আবূ হামিদ গায্‌যালী (রহঃ) এর কাছ থেকে অনেক কিছু অর্জন করেন। এভাবে তিনি ফকীহ আবূ বকর শাশী এবং আবূ যাকারিয়া তাবরিযীর নিকট থেকেও 'ইলম হাসিল করেন। এরপর তিনি গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। 'ইলমে আদব ও বালাগতে তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। মুহাদ্দিসদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন সা'আদা, হাফিয আবুল কাসিম, সুহায়লী এবং মাহ্‌না ইবন ইয়াহইয়া তাঁর শাগরিদ ছিলেন। তিনি পার্থিব দিক দিয়ে খুবই স্বচ্ছল ছিলেন। তিনি আশবেলিয়ার কাযীও নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এ সময় তিনি আম ও খাস সব ধরনের লোকের কাছে প্রিয় ছিলেন। এ দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন এবং লেখাপড়ার মধ্যে নিজের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করতেন। কথিত আছে যে, তিনি একজন মুজতাহিদ ছিলেন। হাদীস, ফিক্‌হ, উসূল, 'উলূম কুরআন, 'উলূমে আদব, নাহভ্‌ ও ইতিহাসের বহু গ্রন্থ তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অধিক সম্পদের মালিক ও দানশীল হওয়ার কারণে কবিরা তার গান গাইতো। তিনি আশাবলিয়া শহরকে তাঁর সম্পদ দিয়ে ভরে দেন। তাঁর অন্যতম রচনা হলো-তাফ্‌সীরে আনোয়ারুল ফাখ্‌র, যা তিনি বিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে রচনা করেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ (আশি হাজার)। এ গ্রন্থ সে সময় আবূ 'আয়্যান ফারিস ইবন 'আলী ইবন ইসূফের কুতুবখানায় (গ্রন্থাগারে) আশি খন্ডে মওজুদ ছিল।

তাঁর রচিত অন্যান্য কিতাবগুলো হলোঃ কিতাব কান্নন্নিত তাভীল, কিতাবুন নাসিখে ওয়াল মানসূখ (ফীল কুরআন), কিতাবু আহকামিল কুরআন, তারতীবুর মাসালিক ফী শারহে মুয়াত্তা মালিক, কিতাবুল কাবস 'আলা মুওয়াত্তা মালিক ইবন আনাস, 'আরিযাতুল আহওয়াযী ফী শারহে জামি 'তিরমিযী, কিতাবুল মুসাকিলায়ন (মুশকিলূল কিতাব ওয়াস সুন্নাত), কিতাবুন নায়রায়ন ফি শারহে সাহীহায়ন, শারহে হাদীসে উম্মে যার'আ, শারহে হাদীসুল ইফ্‌ক, শারহে হাদীসে জাবির ফীশ শাফায়াত, কিতাবুল কালাম আলা মুশকিলে হাদীসিস্‌ সুরহাত ওয়াল হিজাব, অর্থাৎ হিজাবুন নূর

লাও কাশাফাহু লা-আহ্‌রাকাত সুব্‌হাতু অজ্‌হিহি মা ইন্‌তাহা ইলায়হি বাসারুহু মিন খালফিহী, তাবয়ীনিস সাহীহ ফী তায়ীনিয্‌ যাবীহ্‌, তাফসীলুত তাফযীল রায়নাত্‌ তাহমীদ ওয়াল তাহ্‌লীল, কিতাবুস সাবায়িআত, কিতাবুল মুসলিসিলাত, সিরাজুল সুরীদীন, কিতাব আত-তাওয়াস্‌সুত ফী মা'রিফাতি সিহ্‌হাতিল 'ইতিকাদ ওয়ার রদ আলা মান খালাফা আহ্‌লুস সুন্নাহ মিন যাবীল বিদঈ ওয়াল ইল্‌হাদ, শরহে গরীবুর বিসালা, আল-ইনসাফ ফী মাসায়িলিল্‌ খিলাফ্‌ (বিশখন্ডে সমাপ্ত), তাখলীক, কিতাবুল মাহসূল ফী 'ইলমিল উসূল, 'আওয়াসিম ও কাত্তয়াসিম, নাওয়াহী আদ- দাওয়াহী, কিতাবু তারতীবির রিহ্‌লা, কিতাবু লুমজাতিল মুতাফাক্‌কীহীন 'ইলা মারিফাতি গাওয়ামিযিল নাহ্‌ভীয়ান। এ ছাড়াও তিনি আরো অনেক কিতাব প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত "কিতাবুর রিহ্‌লা" আরবী গ্রামার পর্যায়ের একটি গ্রন্থ।

তিনি বলেন, আমি মদীনায় থাকাকালে হাম্বলী মাযহাবের ইমাম আবূল ওফা ইবন 'আকীলকে এরূপ বলতে শুনি যে, মাল হওয়া এবং গোলাম ও আযাদ হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তান তার মায়ের অনুসারী হয়। কেননা, বীর্য যখন পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার কোন মূল্য থাকে না। এটি মূল্যবান ও মর্যাদাবান হয় মায়ের উদর থেকে। কাজেই সে মায়ের অনুসারী হবে।

যেমন কেউ খেজুর খেয়ে তার বিচি কোন যমীনে ফেলে চলে গেল। ঐ দানা থেকে যদি কোন গাছ জন্ম নেয়, তবে তার মালিক হবে ঐ যমীনের মালিক-যে খেজুর খেয়ে বিচি ফেলেছে, সে নয়। কেননা, বিচিটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তার কোন মূল্যই ছিল না।

তিনি আরো বলেন ঃ আমি বাবিল শহরের যাদুকরদের কাছ তেকে শুনেছি ঃ যে কেউ, যে কোন সূরার শেষ আয়াত লিখে তার গলায় ধারন করবে, তার উপর কোন যাদু 'আছর করবে না।

তিনি আরো বলতেন ঃ আমি পবিত্র মক্কাতে স্থায়ীভাবে যতদিন ছিলাম, ততদিন 'আবে-যমযম' পান করার সময় মনে মনে 'ইল্‌ম ও ইমানের জন্য দু'সা করতাম। ফলে মহান আল্লাহ্‌ আমাকে প্রচুর 'ইল্‌ম দান করেন। কিন্তু এজন্য আমার আক্ষেপ, আমি আমলের নিয়তে কেন এক ঢোক পানি পান করলাম না। কেননা, আমি নিজের মধ্যে আমলের শাত্তক 'ইলমের চাইতে কম অনুভব করি।

তিনি আরো বলতেন ঃ আমি একদিন বাগদাদে আবূল ওফা ইবন 'আকীলের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক কারী এ সময় এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ 'যেদিন তারা আল্লাহর সংগে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম।"

আমি আবূল ওফার পেছনে বসা ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি-যে আমার বামদিকে বসা ছিল, আস্তে আস্তে বললো, এ আয়াত স্পষ্ট দলীল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দীদার লাভ হবে। কেননা, আরবরা- لَقِيْتُ فُلاَ نًا অর্থাৎ 'আমি অমুকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, একথা তখনই বলে, যখন তার সাথে দেখা হয়। আবূল ওফা একথা শোনে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তৎক্ষণাৎ এ আয়াত পড়েন ঃ পরিণামে ওদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহ্‌র সাথে ওদের সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত। অতঃপর বলেন ঃ তাহলে এ আয়াতের জবাব কি? বস্তত ঃ এ ব্যাপারে সবায় একমত যে, মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র দর্শন পাবে না।

তিনি বলেন, আমি সে সময় মজলিসের আদবের খাতিরে কিছু না বলে চুপ করে থাকি। কিন্তু আমি এর জবাব, আমার রচিত গ্রন্থ, কিতাবুল মুশকিলায়ন' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি।

তিনি আরো বলেন ঃ একদা বিখ্যাত কবি ইবন সারাহ্ আমার মজলিসে আসে। এ সময় আমার সামনে নিবানো আগুনের ছাই পড়ে ছিল। তখন আমি তাকে বলি, তুমি এ সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা কর। তখন সাথে সাথেই সে এ কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

شَابَتْ نَوَاصِيُ النَّارِ بَعْدَ سَوَادِهَا

وَتَسَتَّرَتْ عَنَّا بِثَوْبِ رَمَادِ

شَابَتْ كَمَا شِبْنَا وَزَالَ شَبَابُنَا

فَكَانَّمَا كُنَّا عَلَى مِيْعَادِ !

"আগুনের চেহারা কালো হওয়ার পর সাদা অর্থাৎ বৃদ্ধা হয়ে গেছে এবং ছাইয়ের কাপড় তা আমাদের থেকে গোপন রেখেছে।

তখন সে আমাকে বলে, এ কবিতার শেষাংশ তুমি রচনা কর। আমি তৎক্ষণাৎ এ কবিতা আবৃত্তি করি ঃ

يَهُزُّ عَلَى الرُّمْحِ ظَبِيَ مُهَفْهَفُ

لُعُوْبُ بِالْبَابِ السَّرِيَّةِ عَابِثُ

"সে যেমন বৃদ্ধা হয়ে গেছে, আমি তেমনি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমাদের যৌবন গত হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের জন্য একটি সময় নির্ধারিত ছিল।

গ্রন্থকার বলেন ঃ যদিও এ কবিতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নয়, তবুও এতে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচিত তাৎপর্যপূর্ণ কবিতার একটি এরূপ। এর প্রেক্ষাপট হলো ঃ তিনি একদিন আমীরের ছেলের সংগে একই বাহনে আরোহন করে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে আমীরের ছেলে হাতে বল্লম নিয়ে সেটি বার বার ইবনুল 'আরাবীর দিকে ঘুরাতে থাকে। সে খুশী প্রকাশের জন্য এরূপ করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না। তখন ইবনুল 'আরাবী তৎক্ষনাৎ এ কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করেন ঃ

فَلَوْكَانَ رُمْحًا وَاحِدًا لَاتَّقَيْتُهُ

وَلَكِنَّهُ رُمْحٌ وَثَانٍ وَثَالِثُ

"আমার সামনে সরু কোমর বিশিষ্ট হরিণী বল্লম হেলাচ্ছে, যেন যে লশ্‌করদের জ্ঞান নিয়ে খেলা করছে। যদি তা মাত্র একটি বল্লম হতো, তবে আমি বাঁচতে পারতাম। কিন্তু তাহলো একটি , দুইটি এবং তিনটি।

কবিতার ব্যাখ্যাকারদের মাঝে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা যায়। কেউ বলেন ঃ এর অর্থ হলো-দৃষ্টি, অন্যরা অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। তবে গ্রন্থকারের মতে সঠিক ব্যাখ্যা হলো ঃ

এক বল্লমের অর্থ-একবার বল্লম হেলানো, দুই এবং তিনের অর্থ হলো- দুই এবং তিনবার বল্লম হেলানো। আল্লাহই ভাল জানেন।

তিনি এ কবিতাও রচনা করেন ঃ

أَتَتْنِي تُؤَنِّبُنِي بِالْبُكَاء

فَأَهْلًا لَهَا وَتَأْنِيبِهَا

فَقُلْتُ إِذَا اسْتَحْسَنَتْ غَيْرَكُمْ

أَمَرْتُ جُفُونِي بِتَعْذِيبِهَا

"সে আমাকে কাঁদাবার জন্য আমার কাছে আসে। তার এ আসা এবং কাঁদানো মুবারক হোক্। আমি বল্লাম, ঐ চোখগুলো যখন তোমাদের ব্যতীত অন্যদের ভাল মনে করেছে, তখন আমি আমার পলককে তাদের শাস্তি দানের জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

তিনি যখন সিরিয়া সফরের ইচ্ছা করেন তখন এ কবিতাটি রচনা করেন ঃ

اَتَتْكَ سرى وَاللَّيْلُ يَصْدَعُ بِالفَجْرِ

خَيَالُ حَبِيْبٍ قَد جَوى قَصْبَ الفَخْرِ

جَلاَ ظُلْمُ الظُّلْمَاءِ مَشْرِقُ نُوْرِهِ

وَلَمْ تَنْفَحُ الظُّلْمَاءُ بِالاَنْجُمِ الزَّهْرِ

وَلَمْ يَرضَ بِالاَرضِ الاَرِيْضَةِ مَسْحِبًا

فَصَارَفَ عَلى الْجَوازَاءِ اِلى فَلْكٍ يَجْزى

وَحَثَّ مَطَايَا قَدْ مَطَاهَا لِغَيْرِةٍ

فَاَوْطَاُهَا قَسْرًا عَلى قُبَّةِ النَّسْرِ

فَصَارَتْ ثِقَالاً بِالجلاَلَةِ فَوْقَهَا

وَسَارَتْ عُجَالاً تَتَّقِىْ اَلَمْ الزَّجْرِ

وَجَرَّتْ عَلى ذَيْلِ المَجْرَّةِ ذَيْلَهَا

فَمِنْ ثُمَّ يَا ابْدُوْ مَا هُبَنَاكَ لِمَنْ يَّسْرى

وَمَرَّتْ عَلى الجَووزَاءِ بِوَاضِعٍ فَوقَهَا

فَاثَارُ مَا مَرَّتْ بِهِ كَلْفُ ابَدرِ

وَسَاقَت اَرِيْجَ الْخُلْدِ مِنَ الجَنَّةِ العُلى

فَدَعْ عَنْكَ رَمْلا بِالا يُنَعَم يَسْتَذرِىْ

"প্রভাতের সময় রাতের সে প্রেমিকের কথা স্মরণ হলো, যে গৌরবের অধিকারী হয়েছে। সে এমন, যার নূরের আলোকে রাতের আঁধার দূর হয়েছে, অথচ তারার আলোকে সে অন্ধকার দূরীভূত হয়নি। সে সবুজ-শ্যামল বাগিচার ক্ষতি করতে পসন্দ করেনি, তাই সে আকাশের দিকে মুখ করে 'জুযা' নামক স্থানে অবস্থান করছে। সে বাহনদেরকে চলার জন্য উত্তেজিত করেছে এবং সে তাদের উপর গর্বভরে আরোহণ করেছে এবং তাদের বাধ্য করে 'কুববাতুন-নসরে' নিয়ে

গেছে। আর ঐ বাহনগুলো সে প্রেমিকের কারণে ভারাক্রান্ত হয়েছে, যে তাদের উপর সওয়ার ছিল এবং চলার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দ্রুত গমন করছে। তারা মরীচিকার আঁচলের উপর তাদের আঁচল টেনেছে; ফলে, সেখানকার সব কিছুই পথিকের জন্য স্পষ্ট হয়ে গেছে।

তিনি যখন মদীনা মুনাওয়ার অবস্থান করেন, তখন এ কবিতাটি রচনা করেন ঃ

لَمْ يَبْقَ لِى سُولٌ وَلاَمَطْلَبُ

مُذْصِرتُ جَارًا الجِنبِ الحَبِيْبِ

لاَ اَبْتَغِى شَيْئًا سِوى قُربِه

ذهَا اضنْ مِنْ قَرِيْبُ قَرِيْبُ

مَنْ غَابَ عَنْ حَضْرَةِ مَحْبُوْبِه

فَلَسْتُ عَنْ طَبتٍ مِمَّن يَغِيْبُ

لاَتَسْأَلِ الْمَغُبُوْطَ عَنْ حَالِه

جَارُ كَرِيْمٍ وَمَحْل خَصِيْبُ

الْعَيْشُ وَالْمَوْتُ هُنَا٨ طَبِبُ

بِطَيْبَةَ لِىَ كُلُّ شَئٍ يَّطِيْبُ

“আমার কোন চাওয়া এবং উদ্দেশ্য আর বাকী নেই, যখন থেকে আমি আমার হাবীব মুহাম্মদ (স.)-এর পাশের প্রতিবেশী হয়েছি। এখন আমি তাঁর কুরবত (নৈকট্য) ছাড়া আর কিছুই চাই না। জেনে রাখ. আমি তাঁর খুবই নিকটে। যে ব্যক্তি তাঁর মাহবূরের দরবার থেকে দূরে সরে নাই, তুমি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না, যাকে সবাই ঈর্ষা করে, যিনি সবুজ-শ্যামল স্থানে শরীফ ব্যক্তিতে প্রতিবেশী। এখানকার যিন্দেগী এবং মওত-উভয়ই ভাল। পবিত্র মদীনার সব কিছুই আমার জন্য ভাল। তিনি হিজরী ৫৪৬ সনে, (মতান্তরে ৫৪৩ সনে), সফরে থাকাবস্থায় ইন্‌তিকাল করেন। অর্থাৎ তিনি যখন মক্কা থেকে নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন ফাসের কোন একটি গ্রামে মারা যান। সেখান থেকে তাঁর লাশ ফাসে আনা হয় এবং ‘বাবে-মাহরুকের’ বাইরে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন!

আল-ইল্‌মাম ফী আহদিসিল আহকাম ঃ
ইবন দাকীক আল্ ঈদ

এ কিতাবটি এবং এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তাকীউদ্দীন ইবন দাকীক আল ঈদ রচনা করেন। এ কিতাবের প্রথমে 'কিতাবুত্ তাহারাত' বর্ণিত হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায় হলো ঃ আল-মিয়াহ্, যিকর বয়ানে মান্‌াত তুহুর ওয়া আন্নাহুল মুতাহ্হিরু লি-গায়রিহি।

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহর তরফ থেকে আমাকে পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। যথা ঃ (১) এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত আমার ভীতি অন্যের মনে ঢেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়, (২) আমার জন্য সমস্ত যমীন মসজিদ স্বরূপ এবং পবিত্র বানানো হয়েছে, যাতে আমার উম্মতের যার যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হয়, সে সেখানে নামায আদায় করতে পারে; (৩) আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি; (৪) আমাকে শাফা'আতের হক প্রদান করা হয়েছে এবং (৫) পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষ বিশেষ কাওমের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আমি সমস্ত মানুষের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। –বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

কিতাবুল ইল্‌মামে গ্রন্থকার হাম্‌দ ও সালাতের পর এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ হাম্‌দ ও সালাতের পর আরয এই যে, এটি 'ইল্‌মে হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ, যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি অনেক চিন্তা করেছি এবং এর কোন হাদীস সুন্দর ও শৃঙ্খলার সাথে বর্ণনা করতে না আমি ত্রুটি করেছি। আর না বাহাদুরী করে মুত্তাফিকুন 'আলায়হি হাদীসগুলো সম্পর্কহীন ভাবে বর্ণনা করেছি। এখন যে ব্যক্তি এর মূল ও সম্পর্কের স্থান সম্পর্কে জানতে পারে, সে দৃঢ়ভাবে এগুলো সংরক্ষণের চেষ্টা করবে এবং নিজের দিলে স্থান দিয়ে ঐ সমস্ত লোকদের মত এর সম্মান করবে, যাদের মর্তবা ও মর্যাদা অনেক উপরে।

আমি এ কিতাবের নাম রেখেছি, 'আল-ইলমাম ফী আহদিসিল আহকাম। এ কিতাবের জন্য আমার শর্ত এরূপ যে, অমি এতে কেবল ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করবো, যেগুলোর রাভী (বর্ণনাকারী) হবেন ইমাম এবং হাদীসের রাভীদের কালবের ময়লা পরিষ্কারকারী এবং কেউ কেউ হাদীছের হাফিয ও ফকীহদের নেতা। এখন যদি কেউ এর মূল সম্পর্কের স্থানকে অস্বীকার করে, তবে সে তা করতে পারে। আর যদি কেউ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিতে পারে। আমার দু'আ এই

যে, মহান আল্লাহ্ তাআলা এর দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন এবং এ কিতাবকে এমন নূর বানিয়ে দিন, যা কিয়ামতের দিন সে আমার আগে আগে চলে। আর এ পাঠকদেরকে এটা স্মরণ রাখার তাওফীক দিন এবং এর বরকতে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তিনি-ই ফাত্তাহ্ আলীম, গণী এবং কারীম।

তাঁর কুনিয়াত হলো, আবূল ফাতহ এবং বংশ লতিকা হলো, তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন ওহাব ইবন মুতী কুশায়রী মান্‌ফালুতী। তিনি মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ৬২৫ হিজরীতে শাবান মাসে, হিজাযে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাফিয যাকীউদ্দীন মুন্‌যিরী, ইবন মুজায়যী এবং আহমদ ইবন 'আব্দুদ দাই'ম থেকে দামিশকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি চল্লিশ হাদীস এভাবে সংকলন করেন যে, এর সনদের সিল্‌সিলা রাসূলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি 'উমদা নামক একটি কিতাবের শরাহও লিখেন। তিনি 'আল-ইক্‌তিরাহ্' নামে হাদীস শাস্ত্রের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সে যুগের পবিত্র-আত্মার অধিকারী একজন বিরাট ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞান চর্চায় তিনি অধিকাংশ রাত নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাতেন এবং বেশি বেশি লিখতেন। উসূল ও তর্কশাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। মিসর শহরে তিনি কয়েক বছর কাযীর দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানে ইনতিকাল করেন। 'মুকাদ্দামা মাতরিযী' নামক উসূলে ফিক্‌হের গ্রন্থের তিনি শরাহ লিখেন। চল্লিশ হাদীসের আর একটি সংকলন তিনি রচনা করেন, যাতে তিনি "পবিত্র-হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেন এবং এর নাম দেন আরবায়ীন ফী রিওয়াওয়াতে আন রাব্বিল আলামীন। তিনি হিজরী ৭০২ সনে সফর মাসে ইনতিকাল করেন। এ বছরই পাশ্চত্যের অপর একজন আলিম আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হারুন কুরতুনীও ইনতিকাল করেন। লোকদের বিশ্বাস, প্রতি সাত শ'বছর পরে যে একজন শ্রেষ্ঠ আলিমের আবির্ভাব ঘটে, তিনিই সে 'আলিম ছিলেন। তাসাওউফের ক্ষেত্রেও তিনি কামালিয়াত হাসিল করেন। তিনি একজন কারামত সম্পন্ন ওলী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে মালিকী মাযহাব গ্রহণ করেন এবং শাফিয়ী মাযহাবের মতবাদ গ্রহণ করেন শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন ইবন আব্দুস সালাম থেকে। সুতরাং তিনি এই দুই মযহাবেরই ফকীহ ছিলেন।

'আল্লামা ইবন দাকীক আল ঈদ-এর কারামত

যখন তাতারদের বিদ্রোহ প্রকাশ পায় এবং তাদের সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে, তখন সুলতান এরূপ নির্দেশ দেন যে, 'উলামারা সমবেত হয়ে যেন বুখারী শরীফ খতম করেন। খমতের কিছু অংশ বাকী ছিল এবং তা জুমআর দিনে

শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জুমআর দিন আসার আগেই শায়খ তাকীউদ্দীন (ইবন দাকীক ঈদ) জামি মসজিদে তাশরীফ আনেন এবং 'উলামাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, বুখারী শরীফ খতম করা হয়েছে কি? জবাবে তারা বলেন, একদিনের পড়া বাকী আছে এবং আমরা চাই যে, তা জুমআর দিনে পড়ে খতম করব। তখন তিনি বলেন ঃ সমস্যা শেষ হয়ে গেছে। গতকাল 'আসরের সময় তাতারী লশ্‌কর পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে এবং মুসলিম বাহিনী অমুক গ্রামের পাশে অমুক ময়দানে আনন্দ-ফূর্তির সাথে অবস্থান করছে। তখন লোকেরা বললো ঃ এ সুখবর প্রকাশ ও প্রচার করে দিন। তিনি বলেন, হ্যাঁ, এ খবর প্রচার করে দাও। এর কয়েকদিন পর সরকারী খবরেও সত্যতা স্বীকার করা হয়।

একদিন তাঁর মজলিসে জনৈক ব্যক্তি বেয়াদবী করলে তিনি বলেন, 'তুমি নিজেকে মৃত্যুর হাওয়ালা করে দিলে। তিনি একথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন। বাস্তবে তাই-ই হয় এবং সে ব্যক্তি তিন দিন পর মারা যায়।

এক বার তাঁর ভাইকে কোন জালিম আমীর কষ্ট দেয়। তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বলেন, সে ধ্বংস হোক। বস্তুত ঃ এরূপই হয়। এ ধরনের অনেক মশহুর ঘটনা তার কারামত হিসাবে বর্ণিত আছে।

তিনি রাতের সময়কে এভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন ঃ কিছু অংশে হাদীসের কিতাব পাঠ করতেন এবং কিছু অংশ যিক্‌র ও তাহাজ্জুদ নামায পাঠে ব্যয় করতেন। মোট কথা, রাতে তিনি ঘুমাতেন না। তিনি কোন কোন সময় একটি মাত্র আয়াত পাঠ করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। এক রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়কালে তিনি যখন এ আয়াতে পৌঁছান ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَ لُوْنَ

"যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে না এবং কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না," তখন সকাল পর্যন্ত এ আয়াতই তেলাওয়াত করতে থাকেন।

একবার ইমাম নাভাভী (রহ) তাঁর কাছে একখানা পত্র লেখেন , যাতে এ কবিতা ছিল ঃ

لِكُلِّ زَمَنٍ وَاحِدٌ يُقْتَدَى بِه
وَهذَا زَمَانٌ اَنْتَ لَا شَكَّ وَاحِدُه

"প্রত্যেক যামানায় একজন হাদী ও পথ প্রদর্শক হয়ে থাকেন, আর আপনি অবশ্যই যামানার পথ-প্রদর্শক।

"আল্লামা ইবন দাকীক ঈদ-এর রচিত কিছু কবিতা

تَمَنَّيْتُ اَنَّ الشَّيْبَ عَاجِلُ لِمَّتِىْ

وَقَرَّبَ مِنِّى نِىْ صَبَائِىْ مِرَا رُهٗ

لِاٰخُذَ مِنْ عَصْرِ الشَّبَابِ نَشَاطَه

وَاٰخُذُ مِنْ عَصْرِ الْمُشَيْبِ وَقَارَه

"আমি এরূপ আকাংখা করি যে, আমার বৃদ্ধকাল তাড়াতাড়ি আসুক এবং আমি বাল্যকালেই আমার জীবনের কষ্টকালে নিকটবর্তী হই, যাতে আমি আমার জীবনের যৌবনকালে মজা আস্বাদন করতে পারি এবং বৃদ্ধ বয়সে সম্মান হাসিল করতে পারি।

তিনি আরো বলেন ঃ

اَلاَ اَنَّ بِنْتَ اَنْكَرَمِ اَغْلٰى مَهْرِفمَا

فَاَخْبِرُ بِمَنْ اَضْحٰى لِذٰلِكَ بَاذِلاً

تَزَوَّجْ بِالْعَقْلِ الْمُكَرَّمُ عَاجِلاً

وَبِالنَّارِ وَالْغِسْلِيْنِ وَالْمَهْلِ اجِلاً

"জেনে রাখ, বিনতে কারাম (শরাবের) মোহরানা খুবই মূল্যবান, যে শরাবের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করে, তাকে এ খবর পৌঁছে দাও। শরাবের নগদ মোহরানা এই যে, জ্ঞান বুদ্ধি পরিত্যাগ করে তাকে বিয়ে করা হয়, আর এর আখিরাতের প্রাপ্তি হয় আগুন, ধোয়া এবং গলিত শীশা।

লোকেরা আরও বলেন,

يَقُوْلُوْنَ لِىْ هَلاَّ نَهَضْتَ اِلَى الْعُلٰى

بِمَا هُوَ عَيْشُ الصَّابِرِ الْمُتَّقْنَعِ -

وَهَلاَّ شَدَدْتَّ الْعِيْسَ حَتَّ تَحُلُّهَا

بِمِصْرِ اِلٰى ظِلِّ الْجَنَابِ الْمُرَفَّعِ

فَفِيْهَا مِنَ الاَعْيَانِ مِنْ فَيْضِ كَفِّه

اِذَا شَاءَ رَوّٰى سَيْلُه كُلَّ بَلْقَعِ

وَفِيْهَا مُلُوْكٌ لَيْسَ يَخْفى عَلَيْهِمَ

تَعَيّنَ كَوْنِ الْعِلْمِ غَيْرِ مُضَيَّعِ

وَفِيْهَا شُيُوْخُ الدّيْنِ وَالْفَضْلِ وَالعُلى

يَشِيْرُ اِلَيْهِم بِالْعُلى كُلُّ اِصْبَعِ

وَفِيْهَا غِنَاءٌ وَالْمَهَانَةُ ذِلَّةٌ

فَقُمْ وَابْغِ وَاقْصِدِ بَابَ رِزْقِكَ وَاقْرَعِ

فَقُلْتُ نَعَمْ اَتَبْغِى اِذَا شِئْتُ اَنْ أُرى

ذَلِيْلاً مُهَانًا مُسْتَحِقًا بِمَوْضَعِى!

وَاَسْعِى اِذًا مَّالِذُلّىْ طُوْلُ مَوْقِفِىْ

عَلى بَابِ مَحْجُوَبِ اللّقَاءِ مُمَنَّعِ

وَاَسْعِىْ اِذًا كَانَ النّفَاقُ طَرِيْقَتِىْ

اَرُوْحُ وَاَغْدُوْ فِى ثِيَابِ التَّصَنُّعِ

وَاَسْعِ اِذَا لَمْ يَبْقَ فِىْ تَقِيَّةٌ

لِدَاعِىْ بِهَا حَقُّ التَّقى وَالتَّوَرُّعِ

فَكَمْ بَيْنَ اَرْبَابِ الصُّدُوْرِ مَجَالِسُ

تَشُبُّ بِهَا نَار الْغضا بَيْنَ اَضْلُعِ

فَكَمْ بَيْنَ ارْبَابِ الْعُلُوْمِ وَاَهْلِهَا

اِذًا بَحَثُوْا فِى الْمُشْكَلاَتِ بِمَجْمَعِ

مُنَاظَرَةٌ تَحْمِى النُّفُوْسَ فَتَنْتَهِىْ

وَقَدْ شَرَعُوْا فِيْهَا اِلى شَرّ مُّشْرعِ

مِنَ السَّقْمِ الْمُزْرِى بِمَنْصَبِ اَهْلِه

اَوِالصَّمْتُ عَنْ حَقّ هُنَاكَ مُضَيّعِ

فَامَّا تَرِقُ مَسْلَكَ الذِيْنِ ذا التُّقى

وَاِمَّا تَلْقِيْ غُصَّةَ الْمُتَجَرَّعِ-

"লোকেরা আমাকে বলে, 'আপনি ঐ উঁচু মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য কেন চেষ্টা করেন না, যা থেকে ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট মানুষ সন্তুষ্টি লাভ করে। আপনি আপনার উটকে উঁচু মর্যাদা প্রাপ্ত লোকদের নিকট পৌঁছাবার জন্য সফরের উদ্দেশ্যে কেন তৈরি করেন না, যা মিসরে গিয়ে পৌছত। কেননা, মিসরে এমন উঁচু মর্যাদাপ্রাপ্ত লোকেরা আছেন, যাদের ফায়যে সয়লাব। যখন তারা চান, শুকনো যমীনকে সিক্ত করে দেয়। আর সেখানে এমন বাদশাহ্ আছেন, যার কাছে এ কথা গোপন নয় যে, 'ইল্ম এমনই বস্তু, যা বিনষ্ট করা যায় না। সেখানে এমন বুযুর্গ লোকেরা বসবাস করেন, যাদের শান ও মর্তবা খুবই বুলন্দ এবং আগুন উচিয়ে তাদের বুযুর্গীর কথা ঘোষণা করা হয়। তাতে অমুখাপেক্ষীতা রয়েছে এবং এ মর্তবা অনুসন্ধান করা হতে আলস্য করা অসম্মানী। কাজেই, দণ্ডায়মান হও, অনুসন্ধান কর এবং রিযকের দরজায় পৌঁছে করাঘাত কর। আমি বললাম, হ্যাঁ, যখন চাব তখন তালাশ করবো তখন দেখবে যে, অপদস্থ ও অসম্মানিত লোকেরা আমাকে অপমান করছে। চেষ্টা করবে, যখন আমার অবস্থান অসম্মানিত পর্যায়ের হবে ঐ দরজায় পৌছার যা পর্দা দ্বারা আচ্ছন্ন এবং যখন তার সাথে সাক্ষাত করা সহজ নয়। আর আমি সে সময় ও চেষ্টা করবো যখন আমার আচরণ হবে মুনাফিকীতে পরিপূর্ণ, আর তখন আমি বানোয়াট পোষক পরে চলাফেরা করবো। আর আমি সে সময় চেষ্টা করবো, যখন তাকওয়ার দিকে আহ্বানকারীর ভয় আমার অন্তরে থাকবে এবং আমি নিজে তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর হক আদায় করতে পারব না। আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেক মজলিস এমন, যার কারণে গিযা বৃক্ষের আগুন হৃদয়ের মাঝে প্রজ্বলিত হয়। জ্ঞানী গুণীদের মাঝে জ্ঞানের আলোচনায় কত বৈঠক-ই না অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যা হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে এবং যে রাস্তায় সে চলে, তার শেষ প্রান্তে পৌছে দেয়– ঐ অসুখের কারণে, যা তার মর্যাদায় দোষারোপ করে, অথবা সত্য প্রকাশে চুপ করে থাকে, যা ধ্বংস করা হয়েছে। কাজেই, হয়তো সে দীন ও তাকওয়ার রাস্তায় উন্নতি করবে অথবা দুঃখ ও বেদনার দ্বারা তাকে লালন-পালন করবে।

মোটকথা এই যে, পবিত্র শাস্ত্রের বিজ্ঞ 'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবীদের সময় থেকে নিয়ে আলোচিত শায়খের সময় পর্যন্ত, তিনি যেভাবে

হাদীসের মতন ও অর্থ বিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গিতে করেছেন, এভাবে আর কেউ করেননি। আমার একথার সত্যতা কেউ যদি যাঁচাই করতে চায়, তবে সে যেন আল-ইসলাম গ্রন্থের একটি শরাহ্ পাঠ করে। তাহলে সে দেখতে পাবে, কত গভীর দৃষ্টিভঙ্গিতে তাতে সূক্ষ্ম ভেদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বারা' ইবন "আযিব (রা) এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে, 'আমাকে রাসূলুল্লাহ (স.) সাতটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অপর সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন।" গ্রন্থকার এ হাদীসের ব্যাখ্যার চার শ ফায়দা বর্ণনা করেছেন এবং তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে এজন্য উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

আলোচ্য শায়খ 'ইলমে হাদীস ও 'আহ্‌লে–হাদীসের খুবই সম্মান করতেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে দুনিয়াদারের কোন ইয্‌যতই ছিল না। তিনি হাদীস শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী সংগ্রহে খুবই আসক্ত ছিলেন এবং হাদীসে গ্রন্থ ধার করে কেনার কারণে প্রায়ই দেনাদার থাকতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে কাশফ ও অন্তর চক্ষু দান করেন। তাঁর মজলিসে যারা শরীক হতেন, তারা তাঁর অনেক কারামতের কথা বর্ণনা করেছেন।

তিনি প্রসন্ন মিযাজের মানুষ ছিলেন। একদিন তার কাছে জনৈক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমি একজন অশিক্ষিত ফকীরের নিকট গিয়ে তাকে বললাম ঃ নামাযের মধ্যে আমার দিলে ওস্‌ওয়াসা সৃষ্টি হয়, আর এজন্য আমি খুবই ব্যথিত।' সে দরবেশ ফকীহ তখন বলে ঃ সেই দিলের জন্য অপেক্ষা যাতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের খেয়াল আসে! তার এ কথার কারণে আমার দিলের ওস্‌ওয়াসার রোগ ভাল হয়ে গেছে।

তখন শায়খ ইবন দাকীক আল ঈদ বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে এ অশিক্ষিত ফকীর হাজার ফকীহ (ফিক্‌হ তত্ত্ববিদ আলিম) থেকে শ্রেয়।

গ্রন্থকার বলেন, তাঁর এ বক্তব্যে কোন কোন আলিম রাগান্বিত হন এবং বলেন, তার এ বক্তব্য ঐ হাদীসের খিলাফ যাতে বলা হয়েছে, 'একজন ফকীহ, শয়তানের জন্য হাজার আবিদ থেকেও ভয়ংকর।' আক্ষেপ, ঐ 'আলিমরা লক্ষ্য করেননি এবং ঐ শায়খের কথার মর্ম ও অনুধাবন করতে পারেন নি যদিও ঐ ফকীর ফকীহদের পরিভাষায়, ফিকাহ তত্ত্ববিদ ছিলেন না, তবে তিনি দীনের ব্যাপারে সহীহ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাদীসে যে ফকীহের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এ ধরনের ফকীহ। ঐ ব্যক্তি ফকীহ নন, যিনি ফকীহদের পরিভাষা সম্পর্কে খুবই অবহিত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) ফকীহ শব্দ দিয়ে যে অর্থ নিয়েছেন, সে সম্পর্কে সে অজ্ঞ এবং গাফিল।

কিতাবুশ্ শিফা বে-তা‘রীফে হকূকিল মুস্তাফা (স.) ঃ কাযী আয়ায

এ কিতাবটি কাযী আয়ায (রহ.) প্রণীত। এ গ্রন্থের প্রশংসায় ‘উলামা ও কবিগণ অনেক কথাই বলেছেন। লিসানুদ্দীন খাতীব তালমাসানী (রহ.) বলেন ঃ

شِفَاءُ عِيَاضٍ لِلصُّدُوْرِ شِفَاءُ
وَلَيْسَ لِلْفَضْلِ قَدْ حَوَاهُ خَفَاءُ
هَدِيَّةُ بَرٍّ لَّمْ يَكُنْ لِجَزِيْلِهَا
سِوَى الاَجْرِ وَالذِّكْرِ الْجَمِيْلِ كَفَاءُ
وَفِى لِنَبِىِّ اللّٰهِ حَقٌّ وَفَائِهِ
وَاَكْرَمَ اَوْصَافَ الْكِرَامِ وَفَاءُ
وَجَاءَ بِهِ بَحْرًا يَفُوْقُ لِفَضْلِهِ
عَلَى الْبَحْرِ طَعْمُ طَيِّبٍ وَّصَفَاءُ
وَحَقَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ
رِعَاهُ وَاِغْفَالُ الْحُقُوْقِ جَفَاءُ
هُوَ الذُّخْرُ يُغْنِىْ فِى الْحَيَاةِ غَنَاءُهُ
وَيَنْزِلُ مِنْهُ لِلْبَنِيْنَ رِفَاءُ
هُوَ الاَثَرُ الْمَحْمُوْدُ لَيْسَ يَنَالُهُ
دُثُوْرٌ وَّلَا يَخْشٰى عَلَيْهِ عَفَاءُ
حَرَصْتُ عَلَى الاِطْنَابِ فِىْ نَشْرِ فَضْلِهِ
وَتَمْجِيْدِهِ لَوْسَاعَدَتْنِىْ وَفَاءُ۔

“কাযী ‘আয়্যাযের শিফা গ্রন্থটি আসলে অন্তরের জন্য শিফা স্বরূপ। তিনি এ গ্রন্থে যে ফযীলতের বিষয় বর্ণনা করেছেন, তা কোন গোপন বিষয় নয়। এটি

নেক-বখতের জন্য হাদীয়া স্বরূপ, যার অধিকাংশ উত্তম যিক্‌র ও নেক বিষয় ছাড়া আঁর কিছুই নয়। তিনি নবী (স.)-এর হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নেক লোকদের গুণাবলী সম্মানের সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি এমন একটি দরিয়া নিয়ে এসেছেন, যা তার ফযীলতের কারণে মিষ্টতা ও স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে পানির দরিয়া থেকে উত্তম। কাযী আয়ায (রহঃ) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইনতিকালের পর, তাঁর হকসমূহ সংরক্ষিত করেছেন। আর এই হক সংরক্ষণ না করা আসলে ইল্‌ম ছাড়া কিছুই নয়। এ গ্রন্থটি এমন একটি খাযানা স্বরূপ, যার সম্পদ জীবনকে অমুখাপেক্ষী করে দেয় এবং এর বরকতে লোকদের উপর শান্তি ও স্বস্তি বর্ষিত হয়। গ্রন্থটি এমনই উপাদেয় যে, তা কখনো বিনষ্ট হবে না এবং এর প্রভাব কখনোও ক্ষুন্ন হবে না। আমি এ গ্রন্থের ফযীলত ও বুযুর্গী বর্ণনা করতে ইচ্ছুক, যদি ওয়াদা পালন আমাকে সহায়তা করে।

কিতাবুশ্‌ শিফার প্রশংসায় আবূল হুসায়ন রাবযীর কবিতা

كِتَابُ الشَّفَاءِ شِفَاءُ الْقُلُوْبِ

قَدِ ائْتَلَفَتْ شَمْسُ بُرْهَانِه

فَاكْرِمُ بِه ثُمَّ اَكْرِمْ بِه

وَاَعْظِمُ مَدَى الدَّهْرِمِنْ شَانِه

اِذَا طَالَعَ الْمَرْءُ مَضْمُوْنَه

رَسى فِى الْهُدى اَصْلُ اِيْمَانِه

وَجَاءَ بِرَوْضِ التُّقى نَاشِقًا

اَرَائِحُ اَزْ هَارِ اَفْنَانِه

وَنَالَ عُلُوْمًا تَرَقّيْه فِى

ثُرَيَّا السَّمَاءِ وَكَيْوَانِهف

فَلِلّه دَرُّ اَبِى الْفَضْلِ اِذْ

جَرى فِى الْوَرى نَيْلُ اِحْسَانِه

يُقَرِّرُ قَدْرَ نَبِيِّ الْهُدَى

وَخَيْرِ الْاَنَامِ بِتِبْيَانِهِ

جَزَاهُ رَبِّى خَيْرَ الْجَزَاءِ

وَجَادَ عَلَيْهِ بِغُفْرَانِهِ

وَمِنْهُ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُجْتَبٰى

وَاَصْحَابِهِ ثُمَّ اَعْوَانِهِ

مَدَى الدَّهْرِ لَايَنْقَضِى دَائِمًا

وَلَا يَنْتَهِى طُوْلَ اَزْمَانِهِ ـ

"কিতাবুশ্ শিফার হলো কুলুবের (দিলের) শিফা এবং এর দলীল সূর্যের মত দেদীপ্যমান। এ গ্রন্থের সম্মান ও তাযিম কর এবং এর শান ও মর্যাদা যুগ-যুগ ধরে বৃদ্ধি পাক। যখন লোকেরা এর বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করে তখন তার ঈমানের শিকড় হিদায়াতের ঘরে পৌঁছে যায়। তিনি তাকওয়ার এমন একটি বাগান সৃষ্টি করেছেন, যার ফুলের সুগন্ধ চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি এমন 'ইল্‌ম হাসিল করেছেন, যা আসমানের ছুরাইয়া ও কায়ওয়ান নক্ষত্র পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মহান আল্লাহ আবুল ফযলের কল্যাণ করুন! কেননা, মাখ্‌লূকের মাঝে তাঁর ইহসানের দান অফুরন্ত। তিনি তাঁর বর্ণনায় হিদায়াত প্রাপ্ত নবী ও উত্তম ব্যক্তিদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমার রব তাঁকে এজন্য উত্তম বিনিময় প্রদান করুন এবং তাঁর গুণাহরাজি মাফ করে দিয়ে তাঁর উপর ইহ্‌সান করুন। আর মহান আল্লাহর তরফ হতে তাঁর মনোনীত নবী (স.)-এর উপর তাঁর সাহাবী ও সাহায্যকারীদের উপর পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক, আর এ রহমত তাঁদের উপর সদা-সর্বদা কিয়ামত পর্যন্ত নাযিল হতে থাক।

কাযী 'আয়াযের রচনাবলীর ফযীলত

কাযী 'আয়াযের ভাতিজা এক রাতে তার চাচাকে এই স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সংগে একটি স্বর্ণের সিংহাসনে বসে আছেন। এ স্বপ্ন দেখার পর তাঁর ভাতিজার উপর আতংকের ছাপ পড়ে। তখন তার চাচা কাযী আয়ায তাকে বলেন, হে আমার প্রিয় ভাতিজা! তুমি আমার রচিত কিতাবুশ্-শিফাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সেটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করবে।

এ কথার দ্বারা তিনি তাকে বুঝাতে চান যে, আমার এ মর্তবা এ কিতাবের কারণেই নসীব হয়েছে। বস্তুতঃ এ বিষয়ের উত্তম এবং সর্বজনের নিকট মাকবূল (গৃহীত)। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীও খুব সমাদৃত। যার একটি হলো ঃ মাকারিকুল আন্ওয়ার আলা সিহাহিল আছার। কথিত আছে যে, এ কিতাবের মর্যাদা এত অধিক যে, যদি তা সোনার কালিতে লেখা হয় এবং মণিমুক্তার বিনিময়ে ওজন করা হয়, তবু এর হক আদায় হবে না। তাঁর অপর অন্যতম মাক্বূল কিতাব হলো ঃ ইকমালুল মুআল্লিম ফী শারহে সহীহ্ মুসলিম। যার প্রশংসায় কবি মালিক ইবন মুরজাল বলেন ঃ

مَنْ قَرأَ الاِكْمَالَ كَانَ كَامِلاً
فِيْ عِلْمِهِ وَزَيَّنَ الْمَحَافِلاً
وَكُتُبِ الْعِلْمِ كُنُوْزَاتُهَا
تُفِيْدُ نَفْعًا عَاجِلاً أَوْ اجِلاَ
وَلَيْسَ مِنْ كُتُبِ عَيَاضٍ عَوَضٍ
فَانَّهُ كَانَ اِمَامًا فَاضِلاً

“যে ব্যক্তি ইক্মাল গ্রন্থ পাঠ করেছে, সে পরিপূর্ণ ‘ইল্ম হাসিল করেছে এবং মাহ্ফিলের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। ‘ইল্মের কিতাবের খাযানা (ভান্ডার) অবশ্যই উপকারী জলদী হোক অথবা দেরীতে। আর ‘আয়াযের কিতাবের কোন তুলনা হয় না, কেননা তিনি একজন সম্মানিত ইমাম।

তাঁর রচিত আরো একটি কিতাব হলো ঃ কিতাবুল মুস্তানবিত ফী শারহে কালিমাতি মুশ্কিলাহ্ ওয়া আলফাযে মুগাল্লাকা মিম্মা ইশ্তামালাত আলায়হিল কুতুবুল মুদাওওনা ওয়াল মুখ্তালাত। এ বিষয়ে এর চেয়ে উত্তম আর কোন কিতাব নেই। এ কিতাবটি “তান্বীহাত” নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এখন এ নামেই তা পরিচিত। এ কিতাবের প্রশংসায়, “মাক্রাতীয়া কিতাবের” ব্যাখ্যাকার আবূ আবদুল্লাহ্ নূরী তার রচিত কবিতায় বলেন ঃ

كَانِّىْ قَدَمًا فِيْ كِتَابِ عِيَاضٍ
اَتَنَزَّهُ طَرْنِيْ فِيْ مَرِيْعِ رِيَاضٍ
فَاَجْنِيْ بِهِ الاَزْهَارَ يَانِعَةَ الْجَنى
وَاَكْرَعُ مِنْهَا فِيْ لَذِيْذِ حَيَاضٍ -

"যখন থেকে আমার কাছে 'আয়াযের গ্রন্থ এসেছে, তখন থেকে আমি আমার দৃষ্টিকে তরতাজা বাগানে পরিভ্রমণ করাচ্ছি। আমি এর থেকে তাজা ফুল আহরণ করছি এবং এর শিরীন (মিষ্টি) হাওযের পানি পান করে পরিতৃপ্ত হচ্ছি।

তাঁর রচিত অন্যান্য কিতাব হলো ঃ তারতীবুল মাদারকি ওয়া তাক্রীবুল মাসালিক লি-মা'আরিফাতে 'ইলমে মাযহাবে মালিক, কিতাবুল ইলাম বে-হুদুদে কাওয়াইদুল ইসলাম, কিতাবুল ইলমা' ফী যবতির রেওয়াতে ওয়া তাকয়ীদিস্ সিমা, বুগ্য়াতুর রাই'দ লিমা তাযাম্মানাহু হাদীস উমমূ যারু মিনাল ফাওয়ায়িদ এবং কিতাবুল গুনয়া। শেষের কিতাবে তিনি তাঁর শায়খের বিষয় আলোচনা করেছেন।

তাঁর প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ হলো ঃ মু'জামে শূয়ুখে আবূ আলী আস্ সাদাফী (মৃতঃ ৫১৪ হিজরী); নাযমুল বুরহান 'আলা সিহ্হাতে জায়মিল আযান, মাকসিদুল হাসান ফীমা য়ালযিমুল ইনসান (এ গ্রন্থটি অসমাপ্ত) জামিউত তারীখ (এ গ্রন্থটি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং বিশাল) গুন্য়াতুল কাতিব এবং বুগয়াতুত্-তালিব। এছাড়া তিনি আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর কুনিয়াত হলো আবুল ফয্ল এবং নাম-আয়ায। তাঁর বংশ ধারা এরূপ ঃ 'আয়ায ইবন মূসা ইবন 'আয়ায ইবন 'আমর ইবন মূসা ইবন আয়্যায ইবন মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন 'আয়ায যাহসাবী।

য়াহ্সাব শব্দটি য়াহ্সাব ইবন মালিকের সাথে সম্পর্কিত, যা হামীর গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আসলে ইয়ামনের বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ শহর সাব্তাতে হিজরী ৪৯৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই লালিত পালিত হন। এ জন্য তাঁকে সাবাতী ও বলা হয়। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর শহরের 'উলামা-মাশায়েখদের থেকে 'ইল্ম হাসিল করেন। এরপর স্পেনে চলে যান। সেখানে তিনি ইবন রুশদ ইবন হামদায়ন, ইবন 'আত্তাব, ইবনুল হাজ এবং আবূ 'আলী সাদাফীর নিকট 'ইল্মে হাদীস ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করেন। তিনি 'ইল্মে হাদীস 'নাহুভ' 'ফিক্হ' কালামে 'আরব এবং আইয়াম ও আন্সাবের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন ভাল কবিও ছিলেন। তিনি যখন কর্দোভা ত্যাগ করার ইচ্ছা করেন, তখন নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

কাযী আয়ায রচিত কয়েকটি কবিতা ঃ

اَقُوْلُ وَقَدُ جَدَّار تِحَالِىْ وَغَرَدْتٌ

حَدَاتِىْ وَزِمْتُ لِلْفِرَاقِ رَكَائِبِىْ

وَقَدُ عُمِشْتَ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمْعِ مُقْتْى

وصَارَت هَوَاءٌ مِنْ فُوَّادِىْ تَرَائِبِىُ

وَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ وَقْفَةٌ يَسْتَحِثُّهَا

وَدَاعِيْ لِلاَخْبَبِ لاَلِلْحَبَائِبِ

رَعَى اللّٰهُ جِيْرَانًا بِقَرْطَبَةَ الْعُلٰى

وَسَقٰى رُبَاهَا بِالْعِهَادِ السَّوَاكِبِ

وَحَيًّا زَمَانًا بَيْنَهُمْ قَدْ اَلِفْتُه

طَلِيْقَ الْمُحَيَّاءِ مُسْتَلاَنِ الْجَوَانِبِ

اَاِخْوَانُنَا بِاللّٰهِ فِيْهَا تَذَكَّرُوْا

مُعَاهِدَ جَارٍ اَوْمُؤَدَّاتِ صَاحِبِ

غَدَوْتُ بِهِمْ مِنْ بِرِّهِمْ وَاحْتِفَائِهِمْ

كَاَنِّيْ فِيْ اَهْلِ وَّبَيْنَ اَقَارِبِ

"আমি একথা তখন বলছি, যখন আমার বিদায়ের সময় নির্ধারিত হয়ে গেছে, বিদায় সংগীত গাওয়া হচ্ছে এবং চলে যাওয়ার জন্য আমার সওয়ারীর লাগাম লাগানো হয়েছে। অশ্রু প্রবাহের কারণে আমার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে এবং আমার অন্তর থেকে জীবনের আশা তিরোহিত হয়ে গেছে। এখন মাত্র এতটুকু সময় বাকী আছে যে, আমার বন্ধু-বান্ধব আমাকে বলবে, বিদায়'। আল্লাহ্ তাআলা কর্দোভার প্রতিবেশীদের, যারা উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন, তাঁদের হিফাযত করুন এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের পরিতৃপ্ত রাখুন। আর মহান আল্লাহ্ এমন সময়কে অম্লান রাখুন, যা আমি মুহাব্বতের মধ্যে কাটিয়েছি এবং যা সব দিক দিয়ে আমার অনুকূলে ছিল। হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে এখানে প্রতিবেশীর ওয়াদার কথা এবং কোন ব্যক্তির মুহাব্বতের কথা স্মরণ করবে। তাদের ভাল আচরণ এবং সহমর্মিতার কারণে আমার মনে হয়েছে যে, আমি যেন আমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বসবাস করছি।

একটি ক্ষেতে ছিল সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজি, আর তা মৃদু মন্দ বাতাসে যখন আন্দোলিত হচ্ছিল, তখন কাযী আয়াযের দৃষ্টি সেদিকে পড়ায় তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

كَتِيْبَةٌ خَضْرَاءَ مَهْزُوْمَة

شَقَائِقُ النُّعْمَانِ فِيْهَا جِلاَحُ ـ

"ক্ষেত এবং এর সবুজ বৃক্ষরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যা বাতাসের সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে তার হৃদয়ের কথা বলছে। এরা যেন এমন একদল সৈন্য, যারা সবুজ পোষাক পরিহিত এবং পরাজিত, আর সেখানে প্রস্ফুটিত লাল গোলাপগুলো যেন যখমের ক্ষতের মত বিদ্যমান।

কিতাবুল মাসাবীহ লিল্ বাগাবী

এ কিতাবে মোট ৪৪৮৪ হাদীস বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারীর ও মুসলিম থেকে ২৪৩৪টি এবং সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ২০৫০টি হাদীস এতে সংকলিত হয়েছে। এটা এক আশ্চর্য সমন্বয় যে, এ কিতাবের শুরু হয়েছে اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (নিয়্যতের উপর আমলের ফলাফল নির্ভরশীল) এ হাদীস দিয়ে এবং শেষ হয়েছে اخره (এর শেষ) – শব্দ দিয়ে যা কিতাব শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীছ বর্ণনার সাথে সাথে এ কিতাবেরও ইতি টানা হয়েছে।

এ গ্রন্থের শেষ অধ্যায় হলো, বাবু ছাওয়াবি হাযিহিল উম্মাহ। এর ইহ্সান অধ্যায়ে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنهُ انَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَدِدْتُ اَنّى رَأيْتُ اِخْوَنِنَا الَّذِينَ يَأْتُوْنَ بَعدِى وَاَنَا فَرَطَهُمْ عَلَى الحَوضِ-

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা ও আশা এই যে, আমি আমার সেই সব ভাইদের দেখব, যারা আমার পরে আসবে এবং আমি হাওযে কাওছারের উপর তাদের আপ্যায়ন করবো।

সর্বশেষ হাদীছ হলো ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيهِ وَ سَلَّمَ : مَثَلُ اُمَّتِى مَثَلُ اَلمَطَرِ - لايُدرى اَوَّلُه خَيْرٌ اَمْ اخِرُه -

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমার উম্মতের উদাহরণ ঐ বৃষ্টির মত, যার অবস্থা এই যে, তার প্রথমাংশ উত্তম না শেষাংশ উত্তম তা বুঝা যায় না।

ইফা—২০১৩-২১০৪—প্র/১০৫৭৯ (রা)—৩,২৫০